কথা—সরিৎসাগর।

মদনমঞ্চুকানামক।

ষষ্ঠ লম্বক।

সপ্তবিংশ তরঙ্গ।

বিঘ্ননাশায় নমঃ।

কুমার নরবাহনদত্ত পিতার যত্নে আপন সদগুণের স। [illegible] ন পরি-বর্দ্ধিত হইয়া নবমবর্ষে পদার্পণ করিলেন, এবং মন্ত্রিকুমারগণের সহি বিদ্যানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমে ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। এই কথা প্রসঙ্গে অতঃপর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণিত হইতেছে——

বিতস্তানদীর তীরস্থ তক্ষশিলানগরে কলিঙ্গদত্ত নামে অত্যন্ত [illegible] এক রাজা ছিলেন। তিনি আপন প্রজাপলন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর প্রজাদিগকে জ্ঞানোপদেশ দিতেন। উক্ত নগরে বিতস্তদত্তনামে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী এক ধনাঢ্য বণিক বাস করিত। বণিক অত্যন্ত অতিথি ভক্ত ছিল। এইজন্য বিতস্তদত্তের পুত্র রত্নদত্ত পাপী বলিয়া সর্ব্বদা পিতার নিন্দা করিত। একদা বিতস্তদত্ত আপন নিন্দার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রত্নদত্ত অসূয়াপরতন্ত্র হইয়া কহিল " তাত! আপনি ত্রয়ী ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নিয়ত ভিক্ষুকসেবায় তৎপর হইয়া যারপর নাই অধর্ম্ম সঞ্চয় করিতেছেন।"

বণিক্ কহিল "বৎস! ধর্ম্ম নানাবিধ, তন্মধ্যে অহি [illegible] মি তাহারই অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অতএব কি

নতেছ?" রত্নদত্ত পিতার এই উপদেশে সন্তুষ্ট না হইয়া বরং পিতার সমধিক নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইল। পিতা অতিশয় দুঃখিত হইয়া রাজা কলিঙ্গদত্তের নিকট অভিযোগ করিল। রাজা শ্রবণমাত্র বণিক্ পুত্রের বধাজ্ঞা প্রদান করিলেন। বিতস্তদত্ত পুত্রের বধাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া বধ নিবারণার্থ রাজদরবারে পুনর্ব্বার অভিযোগ করিলে রাজা কহিলেন, "ইহাকে দুই মাস সময় দেওয়া গেল, এই কালের মধ্যে যদি সুন্দররূপ ধর্ম্মচর্য্যায় নিযুক্ত হয় তবে, আমার নিকট আনিলে মাপ করা যাইবে।" এই বলিয়া বণিক্‌পুত্রকে তদীয় পিতার হস্তে সমর্পণ করিলে পিতা পুত্রকে গৃহে লইয়া গেল।

রত্নদত্ত রাজাজ্ঞায় অতিশয় ভীত হইয়া আহার,নিদ্রা সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক ভাবি মৃত্যুর চিন্তায় দিন দিন কৃশ হইতে লাগিল। ক্রমে দুইমাস অতীত হইলে, বণিক পুনর্ব্বার রত্নদত্তকে রাজসমীপে লইয়া গেল। রাজা বণিক্‌পুত্রকে অত্যন্ত কৃশ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। "তুমি কি জন্য এত কৃশ হইয়াছ? আমি কি তোমার ভোজন বন্ধ করিয়াছিলাম?" বণিক্‌পুত্র কহিল,"মহারাজ! য অবধি আমার মৃত্যু আজ্ঞা দিয়াছেন, সেই দিন হইতে মৃত্যু চিন্তায় আমার আহার নিদ্রা এককালে রহিত হইয়াছে,সেই জন্যই এত কৃশ হইয়াছি।" রাজা কহিলেন,এখন বুঝিলে? মৃত্যুভয় কি ভয়ানক পদার্থ? আমি কৌশলে তোমাকে মৃত্যুভয় বুঝাইয়া দিবার জন্য তোমার প্রতি বধাজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলাম। অতএব তোমার ন্যায় সকলেরই মৃত্যু ভয় সমান। এখন বুঝিয়া দেখ রক্ষণ ও উপকার ভিন্ন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর কি হইতে পারে? আমি তোমাকে মৃত্যুভয় প্রদর্শন করিয়া ধর্ম্মোপার্জনের উপদেশ দিয়াছি, কারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া মোক্ষলাভের জন্য যত্ন করিয়া থাকে। অতএব তুমি অতঃপর আর মোক্ষার্থী পিতার নিন্দা করিওনা।"

রাজার এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া বিজ্ঞ বণিক পুত্র কহিল "আমি মহারাজের এই উপদেশে কৃতার্থতা লাভ করিলাম। এবং আমার মোক্ষলাভের ইচ্ছা [illegible] অতএব মহারাজ! আমাকে মোক্ষলাভের উপযোগী অনু- [illegible]তার্থ করুন।" রাজা বণিকপুত্রের এই প্রার্থনায় সন্তুষ্ট

হইলেন। একদা কোন নগরোৎসব উপস্থিত হইলে, বণিকপুত্রের হস্তে তৈলপূর্ণ একটী পাত্র প্রদান করিয়া কহিলেন, তুমি এইটী হস্তে করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিয়া আইস। দেখ যেন ইহা হইতে একবিন্দুও তৈল পতিত না হয়। যদি ইহা হইতে একবিন্দু তৈল পতিত হয়, তাহা হইলে এই সকল পুরুষেরা তদ্দণ্ডে তোমাকে বিনষ্ট করিবে।” এই আদেশ দিয়া বণিকপুত্রকে ভ্রমণার্থ প্রেরণ করিলেন, এবং তাহার পশ্চাৎ নিষ্কোষ খড়্গ হস্তে কতকগুলি পুরুষ ও প্রেরণ করিলেন। বণিকপুত্র অতি সাবধান হইয়া অতিকষ্টে নগর পরিভ্রমণ করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইল।

বিনাপাতে তৈল আনয়ন দর্শন করিয়া রাজা কহিলেন” বৎস! তুমি ভ্রমণকালে লোকদিগের পুরভ্রমণ দেখিয়াছ কি? ‘সে কহিল’ মহারাজ! তৈলবিন্দুর পতনভয়ে, এবং খড়্গাপতনের ভয়ে একাগ্রচিত্ত হইয়া কিছুই দেখি নাই বা শুনি নাই।” ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন, ‘তুমি তৈলের প্রতি যেরূপ একাগ্রচিত্ত হইয়া কিছু দেখ নাই বা শুন নাই, সেইরূপ অবধান দ্বারা পরম পুরুষের অনুধ্যানে নিমগ্ন হও। একাগ্রচিত্ত হইয়া মনকে বাহ্য পদার্থ হইতে নিবৃত্ত করিতে পরিলেই তত্ত্ব দর্শন হয়; এবং তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিও আর পুনর্ব্বার কর্ম্মজালে জড়িত হয় না। অতএব সংক্ষেপে তোমাকে এই মোক্ষোপদেশ প্রদান করিলাম।” এই বলিয়া রাজা তাহাকে বিদায় দিলে, সে হৃষ্টচিত্তে গৃহে গমন করিল।

কলিঙ্গদত্তের মহিষীর নাম তারাদত্তা, তারাদত্তা কি রূপ কি গুণ সকল বিষয়েই অদ্বিতীয়। রাজা প্রিয়তমার সহিত পরমসুখে কালাতিপাত করেন।

—একদা কোন মহোৎসব উপলক্ষে সুরভিদত্তা ভিন্ন যাবতীয় অপ্সরা ইন্দ্র-ভবনে মিলিত হইলে দেবরাজ প্রণিধান দ্বারা দেখিলেন, সুরভিদত্তা নন্দনাভ্যন্তরে বিদ্যাধরসম্ভোগে মত্ত হইয়াছে। দেবরাজ এতদ্দর্শনে কুপিত হইয়া ভাবিলেন ‘উঃ ইহারা কি দুরাচার, কি কামার্ত্ত, যে সুখভোগে মাতিয়া আমাদিগকেও বিস্মৃত হইয়াছে! এবিষয়ে বিদ্যাধরের তাদৃশ দোষ নাই, সে অপ্সরার রূপে আকৃষ্ট হইয়াই এরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে যখন

বিধাতা যাবতীয় উত্তম দ্রব্যের তিল তিল গ্রহণ করিয়া তিলোত্তমাকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তখন তাহাকে দেখিয়া ত্রিভুবনে কেনা মোহিত হইয়াছিল? বিশ্বামিত্র ঋষি মেনকাকে দেখিয়া কি তপস্যা পরিত্যাগ করেন নাই? শর্ম্মিষ্ঠার রূপলালসায় কি যযাতি রাজা জরাগ্রস্ত হন নাই? অতএব বিদ্যাধরের কোন দোষ নাই।" এই বলিয়া ইন্দ্র স্ত্রীজাতিকেই সকল অনর্থের মূল বিবেচনা করত সুরভিদত্তাকে এই শাপ দিলেন "হে পাপীয়সি! এই অপরাধে তুমি নরলোকে অযোনিজা হইয়া জন্মগ্রহণ কর। তথায় থাকিয়া যখন স্বর্গীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, তখন শাপমুক্ত হইয়া স্বজাতিত্ব প্রাপ্ত হইবে।'

ঠিক এই সময় রাজমহিষী তারাদত্তা ঋতুমতী হইলে, ইন্দ্রশাপচ্যুতা সেই সুরভিদত্তা আসিয়া তদীয় উদরে জন্মগ্রহণ করিল। তদীয় জন্ম-গ্রহণ কালে তারাদত্তার মনে এইরূপ স্বপ্নদর্শনভাব উদিত হইল যেন, একটি তেজোময় পদার্থ আকাশ হইতে আসিয়া তদীয় উদরে প্রবেশ করিতেছে। প্রভাতমাত্র রাজ্ঞীর নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, রাজমহিষী সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত ভর্ত্তাকে নিবেদন করিলেন। ভর্ত্তা কলিঙ্গদত্ত তৎশ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন "দেবি! সম্ভব বটে স্বর্গবাসীরা শাপভ্রষ্ট হইয়া প্রায়ই মানুষ লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব বোধ হয় দেবজাতীয় কোন মহাত্মা তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। জন্তুমাত্রেই নানাবিধ সদসৎকর্ম্ম নিবন্ধন শুভাশুভ ফলপ্রাপ্তির জন্য ত্রিভূবনে গতায়াত করিয়া থাকে।" রাজ্ঞী কহিলেন নাথ! সত্য বটে, এতৎপ্রসঙ্গে আমি একটি কথা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন——

পূর্ব্বকালে কোশলদেশে ধর্ম্মদত্ত নামে এক রাজার নাগশ্রী নামে পতিব্রতা এক মহিষী ছিলেন। কালান্তরে আমি তাঁহার কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলাম। আমার শৈশবাবস্থায় জননী অকস্মাৎ আপন পূর্ব্ব জাতি স্মরণ করিয়া পিতাকে কহিলেন, "রাজন! আজ সহসা যে আমার পূর্ব্ব জাতি স্মরণ হইল, এটি আমার পক্ষে প্রীতিকর নহে; কারণ ইহা ব্যক্ত করিলেই আমার মৃত্যু হইবে। এই জন্য আমি অতীব বিষণ্ণ হইয়াছি।"

রাজা কহিলেন, "প্রিয়ে! তোমার মত আমারও হঠাৎ পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত স্মরণ হইল। অতএব তুমি অগ্রে আপন বৃত্তান্ত বল, পরে আমিও কহিব, ভবিতব্যতা কেহই খণ্ডন করিতে পারিবে না।' পতির এই আদেশে রাজ্ঞী কহিলেন, "নাথ! আপনার অনুরোধে অবশ্যই বলিতে বাধ্য হইলাম। এই দেশে মাধবদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিত। আমি পূর্ব্বজন্মে তাহারই গৃহে দাসী ছিলাম। দেবদাস নামে আমার যে পতি ছিলেন, তিনিও কোন এক বণিকের গৃহে দাসত্ব করিতেন। আমরা নিজোচিত একগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া স্ত্রীপুরুষে বাস করিতাম, এবং স্ব স্ব স্বামীর গৃহ হইতে পকান্ন আনিয়া তাহাই ভক্ষণ করিতাম। ঘটী, কলসী, ঝাঁটা, মঞ্চ, আমি এবং পতি এই ছয় জনমাত্র গৃহের অধিবাসী ছিলাম, সুতরাং আমাদের গৃহে কোন কলহই হইত না, সুখে কালযাপন করিতাম। বস্ত্রাদি অধিক থাকিলে তাহা দুর্গত ব্যক্তিকে প্রদান করিতাম।

একদা অতিশয় দুর্ভিক্ষ হইলে, স্বামি ভবনের প্রাপ্য অন্ন অতিশয় কমিয়া গেল। কি করি তাহাতেই উভয়ে কোন প্রকারে জীবন ধারণ করত দিন দিন কৃশ হইতে লাগিলাম। একদা আহার সময়ে এক ব্রাহ্মণ অতিশয় ক্লান্ত হইয়া আমাদের গৃহে অতিথি হইল। সুতরাং আমাদের যে সমস্ত আহার দ্রব্য ছিল,তাহা প্রাণসংশয় কালেও অতিথিকে দিতে হইল। অতিথি ভোজন করিয়া চলিয়া গেলে, পতি ক্ষুধাতেই প্রাণত্যাগ করিলেন। অনন্তর পতিকে শ্মশানে লইয়া গিয়া চিতা নির্ম্মাণপূর্ব্বক অগ্নিসংযোগ করিয়া আমিও পতির সহমরণ করিলাম। তদনন্তর রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এই আপনার মহিষী হইয়াছি।"

অনন্তর রাজা ধর্ম্মদত্ত কহিলেন, "প্রিয়ে! হাঁ আমিই সেই তোমার পূর্ব্ব জন্মের পতি। আমার নাম দেবদাস ছিল এবং এক বণিকের গৃহে ভৃত্য ছিলাম। এই সমস্ত আজ আমার স্মরণ হইল।" এই বলিয়া উভয়েই স্বর্গারোহণ করিলেন। তখন আমার মাসী আমাকে নিজ নিকেতনে লইয়া গেলেন। আমার অবিবাহিত অবস্থায়, একদা এক মুনি আমাদের গৃহে অতিথি হইলে মাতৃস্বসা আমাকে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিলেন। আমি

প্রাণপণ যত্নে তাঁহার শুশ্রূষার নিযুক্ত হইলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে যে বরপ্রদান করিয়াছিলেন, তৎপ্রভাবেই আমি আপনাকে পতি লাভ করিয়াছি। এইরূপে ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই লোকের মঙ্গল হয়।"

দেবীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কলিঙ্গদত্ত কহিলেন, "যদি সম্যক্‌রূপে অল্পধর্ম্মও অর্জিত হয়, তবে তাহা দ্বারাই যে ভূরি ভূরি শুভ ফললাভ হয়, তদ্বিষয়ে আমিও একটি সপ্ত ব্রাহ্মণের কথা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর——

কুণ্ডিনাখ্য নগরে এক উপাধ্যায় ব্রাহ্মণের সাত জন ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল। উপাধ্যায় দুর্ভিক্ষবশতঃ আপন শ্বশুরের নিকট একটী ধেনু প্রার্থনা করিয়া শিষ্য পাঠাইয়া দিল। শিষ্যগণ শ্বশুর উপাধ্যায়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া ধেনু প্রার্থনা করিলে, সে জামাতার প্রার্থনায় একটী ধেনু তাহাদিগকে সমর্পণ করিল। কিন্তু কাহাকেও এক মুষ্টি অন্নপ্রদান করিল না। শিষ্যগণ কি করে সেই গাভি লইয়া তদ্দণ্ডে প্রস্থান করিল এবং অর্দ্ধপথে সকলেই ক্ষুধায় অতিমাত্র নিপীড়িত হইয়া ধরাশায়ী হইল। সেস্থান হইতে উপাধ্যায়ের গৃহ অনেক দূর, সুতরাং তাহাদের পক্ষে প্রাণ বাঁচান নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠিল। তখন সকলেই সেই ধেনুকে বিনষ্ট করিয়া তদীয় মাংস দ্বারা ক্ষুধানিবৃত্তি করিতে স্থির করিল, এবং সেই ধেনুকে যথাবিধি বিনষ্ট করিয়া জীবন রক্ষা করিল। অবশিষ্ট যে কিছু মাংস রহিল, তাহা গ্রহণপূর্ব্বক গুরুর নিকট উপস্থিত হইল এবং প্রণামপূর্ব্বক গুরুকে আমূল বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। গুরু তাহাদের সত্যভাষণে সন্তুষ্ট হইয়া, অপরাধী হইলেও, তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন। এইরূপ সত্যভাষণ দ্বারা তাহারা সকলেই নিস্তার পাইল। এবং সেই সত্যভাষণ দ্বারা পরিণামে সকলেই জাতিস্মর হইল। দেবি! এইরূপ বিশুদ্ধ সঙ্কল্পবারি দ্বারা সিক্ত হইয়া যে পুণ্যবীজ অঙ্কুরিত হয় তাহা শুভফল প্রসব করে। আর সেই বীজ দুষ্ট সঙ্কল্প বারিদ্বারা দূষিত ও সিক্ত হইলে যে অশুভ ফল প্রসব করে। তদ্বিষয়েও একটী কথা বলিতেছি শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে এক ব্রাহ্মণ এবং এক চণ্ডাল গঙ্গাতীরে যাইয়া অনশন ব্রত ধারণ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ একদা ক্ষুধাক্রান্ত হইয়া এক মৎস-

জীবীর নিকট হইতে মৎস্য লইয়া ভক্ষণ করিল এবং চিন্তা করিল 'আহা! এই ধীবরেরাই পৃথিবীতে ধন্য, কারণ ইহারা প্রত্যহ অমৃততুল্য শফরমাংস যথেচ্ছ ভক্ষণ করিয়া থাকে।" কিন্তু সেই তপস্বী চণ্ডাল সেই ধীবরদিগকে দেখিয়া, পাপিষ্ঠ জ্ঞানে নেত্রনিমীলনপূর্ব্বক ধ্যানে নিমগ্ন হইল। কালে উভয়েই অনশনদ্বারা প্রাণত্যাগ করিলে ব্রাহ্মণকে কুক্কুরে ভক্ষণ করিল; আর সেই চণ্ডাল গঙ্গাজলে বিলীন হইল। তদনন্তর সেই অকৃতাত্মা ব্রাহ্মণ জাতিস্মর হইয়া কৈবর্ত্তকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বজাতি স্মরণ করত নিরন্তর অনুতাপেই কালক্ষেপ করিতে লাগিল, কিন্তু সেই চণ্ডাল তীর্থমাহাত্ম্যে জাতিস্মর হইয়া গঙ্গাতীরস্থ রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া নিরন্তর আহ্লাদিতচিত্তে কালক্ষেপ করিতে লাগিল। অতএব দেখ যাহার যাদৃশ অন্তঃকরণ সে তাদৃশ ফলভাগী হয়।"

রাজা কলিঙ্গদত্ত রাজ্ঞীকে এই কথা শুনাইয়া পুনর্ব্বার কহিলেন। "অবন্তি দেশে উজ্জয়িনী নামে যে এক নগরী আছে। তথায় অমরসিংহ নামে এক রাজা আছে। তিনি কি বাহুবল কি অস্ত্রবিদ্যা উভয়েই অদ্বিতীয়। দেশমধ্যে যে কেহই তাঁহার বিপক্ষ ছিল না, সেই জন্যই তিনি সর্ব্বদা অনুতাপ করিতেন। একদা রাজাভিপ্রায়জ্ঞ মন্ত্রী অমরগুপ্ত প্রভুকে নির্জ্জনে পাইয়া কহিলেন, "মহারাজ! আপনি দোর্দ্দণ্ডদর্পে দর্পিত এবং শস্ত্রবিদ্যায় বিশারদ হইয়া প্রতিযোদ্ধার অসদ্ভাবপ্রযুক্ত যে অনুতাপ করেন, তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু সেরূপ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। কারণ প্রভূত বলশালী রাজার শত্রুপ্রার্থনায় কখন না কখন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে। অতএব মহারাজ যুদ্ধ ব্যতিরেকে অসন্তুষ্ট হইবেন না। তবে যদি আপনার শস্ত্রশিক্ষায় পারদর্শিতা দেখাইবার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে বনে যাইয়া মৃগয়া দ্বারা তাহা প্রদর্শন করুন। রাজাদিগের মৃগয়া সেবা ব্যায়ামাদির জন্যও কর্ত্তব্য। যে রাজা শ্রমসহিষ্ণু না হয়েন তিনি কদাচ যুদ্ধাদি কার্য্যে পটু হইতে পারেন না। আরো অরণ্যবাসী দুষ্ট মৃগেরা মেদিনীকে শূন্য করিতে ইচ্ছা করে, সেইজন্যই তাহারা রাজার বধ্য"

এজন্যও মৃগয়া আবশ্যক। কিন্তু অতিরিক্ত মৃগয়াও দোষাবহ। তজ্জন্য অনেকানেক রাজা পূর্ব্বে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

রাজা বিক্রমসিংহ মন্ত্রীর এই উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন, এবং পর দিবস অশেষবিধ মৃগয়া সজ্জায় সজ্জিত হইয়া মৃগয়ার্থ নগর হইতে বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে দেখিলেন, এক দেবালয়ে দুইটি পুরুষ কি মন্ত্রণা করিতেছে। পরে কানন মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মৃগয়া দ্বারা পরিশ্রান্ত হইয়া পুনর্ব্বার উজ্জয়িনীনগরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। প্রত্যাগমন কালেও সেই দেবালয়ে সেই দুই জন পুরুষকে স্থিরভাবে মন্ত্রণা করিতে দেখিয়া তর্ক করিলেন, 'ইহারা কে? এবং এই নির্জনস্থানে বসিয়া কি মন্ত্রণাই বা করিতেছে। বোধ হয় ইহারা কোন রাজার গুপ্তচর হইবে।' এই স্থির করিয়া প্রতীহার দ্বারা তাহাদিগকে ডাকাইয়া আনিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে? কি পরামর্শ করিতেছ? নির্ভয়ে ব্যক্ত কর।' এই অভয় পাইয়া তাহাদের এক জন কহিল, 'মহারাজ! বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। এই নগরে করভক নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি একটি সুসন্তানকামনায় অগ্নিদেবের আরাধনা করিলে, আমি প্রসূত হইলাম। কিন্তু শৈশবাবস্থাতেই পিতামাতার পরলোক হইলে, আমি অনাথ হইলাম। বিদ্যাধ্যয়নের পর স্বমার্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্যূতসেবা ও শস্ত্রবিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলাম। এই চর্চ্চায় বাল্যাবস্থা অতীত হইলে, একদা বার্ণক্ষেপার্থ বনমধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য যে পথে নগর হইতে বহির্গত হইলাম, সেই পথে একটী স্ত্রীলোকও একটি যানে আরোহণ করিয়া কতিপয় সখীসহ নগর হইতে বহির্গতা হইল। এই সময় অকস্মাৎ একটী হস্তী শৃঙ্খলভঙ্গপূর্ব্বক কোথা হইতে আসিয়া সেই বধূর প্রতি ধাবমান হইল, তদনুযায়ী সকল লোকেই বধূকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল। আমি সহসা তদ্দর্শনে চিন্তাকুল হইয়া এই স্থির করিলাম, আহা, "এই অসার ব্যক্তিরা তো তপস্বিনী বধূকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল, অতএব আমি যাইয়া ইহাকে হস্তিমুখ হইতে রক্ষা করি। আপৎ-পরিত্রাণে পরাঙ্মুখ ব্যক্তির জীবনই বৃথা। এই

বলিয়া হুঙ্কারপূর্ব্বক সেই হস্তীর প্রতি ধাবমান হইলাম। আমার তর্জ্জনে সেই গজ সেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতি ঝুঁকিল। আমি চীৎকারপূর্ব্বক প্রাণপণে ছুটিয়া হস্তীকে অনেক পশ্চাতে ফেলিলাম, এবং সম্মুখবর্ত্তী পত্র-বহুল এক ভগ্নবৃক্ষের শাখায় আচ্ছাদিত কলেবর হইয়া লুক্কায়িত হইলাম। গজ বেগে আসিয়া ক্রোধভরে সেই শাখা সকল চূর্ণিত করিতে আরম্ভ করিল। সেই অবকাশে আমি সত্বর সেই কামিনীর নিকট উপস্থিত হইলাম। এবং ভয়বিহ্বলা সেই নারীর শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিলাম। তদনন্তর দুঃখিতা সেই রমণী মদ্দর্শনে আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া কহিল, "মহাশয়! আমার কুশলের কথা যাহাহউক, এক্ষণে আপনি যে অক্ষত-শরীরে ফিরিয়া আসিলেন, এই আমার পরম কুশল। দেখিতেছি আপনিই আমার যোগ্য-পতি। অতএব আপনি আস্তে আস্তে আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসুন। কিছুদূর যাইয়া সুযোগ পাইলেই একত্র মিলিত হইয়া উভয়ে কোন দিকে প্রস্থান করিব।" আমি তাহার কথায় সম্মত হইলাম।

ক্ষণকাল পরেই তাহার ভর্ত্তা সদলে একত্র মিলিত হইয়া যাত্রা করিল। আমিও সেই কামিনীদত্ত পাথেয় দ্বারা প্রাণধারণ করত গুপ্তভাবে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম, এবং দেখিলাম কামিনী হস্তীর আক্রমণ-জন্য গাত্র-বেদনার ছল করিয়া পতিকে অঙ্গ স্পর্শ করিতেও দেয় না। ক্রমে আমরা লোহ-নগরস্থ তদীয় ভর্ত্তৃ ভবনে উপস্থিত হইলাম। তাহারা সকলে গৃহে যাইলে, সে দিবস আমি সেই নগরের বহির্ভাগস্থ এক দেবালয় আশ্রয় করিলাম, এবং সেই স্থানেই এই ব্রাহ্মণ মিত্র আমার সহিত মিলিত হইল। লোকের চিত্ত পূর্ব্বজন্মার্জিত প্রণয় যেমন জানিতে পারে, এমন আর কিছুই নহে। সেই অভিনব দর্শনমাত্রেই আমরা পরস্পর আশ্বস্ত হইলাম। তদনন্তর আমি সমস্ত রহস্য মিত্রকে বলিলে, মিত্র তৎপরিচিত বণিক্-কামিনীর ননদী দ্বারা আমার কার্য্যসিদ্ধি করিয়া দিতে সম্মত হইল, এবং বণিগ্বধূর ননদের নিকট গমনপূর্ব্বক গোপনে আমার বিষয় ব্যক্ত করিল। পর দিবস সেই বণিকের ভগিনী আপন ভ্রাতৃবধূকে পুংবেশে গোপনে

দেবালয়ে আনিয়া দিয়া মিত্রকে ভ্রাতৃবধূর বেশ ধারণ করাইল, এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া পুনর্ব্বার নগরমধ্যে প্রবেশ করিল। আমিও পুরুষবেশধারিণী সেই বণিক্‌বধূকে লইয়া তথা হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক ক্রমে উজ্জয়িনী নগরে উপস্থিত হইলাম। বণিক্‌ভগিনী সে রাত্রি ভ্রাতৃভবনে অবস্থিতি করিয়া সকলে নিদ্রিত হইলে, মিত্রের সহিত তথা হইতে বহির্গত হইল, এবং পূর্ব্ব-সঙ্কেত-মত আসিয়া আমার সহিত এই স্থানে মিশিত হইল। অতএব মহারাজ! এই-রূপে দুইটি যুবতী স্ত্রী হস্তগত করিয়া আমরা ভয়ে এই নির্জ্জন স্থানে বাস করিতেছি, এবং ইহাদের ভরণপোষণযোগ্য অর্থের নিমিত্ত মন্ত্রণা করত অদ্য মহারাজের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছি। পরে মহারাজ দৌবারিক দ্বারা যেমন আহ্বান করিয়াছেন, অমনি সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মহারাজের আদেশা-নুসারে যথাঘটিত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। এক্ষণে প্রভুর যাহা অভিরুচি হয় তাহা করুন।"

রাজা বিক্রমসিংহ ব্রাহ্মণের সমস্ত কথা শুনিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, "আমি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা এই নগরে নির্ভয়ে বাস কর, আমি তোমাদিগকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিব।" এই বলিয়া বিক্রমসিংহ গৃহে যাইয়া তাহাদিগকে প্রচুর অর্থ পাঠাইয়া দিলে, তাহারা উজ্জয়িনী মধ্যে রাজ-ভবনের নিকট সুখে বাস করিতে লাগিল। দেবি! এই দৃষ্টান্তে বেশ বোধ হইতেছে যে, অধ্যবসায়সহকারে যে কোন কার্য্যের অনুসরণে প্রচুর অর্থ লাভ হয়, এবং সাহসী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রতি রাজারা সন্তুষ্ট হইয়া দান করিতে প্রবৃত্তও হন আর ঐহিক, পারত্রিক শুভাশুভ কর্ম্মবলে তদনুরূপ ভোগসুখও উপলব্ধ হয়। এইরূপই সৃষ্টির ধর্ম্ম। অতএব দেবি! স্বপ্নে যে স্বর্গীয় তেজকে উদরে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছ, তাহা বিচিত্র নহে। কোন সুরজাতি আপন কর্ম্মবশতঃ ভূতলে আসিয়া তোমার উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া রাজমহিষী পরমাহ্লাদিত হইলেন———

অষ্টাবিংশ তরঙ্গ।

অনন্তর রজিমহিষীর গর্ভ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ক্রমে দশমমাস উপ-স্থিত হইলে, রাজ্ঞী অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্ন একটি কন্যা প্রসব করিলেন। রাজা এতাদৃশ কন্যারত্নের মুখকমল নিরীক্ষণ করিয়াও সুখী হইলেন না, বরং চিরলালিত পুত্রলাভের আশায় বিফলমনোরথ হইয়া অত্যন্ত বিমনা ও সমধিক দুঃখিত হইলেন। তদনন্তর চিত্তবিনোদনার্থ বহির্গত হইয়া কোন জৈন আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় নানাবিধ উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া দিবাবসানে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

রাজগৃহস্থ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজাকে কন্যাজন্মনিবন্ধন অতিশয় ম্লান দেখিয়া কহিল "মহারাজ! আপনি কন্যা জন্মে এত দুঃখিত কেন? কন্যা সন্তান উভয় লোকেই মঙ্গলকর হয়। কুন্তিভোজ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রাজগণ কুন্তী প্রভৃতি কন্যার গুণে দুর্ব্বাসাদির দুঃসহ পরাভব হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন কন্যাদান করিলে ইহ লোকে যে ফললাভ হয়, পুত্র হইতে কি পরলোকে তাহা হয়? এই প্রসঙ্গে রমণীয় সুলোচনার কথা মনে পড়িল, বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন।

চিত্রকূট পর্ব্বতে সুষেণ নামে পরম সুন্দর এক যুবা রাজা ছিলেন। সুষেণ সেই পর্ব্বত মধ্যে এমন একটি রমণীয় উদ্যান প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যে তাহাতে বাস করিলে দিব্য নন্দন বনকেও বিস্মৃত হইতে হয়। উদ্যান মধ্যে কমল-শোভিত এবং রত্নখচিত সোপানমণ্ডিত যে একটি অপূর্ব্ব দীর্ঘিকা ছিল, সুষেণ অনুরূপ পত্নীর অভাবে সর্ব্বদাই সেই বাপী-তটে অবস্থিতি করিতেন। একদা সুরসুন্দরী রম্ভা যদৃচ্ছাক্রমে আকাশপথে গমনকরত সেই স্থানে উপস্থিত-হইয়া উদ্যানস্থ সুষেণকে দেখিল, এবং তদীয়রূপে বিমোহিত হইয়া ভাবিল, "আহা! এরূপ রূপবান্ পুরুষ তো কখন দেখি নাই। ইনি যে একাকী ভ্রমণ করিতেছেন, ইহাঁর কি সহচারিণী নাই?" এই বিবেচনা করিয়া ঔৎসুক্য-বশতঃ সেই উদ্যানে অবতীর্ণ হইল, এবং মনুষ্যরূপ ধারণকরিয়া রাজার নিকটে

উপস্থিত হইল। রাজা সহসা অসামান্যরূপবতী কামিনীকে সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া সবিস্ময়ে এই চিন্তা করিলেন " হায়। ইনি তো কদাচ মানুষী নহেন, মানুষী হইলে পায়ে ধূলি থাকিত, নেত্রে নিমেষ থাকিত; অতএব স্বর্গীয় কোন রমণী হইবেন। সহসা পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হইতেছে না, কি জানি যদি বিরক্ত হইয়া পলায়ন করেন।" এই ভাবিতে ভাবিতে রাজা তাহার নিকটে আসিলে উভয়ের নানাবিধ কথোপকথন আরম্ভ হইল। পরিশেষে কণ্ঠাশ্লেষ পর্য্যন্ত হইয়া উভয়ে উদ্যান মধ্যে বিহার করিতে লাগিলেন। রম্ভা সুষেণের সংসর্গ পাইয়া জন্মভূমি স্বর্গ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইল, এবং ক্রমে গর্ত্তবতী হইয়া এক সুন্দরী কন্যা প্রসব করিল। প্রসবমাত্র রাজাকে বলিল, "রাজন্! আমি স্বর্গবনিতা, আমার নাম রম্ভা। আমার এইরূপই শাপ ছিল, এক্ষণে সেই শাপ ক্ষালন হইল, আপনার প্রতি অনুরাগবতী হইয়া আমার গর্ত্ত হইয়াছিল। অতএব আপনি এই কন্যাটীর রক্ষণাবেক্ষণ করুন; আমার সময় হইয়াছে, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। ইহার বিবাহের পর পুনর্ব্বার আপনার সহিত স্বর্গে সাক্ষাৎ হইবে।" এই বলিয়া রম্ভা অন্তর্হিত হইল।

অনন্তর রাজা সুষেণ রম্ভার বিয়োগে অতিমাত্র কাতর হইয়া প্রাণত্যাগে উদ্যত হইলেন। কিন্তু মন্ত্রিগণের নানাবিধ আশ্বাস বাক্যে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া ভাবী পুনঃসঙ্গমের প্রত্যাশায় সেই কন্যাকে গ্রহণ করিলেন, এবং তাহার নাম সুলোচনা রাখিলেন। সুলোচনা ক্রমে যৌবনপদবীতে পদার্পণ করিয়া একদা সেই উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছে, এমন সময় বৎস নামা মুনি যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করত সেই উদ্যান মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাহাকে দেখিতে পাইলেন। বৎসমুনি সুলোচনাকে দেখিবামাত্র অনুরাগরসে রসিক হইয়া এই চিন্তা করিলেন " আহা কন্যার কি অদ্ভুত রূপ! যদি আমি ইহার পতি হইতে না পারি, তবে আমার তপস্যায় কি ফল?" এই ধ্যান করিতে করিতে ক্রমে সুলোচনার নেত্রযুগলের পথিক হইলেন। সুলোচনাও মুনিকে অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলুহস্তে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগবতী হইল; এবং "শান্তমূর্ত্তি ও কমনীয়াকৃতি ইনি কে?"

এই বলিয়া মুনির শরীরে নেত্ররূপ উৎপলমালা ক্ষেপণ করত অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। মুনি কন্দর্পবাণে জর্জ্জরিত হইয়া সুলোচনাকে এই আশীর্ব্বাদ করিলেন "তুমি শীঘ্র পতি লাভ কর।"

অনন্তর সুলোচনা মুনি-যুবকের অসামান্য রূপলালসায় বিগলিতলজ্জা হইয়া সাদর সম্ভাষণে কহিল "দেব! যদি আপনার বরদানেচ্ছা পরিহাস না হয়, তবে আমার পিতার নিকট যাইয়া আমাকে প্রার্থনা করুন।" মুনিকুমার সুলোচনার এই প্রার্থনায় সম্মত হইয়া অগ্রে তদীয় বংশের পরিচয় হইলেন, পরে রাজা সুষেণের নিকট গমন করিয়া সুলোচনাকে প্রার্থনা করিলেন। রাজা কন্যাপ্রার্থী মুনিকুমারকে তপোভূষিত ও সুন্দরাকৃতি দেখিয়া আতিথ্য বিধানপূর্ব্বক কহিলেন "ভগবন্! আমার এই কন্যা রম্ভানাম্নী অপ্সরার গর্ভজাত। রম্ভা গমন কালে আমাকে এই কথা বলিয়া গিয়াছে যে, ইহার বিবাহের পর স্বর্গে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে। অতএব কন্যার বিবাহ দিবার পর কিরূপে আমি স্বর্গে উপস্থিত হইব? বলিয়া দিয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করুন।"

এই কথা শুনিয়া মুনিপুত্র ক্ষণকাল মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন, "পূর্ব্বকালে মুনিগণ তপোবলে কি না করিয়াছেন? বিশ্বামিত্র মুনি ত্রিশঙ্কু-রাজাকে যেমন স্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন, তেমনি আমিও স্বীয় তপোব্যয়ে ইহাঁকে স্বর্গে প্রেরণ করিব।" এই বিবেচনা করিয়া, "দেবতাগণ! এই রাজা সুষেণ মদীয় তপস্যার অংশে সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়া রম্ভাসম্ভোগের ইচ্ছা সম্পূর্ণ করুন।" এই কথা রাজ-সভায় উচ্চৈঃস্বরে বলিলে, 'তথাস্তু' এই শব্দ আকাশ হইতে উত্থিত হইল। তখন রাজা সুষেণ বৎসমুনিকুমারকে সুলোচনা সম্প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন, এবং দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া রম্ভার সহিত সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

অতএব হে দেব! রাজা সুষেণ কন্যা দ্বারাই এইরূপ কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন। ভবাদৃশ ব্যক্তিদিগের বংশে ঈদৃশ কন্যাই জন্মিয়া থাকেন। এই কন্যা অবশ্যই কোন স্বর্গীয় স্ত্রী, শাপভ্রষ্ট হইয়া যে আপনার বংশে জন্ম

গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব আপনি কন্যা বলিয়া শোকগ্রস্ত হইবেন না।”

নরপতি কলিঙ্গদত্ত বৃদ্ধের মুখে এই কথা শ্রবণমাত্র চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক আহ্লাদিত হইয়া কন্যার নাম কলিঙ্গসেনা রাখিলেন। কলিঙ্গসেনা সখীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং কখন প্রাসাদে, কখন বা উপবনে বিহার করিতে লাগিল। একদা হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে ক্রীড়া করিতেছে, এমন সময়ে ময়দানব-কন্যা সোমপ্রভা আকাশপথে গমন করত তাহাকে দেখিতে পাইল, এবং কলিঙ্গসেনার মুনিজনমনোহারি অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া এই চিন্তা করিল—“একে? চন্দ্রের মূর্ত্তি তো দিনে শোভা পায় না, রতি ও নহে, কারণ বালিকা। অতএব বোধ হয়, কোন স্বর্গবনিতা রাজকূলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবে। আরও বোধ হইতেছে পূর্ব্বজন্মে আমার সহিত ইহার সখ্য ছিল, নচেৎ আমার মন ইহার প্রতি এত অনুরক্ত হইতেছে কেন? অতএব আমি ইহাকে স্বয়ম্বরসখী করি।” এই স্থির করিয়া সোমপ্রভা, পাছে রাজকন্যা ভয় পায়, এজন্য অলক্ষিতভাবে নভোমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইল, এবং মনুষ্য কন্যার বেশ ধারণ করিয়া কলিঙ্গসেনার নিকট অগ্রসর হইল। কলিঙ্গসেনা সহসা এতাদৃশ অদ্ভুতাকৃতি বালিকাকে সম্মুখে দেখিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সখীভাবে সাদরে আলিঙ্গন করিল, এবং তাহাকে বসাইয়া তদীয় নাম ও গোত্র জিজ্ঞাসা করিল। সোমপ্রভা, “স্থির হও সমস্ত বলিতেছি,” এই বলিয়া অশেষবিধ কথোপকথনের পর পরস্পর হস্তধারণপূর্ব্বক সখ্য পাতাইল।

অনন্তর সোমপ্রভা কহিল, “সখি! তুমি রাজকন্যা, রাজপুত্রগণের সহিত তোমার সখ্য হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু তাহা অতি কষ্টকর, কারণ অল্প অপরাধেই তাহারা কুপিত হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে একটী কথা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।—

পুষ্করাবতীনগরে গূঢ়সেন রাজার একমাত্র পুত্র ছিল। রাজার ঐ একমাত্র পুত্র বলিয়া, সে যাহা কিছু অন্যায়াচরণ করিত, রাজা সে সমস্তই সহ্য করি-

তেন। একদা রাজপুত্র উপবনে ভ্রমণ করত এক বণিক্‌পুত্রকে রূপ ও সম্পত্তিতে আপনার অনুরূপ দেখিয়া তাহার সহিত বন্ধুতা করিল, এবং সেই দিন হইতেই পরস্পর এত অনুরক্ত হইল যে, এক মুহূর্ত্তও না দেখিলে পরস্পর কষ্টবোধ করিত। পূর্ব্বজন্মের পরিচয়ই এইরূপ গাঢ় প্রণয়ের কারণ। কিছুদিন পরে রাজপুত্রের বিবাহ উপস্থিত হইলে, রাজপুত্র মিত্রের সহিত করিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সসৈন্যে অহিছত্রপুরে বিবাহ করিতে যাত্রা করিল। ইক্ষুবতী-নদীর তীরে সন্ধ্যা হইলে সে রাত্রি তথায় অবস্থিতি করিল।

চন্দ্রোদয় হইল, উভয়ে সুরাপান করিয়া শয়ন করিল, এবং স্বীয় ধাত্রীর অনুরোধে রাজপুত্র গল্প করিতে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু কথা আরম্ভ করিয়াই শ্রান্তি ও মত্ততাবশতঃ অগ্রেই ঘুমাইয়া পড়িল। তদনন্তর ধাত্রীও নিদ্রাগত হইল; ক্রমে সকল লোকই নিদ্রিত হইল, কেবল বণিক্‌পুত্র জাগিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে আকাশ হইতে যে স্ত্রী আলাপ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, তাহা এইরূপ—প্রথমা, "এই পাপিষ্ঠ যখন কথা শেষ না করিয়া নিদ্রাগত হইল, তখন আমি ইহাকে এই শাপ দিতেছি যে, প্রাতঃকালে পথ-মধ্যে যে হার পাইবে, তাহা যদি কণ্ঠে ধারণ করে, তবে তৎক্ষণাৎ মরিবে।" দ্বিতীয়া কহিল, "যদি এই শাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়, এবং পথে ফলবান্ আম্রবৃক্ষ দেখিয়া তাহার ফল ভক্ষণ করে, তবে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিবে।" তৃতীয়া কহিল "যদি ইহাহইতেও উত্তীর্ণ হয়, তবে বিবাহের পর গৃহ প্রবেশকালে ছাদ ভাঙ্গিয়া ইহার পৃষ্ঠে পতিত হইবে।" চতুর্থী কহিল, "যদি এ-বিপদ হইতেও উত্তীর্ণ হয় তবে, বাসরগৃহে প্রবেশ করিয়া যে একশত বার হাঁচিবে, তাহাতে যদি কেহ "জীব" এই কথা শতবার না বলে তবে, তৎক্ষণাৎ ইহার মৃত্যু হইবে। আর যে ব্যক্তি এই কথা শুনিবে, এবং ইহার রক্ষার জন্য তাহা ব্যক্ত করিবে, সেও কালগ্রাসে পতিত হইবে।" এই বলিয়া নিস্তব্ধ হইল।

বণিক্‌পুত্র আকাশবাণীর এই নিদারুণ মর্ম্মার্থ অবগত হইয়া উৎ-কণ্ঠাসহকারে চিন্তা করিল "হায়! বন্ধু যে কথাটী আরম্ভ করিয়াছিলেন, দেবতারা অলক্ষিতভাবে তাহা শুনিতে আসিয়াছেন; কিন্তু মিত্র তাঁহা সমাপ্ত

না করিয়া নিদ্রা যাওয়ার তাঁহারা কুপিত হইয়া বন্ধুকে এই শাপ প্রদান করিলেন। এক্ষণে উপায় কি? মিত্রকে না বাঁচাইতে পারিলে জীবনধারণই বৃথা। অতএব প্রাণসম বন্ধুকে বিশেষ যুক্তিসহকারে বাঁচাইতে হইবে। এই বৃত্তান্ত যদি আমি ব্যক্ত করি, তবে আমারও মৃত্যু হইবে" এই আলোচনাকরত বণিক্‌পুত্র অতিকষ্টে রাত্রিযাপন করিল। প্রভাতমাত্র রাজপুত্র বন্ধুর সহিত যাত্রা করিল, যাইতে যাইতে পথমধ্যে এক গাছি হার দেখিয়া তাহা কুড়াইয়া লইবার ইচ্ছা করিলে, বণিক্‌পুত্র নিষেধ করিয়া কহিল, মিত্র! এ নিশ্চয়ই মায়া হার, নচেৎ সৈন্যেরা দেখিতে পাইল না কেন? অতএব উহা ত্যাগ কর।" তাহা শুনিয়া রাজপুত্র হার পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিল। কিছুদূর যাইয়া সম্মুখে এক ফলবান্ আম্রবৃক্ষ দেখিয়া রাজকুমার তাহার ফল খাইতে উদ্যত হইলে, বণিকপুত্র তাহাও খাইতে নিষেধ করিল। অনন্তর শ্বশুরগৃহে উপস্থিত হইল। বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইলে, রাজকুমার যেমন গৃহে প্রবেশ করিতে যাইবে, অমনি তদীয় মিত্র নিষেধ করিল, সেই অবকাশে সেই ঘর পড়িয়া গেল। রাজপুত্র এযাত্রাও বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইল, এবং বধূর সহিত বাসরগৃহে প্রবেশ করিল। সেই সঙ্গে বণিক্‌পুত্রও অলক্ষিতভাবে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া রহিল। রাজকুমার শয্যায় শয়ন করিয়াই একশতবার হাঁচিলে, বণিক্‌পুত্র "জীব" এই কথা একশত বার উচ্চারণ করিয়া মিত্রকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিল। পরে হৃষ্টচিত্ত হইয়া যেমন বহির্গত হইবে, অমনি রাজকুমার মিত্রকে দেখিতে পাইয়া ঈর্ষ্যান্বিত ও ক্রুদ্ধ হইল, এবং দ্বাররক্ষকের প্রতি, তাহাকে বান্ধিয়া রাখিবার আদেশ করিল। এই আদেশ পাইয়া দ্বারপাল বণিক্‌পুত্রকে সমস্ত রাত্রি বান্ধিয়া রাখিল। প্রভাতমাত্র তাহাকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিলে, বণিক্‌পুত্র কহিল, "অগ্রে একবার আমাকে রাজপুত্রের নিকট লইয়া চল, আমার কিছু বক্তব্য আছে, তাহার পর আমাকে বধ করিও।"

দ্বারপাল সেই কথা রাজকুমারকে জানাইলে রাজকুমার যখন সম্মত হইল না, তখন মন্ত্রিগণ রাজকুমারকে অশেষ প্রকারে বুঝাইয়া সাক্ষাৎ করিতে

আদেশ করিল। বণিকৃপুত্র রাজপুত্রের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া যখন সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিল, তখন রাজপুত্র একমাত্র গৃহপাতঘটনায় তৎসমস্তই সত্য জ্ঞান করিল, এবং সন্তুষ্ট হইয়া মিত্রকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিল। পরে সেই স্থানেই মিত্রের বিবাহ দিয়া স্বীয় রাজধানী প্রস্থান করিল। প্রস্থানকালে লোকে বণিক্‌পুত্রের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বিদায় দিল। সখি! এইরূপে রাজপুত্রেরা মত্তহস্তীর ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া হিত মনে করে না। তাহাদের স্বভাব বেতালবৎ। তাহারা হাসিতে হাসিতে লোকের প্রাণ সংহার করে। অতএব সখি! তাহাদের সহিত মিত্রতা করা কদাচ উচিত নহে।”

অনন্তর কলিঙ্গসেনা সোমপ্রভার মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সস্নেহ বচনে কহিল “সখি! তবে তাহারা পিশাচ, রাজপুত্র নহে। কিন্তু রাজ-কন্যারা কদাচ এরূপ হয় না। অতএব আমি রাজপুত্রদিগের চরিত্র বিলক্ষণ অবগত আছি, আমি কদাচ তাহাদের সহিত মিশিব না, তদ্বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক।” সোমপ্রভা কলিঙ্গসেনার এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

কলিঙ্গসেনা সোমপ্রভার এইরূপ অদ্ভুতগতি লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইল, এবং এইরূপ তর্কে নিমগ্ন হইল “এই আমার সখী কি সিদ্ধাঙ্গনা, না অপ্সরা বা বিদ্যাধরী? ইহাঁর আকাশ সঞ্চারে ইহাঁকে স্পষ্টই স্বর্গবণিতা বলিয়া বোধ হই-তেছে। স্বর্গবাসিনীরা প্রায়ই মনুষ্যলোকে বিচরণ করিয়া থাকেন এবং মানুষী মহিলাগণের সহিত সখিত্বে আবদ্ধ হয়েন। শুনিয়াছি পূর্ব্বকালে স্বর্গবাসিনী অরুন্ধতী পৃথুরাজার কন্যার সহিত সখ্য করিয়াছিলেন। এবং সেই প্রণয় নিবন্ধন পৃথুরাজ সুরভিকে ভূতলে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই সুরভির ক্ষীরপান করিয়া স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াও পুনর্ব্বার পৃথুরাজ স্বর্গে গমন করিয়া-ছিলেন। অতএব আমিও ধন্য।” এই চিন্তা করিতে করিতে কলিঙ্গসেনা সে রাত্রি অতিবাহিত করিল। এদিকে সোমপ্রভাও স্বর্গভবনে গমন করিয়া পুনর্ব্বার তদ্দর্শনে উৎসুক হইয়া অতিকষ্টে সে রাত্রি যাপন করিল।

ঊনত্রিংশতরঙ্গ।

প্রভাতমাত্র সোমপ্রভা আপন করণ্ডিকা (ঝাঁপী) গ্রহণপূর্ব্বক আকাশ-পথে পুনর্ব্বার কলিঙ্গসেনার নিকট উপস্থিত হইল। কলিঙ্গসেনা সখীকে উপস্থিত দেখিয়া আনন্দে গদগদ হইল, এবং পার্শ্বোপবিষ্টা সখীর কণ্ঠধারণ পূর্ব্বক কহিল "সখি! তোমার বদনশশধরের অদর্শনে তমোময়ী ত্রিযামা শতযামার ন্যায় দীর্ঘ বোধ হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা বেশ অনুমান হইতেছে যে, আমাদের কোনরূপ জন্মান্তরীয় সম্বন্ধ ছিল। সখি! যদি তাহা তোমার বিদিত থাকে; বলিয়া আমাকে সন্তুষ্ট কর। সোমপ্রভা কহিল " সখি! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সম্ভব বটে, কিন্তু আমি তাহার কিছুই জানি না, কারণ আমি জাতিস্মর নহি।"

অনন্তর কলিঙ্গসেনা বিশ্রম্ভালাপ-প্রসঙ্গে সোমপ্রভাকে জিজ্ঞাসা করিল "সখি! তোমার পিতা কে? তুমি কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বংশকে অলংকৃত করিয়াছ? তোমার নাম কি? এই করণ্ডিকাইবা কি জন্য, ইহাতে কি বস্তু আছে? শুনিয়া কর্ণকে পরিতৃপ্ত করিতে ইচ্ছা করি।" সোমপ্রভা কলিঙ্গসেনার উক্তরূপ সপ্রণয় প্রশ্নবাক্য শ্রবণ করিয়া আনুপূর্ব্বিক প্রশ্নের উত্তর করিতে আরম্ভ করিল। "সখি! ত্রিভুবনবিখ্যাত ময়দানব অসুরত্ব পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইলে, ভগবান তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলেন। সেই অবধি দৈত্যগণ তাঁহার বিপক্ষ হইলে, তিনি বিন্ধ্যপর্ব্বতের বিবরাভ্যন্তরে যে এক মায়াগৃহ নির্ম্মাণ করেন, তাহার নির্ম্মাণ-কৌশল এরূপ চমৎকার যে, অসুরগণ কোন প্রকারেই তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। তিনিই আমাদের পিতা, এবং আমরা তাঁহার দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠার নাম স্বয়ংপ্রভা, ব্রহ্মচারিণী, তিনি পিতৃগৃহে আছেন। আমি কনিষ্ঠা আমার নাম সোমপ্রভা। পিতা কুবেরের পুত্র নলকুবেরের সহিত আমার বিবাহ দিয়াছেন। আর এই যে করণ্ডিকাটী দেখিতেছ, আমার পিতা আমাকে যে যে অশেষবিধ মায়াযন্ত্র শিখাইয়াছেন, এটী তদ্দ্বারা পরিপূর্ণ। এটী তোমাকে দেখাইবার জন্য আনিয়াছি।"

এই বলিয়া সেই করণ্ডিকা উদ্ঘাটনপূর্ব্বক অশেষবিধ কৌতুক প্রদর্শন দ্বারা প্রিয়সখীর চিত্তবিনোদন করিয়া পুনর্ব্বার স্বস্থানে প্রস্থান করিল। যাত্রাকালে সেই করণ্ডিকাটী প্রিয়সখীর নিকটেই যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া গেল।

অশেষবিধ বিচিত্র আশ্চর্য্য দর্শন করিয়া, কলিঙ্গসেনার ক্ষুধাতৃষ্ণা সমস্তই গেল, সে দিবস কিছুমাত্র আহার করিল না। জননী তারাদত্তা এতদ্দ্বারা কন্যার পীড়া সম্ভাবনা করিয়া আনন্দ নামক এক বৈদ্যকে আনিয়া সমস্ত বলিলে, বৈদ্য কহিল "ইহার রোগ কিছুই নহে, আহ্লাদপ্রযুক্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা লুপ্ত হইয়াছে, অতএব ইহাকে উচিতরূপ স্নানভোজনাদি করাইলেই এভাব থাকিবে না।" পরদিবস সোমপ্রভা পুনর্ব্বার কলিঙ্গসেনার নিকট আসিয়া কহিল "সখি! আমার ভর্ত্তা আমার মুখে আমাদের সখ্যবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং নিত্য তোমার নিকট আসিতে আদেশ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমিও পিতামাতার নিকট আমাদের সখ্য বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক আমার সহিত নির্ভয়ে বিহার করিতে থাক।"

কলিঙ্গসেনা সোমপ্রভার হস্তধারণপূর্ব্বক পিতামাতার নিকট উপস্থিত হইয়া সখীবিষয়ক সমস্ত পরিচয় প্রদান করিল। পিতামাতাও সোমপ্রভাকে দেখিয়া অভিনন্দনপুরঃসর কহিলেন "বৎসে! আজ অবধি কলিঙ্গসেনাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম। তোমরা যথেচ্ছবিহার দ্বারা চিত্তবিনোদন কর।" কলিঙ্গসেনা পিতামাতার এইরূপ অনুজ্ঞালাভে কৃতার্থ হইয়া সেই করণ্ডিকা সহ সখীর সহিত উদ্যানে বেড়াইতে গেল। সোমপ্রভা সেই করণ্ডিকা হইতে একটী যন্ত্রময় (কলের) যক্ষ বাহির করিয়া ছাড়িয়াদিল। সেই যক্ষ নভোমার্গে গমন করিয়া ক্ষণকালের মধ্যে মুক্তারত্ন এবং সুবর্ণকমল আনিয়া উপস্থিত করিল। সোমপ্রভা সেই সকল পূজোপহার দ্বারা বুদ্ধদেবের পূজা করিল।

তদনন্তর রাজা ও রাজমহিষী এই সংবাদ শ্রবণমাত্র উদ্যানে উপস্থিত হইয়া সেই যন্ত্র বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, সোমপ্রভা বলিতে আরম্ভ করিল। "রাজন্ এই যন্ত্রের বিচিত্র বৃত্তান্ত। পূর্ব্বে আমার পিতা যে নানাবিধ মায়াযন্ত্র

নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে পৃথিবীপ্রদানযন্ত্র, তোয়যন্ত্র, তেজোময়যন্ত্র বাতযন্ত্র এবং আকাশযন্ত্র প্রভৃতি কতকগুলি যন্ত্র আমাকে শিখাইয়াছেন। প্রথম যন্ত্রের এই গুণ যে, তদ্দ্বারা দ্বার রুদ্ধ হইলে কেহই খুলিতে পারে না। দ্বিতীয় যন্ত্রে সজীব দেখায়। তৃতীয় তেজোময় যন্ত্রে জ্বালা নির্গত হয়। চতুর্থ বাতযন্ত্র সর্ব্বত্র গমনাগমনে সমর্থ করে। পঞ্চম আকাশযন্ত্রে আলাপকে স্পষ্ট করে। এতদ্ভিন্ন অমৃত রক্ষক নামে যে চক্রযন্ত্র আছে, তাহা আমার পিতা বৈ আর কেহই জানেন না।" এই সকল ব্যাপার শ্রবণে রাজা ও রাণী বিস্মিত হইয়া স্বভবনে গমন করিলেন। এদিগে সোমপ্রভাও যন্ত্রবলে কলিঙ্গসেনাকে লইয়া আকাশ-মার্গে উত্থিত হইল, এবং ক্ষণকাল মধ্যে বিন্ধ্যগিরিস্থ পিতৃসদনে উপস্থিত হইয়া কলিঙ্গসেনার সহিত জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বয়ংপ্রভার নিকট পৌঁছিল। কলিঙ্গসেনা স্বয়ংপ্রভার অলৌকিক রূপলাবণ্যে মোহিত হইল, পরে উভয়ে প্রণাম করিলে, স্বয়ংপ্রভা যথোচিত সমাদরপুরঃসর উভয়কে নানাবিধ সুমিষ্ট ফল আহার করিতে দিল। তদনন্তর সোমপ্রভা কলিঙ্গসেনাকে সম্বোধন করিয়া কহিল "সখি! এই ফল খাওয়াইবার জন্যই তোমাকে এখানে আনিয়াছি, এই ফল ভক্ষণ করিলে তোমার শরীরে আর জরা প্রবেশ করিবে না।' এই কথা শুনিয়া কলিঙ্গসেনা সেই সমস্ত ফল যত্নপূর্ব্বক ভক্ষণ করিল। ফল ভক্ষণমাত্র তাহার শরীর যেন অমৃতরসে সিক্ত হইল। তদনন্তর সম্মুখবর্ত্তী মনোহর উদ্যানে ভ্রমণ করিতে গেল। ভ্রমণ করিতে করিতে নানাবিধ অদ্ভুত বস্তু অবলোকন করিয়া এককালে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইল। পরে সোমপ্রভা কলিঙ্গসেনাকে তক্ষশিলা নগরে রাখিয়া গেল। কলিঙ্গসেনা ময়ভবনে যাইয়া যাহা যাহা দেখিয়াছিল, সে সমস্ত পিতামাতার নিকট বর্ণন করিল।

এইরূপে উভয়ের সখ্য দিন দিন বাড়িতে লাগিল। একদা সোমপ্রভা আসিয়া কলিঙ্গসেনাকে কহিল-'সখি! যেপর্য্যন্ত তোমার বিবাহ না হইতেছে, সেই পর্য্যন্তই তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে। পরে তুমি যখন ভর্ত্তৃ-ভবনে গমন করিবে, তখন আর তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে না। এই করিও যে, না দেখিয়া কদাচ কাহাকে ভর্ত্তৃভাবে বরণ করিও না। দেখ

শ্বশ্রূরা ব্যাঘ্রীস্বরূপ, সেই ব্যাঘ্রী মেষরূপা পুত্রবধূর মাংস প্রায়ই ভক্ষণ করিয়া থাকে। এতৎপ্রসঙ্গে কীর্ত্তিসেনার কথা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর——

পাটলিপুত্র নগরে ধনপালিত নামে পরম সমৃদ্ধ এক বণিকের কীর্ত্তিসেনা নামে প্রাণসমা এক রূপসী কন্যা ছিল। ধনপালিত মগধ দেশীয় দেবসেন নামক তুল্য ধনশালী এক বণিককে সেই কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিল। দেবসেন অতি সুচরিত্র। তাহার বিধবা জননী অতি দুর্ব্বৃত্তা (বউকাঁটকি) ছিল। সে সাক্ষাৎ দেবতা তুল্য পুত্রবধূকে দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া যাইত, এবং সর্ব্বদাই পুত্রের পরোক্ষে তাহাকে ভর্ৎসনা করিত। কিন্তু কীর্ত্তিসেনা সে সকল কথা ভর্ত্তার নিকট বলিতে সাহস করিত না। হায়! কুটিল শ্বশ্রূর অধীনে পুত্রবধূর বাস কি কষ্টকর!

একদা দেবসেনের কোন বন্ধুর কার্য্যে বল্লভী নগরীতে যাইবার আবশ্যক হইল। পতির যাত্রাকালে কীর্ত্তিসেনা তাহাকে বলিল 'আর্য্যপুত্র! আমি অনেক দিন হইতে বলিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু বলা হয় নাই, আজ আর না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আপনি গৃহে থাকিতেই জননী অকারণে আমাকে তিরস্কার করেন, আপনি প্রবাসে যাইলে যে কি করিবেন, তাহা বলিতে পারি না।' দেবসেন পত্নীর এই কথা শুনিয়া স্নেহে উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইল, এবং সভয়ে মাতার নিকট গমন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক কহিল "মাতঃ! আমি তো প্রবাসে যাইতেছি, আমি কীর্ত্তিসেনাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম। ইনি কুলীন তনয়া, আপনি ইহার প্রতি স্নেহশূন্য আচরণ করিবেন না।"

বণিক-জননী পুত্রের এই কথা শুনিবামাত্র কীর্ত্তিসেনাকে ডাকিয়া দেবসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিল 'বাছা তুমিই বধূকে জিজ্ঞাসা কর, আমি উহাঁর কি করিয়াছি? তা বাছা তোমরা দুই জনেই আমার সমান।" দেবসেন মাতার এই কথা শুনিয়া শান্ত হইল। কিন্তু কীর্ত্তিসেনা উৎকণ্ঠার সহিত সহাস্য বদনে চুপ করিয়া রহিল। পরদিবস দেবসেন বল্লভী নগরে যাত্রা করিলে কীর্ত্তিসেনা ভর্ত্তার বিরহে অতিশয় কাতর হইল, তাহার উপর আবার শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী লাগিলেন। তিনি ক্রমে বধূর দাসী ছাড়াইয়া দিল এবং আপন দাসীর সহিত

মন্ত্রণা পূর্ব্বক বধূকে গুপ্ত স্থানে আনিয়া বিবস্ত্রা করিয়া "হারামজাদি আমার পুত্রকে বশ করিয়াছিস জানিস না ?" এই বলিয়া বধূর কেশধারণপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর প্রহার করিল। তদনন্তর বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে একটা অন্ধকার-ময় ঘরে ফেলিয়া ঘরে চাবি দিল, এবং দিনান্তে যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য প্রদান করিতে লাগিল। (পতির বিরহে ভাবিয়া ভাবিয়া মরিয়াছে) এই বলিয়া পুত্রের নিকট দোষক্ষালন করিবে, এই স্থির করিল।

সুখসেবিনী কীর্ত্তিসেনা এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া কষ্টের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইল, এবং নিরন্তর রোদন করত পরিশেষে এই চিন্তা করিল। "আমার পতি সদ্বংশজাত, ধনবান্, এবং সচ্চরিত্র। হায়! তাঁহার হস্তে পড়িয়াও দুর্ব্বৃত্তা শ্বশ্রূর দোষে আমার এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল। বন্ধুগণ এই জন্যই কন্যাজন্মের নিন্দা করিয়া থাকেন। কারণ শাশুড়ী এবং ননদের যন্ত্রণা তাহাদের পক্ষে সর্ব্বনাশজনক হয়।" এই ভাবিতে ভাবিতে কীর্ত্তিসেনা সেই গৃহে একখানি খনিত্র প্রাপ্ত হইল; এবং তদ্দ্বারা এরূপ একটী সুরঙ্গ নির্ম্মাণ করিল যে, তদ্দ্বারা বাটীর বাহিরে উঠিতে পারে। তদনন্তর আপন আভরণ ও বস্ত্র সকল গ্রহণ-পূর্ব্বক সেই সুরঙ্গদ্বারা রাত্রিশেষে নগর হইতে বহির্গত হইল, এবং "এরূপ বেশে পিত্রালয়ে না যাইয়া বরং পতির নিকট যাওয়াই কর্ত্তব্য" এই স্থির করিল। পরে রাজপুত্রের বেশ ধারণ করিয়া পণ্যবীথিকায় গমনপূর্ব্বক কিছু সুবর্ণ বিক্রয় করিল, এবং কোন বণিকের গৃহে সে দিবস অবস্থিতি করিল। পরদিবস সমুদ্রসেন নামে এক বণিক্ বলভী যাইবে, এই সংবাদ পাইয়া, তাহার নিকট গমনপূর্ব্বক তাহার সহিত আলাপ করিল, এবং তাহার সহিত বলভী অভিমুখে যাত্রা করিল। সমুদ্রসেন তাহাকে সদ্বংশজাত সম্ভ্রান্ত রাজপুত্র মনে করিয়া পথে সমুচিত যত্ন করিতে লাগিল, কিন্তু দৌর্ভাগ্যবশতঃ শুল্কভয়ে নির্জ্জন পথে যাইতে যাইতে এক ভয়ানক অরণ্যের সম্মুখে উপস্থিত হইল। বেলা অপরাহ্ন হওয়ায়, আর অগ্রসর না হইয়া সেই অরণ্যপ্রান্তেই আশ্রয় গ্রহণ করিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে ক্রমে অন্ধকারে ধরণীতল আচ্ছন্ন হইল, চতুর্দ্দিগে শিবাগণ ভীষণ চীৎকার আরম্ভ করিল।

যাবতীয় বণিক্‌লোক চৌরাপাতভয়ে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সশঙ্কিত হইয়া রহিল। এই সময় পুংবেশধারিণী কীর্ত্তিসেনা ভাবিল, "হায়! কি আক্ষেপের বিষয়, আমি যে ভয়ে শ্বশ্রূর নিকট হইতে পলাইয়া আসিলাম, আজ আবার সেই ভয় উপস্থিত হইল। আজ যদি চৌরদিগের হস্তে মরি, তবে ভর্ত্তা ভাবিবেন, আমি অন্যাসক্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছি। আর এখানে যদি কেহ আমাকে স্ত্রী বলিয়া জানিতে পারে, তবে আমার সতীত্ব রক্ষা হওয়া ভার হইবে। তাহা অপেক্ষা মৃত্যুই ভাল। অতএব এক্ষণে মিত্র বণিক্‌কে পরিত্যাগ করিয়াও আত্মরক্ষা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় হইতেছে, কারণ সতীধর্ম্মই স্ত্রীদিগের একমাত্র রক্ষণীয়।"

এই স্থির করিয়া কীর্ত্তিসেনা ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে গৃহাকার এক তরুকোটর প্রাপ্ত হইয়া ভাবিল, যেন বসুন্ধরাই কৃপা করিয়া তাহাকে স্থান দিলেন। কীর্ত্তিসেনা সত্বর তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া পত্রদ্বারা আপন শরীর আচ্ছাদনপূর্ব্বক পতিসমাগম প্রত্যাশায় তুষ্ণীভাবে থাকিল। তদনন্তর নিশীথ সময়ে মহতী চৌরসেনা সশস্ত্রে সেই সার্থবাহশিবির বেষ্টন করিল, এবং মহাকোলাহলপূর্ব্বক তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। উভয়দলে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে রুধিরের স্রোতে মেদিনী ভাসিতে লাগিল। পরিশেষে তাহারা সমুদ্রসেনকে সদলে বিনষ্ট করিয়া সর্ব্বস্ব হরণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল। এই ব্যাপারে কীর্ত্তিসেনা যে প্রাণে বাঁচিয়া ছিল, বিধাতাকেই তাহার কারণ বলিতে হইবে।

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল, সূর্য্যদেব গগনমণ্ডল আলোকিত করিলে কীর্ত্তিসেনা সেই তরুগর্ভ হইতে নির্গত হইল। বিধাতার নির্ব্বন্ধে ঠিক এই সময় এক তপোধন কমণ্ডলু হস্তে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং কীর্ত্তিসেনাকে দেখিয়া বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। কীর্ত্তিসেনা সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে তপোধন তাহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া পান করিতে দিলেন। পরিশেষে বলভী পুরী যাইবার পথ বলিয়া দিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর সেই জল পান করিয়া কীর্ত্তিসেনার ক্ষুধা এবং পিপাসা শান্ত হইল, পরে নির্দ্দিষ্ট পথে পতির উদ্দেশে যাত্রা করিল। ক্রমে অপরাহ্ণ উপস্থিত হইয়া দিনমণি অস্তগত হইলেন। কীর্ত্তিসেনা তখন আর এক মহারণ্যে উপস্থিত। তখন আর উপায়ান্তর না দেখিয়া আশ্রয়ানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল, এবং মূলভাগে সেইরূপ এক তরুকোটর প্রাপ্ত হইয়া তাহারই অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক অন্য কাষ্ঠ দ্বারা তাহার দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকিল। ক্ষণকাল পরে ছিদ্র দিয়া দেখিল, এক রাক্ষসী কতকগুলি বালকের সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইল। রাক্ষসীকে সহসা উপস্থিত দেখিয়া কীর্ত্তিসেনা জীবনাশা পরিত্যাগ করিল। দেখিতে দেখিতে রাক্ষসী সেই বৃক্ষের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া তদুপরি আরোহণ করিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে শিশুরাও ক্রমে আরোহণ করিয়া কহিল, "মাতঃ! আমাদের কিছু খাইতে দাও।" রাক্ষসী কহিল 'বৎসগণ! আজ মহাশ্মশানে যাইয়া কিছুই না পাওয়াতে ডাকিনীদলের নিকট কিছু ভাগ প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু সেখানেও কিছুই পাইলাম না। পরিশেষে ভগবান্ ভৈরবের নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে, তিনি আমার নাম ও বংশ জিজ্ঞাসা করিয়া এই আদেশ করিলেন, 'ভীষণে! পরিচয়ে জানিলাম যে তুমি খরদূষণবংশীয়; অতএব তুমি সন্নিহিত বসুদত্ত নগরে গমন কর। সেই নগরে বসুদত্ত নামে অতি ধার্ম্মিক যে এক রাজা আছেন, তিনি এই সমস্ত অটবী রক্ষা করেন, স্বয়ং শুল্ক গ্রহণ করেন, এবং চৌরদিগের নিগ্রহ করেন। একদা উক্ত রাজা অটবীমধ্যে মৃগয়ার্থ যাত্রা করিয়া একান্ত পরিশ্রান্তিবশতঃ নিদ্রাভিভূত হইলে, রাজার অজ্ঞাতে একটা কৃমি (কাণকোটারি) তাঁহার কর্ণাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। কালক্রমে সেই কৃমি মস্তকাভ্যন্তরে যাইয়া অসংখ্য কৃমি প্রসব করিলে, রাজা শিরঃশোষ রোগে আক্রান্ত হইলেন। ক্রমে শতসহস্র চিকিৎসক আসিলেন, কিন্তু সকলেই রোগ নির্ণয়ে অসমর্থ হইলেন। ইহার পর আর কেহ যে তাহা নির্ণয় করিতে পারিবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং রাজা অল্পদিনের মধ্যে কালকবলে পতিত হইবেন। অতএব তুমি অপেক্ষা কর তাহার মাংস ভক্ষণ করিয়া ষাণ্মাসিক তৃপ্তিলাভ করিবে।" অতএব পুত্রগণ! ভৈরব

যখন স্বয়ং আমার জন্য এই ভাগ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তখন আর আমি কি করিব, কোথা হইতে তোমাদের আহার যোগাইব?

ইহা শুনিয়া রাক্ষসীপুত্রগণ কহিল, মাতঃ! রাজার তাদৃশ রোগ শান্তির কি কোন উপায় নাই? রাক্ষসী কহিল, রোগনির্ণয়পূর্ব্বক চিকিৎসা হইলে রাজা বাঁচিতে পারেন, এবং সেই মহারোগ শান্তির এই একমাত্র উপায় আছে, শ্রবণ কর। এই বলিয়া রাক্ষসী রোগশান্তির সমস্ত উপায় বর্ণন করিল। কীর্ত্তিসেনা সেই তরুকোটরে থাকিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক ভাবিল, যদি আমি আজ এই বিপদ হইতে নিস্তার পাই, তবে সেই রাজাকে এই উপায়ে বাঁচাইয়া দিব। সমুদ্রসেন বলিয়াছে যে, এই অটবীর প্রান্তভাগের পথ অল্প বলিয়া, বণিক্‌গণ সর্ব্বদাই এই পথে গতিবিধি করিয়া থাকে। অতএব আমার পতিও এই পথে বাটী আসিবেন। সংপ্রতি আমি এই অরণ্যের প্রান্তস্থিত বসুদত্তনগরে গমন পূর্ব্বক রাজাকে রোগমুক্ত করিয়া সেই স্থলেই পতির অপেক্ষা করিব।

এই স্থির করিয়া কীর্ত্তিসেনা রাত্রিযাপনপূর্ব্বক প্রভাতে তরুকোটর হইতে নির্গত হইল, এবং সেই অরণ্যের মধ্য দিয়া পুংবেশে গমন করিতে করিতে অপ-রাহ্ণ সময়ে এক সাধু গোরক্ষকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। গোরক্ষককে সেই স্থানের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, মহাশয়! ঐ সম্মুখে বসুদত্ত-রাজার পুরী দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি রাজা ব্যাধিত হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় আছেন। এই কথা শুনিয়া কীর্ত্তিসেনা তাহাকে বলিল, যদি কেহ আমাকে সেই রাজার নিকট লইয়া যায়, তবে আমি তাঁহাকে রোগমুক্ত করিতে পারি। ইহা শুনিয়া গোরক্ষক কহিল, আমি সেই নগরেই যাইব, অতএব আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমি যথাসাধ্য আপনার যত্ন করিব। এই বলিয়া সেই গোপালক কীর্ত্তিসেনাকে সেই নগরে লইয়া গেল। রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রতীহারকে সমস্ত বলিল, এবং পুংবেশা কীর্ত্তিসেনাকে তাহার হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক চলিয়া গেল।

প্রতীহার তৎক্ষণাৎ সেই সংবাদ রাজাকে জানাইয়া, কীর্ত্তিসেনাকে রাজ-সমীপে লইয়া গেল। মুমূর্ষু রাজা অদ্ভুতাকৃতি সেই চিকিৎসককে দেখিয়াই

কর্ত্তক আশ্বস্ত হইলেন, এবং কহিলেন মহাশয়! যদি আপনি আমাকে এই রোগ হইতে মুক্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিব। রাজা এই বলিয়া বিরত হইলে, কীর্ত্তিসেনা তথাস্তু বলিয়া, যথাশ্রুত রাক্ষসীকথিত প্রক্রিয়ানুসারে রাজাকে আরোগ্যলাভ করাইল। সকলে রাজার এবম্বিধ অত্যাশ্চর্য্য আরোগ্যলাভে বিস্মিত হইয়া কীর্ত্তিসেনার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল। রাজার প্রধান মহিষী কীর্ত্তিসেনার সমুচিত সেবা-বিধানপুরঃসর স্বতন্ত্র গৃহে শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন।

পরদিবস মধ্যাহ্নকালে কীর্ত্তিসেনা সর্ব্বজনসমক্ষে রাক্ষসীকথিত যুক্তিদ্বারা যখন রাজার কর্ণবিবর হইতে দেড়শত কৃমি বাহির করিল, তখন রাজা সম্যক্ আরোগ্যলাভ করিয়া স্নানাদিসম্পাদনপূর্ব্বক সুস্থ হইলেন। এবং তদণ্ডে কীর্ত্তিসেনাকে অসংখ্য গ্রাম হস্তী অশ্ব ও প্রচুর সুবর্ণ প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। মন্ত্রিগণ ও রাজমহিষীরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সুবর্ণ ও বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া তাহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। কীর্ত্তিসেনা সেই সমস্ত অর্থ হস্তগত করিয়া সেই নগরেই অবস্থিতি করিতে লাগিল। কিছুদিন পরেই শুনিল, বলভীপুরী হইতে কতকগুলি সার্থবাহ আসিয়াছে। কীর্ত্তিসেনা শ্রবণমাত্র সত্বর তাহাদের নিকট গমন করিল, এবং তন্মধ্যে আপন পতিকে দেখিয়া বেগে গমনপূর্ব্বক ভর্ত্তৃচরণে পতিত হইল। দেবসেন প্রথমে চিনিতে পারিল না, ক্রমে কীর্ত্তিসেনা বলিয়া চিনিতে পারিয়া বিস্মিত হইল, এবং যাবতীয় বণিক্ সাশ্চর্য্য হইয়া বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে কীর্ত্তিসেনা আমূল সমস্ত বর্ণন করিল। তদনন্তর রাজা বসুদত্ত স্বয়ং আসিয়া সর্ব্বসমক্ষে কীর্ত্তিসেনার কীর্ত্তি বর্ণন করিলেন।

অনন্তর দেবসেন সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধ ক্ষমা বিস্ময় এবং হর্ষরসে জড়ীভূত হইল, এবং মাতার উপর একেবারে চটিয়া গেল। তদনন্তর তত্রস্থ সমস্ত লোক একমত হইয়া কহিল, পতিভক্তি যাহাদের রথস্বরূপ, সুশীলতা যাহাদের কবচস্বরূপ, ধর্ম্ম যাহাদের সারথিস্বরূপ এবং শক্তি যাহাদের অস্ত্রস্বরূপ, সেই সাধ্বী স্ত্রীরা কখনই পরাভূত হয় না, সর্ব্বত্রই জয়লাভ করে। এই বলিয়া কীর্ত্তিসেনার যশোগান করিতে লাগিল। তদনন্তর রাজা বসুদত্ত কহিলেন,

ইনি পতিভক্তিতে সীতাদেবীকেও অতিক্রম করিয়াছেন, অতএব আজ হইতে ইনি আমার ধর্ম্মভগিনী হইলেন। ইহা শুনিয়া কীর্ত্তিসেনা কহিল, দেব! আপনি প্রীত হইয়া যে সমস্ত দ্রব্য আমাকে প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমার পতির হস্তে সমর্পণ করুন। রাজাও তৎক্ষণাৎ তৎসমস্ত দেবসেনকে দান করিয়া তাহার মস্তকে বিশেষসম্মানসূচক এক পট্টবন্ধ প্রদান করিলেন।

তদনন্তর দেবসেন স্বোপার্জ্জিত এবং রাজদত্ত ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ হইল, এবং কীর্ত্তিসেনার ভূরি ভূরি প্রশংসা করত, দুর্ব্বৃত্তা জননীকে পরিত্যাগ করিয়া বসুদত্তনগরে পরমসুখে বাস করিতে লাগিল। কীর্ত্তিসেনাও পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনপূর্ব্বক ধরাতলে অসামান্য কীর্ত্তি লাভ করিয়া পতির সহিত সুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

সোমপ্রভা এই বলিয়া কথা শেষ করিয়া কহিল, রাজপুত্রি! এইরূপে বধূরা শ্বশ্রূ ও ননান্দার দোষে বহুকষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। অতএব জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি, যেন তোমার ভর্ত্তৃভবন অশেষ সুখের নিকেতন হয়, এবং শ্বশ্রূ ও ননদ সজ্জন হয়। কলিঙ্গসেনা সোমপ্রভার মুখে এই অদ্ভুত উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া সন্তোষলাভ করিল। পরে সোমপ্রভা সখিকে আলিঙ্গন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।——

ত্রিংশত্তরঙ্গ।

পরদিবস কলিঙ্গসেনা প্রিয়সখীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে, এমন সময় মদনবেগ নামে এক বিদ্যাধর আকাশ পথে বিচরণ করত কলিঙ্গসেনাকে দেখিতে পাইল। এবং কলিঙ্গসেনার অসামান্য রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া ভাবিল, যদি এই কন্যা আমার ভার্য্যা না হয়, তবে এজীবন পরিত্যাগ করিব, অথবা বিদ্যাধর হইয়া কিরূপেই বা এই মানুষীসংসর্গে প্রবৃত্ত হইব? এই বলিয়া মদনবেগ প্রজ্ঞপ্তি নামক বিদ্যার স্মরণ করিল; বিদ্যা তৎক্ষণাৎ আকারধারণপূর্ব্বক তৎসমক্ষে আবির্ভূত হইয়া বলিল, এই কন্যা

মানুষী নহে, এ কোন স্বর্গবনিতা, শাপবশতঃ কলিঙ্গদত্তরাজার কন্যা হইয়া ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মদনবেগ তৎশ্রবণে হৃষ্ট হইয়া স্বগৃহে গমনপূর্ব্বক চিন্তা করিল, সহসা এই স্ত্রীকে অপহরণ করা আমার উচিত নহে, কারণ বলপূর্ব্বক উপভোগে আমার মৃত্যু শাপ আছে। অতএব ইহাকে পাইবার জন্য শিবের আরাধনা করিব।"

এই স্থির করিয়া মদনবেগ ঋষভ পর্ব্বতে গমন করিল, এবং একপদে দণ্ডায়মান হইয়া নিরাহারে তপস্যা আরম্ভ করিল; দেবদেব তাহার কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, বৎস! এই কলিঙ্গসেনা ধরাতলে যেরূপ অদ্বিতীয় রূপসী, তেমনি তাহার যোগ্য ভর্ত্তা ভূতলে একমাত্র বৎসরাজ আছেন; তিনি ইহাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী আছেন, শুদ্ধ বাসবদত্তার ভয়ে স্পষ্টাক্ষরে প্রার্থনা করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু কলিঙ্গসেনা সোমপ্রভার মুখে বৎসরাজের কথা শুনিয়া স্বয়ম্বরাভিলাষে তদীয় রাজধানী যাত্রা করিবে। অতএব তুমি ইহাদের বিবাহ হইবারই পূর্ব্বে সেই স্থানে উপস্থিত থাক, এবং বৎসরাজের বেশ ধারণপূর্ব্বক গন্ধর্ব্ববিধানে তাহাকে বিবাহ করিয়া আপন অভীষ্টসিদ্ধ কর; নচেৎ উপায় নাই। মদনবেগ শিবের এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া প্রণামপূর্ব্বক গৃহে গমন করিল।

এই অবকাশে পৃথিবীস্থ অনেকানেক রাজা কলিঙ্গসেনার অসাধারণ সৌন্দর্য্য শ্রবণে কলিঙ্গদত্তের নিকট দূত পাঠাইয়া কলিঙ্গসেনাকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কলিঙ্গদত্ত কোন রাজার প্রার্থনা পূর্ণ না করিয়া, কেবল মাত্র শ্রাবস্তিনগরের রাজা বৃদ্ধ প্রসেনের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। একদা কলিঙ্গসেনা এই কথা সোমপ্রভার কর্ণগোচর করিলে, সোমপ্রভা দুঃখিত হইয়া রোদনকরত কহিল, সখি! নরপতি প্রসেনকে আমি বেশ জানি, তিনি সর্ব্বাংশেই যোগ্য, কিন্তু বৃদ্ধ। বৃদ্ধের সহিত তোমার পরিণয় আমার একান্ত অনিচ্ছাকর। এই কারণে আমার হর্ষ না জন্মিয়া বিষাদই হইতেছে। হে কল্যাণি! যদি বৎসরাজ উদয়ন তোমার পতি হন, তবেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। কিরূপ কি গুণ, কি সম্পত্তি, কি শৌর্য্য, কোনবিষয়েই ভূতলে তাঁহার দ্বিতীয়

নাই। অতএব তোমাদের উভয়ের সংযোগ হইলেই বিধাতার লাবণ্যসৃষ্টির সাফল্য হয়।

সোমপ্রভার এই বাক্যে কলিঙ্গসেনা বৎসরাজের প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া কহিল, সখি! বৎসরাজ কোন বংশসম্ভূত, কি জন্যই বা তাঁহার নাম উদয়ন হইল? বর্ণন করিয়া আমার কুতূহল শান্ত কর। সোমপ্রভা কহিল, সখি! পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ বৎস নামে যে দেশ আছে, সেই দেশের রাজা বলিয়া তাঁহার নাম বৎসরাজ হইয়াছে। তুমি শুনিয়া থাকিবে, অর্জ্জুন পাণ্ডুবংশীয়, অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু, অভিমন্যুর পুত্র সুপ্রসিদ্ধ রাজা পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়, এবং তাঁহার পুত্র শতানীক। সেই শতানীক বৎসদেশের রাজধানী কৌশাম্বীনগরে বাস করিতেন। যে শতানীক দেবাসুররণে অসুরকুল ক্ষয় করিয়া পরিশেষে স্বশরীরে স্বর্গে গমন করেন, সেই শতানীকের পুত্র সহস্রানীক। সহস্রানীকের মহিষীর নাম মৃগাবতী, সেই মৃগাবতীর গর্ভে রাজা উদয়ন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতঃপর তাঁহার উদয়ন নামের কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর। মৃগাবতী অন্তর্বত্নী হইয়া একদা রুধির হ্রদে স্নান করিবার বাসনা করেন। রাজা পত্নীর এতাদৃশ অভিলাষ শ্রবণ করিয়া ভীত হইলেন, এবং তৎপরিবর্ত্তে লাক্ষারসে পরিপূর্ণ এক বাপী নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। মৃগাবতী তাহাতে স্নান করিতে নামিলে, দৈবাৎ গরুড় আসিয়া তাঁহাকে হ্রদ হইতে হরণ করিল, কিন্তু জীবন্তদর্শনে মৃগাবতীকে উদয়াচলে ফেলিয়া গেল। তথায় জমদগ্নি ঋষির আশ্রম। ঋষি ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া আপন আশ্রমে লইয়া গেলেন, এবং পুনর্ব্বার পতিসমাগমের আশ্বাস প্রদান করিয়া যত্নপূর্ব্বক আশ্রমে রাখিয়া দিলেন। সখি! এই ঘটনার পূর্ব্বে একদা মৃগাবতী স্বর্গবনিতা তিলোত্তমাকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই জন্য তিলোত্তমা তাঁহাকে ঐরূপ শাপ দিয়াছিল। সখি! সেই শাপকেই মৃগাবতীর এই দুর্ঘটনার কারণ জানিবে।

অনন্তর দশমমাস উপস্থিত হইলে, মৃগাবতী সেই উদয়াচলে পুত্র প্রসব করি-

লেন। প্রসবমাত্র এই দৈববাণী হইল, দেবি! তুমি যে পুত্ররত্ন প্রসব করিলে, ইনি বিদ্যাধররাজ্যের সার্ব্বভৌম অধিপতি হইবেন, এবং ভূতলে উদয়ন নামে বিখ্যাত হইবেন। সখি! এই জন্যই ইহাঁর নাম উদয়ন হইয়াছে। এদিকে রাজা সহস্রানীক মৃগাবতীর বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া কালযাপন করিলে, যখন মৃগাবতীর শাপান্তকাল উপস্থিত হইল, সেই সময় উদয়গিরিবাসী এক শবর কার্য্যানুরোধে কৌশাম্বীনগরে উপস্থিত হইল। যেন বিধাতাই সংবাদ দিয়া রাজাকে আনিবার জন্য শবরপতিকে প্রেরণ করিলেন। এই সময় আকাশবাণী দ্বারা প্রিয়তমার উদয়াচলে স্থিতি সংবাদ পাইয়া উদ্বিগ্নচিত্তে সেই শবরের সহিত প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত ও সপুত্র মৃগাবতীকে প্রাপ্ত হইয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং উদয়নকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যৌগন্ধরায়ণপ্রভৃতি মন্ত্রিপুত্রদিগকে তদীয় বয়স্যভাবে নিযুক্ত করিলেন। উদয়ন পিতৃদত্ত রাজ্যভার সুশৃঙ্খলে বহন করত সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। পিতা মাতা সচিববর্গের সহিত মহাপথের পথিক হইলে পর সংপ্রতি উদয়ন পিতৃদত্ত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া যৌগন্ধরায়ণের সহিত পৃথিবী শাসন করিতেছেন।

সোমপ্রভা এই কথা সমাপ্ত করিয়া পুনর্ব্বার কলিঙ্গসেনাকে কহিল, সখি! আমি যে উদয়নের বংশাবলী বর্ণন করিলাম, তিনিই তোমার উপযুক্ত পতি। ত্রিভুবনে তাঁহার সদৃশ যোগ্য বর দ্বিতীয় পাইবে না। আর সেই উদয়ন ও ভুবনবিখ্যাত তোমার নাম শুনিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রধান মহিষী বাসবদত্তার ভয়ে তোমাকে স্পষ্টাক্ষরে প্রার্থনা করিতে সাহস করিতেছেন না। বাসবদত্তার নরবাহনদত্ত নামে ভুবনমোহন যে এক পুত্র হইয়াছেন, সেইপুত্র বিদ্যাধরচক্রবর্ত্তী হইবেন,এইরূপ দেবতার আদেশ আছে। এখন তোমার যাহা অভিরুচি তাহা কর।

কলিঙ্গসেনা সোমপ্রভার মুখে উদয়নচরিত শ্রবণ করিয়া কহিল, সখি! সমস্তই শুনিলাম, এবং বুঝিলাম তিনিই আমার যোগ্য বর, কিন্তু ইহাও বুঝিতেছি, যে, এ ঘটনা ঘটান পিতামাতার সাধ্য নহে। তুমি সর্ব্বজ্ঞ এবং

অপরিমিতপ্রভাবশালিনী, অতএব এবিষয়ে তুমি বৈ আমার গত্যন্তর নাই। বিবাহ কার্য্যটি যে একান্ত দৈবায়ত্ত, এতৎ প্রসঙ্গে একটী কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

উজ্জয়িনী নগরে বিক্রমসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার তেজস্বতী নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল। রাজা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও অভিমত বর কুত্রাপি খুজিয়া পাইলেন না। একদা তেজস্বতী হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে বসিয়া আছে, এমন সময় এক পথিককে পথে যাইতে দেখিয়া তাহার প্রতি অনুরাগবতী হইল এবং স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য আপন সখীকে তাহার নিকট সত্বর পাঠাইয়া দিল। সখী সেই পথিকের নিকট উপস্থিত হইয়া রাজকন্যার ইচ্ছা ব্যক্ত করিলে, সে ভয়ে রাজকন্যার প্রার্থনায় অস্বীকার করিল। কিন্তু রাজ-কন্যার সখী বলপূর্ব্বক তাহাকে স্বীকার করাইয়া কহিল, ভদ্র! তোমার ভয় নাই; তুমি সন্ধ্যাকালে এই নির্জ্জন দেবালয়ে রাজপুত্রীর জন্য প্রতীক্ষা করিবে অন্যথা না হয়। এই বলিয়া দাসী চলিয়া গেল। কিন্তু সেই পুরুষ স্বীকার পাইয়াও ভয়প্রযুক্ত সেই যে পলায়ন করিল, আর সে দিকে আসিল না।

এই অবসরে সোমদত্ত নামে এক রূপবান সামন্তপুত্র পিতৃবিয়োগের পর দায়াদগণকর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া রাজসমীপে অভিযোগ করিবার জন্য উজ্জয়িনী আসিতে আসিতে দৈবাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইল, এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়াতে থাকিবার অভিপ্রায়ে সেই দেবালয়ে প্রবেশ করিল। তাহার পরেই তেজস্বতী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল, এবং সে কে তাহা না দেখিয়াই সেই পথিকবোধে সোমদত্তকে পতিত্বে বরণ করিতে প্রার্থনা করিল। সুচতুর সোমদত্ত, তামাসা মন্দ নহে,-এই বলিয়া বিস্মিত হইল, এবং তাহাতে দ্বিরুক্তি না করিয়া আহ্লাদপূর্ব্বক তদীয় প্রার্থনায় সম্মত হইল। অনন্তর রাজপুত্রী সোমদত্তকে সত্যপাশে সংযত করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করত স্বগৃহে প্রস্থান করিল। রাজপুত্রও একাকী সেই স্থানে থাকিয়া অবশিষ্ট রাত্রি অতি-বাহিত করিল।

প্রভাতমাত্র রাজকুমার সোমদত্ত মিত্র বিক্রমসেনের নিকট গমন করিয়া

আত্মবৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক তদীয় সাহায্য প্রার্থনা করিল। প্রস্তাবমাত্র বিক্রমসেন ও তদীয় শত্রুদলনে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়া সোমদত্তকেই কন্যা তেজস্বতী সম্প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। পূর্ব্বরাত্রিপরিচিত কন্যা যে বিক্রমসেনদুহিতা, সোমদত্ত তাহা জানিত,সুতরাং এই বিবাহপ্রস্তাব শুনিয়া সোমদত্ত বিক্রমসেনের নিকট পূর্ব্বরাত্রিসঙ্গতা রাজকন্যার বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। আর ইতিপূর্ব্বে তেজস্বতীও গৃহে আসিয়া বিশ্বস্ত সখী দ্বারা পূর্ব্বরাত্রি বৃত্তান্ত রাজমহিষীর কর্ণগোচর করিয়াছিল। অনন্তর রাজা কাকতালীয় ন্যায় সঙ্কল্পিত বিষয়ের সঙ্ঘটনবৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিস্মিত হইলে, মন্ত্রী বলিলেন, মহারাজ! ইহার নাম ভবিতব্যতা, সাধু ব্যক্তির প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য বিধাতাই যে জাগরূক থাকেন, তদ্বিষয়ে একটি কথা মনে হইল, শ্রবণ করুন।

কোন গ্রামে হরিশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ দরিদ্র ও মূর্খ ছিল। তাহার অনেক গুলি পুত্র।একদা সপরিবারে ভিক্ষার্থ নির্গত হইয়া ক্রমে এক নগরমধ্যে প্রবেশ করিল; এবং নগরস্থ শীলদত্ত নামক গৃহস্থের শরণাগত হইল। পুত্র গুলিকে শীলদত্তের গোরক্ষণে,ভার্য্যাকে দাসীত্বে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং দাসত্বকরত তদীয় গৃহসমীপে বাস করতে লাগিল। একদা শীলদত্তের কন্যার বিবাহ মহোৎসব উপস্থিত হইলে, বহুলোকের নিমন্ত্রণ হইল। হরিশর্ম্মা সপরিবারে প্রভুর গৃহে ভোজ খাইবার অভিপ্রায়ে অনাহারে থাকিল। ক্রমে সকলকেই ডাকিয়া যত্নপূর্ব্বক উত্তমরূপ আহার করান হইল, কেবল হরিশর্ম্মাকে ডাকা হইল না। সুতরাং হরিশর্ম্মা অনাহার নিবন্ধন অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া সেই রাত্রেই পত্নীকে কহিল,দেখ দরিদ্র ও মূর্খ বলিয়া আমার এতাদৃশ অগৌরব যে,আমাকে কেহই ডাঁকিল না। অতএব আমি যুক্তিপূর্ব্বক এরূপ কৌশল করিব যে,তদ্দারা এই শীলদত্তের অত্যন্ত গৌরবাস্পদ হইতে পারি। আমি সকলের অগোচরে ইহার জামাতার অশ্বটি অপহরণ করিয়া কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিব। পরে যখন অশ্বের অনুসন্ধান হইবে, তখন তুমি গণনা বিদ্যায় নিপুণ বলিয়া আমার পরিচয় দিবে। দ্বিজ পত্নীকে এই কথা শিখাইয়া রাখিল। পরে যখন সকলেই নিদ্রিত হইল, সেই সময় গুপ্তভাবে যাইয়া ঘোটককে স্থানান্তরিত করিল।

প্রভাতমাত্র ঘোটক না দেখিয়া সকলে অমঙ্গল আশঙ্কা করত তাহার অনু-সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। যখন কোথাও মিলিল না তখন, হরিশর্ম্মার পত্নী শীল-দত্তকে কহিল, আমার ভর্ত্তা জ্যোতির্বিদ্যায় অতিশয় নিপুণ, অতএব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি গণিয়া বলিয়া দিবেন।

এই কথা শুনিবামাত্র শীলদত্ত হরিশর্ম্মাকে ডাকাইয়া কহিল, কল্য বিস্মৃতি-ক্রমে তোমাকে ডাকিয়া ভোজন করান হয় নাই, অদ্য ঘোটক চুরি যাইলে তোমাকে মনে হইল, অতএব কিছু মনে করিও না। এক্ষণে গণিয়া বল দেখি, কে আমার জামাতার অশ্বটি হরণ করিয়াছে। তখন হরিশর্ম্মা কতকগুলি মিথ্যা রেখা অঙ্কিত করিয়া বলিল, চৌরগণ এই স্থানের দক্ষিণ সীমায় অশ্বকে লুকাইয়া রাখিয়াছে, রাত্রিযোগেই সরাইয়া ফেলিবে। অতএব এই দণ্ডে যাইয়া অশ্বকে সত্বর লইয়া আইস। এই কথা শুনিয়া দক্ষিণদিকে লোক ছুটিল, এবং অশ্বকে পাইয়া সত্বর ফিরিয়া আসিল। তখন সকলেই গণনাবিদ্যায় হরিশর্ম্মার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল। এবং সকলেই জ্ঞানী বলিয়া তাহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতে লাগিল। তদনন্তর হরিশর্ম্মা শীলদত্তের সমুচিত যত্নে সেই স্থানে সুখে বাস করিতে লাগিল।

কিছু দিন পরেই রাজগৃহ হইতে প্রভূত সুবর্ণরত্নাদি চুরি হইল। অশেষ-বিধ অনুসন্ধান করিয়া যখন চৌরকে পাওয়া গেল না, তখন গণিয়া বলিবার জন্য হরিশর্ম্মাকে ডাকান হইল। ঘোরতর বিপদে পড়িয়া হরিশর্ম্মাকে কাজেই আসিতে হইল, আসিয়া কালক্ষেপ করত পরিশেষে 'কাল বলিব' এই প্রস্তাব করিল। তখন রাজাজ্ঞায় হরিশর্ম্মাকে একটা ঘরে রুদ্ধ করিয়া রাখিল। রাজার অন্তঃপুরে জিহ্বা নাম্নী যে একটা চেটী ছিল, সে তাহার ভ্রাতার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ঐ সমস্ত দ্রব্য অপহরণ করিয়াছিল। সুতরাং সে নিশাযোগে হরিশর্ম্মার গৃহদ্বারে গোপনে যাইয়া, কি বলে, তাহা শুনিবার জন্য কাণ পাতিয়া রহিল। এই সময় হরিশর্ম্মা আপন জিহ্বাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, জিহ্বে! তুই কেন এমন কর্ম্ম করিলি, এখন যেমন কর্ম্ম তেমনি তাহার ফলভোগ কর।

স্বীয় জিহ্বার প্রতি হরিশর্ম্মার এইরূপ ভর্ৎসনা বাক্য শ্রবণ করিয়া চেটী

স্থির করিল যে, গণক তাহাকে জানিতে পারিয়াছে। তখন সে উপায়ান্তর না দেখিয়া কৌশলে হরিশর্ম্মার গৃহে প্রবেশ করিল, এবং তাহার পদতলে গড়াইয়া পড়িয়া কহিল, গণক ঠাকুর! আপনি গণনাদ্বারা যাহাকে চৌর ঠিক করিয়াছেন, আমিই সেই জিহ্বা। আমিই সমস্ত ধন লইয়া গিয়া এই বাটীর পশ্চাদভাগস্থ উদ্যান মধ্যে এক দাড়িম্বমূলে পুতিয়া রাখিয়াছি। এক্ষণে আপনি আমার হস্তের স্বর্ণাভরণ লইয়া আমাকে রক্ষা করুন।

এখন হরিশর্ম্মা চেটীর মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গর্ব্বিতবচনে কহিল, যা চেটী, আমার কাছে চালাকি করিস না, আমি কালত্রয়দর্শী। যাহাহউক তুই গরীব আমি তোর কথা প্রকাশ করিব না। কিন্তু তোর হাতে যাহা আছে, সেটী আমাকে দিতে হইবে। চেটী তাহাতেই সম্মত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইল। তদনন্তর হরিশর্ম্মা বিস্ময়াপন্ন হইয়া এই চিন্তা করিল,—বিধি অনুকূল হইলে অনায়াসেই অসাধ্য সাধন করা যায়। কোথায় আমি আপন জিহ্বার নিন্দা করিতেছি, না কোথা হইতে জিহ্বা নাম্নী চেটী চৌর্য্য করিয়া আমার ঘরে কাণ পাতিয়া রহিল, এবং আমার জিহ্বা নিন্দা শ্রবণ করিয়া, "আমাকে জানিতে পারিয়াছে" এই স্থির করিয়া আমার পদতলে পতিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিল। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে হরিশর্ম্মা হৃষ্টচিত্তে রাত্রি যাপন করিল। প্রভাতমাত্র অলীক গণনাদ্বারা যে স্থানে সেই ধন আছে তাহা বলিল, পরে রাজাকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক সমস্ত বস্তু দেখাইয়া দিল, এবং চৌর কিছুই না লইয়া পলায়ন করিয়াছে এই বলিয়া রাজাকে ক্ষান্ত করিল।

রাজা তখন হরিশর্ম্মার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কতকগুলি গ্রাম স্বর্ণছত্র এবং বাহন প্রদান করিলেন। এইরূপে হরিশর্ম্মা ক্ষণকাল মধ্যে ধনী হইয়া উঠিল। অতএব মহারাজ! আমি বলিয়াছি যে, দৈবই পুণ্যাত্মাদিগের সমর্থসাধন করিয়া থকেন। সেইরূপ এই সোমদত্তকে দৈবই আনিয়া আমাদের রাজতনয়ার সহিত সহসা মিলাইয়া দিয়াছেন।

রাজা মন্ত্রির মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক তেজস্বতীকে

সোমদত্ত হস্তে সমর্পণ করিলেন। তদনন্তর সোমদত্ত শ্বশুরের সৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া আপন শত্রুকে পরাস্ত করিল এবং স্বীয় রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া স্ত্রীর সহিত পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

অতএব হে প্রিয়সখি! দৈবের সহায়তা ব্যতিরেকে, আমি ভিন্ন কাহার সাধ্য যে, বৎসরাজের সহিত তোমার বিবাহ সংঘটন করিতে সমর্থ হয়? অনন্তর কলিঙ্গসেনা সোমপ্রভার এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া তাহারই উপর নির্ভর করিল, এবং লজ্জাভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৎসরাজের সহিত মিলনে নিতান্ত উদ্যুক্তা হইল। এদিকে বেলা অপরাহ্ণ হইল, দিনমণি অস্তাচল-গমনে উদ্যত হইলে সোমপ্রভাও স্বভবনে প্রস্থান করিল।

একত্রিংশত্তরঙ্গ।

পর দিবস প্রভাতমাত্র সোমপ্রভা কলিঙ্গসেনার নিকট উপস্থিত হইলে, কলিঙ্গসেনা কহিল সখি! শুনিলাম পিতা তো প্রসেন নরপতির সহিত আমার বিবাহ দিবার জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন, কিন্তু তুমি বৎসরাজের কথা যেরূপ বর্ণন করিয়াছ, তাহা শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিয়া আমার মনকে হরণ করিয়াছে। অতএব তুমি অগ্রে নরপতি প্রসেনকে দেখাইয়া পশ্চাৎ আমাকে বৎসরাজ সমীপে লইয়া চল, আমি পিতামাতার ভয় করিব না। ইহা শুনিয়া সোমপ্রভা কহিল, সখি! যদি যাইতে হয় তবে আকাশপথে যন্ত্রারোহণে গমন করিব। তুমি আপনার সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী গ্রহণ কর, কারণ একবার বৎসরাজকে দেখিলে আর ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হইবে না, পিতামাতাকে এবং আমাকেও ভুলিয়া যাইবে। তাহা হইলে আমিও আর আসিব না। কলিঙ্গসেনা সোমপ্রভার মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া রোদন করত কহিল, সখি! যদি এমন হয়, তবে তুমিই যাইয়া বৎসরাজকে এই স্থানে আনয়ন কর। আমি তোমা ব্যতিরেকে সে স্থানে ক্ষণকালও

থাকিতে পারিব না। সখি! শুনিয়াছি, যে চিত্রলেখা উষার জন্য অনিরুদ্ধকে আনিয়াছিল। বোধ হয় তুমিও একথা জান, তথাপি আমার নিকট একবার শ্রবণ কর।

বাণাসুরের উষা নামে এক বিখ্যাত কন্যা ছিল। উষা গৌরীর আরাধনা করিলে, গৌরী তাহাকে এই বর প্রদান করেন যে তুমি স্বপ্নে যাহার সহিত আলিঙ্গন করিবে, সেই ব্যক্তিই তোমার পতি হইবে। তদনন্তর একদা নিদ্রাবস্থায় এক দেবকুমার আসিয়া গান্ধর্ব্ববিধানে উষার পাণিগ্রহণ করিয়া তৎসংসর্গে নিরত হইলেন। রাত্রিশেষে যখন উষার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন দেখিল পতি নাই, অথচ সমস্ত সম্ভোগ চিহ্ন রহিয়াছে। তদনন্তর গৌরীর বর স্মরণ হইলে, আতঙ্কের সহিত বিস্মিত হইল। প্রাতে সখী চিত্রলেখাকে সমস্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত জানাইল। কিন্তু তাহার নাম বা অভিজ্ঞান কিছুই বলিতে পারিল না। তখন যোগেশ্বরী চিত্রলেখা উষাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, সখি! এ সমস্তই সেই গৌরীদত্ত বরের প্রভাব। কিন্তু যখন তোমার প্রিয়তমের কোন অভিজ্ঞান নাই, তখন কিরূপে তাঁহার অন্বেষণ হইতে পারে? অথবা যদি তুমি তাঁহাকে বেশ চিনিয়া থাক, তাহা হইলেও অন্বেষণ হইতে পারে। আমি সুরাসুর এবং মনুষ্যের সহিত জগৎকে অবিকল অঙ্কিত করিতেছি, তুমি তাহার মধ্য হইতে যদি তোমার প্রিয়তমকে দেখাইয়া দিতে পার, তবে আমি যেরূপে পারি তাঁহাকে আনিয়া দিব। উষা এই কথায় সায় দিলে, চিত্রলেখা তুলিকা ধারণপূর্ব্বক সমস্ত জগৎ অঙ্কিত করিল। তদনন্তর উষা সম্যক প্রকার পর্য্যবেক্ষণের পর, অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক দ্বারকাস্থ যদুবংশসম্ভূত অনিরুদ্ধকে দেখাইয়া দিল।

তদ্দর্শনে চিত্রলেখা কহিল, সখি! তুমিই ধন্য, কারণ তুমি ভগবানের পৌত্র অনিরুদ্ধকে পতিলাভ করিলে? তিনি এখান হইতে আট সহস্র যোজন অন্তরে বাস করিতেছেন। উষা কহিল চিত্রলেখে! তুমি আজই যাইয়া তাঁহাকে লইয়া আইস, নচেৎ আমার জীবন সংশয় হইবে। এই কথা বলিয়া চিত্রলেখাকে অনিরুদ্ধের নিকট পাঠাইয়া দিল। চিত্রলেখাও নভোমার্গে

সত্বর দ্বারকানগরে উপস্থিত হইয়া অনিরুদ্ধের বাস ভবনে প্রবেশ করিল, এবং সুপ্ত অনিরুদ্ধকে জাগরিত করিয়া ঊষার স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণন করিল। তদনন্তর চিত্রলেখা সিদ্ধিপ্রভাবে অনিরুদ্ধকে নিমেষ মধ্যে ঊষার নিকট আনয়ন করিল। ঊষাও প্রিয়তমকে উপস্থিত দেখিয়া জীবন পাইল।

বাণরাজ উভয়ের এইরূপ সংঘটন শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলে, অনিরুদ্ধ আপন পিতামহপ্রভাবে বাণরাজকে পরাস্ত করিয়া ঊষা হরণপূর্ব্বক দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। অতএব সখি! তুমিও আমার নিকট বৎসরাজকে আনিয়া দাও। সোমপ্রভা কহিল, সখি! আমার এবং চিত্রলেখার অনেক অন্তর। অতএব চল তোমাকে লইয়া যাই। ইহা শুনিয়া কলিঙ্গসেনা তদ্দণ্ডে আপন সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া পিতামাতার অনুমতি ব্যতিরেকে সোমপ্রভার সহিত মায়াযন্ত্রে আরোহণপূর্ব্বক আকাশমার্গে উত্থিত হইল। সোমপ্রভা অগ্রে প্রসেন নরপতিকে দেখাইবার জন্য শ্রাবস্তি নগরে উপস্থিত হইল, এবং দূর হইতে দেখিল, রাজা রাজপরিচ্ছদে মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়াছেন। তাহা দেখিয়া কলিঙ্গসেনাকে কহিল, সখি! ঐ দেখ বৃদ্ধ প্রসেন মৃগয়া যাত্রা করিতেছেন। তোমার পিতা ইঁহারই হস্তে তোমাকে সম্প্রদান করিবার বাসনা করিয়াছেন। কলিঙ্গসেনা দূর হইতে রাজাকে দেখিয়াই জ্বলিয়া গেল এবং কহিল সখি! দেখিয়াছি, এখন আমাকে বৎসরাজসমীপে লইয়া চল। তখন সোমপ্রভা কৌশাম্বী অভিমুখে প্রস্থান করিল এবং ক্ষণকাল মধ্যে কৌশাম্বী প্রান্তে উপস্থিত হইল। এই সময় রাজা উদ্যানে ছিলেন। সোমপ্রভা কলিঙ্গসেনাকে রাজমূর্ত্তি দেখাইয়া দিল। কলিঙ্গসেনা দর্শনমাত্র বিমোহিত হইয়া সোমপ্রভাকে কহিল সখি! বিলম্বে প্রয়োজন নাই তুমি এই দণ্ডে আমাদের মিলন করিয়া দাও।

অনন্তর সোমপ্রভা কলিঙ্গসেনার ত্বরা দেখিয়া কহিল, প্রিয় সখি! আজ কিছু অমঙ্গল দেখিতেছি, অতএব আজিকার দিন অলক্ষিতভাবে এই উদ্যানেই থাক, দূতাদি কিছুই পাঠাইবার আবশ্যক নাই। আমি কল্য প্রাতে আসিয়া তোমাদের পরস্পর মিলনের উপায় করিব। এক্ষণে পতির চিত্তবিনোদনার্থ গৃহে গমন করি। এই বলিয়া সোমপ্রভা

কলিঙ্গসেনাকে সেই উদ্যান মধ্যে রাখিয়া প্রস্থান করিল। তদনন্তর বৎস-রাজও উদ্যান হইতে স্বীয় মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে কলিঙ্গসেনা আর কালব্যাজ সহ্য করিতে না পারিয়া সখীবাক্য উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক বৎসরাজের নিকট মহত্তর নামক দূতকে পাঠাইল। দূত রাজ-সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! শুনিয়া থাকিবেন, তক্ষশিলা নগরে কলিঙ্গদত্ত নামে রাজা আছেন। তাঁহার ভুবনবিখ্যাত কলিঙ্গসেনা নামে যে কন্যা আছেন, তাহার সখীর নাম সোমপ্রভা। সোমপ্রভা ময়দানবের কন্যা ও নলকুবেরের ভার্য্যা। সেই সোমপ্রভার মুখে আপনার গুণগ্রাম শ্রবণ করিয়া কলিঙ্গসেনা মোহিত হইয়াছেন, এবং গুরুজনের অপেক্ষা না করিয়া গুপ্তভাবে সোমপ্রভার সহিত মায়া-বিমানে আরোহণপূর্ব্বক মহারাজের উদ্যানে উপস্থিত হইয়াছেন। সম্প্রতি মহারাজকে স্বয়ম্বরমাল্য প্রদান করিবার মানসে আমাকে পাঠাইয়াছেন। এক্ষণে মহারাজের যাহা অভিরুচি হয়, তাহা করুন।

বৎসরাজ মহত্তরের মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাতে সম্মত হইলেন এবং দূতকে পারিতোষিক প্রদান করিলেন। পরে মন্ত্রিবর যোগন্ধরায়ণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, নরপতি কলিঙ্গদত্তের ভুবনমোহিনী তনয়া কলিঙ্গসেনা আমাকে পতিত্বে বরণ করিবার মানসে আসিয়া দূত পাঠাইয়াছেন। অতএব তাহাকে ত্যাগ করা উচিত হইতেছে না। আমি শীঘ্র তাহাকে বিবাহ করিব, আপনারা সময় নির্দ্ধারিত করুন। রাজ-হিতাকাঙ্ক্ষী মন্ত্রিবর যোগন্ধরায়ণ রাজার এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তাকুল হইলেন, শুনিয়াছি কলিঙ্গসেনা অদ্বিতীয় রূপসী। আমাদের রাজা যদি তাহাকে বিবাহ করেন, তবে সমস্তই পরিত্যাগ করি-বেন, আর দেবী বাসবদত্তাও প্রাণে মারা যাইবেন। মাতৃবিয়োগে আমাদের রাজকুমার নরবাহনদত্তের ও প্রাণহানির সম্ভাবনা। সেই সঙ্গে দেবী পদ্মা-বতীরও প্রাণহানি হইতে পারে। যদি এইরূপে দেবীদ্বয়ের বিপদ ঘটনা হয়, তবে তাঁহাদের পিতারাও মহারাজের প্রতি কুপিত হইবেন। এইরূপে

সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা দেখিতেছি। আর যদি রাজাকে নিষেধ করি, তবে নিশ্চয়ই রাজার অনিষ্ট ঘটিবে। অতএব এক্ষণে কালহরণের উদ্যোগ আবশ্যক হইতেছে। এই ভাবিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনিই ধন্য। দেবতারাও প্রার্থনা করিয়া যাহাকে পান না, আজ সেই কলিঙ্গসেনা মহারাজকে বরণ করিতে আসিয়াছেন। অতএব গণক ডাকিয়া একটা শুভলগ্ন স্থির করা যাউক, পরে সেই শুভলগ্নে মহারাজ কলিঙ্গসেনার পাণিগ্রহণ করিবেন। সম্প্রতি কলিঙ্গসেনাকে সমুচিত সম্মান করুন, এবং তাঁহার জন্য বাসভবন, অশন বসনাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিউন। রাজা শুনিয়া হৃষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ কলিঙ্গসেনার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কলিঙ্গসেনাও আহ্লাদে পুলকিত হইয়া রাজনির্দ্দিষ্ট ভবনে প্রবেশ করিল।

সুচতুর যোগন্ধরায়ণ এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া গৃহে গমন করিলেন। ভাবিলেন প্রায় কালহরণই অশুভ কার্য্যের একমাত্র প্রতিক্রিয়া। এই স্থির করিয়া মন্ত্রিবর যাবতীয় গণককে গোপনে ডাকাইয়া দূরে লগ্ন স্থির করিবার আদেশ দিলেন। এই বৃত্তান্ত ক্রমে বাসবদত্তার কর্ণে উঠিলে, দেবী মন্ত্রিবর যোগন্ধরায়ণকে আপন ভবনে ডাকাইয়া সাশ্রুলোচনে কহিলেন, আর্য্য! আপনি পূর্ব্বাবধি আমার নিকট প্রতিশ্রুত আছেন যে, পদ্মাবতী ব্যতিরেকে আমার অন্য সপত্নী হইবে না। শুনিলাম আর্য্যপুত্র আজ কলিঙ্গসেনাকে বিবাহ করিবেন। এক্ষণে আপনিও মিথ্যাবাদী হইলেন, আর আমিও মরিলাম। যোগন্ধরায়ণ কহিলেন দেবি! স্থির হউন, আমি জীবিত থাকিতে আপনার সপত্ন্যন্তর কোন প্রকারেই হইবে না। আপনারা আমার অনুরোধে এবিষয়ে মহারাজের প্রতিকূলতা করিবেন না; কারণ রোগী বৈদ্যের প্রতিকূলবাক্যে কখনই বশীভূত হয় না। অতএব মহারাজ যখন আপনাদের নিকটে থাকিবেন, তখন আপনারা অবিকৃতভাবে মহারাজের সেবা করিবেন, এবং কলিঙ্গসেনার পাণিগ্রহণেও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি[illegible] এই বিবাহে রাজ্যবৃদ্ধির সম্ভাবনাও তাঁহার সমক্ষে বর্ণন করিবেন। তাহা হইলেই মহারাজ আপনাদের প্রতি অতিশয় দাক্ষিণ্যভাব অবলম্বন করিবেন। অতএব

দেবি! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার যুক্তিবল দেখুন। এই বলিয়া যোগন্ধরায়ণ চলিয়া গেলেন। দেবীও তদীয় বাক্যে বিশ্বাস করিয়া মন্ত্রীর আদেশানুরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন——

দ্বাত্রিংশতরঙ্গ।

পরদিবস প্রাতঃকালে ধূর্ত্ত যোগন্ধরায়ণ রাজার নিকট উপস্থিত হইয়াকহিলেন, মহারাজ! শুভস্যশীঘ্রং বিবাহের শুভলগ্ন আজ হইলেই ভাল হয়, মহারাজের কি অভিপ্রায়? রাজা কহিলেন, আমারও সেই ইচ্ছা; কারণ কলিঙ্গসেনা ব্যতিরেকে আর একদণ্ডও থাকিতে পারিতেছি না; আজ লগ্ন থাকিলে বড়ই ভাল হয়। এই বলিয়া সম্মুখস্থ প্রতীহারিকে গণক ডাকিতে আদেশ করিলেন। প্রতীহারি তৎক্ষণাৎ যাইয়া গণকবর্গকে ডাকিয়া আনিলে, তাহারা মন্ত্রীর আদেশমত কপট গণনায় প্রবৃত্ত হইয়া কহিল, মহারাজ! ছয় মাসের মধ্যে তো বৈবাহিক শুভলগ্ন পাওয়া যায় না। ইহা শুনিয়া ধূর্ত্ত যোগন্ধরায়ণ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! ইহারা কিছুই জানে না, অতএব মহারাজের পূজিত সেই বিজ্ঞ গণককে আনাইয়া একটা দিন স্থির করুন। এই কথা শুনিয়া রাজা সেই গণককে ডাকিতে আদেশ করিলেন। সে গণকও আসিয়া, ছয় মাস পরে শুভলগ্নের কথা বলিল।

তখন যোগন্ধরায়ণ কৃত্রিম উদ্বিগ্নভাব প্রকাশ করিয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণকার কর্ত্তব্য কি আদেশ করুন। রাজা উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, এক্ষণে এবিষয়ে কলিঙ্গসেনার অভিপ্রায় কি, তাহা জানা উচিত হইতেছে। এই বলিয়া যোগন্ধরায়ণকে গণকবর্গের সহিত কলিঙ্গসেনার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তিনি যাইয়া কহিলেন, রাজপুত্রি! আমি মহারাজের আদেশে আপনাদের বিবাহ যোগ্য শুভলগ্ন স্থির করিবার জন্য গণকগণের সহিত আসিয়াছি। এই বলিয়া কলিঙ্গসেনার জন্মনক্ষত্র জিজ্ঞাসা করিলে, পরিজনেরা কলিঙ্গসেনার জন্ম নক্ষত্র বলিল। তদনন্তর গণকেরা কপট গণনা

করিয়া কহিল, ছয় মাসের এদিকে বিবাহের শুভলগ্ন পাওয়া যায় না। কলিঙ্গসেনা গণকদিগের এই কথা শুনিয়া অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলে, মহত্তরক কহিল, অনুকূল লগ্ন স্থির করা নিতান্ত আবশ্যক, যতকাল তাহা স্থির না হয়, ততদিন বিবাহ বন্ধ রাখিতে হইবে। বর কন্যার মঙ্গল সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। মহত্তরের এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া সকলেই অনুমোদন করিল।

অনন্তর যোগন্ধরায়ণ কহিলেন, অশুভলগ্নে বিবাহ দিলে মহারাজ কলিঙ্গদত্তও দুঃখিত হইতে পারেন। তখন কলিঙ্গসেনা 'আপনাদের যাহা অভিরুচি হয় তাহাই করুন' এই বলিয়া নিস্তব্ধ হইল।

তদনন্তর যোগন্ধরায়ণ এই কথা লইয়া গণকবর্গের সহিত রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন। এবং কলিঙ্গসেনার অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। পরে রাজাকে সুস্থির করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া গৃহে গমন করিলেন। তথায় ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া যোগেশ্বর নামক বন্ধু ব্রহ্মরাক্ষসকে স্মরণ করিলে, সে তৎক্ষণাৎ সম্মুখে আবির্ভূত হইল, এবং মন্ত্রীকে প্রণাম করিয়া কহিল, মিত্র! কি নিমিত্ত আমাকে স্মরণ করিয়াছেন? তখন মন্ত্রী, রাজা ও কলিঙ্গসেনার বিবাহ বিষয়ক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, মিত্র! আমি বিবাহ তো ছয় মাসের জন্য বন্ধ করিয়াছি। ইহার মধ্যে তোমাকে কলিঙ্গসেনার বৃত্তান্ত প্রচ্ছন্নভাবে জানিতে হইবে। বিদ্যাধরগণ নিশ্চয়ই প্রচ্ছন্নভাবে কলিঙ্গসেনাকে অভিলাষ করিতেছে, কারণ কলিঙ্গসেনার সদৃশ রূপসী কন্যা জগত্রয়ে দ্বিতীয় নাই। অতএব যদি কোন সিদ্ধ বিদ্যাধরের সহিত ইহার সঙ্গম হয়, তবে তুমি তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা কর, তাহা হইলেই রাজা কলিঙ্গসেনাকে অন্যাসক্ত দেখিয়া তাহার উপর চটিয়া যাইবেন।

এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মরাক্ষস কহিল, যদি আপনি আদেশ করেন, তবে কৌশলে কলিঙ্গসেনাকে বিনষ্ট করিতেও পারি। মন্ত্রী কহিলেন মিত্র! ওরূপ করা কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে সম্পূর্ণ অধর্ম্ম আছে। অতএব তুমি যে

কোন কৌশলে কলিঙ্গসেনার দোষ উদ্ঘাটনের চেষ্টা কর, তাহা হইলেই আমাদের অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। এই উপদেশ দিয়া সেই ব্রহ্মরাক্ষসকে কলিঙ্গসেনার দোষোদ্ঘাটনে নিযুক্ত করিলেন।

অনন্তর ব্রহ্মরাক্ষস যোগন্ধরায়ণের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে যাইয়া কলিঙ্গসেনার গৃহে প্রবেশ করিল। এই সময় সোমপ্রভা কলিঙ্গসেনার নিকট উপস্থিত হইল এবং কলিঙ্গসেনার মুখে রাত্রিবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, ব্রহ্মরাক্ষসও তাহা শুনিতে লাগিল। সখি! আমি অনেক পূর্ব্বে এখানে আসিয়াছি, এবং প্রচ্ছন্নভাবে যোগন্ধরায়ণের সহিত তোমাদের সমস্ত আলাপ শ্রবণ করিয়াছি। অতএব তুমি আমার নিষেধ বাক্য না শুনিয়া সহসা কেন রাজার নিকট দূত প্রেরণ করিলে? অনিমিত্ত দূর করিয়া কার্য্য না করিলে যে প্রায়ই অনিষ্টসংঘটন হয়, তদ্বিষয়ে একটি কথা বলিতেছি শ্রবণ কর——

পূর্ব্বকালে অন্তর্বেদিনগরে বসুদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। তাহার বিষ্ণুদত্ত নামে এক পুত্র, ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিয়া বিদ্যালাভার্থ বলভী নগরী যাইতে উদ্যুক্ত হইলে, তাহার সহিত আর সাতটি ব্রাহ্মণপুত্র মিলিত হইল। তাহারা সকলেই মূর্খ, কেবল বিষ্ণুদত্তই বিদ্বান্ ও সৎকুলোদ্ভব। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তাহারা এই শপথ করিল যে, কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে না। এই স্থির করিয়া বিষ্ণুদত্ত পিতামাতার অগোচরে রাত্রে প্রস্থান করিল। পথে অকস্মাৎ একটা অনিমিত্ত দর্শন করিয়া আর আর বন্ধুদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাইবার পরামর্শ দিল, এবং পুনর্ব্বার যাত্রা করিবার প্রস্তাব করিল। কিন্তু মূর্খ সঙ্গীগণ তাহার প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া আর ফিরিতে চাহিল না। সুতরাং বিষ্ণুদত্ত আর না ফিরিয়া নিরন্তর হরিস্মরণ করত তাহাদের সহিত যাইতে বাধিত হইল। পল্লীমূল প্রান্তে আর একটা অনিমিত্ত দেখিয়া সঙ্গীদিগকে ফিরিতে বলিলে, তাহারা তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিল। তখন বিষ্ণুদত্ত নিরস্ত হইয়া চলিল, এবং এই প্রতিজ্ঞা করিল যে, প্রাণান্তেও হিত বা অহিত কিছুতেই দ্বিরুক্তি করিবে না।

এই স্থির করিয়া গমন করিতে করিতে বিষ্ণুদত্ত দিবাবসানে এক শবর-গ্রামে উপস্থিত হইল এবং এক যুবতী স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। পরে তাহারা বিশ্রামার্থ সেই শবরীর গৃহে সবর্গে প্রবেশ করিল। শ্রান্তিবশতঃ সকলেই নিদ্রা যাইল, কেবল বিষ্ণুদত্ত জাগিয়া থাকিল। ক্ষণকাল পরে দেখিল এক যুবা গুপ্তভাবে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহস্বামিনীর নিকট 'গমন করিল। এবং বহুক্ষণ আমোদ প্রমোদ করিয়া উভয়ে ঘুমাইয়া পড়িল। বিষ্ণুদত্ত এই সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করিয়া নির্ব্বেদসহকারে নানাবিধ চিন্তায় নিমগ্ন হইল। ইত্যবসরে গৃহপতি শবরপতি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই জারের মস্তক ছেদন করিল। তাহার স্ত্রী যেমন নিদ্রিত ছিল তেমনই থাকিল। তদনন্তর করস্থ অসি ভূতলে নিঃক্ষিপ্ত করিয়া খট্টান্তরে শয়ন করিল। ক্ষণকাল পরেই তৎপত্নী জাগরিত হইয়া উপপতিকে বিনষ্ট দেখিল, এবং পতিকে নিদ্রিত দেখিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক এক হস্তে উপপতির কবন্ধ এবং অন্য হস্তে মস্তক ধারণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে নির্গত হইল। এবং এক ভস্মকূটের অভ্যন্তরে জারকে পুঁতিয়া পুনর্ব্বার চলিয়া আসিল।

বিষ্ণুদত্তও শবরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দূর হইতে এই সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করিয়া অগ্রেই প্রত্যাগমনপূর্ব্বক বন্ধুবর্গের মধ্যে শয়ন করিল। পরে দেখিল সেই শবরপত্নী গৃহাভ্যন্তরেপ্রবেশ করিয়া সেই খড়্গ ধারণপূর্ব্বক নিদ্রিত পতির শিরশ্ছেদন করিল। পরক্ষণেই বহির্গমনপূর্ব্বক এই-রূপ চীৎকার আরম্ভ করিল, ওরে পাড়ার লোক তোরা এগোরে, পথিকগুলা আমার স্বামীকে নষ্ট করিল। এই চীৎকার শ্রবণে বিষ্ণুদত্তের বন্ধুগণ জাগরিত হইল।

দুশ্চারিণীর এইরূপ চীৎকার শ্রবণে পল্লীস্থ সমস্ত লোক আগত ও শবর-রাজকে নিহত দেখিয়া, বিষ্ণুদত্তপ্রভৃতিকে যখন বিনাশ করিতে উদ্যত হইল, তখন বিষ্ণুদত্ত কাতরবচনে কহিল, তোমরা সহসা ব্রহ্মহত্যা করিও না। আমরা একার্য্য করি নাই, এই দুশ্চরিত্রা শবরপত্নীই পতিহত্যা করিয়াছে। আমি দ্বারের অন্তরাল হইতে আমূল সমস্ত দেখিয়াছি, এবং বাহিরে

যাইয়াও দেখিয়াছি। এক্ষণে যদি আমাদিগকে ক্ষমা কর, তবে সমস্ত বলিতে পারি। এই কথা শুনিয়া শবরগণ তাহাদের বিনাশে ক্ষান্ত হইয়া বিষ্ণুদত্তকে সমস্ত বর্ণন করিতে আদেশ করিল। তখন বিষ্ণুদত্ত তাহাদিগকে বাহিরে লইয়া গিয়া সেই ভস্মকূটনিহিত কবন্ধ ও মস্তকদ্বয় দেখাইল।

ইহা দেখিয়া শবরবৃন্দ বিষ্ণুদত্তপ্রভৃতিকে ছাড়িয়া দিলে, তাহারা তথা হইতে প্রস্থান করিল, এবং সেই অনিমিত্ত দর্শনজন্য যে এই বিপদ ঘটিয়াছিল, তাহা স্বীকার করিয়া বিষ্ণুদত্তের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল।

সোমপ্রভা কলিঙ্গসেনাকে এই কথা শুনাইয়া পুনর্ব্বার কহিল, সখি! কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া যদি তাহাতে কোন অনিমিত্ত দর্শন হয়, তবে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। অতএব সখি! তুমি বৎসরাজের নিকট দূত পাঠাইয়া যুক্তিযুক্ত কার্য্য কর নাই। বিধাতা করুন, নির্ব্বিঘ্নে তোমার বিবাহ হউক। কিন্তু কুলগ্নে যাত্রা করিয়াছ, বলিয়া বিবাহের বিলম্ব হইবে। সখি! দেবতারা তোমার প্রতি ঝুঁকিয়াছেন। কিন্তু সেই নীতিকুশল যোগন্ধরায়ণ তোমার পক্ষে অনুকূল নহে। সে তোমাকে প্রাণে না মারিয়া এই বিবাহে সম্পূর্ণ বিঘ্ন করিতে চেষ্টা করিবে। বিবাহ নিশ্চিত হইলেও দোষানুসন্ধানে ত্রুটি করিবে না।

ইক্ষুমতী নগরী ও তাহার প্রান্তভাগে ইক্ষুমতী নামে যে নদী আছে, তাহা বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি। তাহার নিকটে যে মহৎবন আছে, সেই বনে উক্ত ঋষির আশ্রম। সেই আশ্রমে সংকণক নামে আর এক মুনি ঊর্দ্ধপাদ হইয়া তপস্যা করিত। একদা মেনকা গগনপথে গমন করত সেই ঋষির নয়নপথের পথিক হইয়া মনে মনে তাহাকে ভজনা করিল। তাহাতেই ঋষির [illegible]বীর্য্য এক কদলী গর্ভে পতিত হইয়া এক কন্যা হইল। সংকণক [illegible] কদলী গর্ভা রাখিল। কন্যা আশ্রমে থাকিয়াই দিন দিন বৃদ্ধি [illegible] লাগিল।

একদা মধ্যদেশের রাজা দৃঢ়বর্ম্মা অশ্বারোহণে মৃগয়াকরত সেই বনে [illegible] করিলেন, এবং তপস্বিতনয়া কদলীগর্ভাকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার বাসনা করিলেন। মুনি সমিৎ কুশাদি আহরণ করিয়া আশ্রমে

আসিলে, রাজা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া আত্মপরিচয় দিলেন। মুনি কদলীগর্ভাকে ডাকিয়া রাজার আতিথ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিলে, কন্যা নম্রভাবে রাজার সমুচিত আতিথ্য বিধান করিল। তদনন্তর রাজা মুনিকে কন্যার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, মুনি তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত ও নাম বলিলেন। তদনন্তর রাজা কন্যাকে মেনকাসম্ভূত জানিয়া বিবাহ করিবার অভিলাষ ব্যক্ত করিলে, মুনি তাঁহাকে কন্যা দিতে ইচ্ছা করিলেন। মেনকা, দিব্যজ্ঞানে, কন্যার বিবাহ হইবে জানিতে পারিয়া আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক কদলীগর্ভার বিবাহযোগ্য বেশভূষা সম্পাদন করিলেন, এবং কন্যার হস্তে কিঞ্চিৎ সর্ষপ প্রদান করিয়া বলিলেন, বৎসে! যদি কখন পতিকর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইয়া এখানে আসিবার বাঞ্ছা কর, তবে সর্ষপগুলির প্রভাবে পথ চিনিয়া আসিতে পারিবে। এই বলিয়া কন্যার বিবাহ দিয়া রাজার সহিত পাঠাইয়া দিলেন। কদলীগর্ভা মাতার আদেশক্রমে সেই সর্ষপ পথে ছড়াইতে ছড়াইতে চলিল। ক্রমে রাজা বধূর সহিত নিজ রাজধানী পৌছিলেন, এবং মন্ত্রীবর্গকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া অন্য স্ত্রীবিমুখ হইয়া কদলীগর্ভার সহিত নিত্য আমোদে নিরত হইলেন।

তদনন্তর রাজার প্রধান মহিষী পতির আচরণে অতিশয় দুঃখিত হইয়া মন্ত্রীকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে মন্ত্রিবর! রাজা তো নূতন বধূতে আসক্ত হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন, এখন অভিনব রসাস্বাদে ভোর হইয়া পূর্ব্ব উপকার সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছেন। তা যাহাহউক তুমি আমার এই সপত্নীকে সত্বর দূরীভূত কর, নচেৎ আমি প্রাণত্যাগ করিব। মন্ত্রী কহিলেন, রাজমহিষি! এ সকল কার্য্যসাধন করা আমাদের কর্ম্ম নহে, এসকল কার্য্যে অনেক কুহক ও অনেক কূট মন্ত্রণার আবশ্যক। পরিব্রাজিকারাই সে সকল কার্য্যে বিলক্ষণ পটু। অতএব কোন পরিব্রাজিকা দ্বারা আপন অভীষ্ট সিদ্ধি করুন। এই উপদেশ দিয়া মন্ত্রী চলিয়া গেলে, রাজমহিষী চেটী-দ্বারা কোন পরিব্রাজিকাকে ডাকাইয়া আনিলেন, এবং আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া তাহাকে বহু অর্থ প্রদান করিতে স্বীকার করিলেন।

পরিব্রাজিকা অর্থলাভের প্রত্যাশায় রাজ্ঞীর ইষ্টসাধন করিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেল। সে বহুবিধ অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়াও স্বীকৃতবিষয়ে পরাঙ্মুখ হইতে পারিলনা। পরে আপন মিত্র এক নাপিতের নিকট গমন করিয়া সমস্তবৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, ধূর্ত্ত নাপিত প্রভূত অর্থ লাভের প্রত্যাশায় কদলী-গর্ভাকে দূরীকৃত করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া এরূপ কৌশল প্রয়োগ করিল যে, রাজা কদলীগর্ভাকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন মুনিতনয়া মহাবিপদে পতিত হইয়া নিজ রোপিত সর্ষপ বৃক্ষের অনুসরণ করিয়া পিতার আশ্রমে উপস্থিত হইল। পিতা সহসা কন্যাকে উপস্থিত দেখিয়া তাহাকে দুশ্চারিণী বিবেচনা করিলেন। তদনন্তর প্রণিধান দ্বারা যথাঘটিত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কন্যাকে পুনর্ব্বার পতিসমীপে লইয়া গিয়া রাজাকে সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন। এবং বলিলেন, মহারাজ! দেবীর প্রবলতর সপত্নীবিদ্বেষতাই এই ঘটনার মূল। এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি তাহা করুন। এই সময় সেই নাপিত ও রাজার নিকট উপস্থিত ছিল, সেও সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। তখন রাজা সমস্ত বিশ্বাস করিয়া পুনর্ব্বার কদলীগর্ভাকে গ্রহণ করিলেন, এবং মুনিকে সমুচিত সম্মানপূর্ব্বক বিদায় দিলেন।

অতএব হে প্রিয়সখি! সপত্নীরা এইরূপে বিনা কারণে নানা দোষ প্রদান করিয়া থাকে। সে যাহা হউক এক্ষণে তোমার বিবাহের বিলম্ব আছে। অচিন্ত্যশক্তি দেবতারাও তোমাকে বিবাহ করিতে সচেষ্ট আছেন। অতএব তুমি এই স্থানে অতি সাবধানে থাক, কাহার প্রলোভনে ভুলিও না। কেবল মাত্র বৎসরাজের প্রতি একাগ্রচিত্ত হইয়া কালক্ষেপ কর। সখি! আমি আজ অনেক কষ্টে পতির আজ্ঞা লইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি, কিন্তু অতঃপর আর এখন তোমার নিকট আসিব না। কারণ তুমি এখন পতিগৃহে থাকিলে এখানে গুপ্তভাবে আসা কোন প্রকারেই সম্ভব নহে। অতএব আমি এখন গৃহে প্রস্থান করি, আমার অনেক কাজ আছে। যদি পুনর্ব্বার স্বামী তোমার নিকট আসিতে অনুমতি করেন, তাহা হইলে অবশ্য লজ্জা পরিত্যাগ করিয়াও আসিব। এই বলিয়া সবাষ্পনয়নে প্রস্থান করিল।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তমতরঙ্গ।

এখন কলিঙ্গসেনা পিতামাতা ও বন্ধুবান্ধবসমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র বৎসরাজের বিবাহমহোৎসব অবলম্বন করিয়া কৌশাম্বী নগরে একাকিনী কালযাপন করিতে লাগিল। বৎসরাজ কলিঙ্গসেনার পাণিগ্রহণ বিলম্বে উৎকণ্ঠিত হইয়া চিত্তবিনোদনার্থ দেবী বাসবদত্তার ভবনে প্রবেশ করিলেন। দেবী বাসবদত্তা মন্ত্রীর উপদেশানুসারে রাজার বিশেষ সুশ্রূষায় তৎপর হইলেন। রাজা মনে করিয়াছিলেন যে, দেবী কলিঙ্গসেনার বৃত্তান্ত শ্রবণে বিরক্ত হইয়াছেন, কিন্তু আজ তাহার কোন লক্ষণ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! আপনি কি শুনিয়াছেন, যে কলিঙ্গসেনা নামে রাজকন্যা স্বয়ম্বর মানসে এখানে আসিয়াছেন? তাহা শুনিয়া দেবী নির্ব্বিকারচিত্তে বলিলেন, হাঁ আমি সমস্ত শুনিয়াছি এবং যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়াছি। আর্য্যপুত্র কলিঙ্গসেনার পাণিগ্রহণ করিলে, নরপতি কলিঙ্গদত্ত আমাদের বশীভূত হইবেন, এবং পরিণামে তদীয় রাজ্য আর্য্যপুত্রেরই লভ্য হইবে। বাসবদত্তার এই কথা শ্রবণ করিয়া বৎসরাজ তাঁহার প্রতি অতিশয় প্রীত হইলেন। ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইলে তাহার সহিত একত্র পানসেবা করিয়া উভয়ে নিদ্রিত হইলেন।

ক্ষণকাল পরে রাজা জাগরিত হইয়া চিন্তা করিলেন, দেবী কি এইরূপই মহানুভাবা, না আমার মনস্তুষ্টির অনুরোধে এইরূপ বলিলেন? কারণ কলিঙ্গসেনা সপত্নী হইলেও তাহাতে অনুমোদন করিতেছেন। আর সেই মনস্বিনী পদ্মাবতীই বা ইহা কিরূপে সহ্য করিবেন, বোধ হয় বিবাহ হইলেই তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। তাহা হইলেই মহান অনিষ্ট ও সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা। অতএব কলিঙ্গসেনার পাণিগ্রহণ কোন প্রকারেই উচিত নহে। এইরূপ আলোচনা করত সে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পর দিবস অপরাহ্নে পদ্মাবতীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনিও নির্ব্বিকারচিত্তে পতির সমুচিত সুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন, তাহাতে কিছুমাত্র চিত্তের ভিন্নভাব লক্ষিত হইল না। তিনিও বাসবদত্তার ন্যায় ভর্ত্তৃপ্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন।

পরদিবস বৎসরাজ দেবীদ্বয়ের সমস্ত আচরণ যোগন্ধরায়ণকে বলিলেন। তখন কালবিৎ যোগন্ধরায়ণ রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষণকাল বিবেচনা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা বলিতেছেন, ইহাঁদের সেরূপ অভিপ্রায় নহে। রাজমহিষীদের অভিপ্রায় অতি ভয়ানক। দেবীরা প্রাণ-ত্যাগে স্থিরনিশ্চয় হইয়া ঐরূপ বলিয়াছেন। সাধ্বী স্ত্রীদিগের স্বভাবই এই যে, পতি অন্যাসক্ত হইলে তাহারা মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া সকল বিষয়েই নিস্পৃহতা প্রদর্শন করে। কারণ পুরন্ধ্রীদিগের গাঢ় প্রেমের খণ্ডন একান্ত অসহ্য হয়। এতদ্বিষয়ে একটী কথা মনে হইল বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন——

ভারতবর্ষের দক্ষিণে গোকর্ণ নাম এক নগরে শ্রুতসেন নামে অতিবিদ্বান রাজা ছিলেন। তিনি সর্ব্ববিদ্যা ও সর্ব্বসম্পত্তির আধার হইয়াও অনুরূপপত্নী প্রাপ্ত হন নাই, সেই জন্য সর্ব্বদা খেদ করেন। একদা অগ্নিশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ কহিল মাহারাজ! আমি দুইটী আশ্চর্য্য দেখিয়াছি শ্রবণ করুন——

একদা আমি তীর্থযাত্রায় গমন করিয়াছিলাম। পঞ্চতীর্থে স্নান করিয়া পথে যাইতেছি, দেখিলাম এক জন কৃষক ক্ষেত্রে বসিয়া গান করিতেছে। এই সময় এক পরিব্রাজক আসিয়া তাহাকে পথ জিজ্ঞাসা করিল। কৃষক গানে ভোর হইয়া তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। এজন্য সেই পরিব্রাজক ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিল। তখন কৃষক সঙ্গীত পরাঙ্মুখ হইয়া বলিল, কি আশ্চর্য্য! তুমি পরিব্রাজক হইয়াও ধর্ম্মের লেশমাত্র অবগত হও নাই,এ অতি দুঃখের বিষয়। আমি মূর্খ হইয়াও ধর্ম্মের পারদর্শী হইয়াছি। তাহা শুনিয়া পরিব্রাজক কুতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি জানিয়াছ বল। কৃষক কহিল, যদি শুনিবে, তবে এই ছায়ায় বৈশ, বলি-তেছি। পরিব্রাজক উপবিষ্ট হইলে কৃষক আরম্ভ করিল——

এই প্রদেশে যজ্ঞদত্ত, সোমদত্ত ও বিশ্বদত্ত নামে তিন ব্রাহ্মণ সহো-দর বাস করে। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠদ্বয় বিবাহ করিয়াছিল, কনিষ্ঠের

বিবাহ হয় নাই। আমি তাহাদের কৃষক। কনিষ্ঠ ও ভৃত্যের ন্যায় ছিল, এবং আমার সহিত সর্ব্বদা থাকিত। বিশ্বদত্ত অতিশয় সচ্চরিত্র, কিন্তু অতিশয় নির্ব্বোধ ছিল। একদা তাহার ভ্রাতৃজায়াদ্বয় কামপরবশ হইয়া তাহার নিকট উপযাচিকা হইলে, সে তাহাতে অস্বীকার করিল। এজন্য পত্নীদ্বয় ক্রুদ্ধ হইয়া স্ব স্ব পতির নিকট যাইয়া এই মিথ্যা অভিযোগ করিল, যে দেবর তাহাদিগকে প্রার্থনা করে। কুস্ত্রীর বাক্যে মোহিত হইলে লোকের সদসৎ বিবেচনা থাকে না। একারণ তৎশ্রবণে তাহারা কনিষ্ঠের প্রতি অত্যন্ত কুপিত হইল; এবং কনিষ্ঠকে বলিল, তুমি 'ক্ষেত্রে যাইয়া, ক্ষেত্রস্থ বল্মীক কাটিয়া সমান কর।' কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠদ্বয়ের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া ক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক কুদ্দাল দ্বারা সেই বল্মীক কাটিতে আরম্ভ করিলে, আমি তাহাকে নিষেধ করিয়া কহিলাম, বল্মীক কাটিও না, ওখানে সর্প আছে।' কিন্তু কনিষ্ঠ তাহা না শুনিয়া যেমন খনন করিল, অমনি তাহার মধ্য হইতে স্বর্ণপূরিত দুইটী সুবর্ণকলস প্রাপ্ত হইল। আমি নিষেধ করিলেও সে তাহা লইয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট গমনপূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রদান করিল। কিন্তু কুটিলভ্রাতৃদ্বয় অংশ দিবার ভয়ে তাহার হাত এবং পা কাটিয়া দিল। ইহাতেও কনিষ্ঠ তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া সন্তুষ্ট হইল। তদনন্তর এই সত্যে তাহার হাত এবং পা গজাইল। আমি এই ব্যাপার চাক্ষুষ দেখিয়া একবারে ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়াছি; আর তুমি তাপস হইয়াও অদ্যাপি ক্রোধ পরিত্যাগ কর নাই। অক্রোধে যে স্বর্গলাভ হয় তাহা এই স্থানেই দেখ। এই কথা বলিয়া সেই কৃষক দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিল। এই প্রথম আশ্চর্য্য। দ্বিতীয় এই——

তদনন্তর আমি তীর্থযাত্রায় পরিভ্রমণ করত সমুদ্রতটবর্ত্তী বসন্তসেন রাজার রাজ্যে উপস্থিত হইলাম। রাজভবনে যজ্ঞোপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজন হইতে ছিল। আমি সেই উপলক্ষে রাজভবনে প্রবেশ করিলে, রাজসমীপে নীত হইলাম এবং রাজার বিদ্যুদ্যোতানাম্নী কন্যাকে অবলোকন করিলাম। তাহার রূপলাবণ্য দর্শন করিলে, জিতেন্দ্রিয় মুনিকেও কামানলে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ

করিতে হয়। মহারাজ! এমন আশ্চর্য্য রূপ আমি কখন দেখি নাই। যদিও আমি বিলক্ষণ জানিতেছি যে, মহারাজ বিদ্যুদ্যোতাকে পাইলে সমস্ত পরিত্যাগ করিবেন, তথাচ আমাকে বলিতে হইল। দেবসেন নামে এক রাজা উন্মাদিনী নামে এক বণিক্‌ কুমারীকে অলক্ষণা বলিয়া বিবাহ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার প্রধান মন্ত্রী তাহাকে বিবাহ করিলেন। একদা উন্মাদিনী গবাক্ষমার্গে দণ্ডায়মান থাকিয়া রাজাকে দর্শন দিলে, রাজা মোহিত হইয়া আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া পরিশেষে প্রাণত্যাগ করিলেন।

অনন্তর রাজা শ্রুতসেন ব্রাহ্মণের মুখে বিদ্যুদ্যোতার কথা শ্রবণ করিয়া উন্মত্তপ্রায় হইলেন; এবং তদ্দণ্ডে সেই ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়া বিদ্যুদ্যোতাকে আনাইয়া বিবাহ করিলেন। তদনন্তর মাতৃদত্তা নামে আর এক বণিক্‌ কন্যাকে বিবাহ করিলেন। বিদ্যুদ্যোতা এই বিবাহ শ্রবণে বিদীর্ণহৃদয় হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তাহার মৃত্যু দেখিয়া রাজাও তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইলেন। পতির মরণে মাতৃদত্তাও অগ্নিতে প্রবেশ করিল। তদনন্তর তাঁহার রাজ্যও নষ্ট হইল।

অতএব মহারাজ! প্রকৃষ্ট প্রেম ভঙ্গ হইলে তাহা নিতান্ত দুঃসহ হয়। এক্ষণে মহারাজ যদি কলিঙ্গসেনাকে বিবাহ করেন, তবে নিশ্চয়ই বাসবদত্তা, পদ্মাবতী প্রাণত্যাগ করিবেন। এইরূপে মাতৃবিয়োগ হইলে রাজকুমার নরবাহন দত্তও শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। সুতরাং তখন মহারাজও অধিক কাল বাঁচিতে পারিবেন না। তাহা হইলেই এককালে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে। অতএব মহারাজ! সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়া আত্মস্বার্থ রক্ষা করুন্। তির্য্যক্‌জাতিরাও আত্মস্বার্থ বুঝিয়া আত্মরক্ষায় যত্নবান্ হয়। মহারাজ বিজ্ঞ, আপনাকে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া যোগন্ধরায়ণ বিরত হইলেন।

অনন্তর বৎসরাজ, যোগন্ধরায়ণের এই হিতোপদেশ শ্রবণে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন, মন্ত্রিবর! আপনি যাহা বলিলেন তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহাতে সর্ব্বনাশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অতএব কলিঙ্গ

সেনার পরিণয়ে প্রয়োজন নাই। লগ্ন দূরে হইয়া উত্তম হইয়াছে। তদ্ভিন্ন স্বয়ম্বরার্থ সমাগত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করায় বিশেষ অধর্ম্মও নাই। এই বলিয়া ক্ষান্ত হইলে, যোগন্ধরায়ণ অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। তদনন্তর রাজা দেবী বাসবদত্তার নিকট যাইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করত কহিলেন, হরিণাক্ষি! যেমন বারিরুহের জীবন বারি, তেমনি আমার জীবনও আপনি। অতএব আমি, বিবাহ করা দূরে থাকুক, বিবাহের নাম পর্য্যন্ত ও উচ্চারণ করিতে সাহস করি না। এই বলিয়া দেবীর সহিত আমোদ প্রমোদে প্রবৃত্ত হইয়া রাত্রিযাপন করিলেন।

যোগন্ধরায়ণ যে ব্রহ্মরাক্ষসকে কলিঙ্গসেনার বৃত্তান্ত জানিতে পাঠাইয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মরাক্ষস সেই রাত্রেই যোগন্ধরায়ণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, আমি কলিঙ্গসেনার গৃহাভ্যন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বদা থাকিয়া দেখিলাম, সেখানে কি দিব্য কি মানুষ কাহারই সমাগম নাই। কিন্তু অদ্য সন্ধ্যাকালে এক অব্যক্ত শব্দ অকস্মাৎ অট্টালিকার অগ্রবর্ত্তী আকাশে শ্রবণ করিলাম। তদনন্তর সেই শব্দোৎপত্তির কারণ জানিবার জন্য আপনী বিদ্যাকে নিযুক্ত করিলাম, কিন্তু সে কিছুই স্থির করিতে পারিল না যে, শব্দ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল। তদনন্তর আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এই স্থির করিলাম যে, সেই শব্দ কলিঙ্গসেনার লাবণ্যসম্ভোগে লোলুপ কোন দিব্যপুরুষসম্ভূত। আর ইহাকে যে কোন দিব্য পুরুষ অভিলাষ করিতেছে তাহা আমি তাহার সখী সোমপ্রভার বাগ্‌ভঙ্গি দ্বারাই অনুমান করিয়াছি। এবং তাহাই জানাইবার জন্য সম্প্রতি আপনার নিকট আসিয়াছি। সম্প্রতি এই প্রসঙ্গে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। তির্য্যক্‌জাতিরাও আত্মরক্ষা করিয়া থাকে, এই কথা যখন রাজাকে বলেন, তখন আমিও অলক্ষিতভাবে তাহা শুনিয়াছি। তাহা কি সত্য? যদি সত্য হয়, তবে তাহার কিছু দৃষ্টান্ত আছে কি না, বলিয়া আমার কৌতুক নিবারণ করুন। ইহা শুনিয়া যোগন্ধরায়ণ কহিলেন মিত্র! তোমার প্রশ্নের উদাহরণ স্বরূপ একটি কথা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর——

বিদিশা নগরের বহির্ভাগে এক মহান্ বটবৃক্ষ ছিল। সেই বৃক্ষে নকুল

উলূক, মার্জার এবং মূষিক বাস করিত। তাহাদের সকলেরই আলয় পৃথক্ পৃথক্। নকুল এবং মূষিক মূলদেশস্থ গর্ত্তে বাস করিত। বিড়াল মধ্যভাগস্থ কোটরে বাস করিত, এবং পেচক শিরোভাগস্থ এক লতাগৃহে বাস করিত। ইহাদের মধ্যে মূষিক তিনের বধ্য এবং মার্জারও তিনের হন্তা। মূষিক এবং নকুল বিড়ালের ভয়ে আহারের জন্য রাত্রে ভ্রমণ করিত। আর পেচক স্বভাবতই রাত্রে ভ্রমণ করিত। কিন্তু মার্জার কি দিবা কি রাত্রি নির্ভয়ে ভ্রমণ করিত। সেই বৃক্ষের নিকটে যে একটি যবের ক্ষেত্র ছিল, সেই ক্ষেত্রে বিড়াল সর্ব্বদাই মূষিক অন্বেষণে যাইত এবং অন্যেরাও যব খাইতে যাইত।

একদা এক ব্যাধ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বিড়ালের পদশ্রেণী দেখিয়া সেই ক্ষেত্রে জাল পাতিলে, রাত্রিযোগে মার্জার আসিয়া সেই জালে আবদ্ধ হইল। অনন্তর মূষিক আহারের জন্য সেই ক্ষেত্রে আসিয়া বিড়ালকে জাল-নিবদ্ধ দর্শনে অতিশয় আহ্লাদে নৃত্য আরম্ভ করিল। এখন মূষিক যে পথে ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে, ঠিক সেই পথে অগ্রেই পেচক এবং নকুল আসিয়াছিল। তাহারা উভয়েই বিড়ালকে জালবদ্ধ দেখিয়া মূষিককে ধরি-বার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। মূষিকও দূর হইতে তাহা নিরীক্ষণ করিয়া উদ্বেগসহকারে এই চিন্তা করিল, এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, যদি এখন সাধারণ শত্রু বিড়ালকে আশ্রয় করি, তাহা হইলে বিড়াল বদ্ধভাবে থাকিয়াও আমাকে এক প্রহারেই মারিয়া ফেলিবে। আর যদি বিড়ালের নিকট হইতে দূরে পলাই, তাহা হইলেও ইহারা কেহ না কেহ আমাকে নষ্ট করিবে। অতএব শত্রু সঙ্কট উপস্থিত, কোথায় যাই, আর কিইবা করি। যাহাহউক এই বিপদাপন্ন মার্জা-রকে আশ্রয় করি। হয়তো আমাকে পাশচ্ছেদে সমর্থ দেখিয়া আত্মরক্ষার জন্য আমাকে রক্ষা করিবে।

এই স্থির করিয়া মূষিক আস্তে আস্তে বিড়ালের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, তুমি পাশবদ্ধ হওয়ায় আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, অতএব যদি অনুমতি কর তবে পাশ ছেদনপূর্ব্বক তোমাকে রক্ষা করি। একত্র সহবাস

প্রযুক্ত সরল ব্যক্তিদের শত্রুর প্রতিও স্নেহ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না তোমার মন জানিতে পারিতেছি, সে পর্য্যন্ত তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস হইতেছে না। এই কথা শুনিয়া বিড়াল বলিল, আপনি বিশ্বাস করুন, প্রাণদান হেতু আজ হইতে আপনি আমার মিত্র হইলেন। মূষিক এই কথা শুনিবামাত্র সেই মার্জারকে আপন ক্রোড়ে রক্ষা করিল। নকুল এবং উলুক তদ্দর্শনে নিরাশ হইয়া পলায়ন করিল। তদনন্তর বিড়াল পাশবন্ধনে অতিশয় পীড়িত হইয়া মূষিককে কহিল, মিত্র! রাত্রি তো অবসান হয়, অতএব শীঘ্র আমার পাশছেদন কর। মূষিকও আস্তে আস্তে পাশছেদনে নিযুক্ত হইল, এবং ব্যাধের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। যতক্ষণ না ব্যাধ নিকটবর্ত্তী হইল, ততক্ষণ মিছামিছি কট কট শব্দ করিয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিল। প্রভাত হইলে যেমন সেই ব্যাধ নিকটবর্ত্তী হইল, সে অমনি পাশ কাটিয়া দিল। মার্জার ব্যাধভয়ে পলায়ন করিলে, সেই অবকাশে মূষিকও পলায়ন করিয়া স্ববিবরে প্রবেশ করিল। অনন্তর মার্জার পুনর্ব্বার ডাকিলে মূষিক আর উত্তর দিল না। এইরূপে কার্য্যানুরোধে শত্রুর সহিতও মিত্রতা করিতে হয়, সর্ব্বদা নহে। অতএব দেখ মূষিক তির্য্যগ্‌জাতি হইয়াও বহু শত্রু হইতে প্রজ্ঞাবলে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। মনুষ্যের তো কথাই নাই। অতএব সর্ব্বত্র বুদ্ধিই প্রধান মিত্র জানিবে, পৌরুষ নহে। বিশেষতঃ এরূপ কার্য্যে বুদ্ধিরই প্রাধান্য জানিবে। এরূপ কার্য্যে পরাক্রম কিছুই করিতে পারে না। অতএব হে যোগেশ্বর! তুমিও বুদ্ধিপূর্ব্বক সেইরূপ অনুষ্ঠান কর, যাহাতে কলিঙ্গসেনার কোন দোষ উদ্ঘাটিত হয়। ইহা স্থিরই আছে যে, দেবতারা কলিঙ্গসেনাকে প্রার্থনা করিতেছেন। আর তুমি আকাশে কাহার আলাপও শুনিয়াছ। সেই শব্দ তদীয় গৃহমধ্যে শ্রুত হইলেই কলিঙ্গসেনার সম্পূর্ণ অমঙ্গল, তাহা হইলেই রাজা আর তাহাকে বিবাহ করিবেন না। সে বিবাহ না করিলেও তাঁহার অধর্ম্ম নাই।

যোগেশ্বর মন্ত্রিবরের এইরূপ বুদ্ধি কৌশলের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কহিল মিত্র! কলিঙ্গসেনার বিষয়ে যাহা আদেশ করিলেন তাহা জানিতে বিশেষ

চেষ্টা করিব, এই বলিয়া প্রস্থান করিল। এদিকে কলিঙ্গসেনা বৎসরাজের বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া, রাজা যখন অট্টালিকায় পাদচার করেন, সেই সময় তাঁহাকে দর্শন করিয়া শান্তিলাভ করেন।

এদিকে সেই বিদ্যাধররাজ মদনবেগ কলিঙ্গসেনার দর্শনাবধি গাঢ়তর অনঙ্গশরে তাপিত হইয়া তদীয় লাভের সুযোগান্বেষণে ছিল, কিন্তু এপর্য্যন্ত তৎপ্রাপ্তির কোন সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই। প্রতিদিন কলিঙ্গসেনার বাস-ভবনের উপরিভাগে রাত্রে সঞ্চরণ করত চলিয়া যাইত। একদা বরসন্তুষ্ট ধূর্জটির আদেশ স্মরণ করিয়া স্ববিদ্যাপ্রভাবে বৎসরাজের বেশধারণপূর্ব্বক কলিঙ্গসেনার বাসগৃহে প্রবেশ করিল। কলিঙ্গসেনাও সহসা বৎসরাজকে সম্মুখে উপস্থিত ভাবিয়া কম্পিতকলেবরে গাত্রোত্থান করিল, এবং গান্ধর্ব্ব-বিধানে তাহার পাণিগ্রহণ করিল। এই সময় যোগেশ্বরও অলক্ষিত-ভাবে তদীয় গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিতেছিল। সে বৎসরাজের বেশধারী মদনবেগকে দেখিয়া বিষণ্ণ হইল, এবং সত্বর বহির্গত হইয়া উক্তবৃত্তান্ত যোগন্ধরায়ণকে বলিল। যোগন্ধরায়ণ তাহাকে বাসবদত্তার গৃহে যাইয়া অনু-সন্ধান করিতে আদেশ করিলে, যোগেশ্বর যাইয়া দেখিল, বৎসরাজ দেবীর পার্শ্বে নিদ্রা যাইতেছেন। দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার কলিঙ্গসেনার গৃহে প্রবেশ করিয়া রাজবেশধারী মদনবেগকে নিদ্রিত দেখিল। তখন যোগেশ্বর পুনর্ব্বার মন্ত্রিবরের নিকট যাইয়া কহিল, মাদৃশ ব্যক্তি অন্ধ, কিন্তু আপনি নীতিচক্ষুদ্বারা সমস্তই দেখিতেছেন, আর আপনার মন্ত্রবলে এই অসাধ্য কার্য্য সিদ্ধ হইল। সূর্য্যশূন্য আকাশ, বারিশূন্য সরোবর, মন্ত্রিশূন্য রাজ্য, আর সত্য-শূন্য বাক্য অতীব শোচনীয়। এই বলিয়া সে দিবস যোগেশ্বর চলিয়া গেল।

পর দিবস প্রভাতকালে যোগন্ধরায়ণ যোগেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তাহার সহিত প্রস্তাবানুরূপ কথোপকথন করিয়া তদনন্তর রাজার নিকট উপস্থিত হইল, এবং কলিঙ্গসেনার্থী রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! কলিঙ্গসেনা স্বেচ্ছাচারিণী, অতএব তাহার পাণিগ্রহণ করা মহারাজের কর্ত্তব্য নহে। এই রমণী প্রথমে নরপতি প্রসেনজিৎকে দেখিতে আসিয়াছিল,

তাঁহাকে বৃদ্ধ দেখিয়া বিরক্তা হইয়া রূপলালসায় আপনার নিকট আসিয়াছে। অতএব এই স্ত্রী ইচ্ছা হইলে যে অন্য সংসর্গও করিতে পারে, তদ্বিষয়ে আশ্চর্য্য কি? এই কথা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, এ কুলকামিনী হইয়া কি এরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হইবে? তদ্ভিন্ন আমার অন্তপুরে প্রবেশ করে, এমন শক্তিই বা কাহার আছে।" রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যোগন্ধরায়ণ কহিলেন মহারাজ! আমাদের কথায় যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, তবে আজ রাত্রেই আপনাকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিব, তাহা হইলেই মহারাজের সন্দেহ ভঞ্জন হইবে। শত শত দিব্য পুরুষেরা কলিঙ্গসেনার জন্য লালায়িত আছেন। দেবতারা অপ্রতিহত গতি, তাঁহাদের গতি কিরূপে নিবারণ করিবেন। এই কথা শুনিয়া রাজা যাইতে সম্মত হইলেন। তদনন্তর যোগন্ধরায়ণ দেবী বাসবদত্তার নিকট যাইয়া কহিলেন, দেবি! আমার প্রতিজ্ঞা আজ সফল হইয়াছে, এই বলিয়া বাসবদত্তাকে কলিঙ্গসেনার বৃত্তান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন। দেবীও শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া যোগন্ধরায়ণকে প্রণাম করিলেন।

তদনন্তর নিশীথরাত্রে বৎসরাজ যোগন্ধরায়ণের সহিত কলিঙ্গসেনার বাসগৃহে গমন করিলেন, এবং অদৃষ্টভাবে গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, কলিঙ্গসেনার পার্শ্বে মদনবেগ স্বীয়বেশে শয়ন করিয়া আছে। এতদ্দর্শনে রাজা যেমন তাহাকে মারিতে উদ্যত হইলেন, অমনি সে জাগরিত হইয়া স্বীয় বিদ্যাপ্রভাবে বিদ্যাধররূপ ধারণ করিল এবং সহসা গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আকাশে উৎপতিত হইল। এইক্ষণে কলিঙ্গসেনাও বিনিদ্রা হইয়া শয্যাশূন্য দেখিয়া কহিল, একি বৎসরাজ অগ্রে জাগরিত হইয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন? কলিঙ্গসেনার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যোগন্ধরায়ণ কহিলেন, এই ব্যক্তি মহারাজের রূপ ধারণ করিয়া অবলাকে নষ্ট করিয়াছে। আমি এই ব্যাপার অগ্রেই যোগবলে জানিয়া আজ আপনাকে চাক্ষুষ দেখাইলাম। কিন্তু দিব্যপ্রভাবপ্রযুক্ত মহারাজ ইহাকে মারিতে পারিলেন না।

এই বলিয়া উভয়েই কলিঙ্গসেনার নিকট গমন করিলেন। কলিঙ্গসেনাও তাঁহাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত সমাদর করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এই মাত্র

মন্ত্রীর সহিত আসিয়া আবার কোথা গিয়াছিলেন ? অনন্তর যোগন্ধরায়ণ কহি- লেন, কলিঙ্গসেনে ! কোন ব্যক্তি বৎসরাজের বেশধারণ করিয়া তোমাকে ভুলাইয়া বিবাহ করিয়াছে। আমাদের প্রভু তোমাকে বিবাহ করেন নাই। এই কথা কলিঙ্গসেনার হৃদয়ে শেল বাজিল, এবং বিহ্বল হইয়া সাশ্রুলোচনে কহিল, মহারাজ ! যেমন পূর্ব্বে রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়া বিস্মরণ হইয়াছিলেন, সেইরূপ গান্ধর্ব্ববিধানে আমার পাণিগ্রহণ করিয়াও এখন বিস্মৃত হইতেছেন ? রাজা কলিঙ্গসেনার এই কথা শ্রবণ করিয়া অবনতমুখে কহি- লেন, রাজপুত্রি ! সত্যই আমি তোমার পাণিগ্রহণ করি নাই, এই আজ মাত্র তোমার গৃহে আসিয়াছি। তদনন্তর যোগন্ধরায়ণ, আসুন মহারাজ ! এই কথা বলিয়া রাজাকে স্বীয় গৃহে লইয়া গেলেন।

এইরূপে রাজা মন্ত্রীর সহিত চলিয়া গেলে, বিদেশিনী যূথভ্রষ্ট মৃগীর ন্যায় শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইল। এবং আপনাকে অসহায়িনী ও নিরুপায় দেখিয়া আকাশ মণ্ডলে দৃষ্টিক্ষেপপূর্ব্বক কহিল, যিনি বৎসরাজের রূপধারণ করিয়া আমাকে বিবাহ করিয়াছেন, তিনি এখন আত্মপ্রকাশ করিয়া আমাকে দর্শন দিউন, তিনিই আমার প্রিয়তম পতি। কলিঙ্গসেনার এই কথা সমাপ্ত হইবামাত্র মদনবেগ নামা বিদ্যাধর রাজ দিব্যবেশে নভোমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইয়া তদীয় সমক্ষে আবির্ভূত হইল। কলিঙ্গসেনা জিজ্ঞাসিল আপনি কে ? সে কহিল, আমি মদনবেগ নামা বিদ্যাধর রাজ। পূর্ব্বে আমি স্বেচ্ছানু- সারে বিচরণ করত তোমাকে তোমার পিতৃভবনে দেখিয়াছিলাম। দেখিয়া মোহিত হইয়া ত্বৎপ্রাপ্তিবাসনায় মহাদেবের আরাধনা করি। মহাদেব আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া এই বর দিলেন যে, কলিঙ্গসেনা তোমার পত্নী হইবে। কিন্তু যখন সে বৎসরাজের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া বিবাহের প্রতীক্ষায় থাকিবে, সেই সময় তুমি বৎসরাজের বেশ ধারণ করিয়া তাহাকে বিবাহ করিবে। সেই অনুসারে আমি তোমাকে বিবাহ করিয়াছি। কলিঙ্গসেনা এই কথা শুনিয়া আনন্দে পুলকিত হইল। অনন্তর মদনবেগ প্রিয়তমাকে পুনরাগমনের জন্য আশ্বস্ত করিয়া বহুবিধ অলঙ্কার প্রদানপূর্ব্বক আকাশমার্গে

উত্থিত হইল। কিন্তু কলিঙ্গসেনার অনুরোধে তাহাকে সেই স্থানেই বাস করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিল।

চতুস্ত্রিংশত্তমতরঙ্গ।

একদা বৎসরাজ কলিঙ্গসেনার অনুপম শরীরসৌন্দর্য্য মনে করিয়া মন্মথাবিষ্ট হইলেন। রাত্রিযোগে অসিহস্তে একাকী যাইয়া কলিঙ্গসেনার গৃহে প্রবিষ্ট হইলে, কলিঙ্গসেনা সম্মানপূর্ব্বক বসিতে আসন প্রদান করিল। অনন্তর রাজা তাহাকে প্রার্থনা করিলে, কলিঙ্গসেনা, (আমি পরস্ত্রী) এই বলিয়া রাজার প্রার্থনায় অস্বীকৃত হইল। রাজা কহিলেন, তৃতীয় পুরুষে অনুরক্ত হওয়ায় তুমি বন্ধকী হইয়াছ। সেইহেতু তোমার সহিত সহবাস করিলে আমার পরদারাভিগমন জন্য দোষ হইবে না।

রাজার এই কথা শুনিয়া কলিঙ্গসেনা কহিল, রাজন্! আমি আপনার জন্য এখানে আসিলে বিদ্যাধর মদনবেগ মহারাজের বেশ ধারণ করিয়া আমাকে বিবাহ করিয়াছেন। যখন আমার তিনিই একমাত্র স্বামী, তখন কিরূপে আমি বন্ধকী হইলাম। যে সকল কুমারী বন্ধুবান্ধবকে পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের এইরূপ বিপদই ঘটিয়া থাকে, তাহাতে আর কথা কি আছে। আমার সখী অনিমিত্ত দর্শন করিয়া নিষেধ করিলেও আমি যে আপনার নিকট দূত পাঠাইয়াছিলাম, এই সমস্ত তাহারই ফল। অতএব যদি আপনি আমাকে বলাৎকার করেন, তাহা হইলে এই দণ্ডে প্রাণত্যাগ করিব,তথাপি কুলস্ত্রী হইয়া পতির অমঙ্গল করিব না। মহারাজ! পূর্ব্বকালে চেদিদেশে ইন্দ্রদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি আপন কীর্ত্তি অক্ষয় করিবার জন্য কোন তীর্থে দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া মধ্যে মধ্যে তদ্দর্শনে গমন করিতেন এবং, বহুসংখ্যক লোক ও স্নানার্থ সেই তীর্থে সমাগত হইত।

একদা এক বণিক্‌ভার্য্যা সেই তীর্থে স্নান করিতে আসিলে,রাজা তাহাকে দর্শন করিয়া এরূপ মোহিত হইলেন, যে সেই রাত্রেই তদীয় গৃহ অন্বেষণ

করিয়া গমনপূর্ব্বক তাহাকে প্রার্থনা করিলে, সেই প্রোষিতভর্তৃকা বণিক্-বধূ কহিল, রাজন্! রক্ষক হইয়া পরদারাভিগমন উচিত নহে। যদি হতবুদ্ধি হইয়া সহসা আমাকে স্পর্শ করেন, তবে আপনার মহান্ অধর্ম্ম হইবে, আর আমিও তদ্দণ্ডে প্রাণত্যাগ করিয়া আপন দোষ ক্ষালন করিব। অনন্তর কামান্ধ নরপতি অবলার এই সকল নিষেধবাক্য অগ্রাহ্য করিয়া যেমন বলাৎকারের উদ্যোগ করিলেন, অমনি সে বিদীর্ণহৃদয় হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তদনন্তর সেই পাপিষ্ঠ রাজা এই পাপে অল্পকাল পরেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

এই কথা সমাপন করিয়া কলিঙ্গসেনা পুনর্ব্বার কহিল, রাজন্! আমার প্রাণ হরণ করিয়া অধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে মতি করিবেন না। আমি আপনার আশ্রয়ে বাস করিতেছি, এখন যদি অনুমতি করেন, তবে অন্যত্র যাইয়া বসতি করি। বৎসরাজ কলিঙ্গসেনার এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া বিচারপূর্ব্বক বিনীতভাবে কহিলেন, রাজপুত্রি! তুমি আপন পতির সহিত এই স্থানে নির্ভয়ে বাস কর, আমি অতঃপর আর তোমাকে কিছুই বলিব না। এই বলিয়া রাজা চলিয়া গেলেন। এখন মদনবেগ নভোমণ্ডলে থাকিয়া এই সকল কথা শুনিতেছিল, রাজার প্রস্থানমাত্র সে কলিঙ্গসেনার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াই কহিল, প্রিয়ে! উত্তম করিয়াছ, যদি এরূপ না করিতে, তবে তোমার মঙ্গল হইত না, কারণ আমি তাহা কখনই সহ্য করিতে পারিতাম না। এই বলিয়া প্রিয়াকে সান্ত্বনা করিয়া সুখসম্ভোগে রাত্রিযাপন করত প্রত্যহ গতায়াত করিতে লাগিল।

কিছুদিন পরেই কলিঙ্গসেনা গর্ভবতী হইল। একদা মদনবেগ প্রিয়তমার গর্ভলক্ষণ লক্ষ্য করিয়া কহিল, প্রিয়ে! আমারা স্বর্গবাসী, আমাদের এই নিয়ম যে, মনুষ্য গর্ভ পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া, যেমন মেনকা কণ্বমুনির আশ্রমে শকুন্তলাকে ত্যাগ করিয়াছিল, সেইরূপ তোমারও মানুষগর্ভ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। তুমি পূর্ব্বজন্মে অপ্সরা ছিলে, আপন অবিনয়নিবন্ধন দেবরাজের শাপে সম্প্রতি ইহলোকে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ, এবং সাধ্বী হইয়াও ইহলোকে বন্ধকীশব্দে অভিহিত হইতেছে। অতএব তুমি আপন গর্ভ রক্ষা করিও,

আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। তুমি যখন আমাকে স্মরণ করিবে, আমি তদ্দণ্ডেই তোমার নিকট হাজির হইব। মদনবেগের এই কথা শুনিয়া কলিঙ্গসেনা নয়নসলিলে ভাসিতে লাগিল, মদনবেগ তাহাকে রত্নাদি বহুসম্পত্তি প্রদান-পূর্ব্বক আশ্বস্ত করত প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়া চলিয়া গেল। অনন্তর কলিঙ্গসেনা অপত্যাশারূপ সখীদ্বিতীয় হইয়া বৎসরাজের আশ্রয়ে সেই স্থানে বাস করিতে লাগিল।

এই অবসরে অম্বিকাপতি রতিকে এই আদেশ করিলেন, তোমার পতি আমার নিকট অপরাধী ও ভস্মীভূত হইয়া বৎসরাজের গৃহে মদনুগ্রহে নরবাহন-দত্তরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অতএব তুমি যদি সেই আপন পতিকে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা কর, তবে আমার আরাধনা কর, এবং মৎপ্রসাদে ভূলোকে অযোনিসম্ভূত হইয়া শরীরধারী নিজপতিকে পুনঃপ্রাপ্ত হও। শম্ভু রতিকে এইআদেশ করিয়া তৎপরে ব্রহ্মাকে এই আদেশ করিলেন, আপনি রতিকে দিব্য কলেবর পরিত্যাগ করাইয়া একটী মানুষী কন্যা নির্ম্মাণপূর্ব্বক, কলিঙ্গসেনা যে পুত্র প্রসব করিবে, মায়াকারে তাহাকে হরণ করিয়া, তাহার স্থানে এই কন্যাকে দিয়া আসিবেন। বিধাতা মহাদেবের এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ভূতলে গমনপূর্ব্বক যথাদিষ্ট কার্য্য সমাধা করিয়া পুনর্ব্বার স্বর্গে গমন করিলেন।

এদিকে কলিঙ্গসেনা ও অলোকসামান্য তনয়া প্রসব করিয়া পুত্রলাভা-পেক্ষাও অধিক সন্তোষলাভ করিল। অনন্তর বৎসরাজ কলিঙ্গসেনার তাদৃশ কন্যাজন্মবৃত্তান্ত ঈশ্বরের অনুগ্রহে অকস্মাৎ অবগত হইয়া যোগন্ধরায়ণের সমক্ষে বাসবদত্তাকে কহিলেন, আমি নিশ্চয় জানি যে, কলিঙ্গসেনা কোন স্বর্গবনিতা, শাপগ্রস্ত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এবং তাহার যে একটী আশ্চর্য্যরূপা কন্যা হইয়াছে, সেটীও অতি রূপসী, আমার পুত্রের যোগ্য। অতএব তাহাকেই নরবাহনদত্তের মহাদেবী করা উচিত। ইহা শুনিয়া মন্ত্রিবর কহিলেন, মহারাজ! আপনি অকস্মাৎ এরূপ কথা কেন বলিলেন? মহারাজের বিশুদ্ধবংশসম্ভূত পুত্র, আর বাকী কলিঙ্গসেনার গর্ভসম্ভূত কন্যা, এই

দুয়ের অনেক অন্তর। এদুয়ের সংযোগ কদাচ প্রশংসনীয় নহে। এই শুনিয়া রাজা ক্ষণকাল বিবেচনা করিয়া কহিলেন, একথা আমি স্বয়ং বলিতেছি না, কোন দিব্যপুরুষ আমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া আমাকে বলিয়া দিয়াছেন, যে এই কন্যা নরবাহনদত্তের ভার্য্যা করিবার অভিপ্রায়েই সৃষ্ট হইয়াছে। আর এই কলিঙ্গসেনা সৎকুলসম্ভূতা ও এক পত্নী, কিন্তু পূর্ব্বকর্ম্মদোষে এক্ষণে বন্ধকী নামে অভিহিত হইতেছে।

মন্ত্রী কহিলেন, মহারাজ! আরো শুনা গিয়াছে যে, রতি তপস্যা দ্বারা মনুষ্যদেহ লাভ করত মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ শরীরধারী পতির সহিত মিলিত হইবে; মদনদাহের পর মহাদেব রতিকে এইরূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন দৈববাণী ও আমাদের রাজপুত্রকে কন্দর্পের অবতার,এবং মহাদেবের আজ্ঞায় মনুষ্যলোকে রতির জন্ম, অগ্রেই সূচনা করিয়াছেন। তাহার পর যে ধাত্রী কলিঙ্গসেনাকে প্রসব করাইয়াছে, সে আজ আসিয়া আমাকে গোপনে বলিল, গর্ভশয্যা পুত্রযুক্ত দেখিয়া পরক্ষণেই তাহা এক কন্যাযুক্ত দেখিয়াছে। অতএব এই সমস্ত প্রমাণ দ্বারা অবধারিত হইতেছে যে, এই কন্যা অবশ্যই অযোনিসম্ভূতা রতি। কলিঙ্গসেনার গর্ভতস্করই ইহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অতএব এই কন্যা কন্দর্পের অবতারভূত আমাদের রাজপুত্রের ভার্য্যা হইবেন। এই বলিয়া যে একটী কথা আরম্ভ করিলেন, যোগন্ধরায়ণের সেই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা ও রাজমহিষী তাহাতে দৃঢ়বিশ্বাস করিলেন। অনন্তর যোগন্ধরায়ণ গৃহে যাইলে, রাজাও রাজমহিষী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ পান ভোজন দ্বারা সে দিন অতিবাহিত করিলেন। এদিগে কলিঙ্গসেনার কন্যা আপন রূপসম্পত্তির সহিত দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পিতার নাম মদনবেগ, এইজন্য মাতা তাহার নাম মদনমঞ্চুকা রাখিল। একদা দেবী বাসবদত্তা মদনমঞ্চুকার রূপলাবণ্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে দেখিবার জন্য স্বগৃহে আনয়ন করিলেন। সকলে কন্যার সেই নয়নানন্দকর অদ্ভুতরূপ সন্দর্শন করিয়া তাহাকে মূর্ত্তিমতী রতি বলিয়া স্থির করিল। তদনন্তর দেবী নয়নানন্দ আপন পুত্র নরবাহনদত্তকেও সেই স্থানে আনাইলেন। বালক ও

বালিকা পরস্পরকে দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইল না; এবং সেই অবধিই পরস্পর এরূপ আসক্ত হইল যে, ক্ষণকাল না দেখিলে থাকিতে পারে না। এতদ্দর্শনে বৎসরাজ সত্বর পুত্রের বিবাহ দিবার মানস করিলে, কলিঙ্গসেনা রাজার এইরূপ অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইল, এবং নরবাহনদত্তের প্রতি তাহার জামাতৃস্নেহের সঞ্চার হইল।

অনন্তর বৎসরাজ নরবাহনদত্তকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অভিষেক বারি দ্বারা তদীয় মুখকমল ধৌত হইলে, দিক্ সকল প্রসন্ন হইল। জননীরা মাঙ্গল্য পুষ্পমালা বর্ষণ করিলে, স্বর্গ হইতেও দিব্যমালা বৃষ্টি হইতে লাগিল। দেবদুন্দুভি ও আনন্দতূর্য্যস্বরে নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। তদনন্তর রাজা যুবরাজের বাল্যবন্ধুদিগকে আনিয়া যথাযোগ্য তাঁহার নিকট নিযুক্ত করিয়া দিলেন। যোগন্ধরায়ণের পুত্র মরুভূতিকে মন্ত্রিত্বে, রুমণ্বানের পুত্র হরিশিখকে সৈনাপত্যে, বসন্তকপুত্রকে নর্ম্মসাচিব্যে, গোমুখকে প্রতীহারপদে এবং বৈশ্বানর ও শান্তিসোমকে পৌরোহিত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপ মন্ত্রিনিয়োগের পর পুষ্পবৃষ্টির সহিত এই আকাশবাণী উত্থিত হইল। এই সমস্ত নিযুক্ত মন্ত্রিগণ নরবাহনের সর্ব্বার্থসাধক হইবেন, এবং গোমুখ ইহাঁর শরীর হইতে অভিন্ন হইবেন। রাজা দৈববাণীর এই আদেশে হৃষ্ট হইয়া মন্ত্রিদিগকে বস্ত্রাভরণাদি পারিতোষিক প্রদান করিলেন, এবং অনুজীবিবর্গকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া তাহাদের দারিদ্র মোচন করিলেন। নগরী পতাকায় পরিপূর্ণ হইল, আহূত নর্ত্তকী ও চারণসমূহে পরিপূরিত হইল। বাসবদত্তা ও পদ্মাবতী হর্ষে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

অনন্তর নরবাহনদত্ত কৃতাভিষেক হইয়া জয়শীল করিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক বহির্গত হইলেন, এবং নগর প্রদক্ষিণ করিয়া পুনর্ব্বার স্বভবনে প্রবেশ করিলেন। কলিঙ্গসেনা আপন সম্পত্তির অধিক দিব্য আভরণ ও বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া জামাতার প্রীতিসম্পাদন করিল। এইরূপ মহোৎসবে নগরী পরিপূর্ণ হইলে, ক্রমে দিবা অবসান হইয়া রাত্রি উপস্থিত হইল। কলিঙ্গসেনা শয্যায় শয়ন করিয়া আপন সখী সোমপ্রভাকে স্মরণ করিল। তাহার স্মরণমাত্র জ্ঞানী

নরকুবর পত্নী সোমপ্রভাকে কহিলেন, প্রিয়ে! কলিঙ্গসেনা আজ উৎকণ্ঠাসহকারে তোমাকে স্মরণ করিয়াছে। অতএব তুমি যাইয়া তাহার কন্যার জন্য এক দিব্য উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া দাও। এই আদেশ দিয়া সোমপ্রভাকে পাঠাইয়া দিলেন। সোমপ্রভাও সত্বর আসিল এবং বহুকালের পর সখীকে দর্শন করিয়া তদীয় কণ্ঠধারণপূর্ব্বক উৎকণ্ঠা নিবারণ করিল। তদনন্তর কলিঙ্গসেনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল, সখি! মহাদেবের কৃপায় তুমি বিদ্যাধরের সহধর্ম্মিণী হইয়াছ এবং রতি তোমার কন্যা হইয়াছে। বৎসরাজের পুত্র নরবাহনদত্ত কন্দর্পের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং তোমার কন্যা তাঁহার ভার্য্যা হইবেন। আর নরবাহনদত্ত বিদ্যাধরচক্রবর্ত্তী হইয়া রাজত্বভোগ করিবেন। তোমার কন্যা তাঁহার প্রধান মহিষী হইবেন। তুমি পূর্ব্বে অপ্সরা ছিলে, ইন্দ্রের শাপে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছ। ইহলোকে তোমার কার্য্যশেষ হইলেই শাপ হইতে মুক্তি পাইবে। সর্ব্বজ্ঞ পতি এই সকল কথা বলিয়া দিয়াছেন। অতএব তুমি চিন্তা করিও না। অতঃপর তোমার মঙ্গল হইবে। সম্প্রতি আমি তোমার কন্যার জন্য এক দিব্য ও মনোহর উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছি, এরূপ উদ্যান ত্রিভুবনে কুত্রাপি নাই। এই বলিয়া সোমপ্রভা দিব্যপ্রভাবে একটী উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া দিল এবং কলিঙ্গসেনাকে বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে, অকস্মাৎ মনোহর স্বর্গীয় উদ্যান নিরীক্ষণ করিয়া লোকে চমৎকৃত হইল। ক্রমে এই সংবাদ রাজভবনে গমন করিলে, রাজা যুবরাজ এবং মন্ত্রিবর্গে পরিবৃত হইয়া তদ্দর্শনে গমন করিলেন, এবং উদ্যানে প্রবেশ করিয়া নিত্য পুষ্প এবং ফলে বিরাজিত বৃক্ষ সকল দর্শন করিলেন, নানাবিধ মণিযুক্ত স্তম্ভ, ভিত্তি এবং ভূমিভাগে সুশোভিত অপূর্ব্ব দীর্ঘিকা দেখিলেন, তাহাতে নানাবিধ স্বর্ণ পক্ষী এবং দিব্য সৌরভযুক্ত মারুত সঞ্চরণ করিতেছে। বৎসরাজ এই অদ্ভুত উদ্যান পরিদর্শন করিয়া কলিঙ্গসেনাকে জিজ্ঞাসা করিলে, কলিঙ্গসেনা রাজার সমুচিত আতিথ্য সম্পাদনপুরঃসর সর্ব্বসমক্ষে কহিল, মহারাজ! শুনিয়া থাকিবেন,

বিশ্বকর্ম্মার অবতার ময়নামে অসুর আছেন। পূর্ব্বকালে তিনিই রাজা যুধিষ্ঠির এবং ইন্দ্রের পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার সোমপ্রভা নামে এক কন্যা আছেন, সেই কন্যা আমার অতিপ্রিয়তমা সখী। তিনি গতকল্য রাত্রিযোগে আসিয়া আমার কন্যার জন্য এই উদ্যানটী মায়াবলে রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই বলিয়া কলিঙ্গসেনা সখীকথিত ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান ঘটনা সকলও বর্ণন করিল। এখন কলিঙ্গসেনার এই সমস্ত উক্তি শ্রবণ করিয়া সকলেরই সন্দেহ দূরীভূত হইল, এবং অতুল সন্তোষ লাভ হইল। বৎসরাজ কলিঙ্গসেনার আতিথ্যে সংর্দ্ধিত হইয়া, সপুত্র ও সপরিবারে সেই উদ্যানেই সে দিবস অতিবাহিত করিলেন।

পর দিবস দেবদর্শনার্থ দেবালয়ে গমন করিলেন এবং বস্ত্রাভরণভূষিত অনেকগুলি স্ত্রী দর্শন করিয়া তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা কহিল, রাজন্! আমরা বিদ্যা, এবং কলা, আপনার পুত্রের জন্য আসিয়াছি, অতএব আমরা সকলে যাইয়া তদীয় শরীরে প্রবেশ করি। এই বলিয়া অন্তর্হিত হইল। বৎসরাজ এতদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া গৃহে প্রতিগমনপূর্ব্বক সকলকে আহ্বান করিয়া উক্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তাহাতে সকলেই অভিনন্দন করিয়া কহিল, মহারাজ! এসমস্তই দেবতাদিগের অনুগ্রহ, জানিবেন।

একদা বৎসরাজ নরবাহনদত্তকে কলাশাস্ত্রে পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার উপস্থিতিমাত্র বাসবদত্তাকে বীণা বাজাইতে আদেশ করিলেন। বাসবদত্তা বীণা বাজাইতে প্রবৃত্ত হইলে, পুত্র নরবাহন বিনীতভাবে কহিলেন, মাতঃ! বীণা স্বস্থানচ্যুত হইয়াছে। নরবাহন এই কথা বলাতে দেবী নরবাহনের হস্তে বীণা দিলে, নরবাহন এরূপ বীণা বাজাইলেন যে, তাহা শুনিয়া গন্ধর্ব্বগণও বিমোহিত হইল। এইরূপে নরবাহন সমস্ত বিদ্যা ও কলাশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিলে, পিতা তাঁহার পরীক্ষা লইয়া অতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন। পরে কলিঙ্গসেনার তনয়া মদনমঞ্চুকাকেও শিখাইতে আরম্ভ করিলেন।

একদা নরবাহনদত্ত মদনমঞ্চুকার অদর্শনে অত্যন্ত কাতর হইয়া তদীয়

উদ্যানে গমন করিলেন, এবং মদনঞ্চমকাকে দর্শন করিয়া সুস্থির হইলেন। সুচতুর গোমুখ নানাবিধ কথা দ্বারা সকলের সন্তোষ বিধান করিতে লাগিলেন। মদনমঞ্চুকা নৃত্যগীতাদি কলাশাস্ত্রে সুন্দররূপ শিক্ষিত হইল। এইরূপে নরবাহনদত্তের বাল্যাবস্থার দিবস সকল নানাবিধ আমোদে অতিবাহিত হইল। একদা রাজকুমার প্রিয়াসহচর হইয়া গোমুখের সহিত নাগবনে গমন করিলেন। তথায় এক বণিক্ ভার্য্যা গোমুখকে বিষপ্রয়োগ দ্বারা বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইলে, গোমুখ জানিতে পারিয়া তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। এবং এইরূপ স্ত্রীজাতির যথেষ্ট নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন।

বিধাতা সর্ব্বাগ্রে সাহস ও তদনন্তর স্ত্রীর সৃষ্টি করিয়াছেন, স্ত্রীদিগের দুষ্কর কার্য্য কিছুই নাই। নিশ্চয়ই অমৃত ও বিষ লইয়া স্ত্রীর সৃষ্টি হইয়াছে, কারণ সেই স্ত্রী যখন অনুরক্ত তখন অমৃত তুল্য; আর যখন বিরক্ত, তখন বিষতুল্য। গোমুখ বালক হইয়াও এইরূপে স্ত্রীচরিত্রের নিন্দা করিলেন। তদনন্তর নাগজাতির আরাধনা করিয়া পরিশেষে গৃহে যাত্রা করিলেন।

একদা নরবাহনদত্ত গোমুখকে রাজনীতি জিজ্ঞাসা করিলে, গোমুখ আরম্ভ করিলেন। রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রথমে দুর্দান্ত বাহ্য ইন্দ্রিয়াশ্বগণকে বশীভূত করিয়া পরে কামক্রোধাদি ষড়্‌বিধ আভ্যন্তর রিপুকে জয় করিবেন। আত্মাকে জয় না করিলে, রাজা কোন প্রকারে শত্রুজয়ে সমর্থ হন না। এজন্য অগ্রে আত্মাকে জয় করিবেন। পরে মন্ত্রিগণের গ্রাম্যধর্ম্মাদি গুণ দূরীকৃত করিবেন। পুরোহিতকে অথর্ব্ব শাস্ত্রে ও তপস্যায় দক্ষ করিবেন। মন্ত্রিগণকে পরীক্ষা করিবার জন্য ঔপাধিক কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। এবং কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া সত্যময় বিদ্বেষময়, স্নেহময় এবং স্বার্থপূর্ণ বাক্য দ্বারা পরীক্ষা করিবেন। সত্যে তুষ্ট হইবেন, এবং অসত্যে যথাযোগ্য শাস্তি দিবেন। সর্ব্বদা চার দ্বারা উহাদিগের আচরণ জানিতে চেষ্টা করিবেন। এইরূপে সর্ব্বতোদৃষ্টি হইয়া শত্রু উন্মূলনপূর্ব্বক কোষদণ্ডাদি সঞ্চয় করিয়া বদ্ধমূল হইতে চেষ্টা করিবেন। তদনন্তর উৎসাহাদি শক্তিত্রয় সম্পন্ন হইয়া স্বপররাজ্যের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া পররাজ্যে জিগীষু হইবেন। নিয়ত

আপ্ত বিজ্ঞ এবং শাস্ত্রজ্ঞের সহিত মন্ত্রণা করিবেন। তদনন্তর স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা সেই মন্ত্রকে সর্ব্বাঙ্গশুদ্ধ করিবেন, এবং সামদানাদি উপায়বিচক্ষণ হইয়া যোগক্ষেম সাধন করিবেন। তদনন্তর সন্ধিবিগ্রহাদি ষাড়্গুণ্য প্রয়োগ করিবেন। এইরূপ সাবধান হইয়া সর্ব্বদা স্বপররাষ্ট্রের চিন্তা করিলে, রাজা অবশ্যই জয়শালী হন্।

অজ্ঞ ও কামান্ধ রাজাকে প্রায়ই ধূর্ত্ত অধিকৃত লোকেরা অসৎ পথে লইয়া গিয়া বিপন্ন করে, ও তাঁহার সর্ব্বস্ব হরণপূর্ব্বক তাঁহাকে বশীভূত করে। তদনন্তর সেই রাজাকে পরিত্যাগ করে। অতএব রাজা জিতেন্দ্রিয়, যুক্তদণ্ড, এবং বিশেষজ্ঞ হইবেন এবং প্রজানুরঞ্জনে নিরত হইবেন। তাহা হইলেই শ্রীর আধার হইতে পারিবেন।

রাজকুমার গোমুখপ্রভৃতির মুখে এইরূপ রাজনীতি শ্রবণ করিয়া বিরক্ত ও মদনমঞ্চুকার দর্শনে উৎসুক হইয়া কলিঙ্গসেনার ভবনে গমন করিলেন। সকলে আসনপরিগ্রহ করিলে, কলিঙ্গসেনা গোমুখকে সম্বোধন করিয়া কহিল, জামাতার আসিতে বিলম্ব হওয়ায়, মদনমঞ্চুকা উৎকণ্ঠিত হইয়া আমার সহিত হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে আরোহণ করিলে, সহসা এক বিমানচারী পুরুষ অসিহস্তে অবতীর্ণ হইয়া আমাকে কহিলেন, আমি মদনবেগাখ্য বিদ্যাধররাজ, আর তুমি আমার পূর্ব্বপত্নী সুরভিদত্তা, সম্প্রতি বাসবের শাপে ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। আর এই কন্যাটি যে তোমার দুহিতা, তাহাও আমি জানি। অতএব উহাকে আমার হস্তে প্রদান করিয়া বিদ্যাধরসদৃশ আচারের অনুসরণ কর।

বিদ্যাধর এইরূপ বলিলে, আমি সহসা হাসিয়া কহিলাম, গৌরীনাথ ইহার পতি করিবার অভিপ্রায়েই নরবাহনদত্তকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং নরবাহনদত্তকেই সমস্ত বিদ্যাধররাজ্যের অধীশ্বর করিবার অভিপ্রায়ে ভূতলে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি এই বলিয়া বিরত হইলে, মদনবেগ আকাশে উড্ডীন হইয়া চলিয়া গেলেন।

এতৎশ্রবণে গোমুখ কহিলেন, বিদ্যাধর রাজকুমারকে ভাবী প্রভু শুনিয়াই অন্তরীক্ষে আরূঢ় হইয়াছে, এবং বিঘ্ন করিবার আশায় বিদ্যাধরমণ্ডলে গমন

পূর্ব্বক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে। ভদ্রে! কোন্ উচ্চ [illegible] বলবান্ প্রভুর মঙ্গলকামনা করে? যাহাহউক শম্ভু এই ব্যাপার [illegible] হইয়া নরবাহনের রক্ষার জন্য ভূতগণকে নিযুক্ত করিয়াছেন। এই নারদোক্তি আমি পিতার মুখে শুনিয়াছি। সম্প্রতি বিদ্যাধরগণ আমাদের সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়াছে।

এই বৃত্তান্ত শ্রবণে কলিঙ্গসেনা ভীত হইয়া কহিল 'মহাশয়! এখন আমার এই ভয় হইতেছে যে, কোন বিদ্যাধর আমার ন্যায় পাছে মদনমঞ্চুকাকেও মায়াবেশে বিবাহ করিয়া ফেলে? অতএব আমার ইচ্ছা যে, রাজকুমার সত্বর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। গোমুখপ্রভৃতি কলিঙ্গসেনার এই উক্তি শ্রবণ করিয়া, বৎসরাজকে ত্বরা করিবার জন্য কলিঙ্গসেনাকেই নিযুক্ত করিলেন। ইত্যবসরে নরবাহনদত্ত মদনমঞ্চুকাতে একাসক্ত হইয়া তাহার সহিত উদ্যান-বিহারেই কালযাপন করিতে লাগিলেন, এবং মদনমঞ্চুকাই ধ্যান, জ্ঞান এবং সর্ব্বস্ব হইল। মদনমঞ্চুকার বদন উৎফুল্লকমল, তাহার দশন বিকসিত কুবলয়, ওষ্ঠদ্বয় রমণীর বকুলকুসুম, স্তনদ্বয় মন্দারস্তবক, এবং সৌকুমার্য্য শিরীষকুসুম। কন্দর্প জগৎ জয় করিবার জন্য উক্ত পঞ্চবিধপুষ্পময় মদনমঞ্চুকার দেহরূপ বাণ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এবিষয়ে অধিক বর্ণনা বাহুল্যমাত্র।

অনন্তর কলিঙ্গসেনা বৎসরাজের নিকট গমন করিয়া বিবাহবিষয়ে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, রাজা তাহাকে বিদায় দিয়া মন্ত্রিবর্গকে আহ্বানপূর্ব্বক দেবী বাসবদত্তার সমক্ষে কহিলেন, কলিঙ্গসেনা তো বিবাহ দিবার জন্য অত্যন্ত ত্বরা করিতেছে, কিন্তু বন্ধকীর সহিত কিরূপেই বা বৈবাহিক সম্বন্ধ কর্ত্তব্য হয়, বুঝিতে পারিতেছি না। কলিঙ্গসেনা নির্দ্দোষ হইলেও লোকে তাহা গ্রাহ্য করিতেছে না। দেখ রামচন্দ্র লোকানুরোধে বিশুদ্ধ জানকীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ভ্রাতৃ অনুরোধে ভীষ্ম যেমন পূর্ব্বে অন্যবৃতা অম্বাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই কলিঙ্গসেনাও পূর্ব্বে আমা কর্ত্তৃক স্বয়ম্বরকৃত ও ত্যক্ত হইয়া পরে মদনবেগ কর্ত্তৃক পরিণীত হইয়াছে। এই জন্যই লোকে নিন্দা করে। অতএব আমার অভিপ্রায় যে, পুত্র মদনমঞ্চুকাকে গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ করুক্।

এই বলিয়া রাজা বিরত হইলে, মন্ত্রিবর যোগন্ধরায়ণ কহিলেন, দেব! এই রূপ অনুচিত কার্য্যে কলিঙ্গসেনার ইচ্ছা অসম্ভব। কলিঙ্গসেনা দিব্য রমণী, সামান্য নহে, এই কথা মিত্র ব্রহ্মরাক্ষসের মুখে ভূয়োভূয়ঃ শ্রবণ করিয়াছি। এইরূপ আন্দোলন হইতেছে, এমন সময় এই দিব্যবাণী উথিত হইল, কন্দর্প আমার নেত্রানলে দগ্ধ হইলে, আমি সেই কন্দর্পকে নরবাহনদত্তরূপে সৃষ্টি করিয়াছি, এবং রতির তপস্যায় তুষ্ট হইয়া রতিকেও মদনমঞ্চুকারূপে সৃষ্টি করত ভূতলে প্রেরণ করিয়াছি। অতএব নরবাহনদত্ত আমার অনুগ্রহে শত্রু জয় করিয়া এই মদনমঞ্চুকাকে প্রধান মহিষী করত রাজ্য উপভোগ করিবে। এই বলিয়া আকাশবাণী শান্ত হইলে, বৎসরাজ পরিজনের সহিত মহাদেবকে প্রণাম করিয়া হৃষ্টচিত্তে পুত্রের বিবাহে স্থিরনিশ্চয় হইলেন।

অনন্তর বৎসরাজ মন্ত্রিবর যোগন্ধরায়ণের প্রশংসা করিয়া বিজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণকে আহ্বানপূর্ব্বক বিবাহের শুভ লগ্ন স্থিরীকরণার্থ আদেশ করিলেন। জ্যোতির্ব্বিদ্গণ শুভলগ্ন স্থির করিয়া ইহাও কহিল যে, যুবরাজ অল্পকালমাত্র মদনমঞ্চুকার সহিত সুখসম্ভোগ করিয়া বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবেন। অনন্তর বৎসরাজ শুভদিনে মদনমঞ্চুকার সহিত আপন ঐশ্বর্য্যানুরূপ নরবাহনদত্তের বিবাহকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন।

পঞ্চত্রিংশ তরঙ্গ।

রত্নপ্রভালম্বক।

মদনমঞ্চুকার পাণিগ্রহণানন্তর, নরবাহনদত্ত মন্ত্রিগণপরিবৃত হইয়া কৌশাম্বীনগরে সুখে কালযাপন করেন, এবং যখন যাহা অভিরুচি হয়, তাহাই প্রাপ্ত হন। একদা বসন্তকাল উপস্থিত হইলে, তরুগণ নব নব পল্লবে ও কুসুমে সুশোভিত হইল। মলয় সমীর বহিল। ফুল ফুটিল, সৌরভ ছুটিল, পরাগ উড়িল, ভ্রমর মাতিল, সহকার মঞ্জরিল, পিকবর ডাকিল। প্রাণিমাত্রেরই চিত্ত স্ফূর্ত্তি ধারণ করিল। বিযোগীর বিপদ, সংযোগীর সম্পদ্ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এই সময়ে যুবরাজ মন্ত্রিগণ পরিবৃত্ত হইয়া বসন্ত উদ্যান বিহারে যাত্রা করিলেন। এবং সকলেই স্ব স্ব ইচ্ছানুরূপ বিহারার্থ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে বয়স্য তপন্তক নরবাহনের নিকট আসিয়া কহিল, সখে! এই স্থানের অনতিদূরে বেড়াইতে বেড়াইতে এক অপূর্ব্ব বস্তু দর্শন করিয়া আমি পরম বিস্মিত হইয়াছি। আমি বেড়াইতেছি এমন সময়ে নভোমণ্ডল হইতে এক পরমরূপসী কন্যা সখীগণ সহ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সন্নিহিত এক অশোকতরুমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিল, এবং আমাকে দেখিয়া আহ্বানপূর্ব্বক আপনাকে ডাকিতে পাঠাইল। অতএব সত্বর আসিয়া নয়ন চরিতার্থ করুন। যুবরাজ শ্রবণমাত্র দ্রুতপদে যাত্রা করিলে, সচিবগণ পশ্চাৎ চলিলেন। দূর হইতে অশোকমূলে সেই যুবতীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন, এবং ক্রমে সন্নিহিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। কন্যা বিনীতভাবে প্রণাম করিল। ক্রমে সকলেই উপবিষ্ট হইলে মন্ত্রিবর গোমুখ কন্যার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কন্যা ভাবে গদ গদ হইয়া শালীনতা পরিত্যাগ করিল এবং সতৃষ্ণনয়নে যুবরাজের মুখকমল দর্শন করত এই আত্মবৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিল।

মহাশয়! কৈলাসশিখরে কাঞ্চনশৃঙ্গ নামে এক সুবর্ণময় নগর আছে। উক্ত নগরে হেমপ্রভ নামে এক বিদ্যাধর বাস করেন। হেমপ্রভের অনেকানেক পত্নীসত্বেও চন্দ্রমার রোহিণীর ন্যায় অলঙ্কারবতীই অতীব প্রিয়তমা। হেমপ্রভ পরম ধার্ম্মিক ও হরগৌরীর পরম ভক্ত, একারণ তিনি প্রতিদিন প্রাতঃস্নানান্তে প্রেয়সীর সহিত হরপার্ব্বতীর আরাধনা করেন, তৎপরে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া দীন হীন দরিদ্র ও ব্রাহ্মণগণকে লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক গৃহে যাইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করেন। তৎপরে নিয়তব্রত হইয়া মুনিবৎ আহারাদি সম্পাদন করেন।

কিছুকাল গত হইলে, একদা রাজার মনে অপুত্রতানিবন্ধন চিন্তা অতিশয় বলবতী হইল। অলঙ্কারবতী পতির চিন্তোদ্বেগ লক্ষ্য করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! আমার সকল সম্পত্তিই আছে, কেবল পুত্র

সম্পত্তি নাই, এই একমাত্র দুঃখে আমাকে অতীব যন্ত্রণা দিতেছে। পূর্ব্বে আমি অপুত্র বিষয়ক যে একটী উপন্যাস শুনিয়াছিলাম. আজ সহসা সেইটী স্মরণ হওয়াতে আরও আমার এইরূপ চিত্তোদ্বেগ উপস্থিত হইয়াছে।

অনন্তর অলঙ্কারবতী সেই কথাটী শুনিতে আগ্রহ করিলে, রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! চিত্রকূট নগরে ব্রাহ্মণভক্ত এক রাজা ছিলেন; তাঁহার নাম দ্বিজবর। দ্বিজবরের সত্বশীল নামে জন্মশীল যে এক যোদ্ধা ছিল, সে প্রভুর নিকট একশত স্বর্ণমুদ্রা মাসিক বেতন পাইত, তথাপি দানশীলতানিবন্ধন তাহাতে কুলাইত না। এজন্য সে একদা এই চিন্তা করিল, যাহার পুত্র নাই, তাহার সন্তোষ কোথায়? আমি অপুত্র হইয়াও সর্ব্বদা দান করিয়া তুষ্ট থাকি। কিন্তু বিধাতা ধন না দিয়া আমাকে সে সুখেও বঞ্চিত করিয়াছেন। অতএব দানশীল দরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ অপেক্ষা, আমার মতে বনমধ্যে জীর্ণ শুষ্ক তরু বা পাষাণ হইয়া জন্মগ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

ইহার কিছুদিন পরে সত্বশীল এক দিবস বেড়াইতে বেড়াইতে দৈবাৎ কিছু ধন পাইল, এবং তাহা ভৃত্যদ্বারা গৃহে লইয়া গেল। পরদিন হইতে সেই ধন মনের সুখে দান করিতে আরম্ভ করিল, এবং অশেষবিধ ভোগসুখে কালহরণ করিতে লাগিল। এদিকে সত্বশীলের জ্ঞাতিবর্গ তাহার ধনলাভের কথা রাজা দ্বিজবরের গোচর করিয়া দিলে, রাজা তৎক্ষণাৎ সত্বশীলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সত্বশীল শ্রবণমাত্র রাজভবনে উপস্থিত হইয়া প্রাঙ্গণে বসিলে, দ্বারপাল রাজাকে সংবাদ দিতে গেল। এই অবকাশে সত্বশীল অন্যমনে বজ্রমুষ্টি দ্বারা প্রাঙ্গণ খনন করিতে করিতে, তাম্রপাত্রপূর্ণ প্রচুর অর্থ দেখিতে পাইল, এবং তাহা মৃত্তিকা দ্বারা ঢাকিয়া রাখিল। অনন্তর দ্বারপাল ফিরিয়া আসিয়া সত্বশীলকে রাজসমক্ষে লইয়া গেল।

রাজা তাহাকে উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, সত্বশীল! তুমি যে সমস্ত ধন পাইয়াছ, তাহা আমার প্রাপ্য, অতএব আনিয়া দাও। ইহা শুনিয়া সত্বশীল অম্লানবদনে কহিল, মহারাজ! কোন ধন পূর্ব্বলব্ধ, না অদ্যলব্ধ ধন আপনাকে দিব? আজ্ঞা করুন।

রাজা কহিলেন, যাহা আজ পাইয়াছ। তখন সত্ত্বশীল রাজভবনের প্রাঙ্গণ হইতে সেই নিহিত ধন উত্তোলনপূর্ব্বক রাজাকে আনিয়া দিল। রাজা ইহাতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া পূর্ব্বলব্ধ ধন সত্ত্বশীলকে ভোগ করিতে আদেশ করিলেন। সত্ত্বশীল গৃহে যাইয়া সেই সম্পত্তি যথেচ্ছ দানভোগ করত অপুত্রতা জন্য কষ্ট কোন প্রকারে নিবারণ করিতে লাগিল।

অলঙ্কারবতী কহিলেন, বিধাতা সত্যই সুবুদ্ধি ব্যক্তির সাহায্য করিয়া থাকেন। সত্ত্বশীল যে বিপৎকালে অন্য সম্পত্তি পাইল, তাহা তাঁহারই সাহায্য বলিতে হইবে। আপনিও নিজ সত্ত্বপ্রভাবে স্বীয় অভীষ্ট লাভে সমর্থ হইবেন। এবিষয়ে একটী গল্প মনে হইল, শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বকালে পাটলিপুত্রের রাজা বিক্রমতুঙ্গ একদা মৃগয়াযাত্রা করিয়া দেখিলেন, এক ব্রাহ্মণ অগ্নিতে বিল্বপত্র আহুতি দিতেছে। ব্রাহ্মণের পরিচয় লইবার বাসনাসত্ত্বেও রাজা মৃগয়ারসে আকৃষ্ট হইয়া অতিদূর কাননে প্রবেশ করিলেন। অশেষবিধ বন্যজন্তু শীকার করিয়া কন্দুকক্রীড়াদি নানাবিধ বনবিহার সম্পাদনপূর্ব্বক পরিশেষে ব্রাহ্মণের নিকট প্রত্যাগত হইলেন, এবং ব্রাহ্মণকে তদবস্থ দেখিয়া প্রণামপূর্ব্বক ক্রিয়মাণ হোমের ফল জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ জয়োঽস্তু বলিয়া কহিল, রাজন্! আমার নাম নাগশর্ম্মা, আমি যে হোম করিতেছি, ইহার ফল এই হইবে যে, যখন অগ্নিদেব তুষ্ট হইবেন, তখন এই কুণ্ডমধ্য হইতে সুবর্ণময় [illegible] নির্গত হইবে। আর অগ্নিদেব সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া বরপ্রদান করিবেন। কিন্তু আমি বহুকাল হইতে উপাসনা করিতেছি, তথাপি আমার দৌভাগ্যক্রমে দেব আমার অভীষ্টসিদ্ধি করিতেছেন না।

ইহা শুনিয়া দানশীল ধীর নরপতি কহিলেন, ব্রহ্মন্! যদি অনুগ্রহ করিয়া একটীমাত্র বিল্বপত্র আমাকে আহুতি দিতে অনুমতি করেন, তবে আমি এক আহুতিতেই ভগবানকে প্রসন্ন করিতে পারি। বিপ্র কহিল, সম্ভব বটে, কিন্তু আপনি অশুচি হইয়া কি প্রকারে হোম কার্য্য সমাধা করিবেন? রাজা কহিলেন, তজ্জন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না, আপনি একটি পত্র দিয়া

আশ্চর্য্য দর্শন করুন। বিপ্র তথাস্তু বলিয়া রাজাকে একটী পত্র দিল। রাজা কায়মনোবাক্যে ধ্যান করিয়া ঐ পত্রটি এই বলিয়া আহুতি দিলেন— দেব! যদি ইহাতে তুষ্ট না হন, তবে নিজ মস্তক দ্বারা আপনাকে পরিতৃপ্ত করিব। এই বলিয়া যেমন পত্রটি আহুতি দিলেন, অমনি ভগবান্ সপ্তার্চিঃ হৈম বিল্বদল হস্তে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন রাজন্! আমি আপনার ঔদার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়াছি, বরগ্রহণ করুন। তখন রাজা প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, দেব! আমার বরে প্রয়োজন নাই, আপনি এই দ্বিজকে ইহার অভিলষিত বরপ্রদান করুন। অগ্নিদেব রাজার এইরূপ উদার বাক্যে ততোধিক প্রীত হইয়া বলিলেন, আমার প্রসাদে ব্রাহ্মণ অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হউক, এবং আপনিও অক্ষয় সম্পত্তির আধার হউন। অনন্তর বিপ্র বলিল 'দেব! আপনি স্বেচ্ছাবিহারী রাজার সমক্ষে সহসা আবির্ভূত হইলেন, আর আমি যে এতকাল ভক্তিভাবে উপাসনা করিলাম, তাহাতে আমাকে দর্শন দিলেন না, ইহার কারণ কি?

এতৎশ্রবণে অনলদেব কহিলেন বৎস! আমি যদি রাজাকে দর্শন না দিতাম, তাহা হইলে তীক্ষ্ণবীর্য্য এই রাজা তদ্দণ্ডে আপন মস্তক কাটিয়া আমাতে আহুতি দিতেন। অতএব ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, তীক্ষ্ণসত্ত্ব ব্যক্তির সিদ্ধি মন্দ প্রকৃতির সিদ্ধি অপেক্ষা শীঘ্রতর হইয়া থাকে। এই বলিয়া অগ্নি তিরোহিত হইলেন। অনন্তর নাগশর্ম্মা বিক্রমতুঙ্গের সহিত সম্ভাষণপূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া গৃহে প্রস্থান করিয়া অল্পকাল মধ্যেই অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইল। বিক্রমতুঙ্গের অনুচরগণ প্রভুর বীর্য্যদর্শনে বিস্মিত হইয়া স্তব করিলে, রাজাও স্বনগরে প্রস্থান করিলেন।

একদা বিক্রমতুঙ্গ সভামণ্ডপে বসিয়া আছেন, এমন সময় শত্রুঞ্জয় নামক দ্বারপাল আসিয়া কহিল, মহারাজ! এক বিপ্র গোপনে মহারাজকে কিছু বিজ্ঞাপন করিবার আশায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন, আদেশ হইলে, সমক্ষে আনয়ন করি। রাজা আনিতে আদেশ করিলে, শত্রুঞ্জয় বিপ্রকে রাজসমীপে লইয়া গেল।

ব্রাহ্মণ স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক কহিল রাজন! আমি চূর্ণসংযোগে তামাকে স্বর্ণ করিতে পারি। রাজা তদীয় বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তৎক্ষণাৎ তামা আনাইয়া ব্রাহ্মণকে দিলেন। বিপ্র তামা গলাইয়া যেই তাহাতে সেই চূর্ণ প্রক্ষিপ্ত করিল, অমনি কোন যক্ষ অদৃশ্যভাবে তাহা অপহরণ করিল। সুতরাং চূর্ণপতনের অভাবে তামা ও সুবর্ণ হইল না। অনন্তর ব্রাহ্মণ উপর্য্যুপরি তিন বার প্রয়াস পাইল, তিন বারই ঐরূপ অকৃতকার্য্য হইল। বিক্রমতুঙ্গ ইতি-পূর্ব্বে অগ্নিকে তুষ্ট করিয়াছিলেন, এজন্য তিনিই যক্ষকে দেখিতে পাইয়া-ছিলেন। এজন্য তিনি স্বয়ং সেই চূর্ণ লইয়া যেমন গলিততাম্রে প্রদান করি-লেন, অমনি যক্ষ তাহা হরণ না করিয়া স্মিতমুখে চলিয়া গেল। সুতরাং সেই তাম্র চূর্ণসংযোগে স্বর্ণ হইয়া গেল।

ব্রাহ্মণ এই ব্যাপারে বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা সেই যক্ষবৃত্তান্ত পূর্ব্বাপের বর্ণন করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণের নিকট সেই চূর্ণ প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া শিক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণের বিবাহ দিয়া বিদায় দিলে, ব্রাহ্মণ কৃতার্থ হইয়া চলিয়া গেল। পরে রাজা সেই চূর্ণ দ্বারা ভূরি ভূরি স্বর্ণ প্রস্তুত করিয়া ধনাগার পরিপূর্ণ করিলেন, এবং ভূরিদান দ্বারা দরিদ্রগণের দারিদ্র মোচনপূর্ব্বক সপরিবারে ভোগসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এই বলিয়া অলঙ্কারবতী পুনর্ব্বার কহিলেন, নাথ! ঈশ্বর ভবেই হউক বা সম্তো-ষেই হউক শীঘ্র তীক্ষ্ণপ্রকৃতির অভীষ্টসিদ্ধি করেন। আপনি যেরূপ ধীরপ্রকৃতি দানশীল ব্যক্তি, আপনি শম্ভুর আরাধনা করিলে, তিনি অবশ্যই আপনাকে পুত্রধন প্রদান করিবেন। অতএব আপনি পুত্রের জন্য দুঃখিত হইবেন না।

হেমপ্রভ প্রেয়সী অলঙ্কারবতীর এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া প্রোৎসাহিত হইলেন, এবং শিবের আরাধনা করিলেই পুত্রলাভ হইবে, এই স্থির করি-লেন। পর দিবস অলঙ্কারবতীর সহিত মহাদেবের পূজা করিয়া কোটি স্বর্ণ মুদ্রা সদ্ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন, এবং মনে মনে এই সঙ্কল্প করিলেন, হয় মন্ত্রের সাধন নয় শরীর পতন করিবেন।

অনন্তর হত্যা দিবার পূর্ব্বে শম্ভুর তুষ্টির জন্য একটী মনোহর স্তব করিয়া

নিরাহারে ত্রিরাত্র হত্যা দিলে, ভগবান্ স্বপ্নে এই আদেশ করিলেন, বৎস! আমার প্রসাদে তোমার কুলধুরন্ধর, অদ্বিতীয় বীর, এক পুত্র হইবে; এবং গৌরীর প্রসাদে যে একটী কন্যা হইবে, সে বিদ্যাধরচক্রবর্ত্তী নরবাহনদত্তের মহিষী হইবে। এই বলিয়া ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন। বিদ্যাধররাজ হেমপ্রভ প্রত্যূষে জাগরিত হইয়া অলঙ্কারবতীর নিকট স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন, পরে স্নানাদি সমাপন করিয়া ধূর্জ্জটীর পূজায় বসিলেন। পূজান্তে স্তবাদি সমাপনপূর্ব্বক পারণ করিলেন।

কিছুদিন পরেই অলঙ্কারবতী গর্ভধারণ করিয়া একটী পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্রের সিন্দূরবৎ অরুণপ্রভায় গৃহ আলোকময় হইল। পিতা পুত্রের নাম রত্নপ্রভ রাখিলে, রত্নপ্রভ পার্ব্বণ চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। অনন্তর কিছুদিন পরে অলঙ্কারবতী পুনর্ব্বার গর্ভবতী হইয়া অলোক সামান্য এক রূপসী কন্যা প্রসব করিলেন। কন্যার নাম হেমপ্রভা হইল।

বজ্রপ্রভ প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে, পিতা তাঁহার বিবাহ দিয়া তদীয় হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক রাজ্যচিন্তা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে কন্যার বিবাহ চিন্তা অতিশয় বলবতী হইল। কিন্তু রত্নপ্রভা ভূমিষ্ঠ হইলে, দেবতার এই আদেশ হইয়াছিল যে, রত্নপ্রভা নরবাহনদত্তের ভার্য্যা হইবেন। একারণ রাজা আর অন্য বরের অন্বেষণ না করিয়া এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইলেন।

একদা রত্নপ্রভা, নরবাহনদত্ত তাঁহার পতি হইবেন, এই কথা পিতা মাতার নিকট শ্রবণ করিয়া নিজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং বহুক্ষণ পতিচিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন। নিদ্রাবস্থায় গৌরী তাঁহাকে এই স্বপ্ন দিলেন যে, পুত্রি! কল্য অতি শুভদিন, তুমি ঐ দিন কৌশাম্বী নগরে গমন করিয়া বৎসরাজপুত্রকে দর্শন করিবে। পরে তোমার পিতা স্বয়ং যাইয়া তাঁহাকে স্বীয় রাজধানীতে আনয়নপূর্ব্বক তোমার সহিত বিবাহ দিবেন। এই বলিয়া গৌরী অন্তর্হিত হইলে, রাত্রি প্রভাত হইল।

রত্নপ্রভাও গাত্রোত্থান করিয়া মাতার নিকট গমনপূর্ব্বক রাত্রিবৃত্তান্ত

নিবেদন করিলে, মাতা তাঁহাকে কৌশাম্বী গমনের অনুমতি প্রদান করিলেন। তদনুসারে রত্নপ্রভা সপরিবারে কৌশাম্বী নগরে যাত্রা করিলেন, এবং উদ্যানস্থ নরবাহনদত্তের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, আর্য্যপুত্র সম্বোধনে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলেন। নরবাহন রত্নপ্রভার মনোহর আকৃতি দর্শনে বিস্মিত ও বিমোহিত হইয়া কহিলেন, 'আজ আমিই ধন্য যে,আপনি আমাকে আর্য্য-পুত্র সম্বোধন করিলেন। এই বলিয়া উভয়ে প্রেমে গদ্‌গদ হইলেন। ক্ষণকাল পরেই রত্নপ্রভার পিতা সপুত্রে আকাশ পথে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। যুবরাজ তাঁহাদের যথোচিত সম্মান করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন। পরে বৎসরাজ মন্ত্রীর সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া হেমপ্রভের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বৎসরাজের সম্মতিমাত্র বিদ্যাধররাজ হেমপ্রভ বিদ্যাবলে এক অপূর্ব্ব বিমান রচনা করিয়া যুবরাজ যোগন্ধরায়ণ ও গোমুখাদিকে লইয়া স্বীয় রাজধানী কাঞ্চনশৃঙ্গ নগরে পৌঁছিলেন,এবং নরবাহনদত্তের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। যুবরাজ কিছুকাল শ্বশুরগৃহে বাস করিয়া, পরে পত্নীর সহিত কৌশাম্বী নগরে ফিরিয়া আসিলেন।

ষট্‌ত্রিংশতরঙ্গ।

এক দিন প্রাতঃকালে গোমুখাদি রত্নপ্রভার শয়নগৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে, দ্বারপালিকা তাঁহাদের প্রবেশ নিষেধ করিয়া, রত্নপ্রভাকে সংবাদ দিল। রত্নপ্রভা শ্রবণমাত্র প্রবেশ করাইতে আদেশ করিলে, দ্বারপালিকা আসিয়া সকলকে রত্নপ্রভার নিকট লইয়া গেল। রত্নপ্রভা সকলের অভ্যর্থনা করিয়া দ্বারপালিকাকে কহিলেন, দেখ আর্য্যপুত্রের বয়স্যগণ আমাদের সহিত অভিন্ন হৃদয়, অতএব অতঃপর আর ইঁহাদের প্রবেশ নিষেধ করিও না। এই বলিয়া যুবরাজ নরবাহনদত্তকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন 'নাথ! স্ত্রীকে অন্দরে রুদ্ধ করিয়া রাখা, আমার মতে কুনীতি বা ঈর্ষ্যাজনিত মোহমাত্র। কারণ তাহাদের চরিত্রই একমাত্র রক্ষক, তাহাদের চাপল্য নিবারণে বিধাতাও সমর্থ নহেন। মত্তা স্ত্রী এবং স্রোতঃস্বতীকে কেহই নিবারণ করিতে পারে না। তদ্বিষয়ে একটি কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন——

সমুদ্রমধ্যস্থ রত্নকুটদ্বীপে রত্নাধিপতি নামে পরম বৈষ্ণব এক রাজা ছিলেন। তিনি সমস্ত পৃথিবী জয় এবং পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজকন্যাদিগকে বিবাহ করিবার মানসে বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবান্ তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া কহিলেন, বৎস! কোন গন্ধর্ব্ব মুনির শাপে ভ্রষ্ট হইয়া শ্বেত হস্তীরূপে কলিঙ্গদেশে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক শ্বেতরশ্মি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সে আমার প্রসাদে জ্ঞানী, আকাশগামী, এবং জাতিস্মর। আমি স্বপ্নে তাহাকে আদেশ দিতেছি, সে আসিয়া তোমার আকাশপথের বাহন হইবে। তুমি সেই হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আকাশমার্গে সঞ্চরণ করত যে রাজাকে আক্রমণ করিবে, সেই রাজাই কন্যাদান ছলে তোমাকে করপ্রদান করিবেন। এইরূপে তুমি সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া এক সহস্র অশীতি রাজকন্যার স্বামী হইবে।

এই কথা বলিয়া ভগবান্ তিরোহিত হইলে, রাজা উঠিয়া পারণাদি করিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে শ্বেতরশ্মি আকাশপথে আসিয়া উপস্থিত হইলে,রাজা বিষ্ণুর আদেশ মত তৎপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ক্রমে সমস্ত মেদিনীর অধীশ্বর হইলেন, এবং এক সহস্র অশীতি রাজকন্যার পতি হইয়া রত্নকূট দ্বীপে পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। আর শ্বেতরশ্মির মনস্তুষ্টির নিমিত্ত প্রত্যহ পাঁচ শত করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে লাগিলেন।

একদা হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়া স্বীয়দ্বীপে অবতরণ করিতেছেন,এমনসময়ে,সহসা গরুড় আসিয়া চঞ্চুপুটদ্বারা হস্তির মস্তকে এরূপআঘাত করিল যে,শ্বেতরশ্মি বেগে আসিয়া,ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইল। রাজা সত্বর পৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইলে, হস্তী সংজ্ঞালাভ করিল; কিন্তু বার বার উঠিতে চেষ্টা করিয়াও উঠিতে পারিল না। পাঁচ দিন বিনা আহারে পড়িয়া রহিল। শ্বেতরশ্মির পীড়ায় রাজাও অতি দুঃখিত হইয়া অনাহারে থাকিলেন, এবং লোকপালদিগের নিকট এই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায় প্রার্থনা করিয়া, লোকপালদিগকে উপহার দিবার মানসে খড়্গাধারণ পূর্ব্বক আপন মস্তক ছেদনে উদ্যত হইলে, এই আকাশবাণী হইল, রাজন্!

শিরশ্ছেদন করিও না। কোন সাধ্বী স্ত্রী হস্তীর গাত্রে হস্তমার্জ্জন করিলেই হস্তী আরোগ্যলাভ করিবে।

রাজা এই অমৃততুল্য বাক্য শ্রবণমাত্র আপন প্রধান পত্নীকে আহ্বান করিয়া হস্তীর গাত্রস্পর্শনের আদেশ করিলেন। রাজপত্নী তদীয় শরীরে হস্ত-মার্জ্জন করিলেন, কিন্তু তাহাতে হস্তী উঠিতে পারিল না। অনন্তর অন্য পত্নীদিগকে আদেশ করিলে, ক্রমে সকলেই হস্তীর গাত্রস্পর্শ করিলেন, কিন্তু কাহার স্পর্শে হস্তী আরোগ্যলাভ করিল না। রাজা তখন নগর মধ্যে সাধ্বী স্ত্রীর অভাব বুঝিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। এই সময় তাম্রপর্ণীবাসী হর্ষগুপ্ত নামা এক বণিক্ সস্ত্রীক সেই নগরে উপস্থিত ছিল। সে এই বৃত্তান্ত শ্রবণমাত্র রাজার নিকট গমনপূর্ব্বক পরিচয় দিলে, রাজা বণিক্পত্নী শীলবতীকে অনুমতি দিলেন। শীলবতী হস্তীর গাত্রে হস্তমার্জনমাত্র হস্তী সুস্থ হইয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল। এই ব্যাপার দর্শনে সকলে চমৎকৃত হইয়া শীলবতীর ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল।

অনন্তর রাজা রত্নাধিপতি বণিক্দম্পতীর প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদানপূর্ব্বক রাজভবনের নিকট বাস করাইলেন; এবং স্বয়ং সমস্ত রাজমহিষীর সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া সকলের অন্নাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। অনন্তর রাজা শীলবতীকে আহ্বান করিয়া তৎপতি-হর্ষগুপ্তের সমক্ষে কহিলেন, হে সাধ্বি! যদি তোমার পিতৃকুলে তোমার মত সাধ্বী কন্যা থাকে, তবে আমার সহিত বিবাহ দাও। এতৎশ্রবণে শীলবতী কহিল রাজন্! তাম্রলিপ্ত নগরে রাজদত্তা নামে আমার এক ভগিনী আছে। সে অতিশয় রূপবতী ও সচ্চরিত্রা। যদি মহারাজের ইচ্ছা হয়, তবে তাহার পাণিগ্রহণ করুন।

রাজা শীলবতীর কথায় সম্মত হইয়া, তাহাদের সহিত সেই শ্বেতরশ্মির পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক আকাশপথে যাত্রা করিলেন, এবং তাম্রলিপ্ত নগরে উপস্থিত হইয়া হর্ষগুপ্তের ভবনে প্রবেশ করিলেন। পরে শীলবতী পিতামাতার নিকট ভগিনী রাজদত্তার বিবাহের প্রস্তাব করিলে, তাঁহারা সম্মত হইলেন এবং

শুভলগ্ন স্থিরীকরণার্থ গণকবর্গকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। গণকগণ আগমনপূর্ব্বক উভয়ের জন্মনক্ষত্র জিজ্ঞাসার পর গণনা করিয়া বলিল,রাজন্! তিন মাস পরে শুভলগ্ন আছে। আর আজ যে লগ্ন আছে, তাহাতে বিবাহ করিলে পত্নী সাধ্বী হইবে না। এখন মহারাজের যাহা অভিরুচি।

রাজা রাজদত্তার রূপে মোহিত, সুতরাং তিনি গণকদিগের এই কথা শুনিয়া তিন মাস একাকী থাকা অসম্ভব মনে করিলেন, এবং ভাবিলেন বিলম্বে প্রয়োজন নাই, আজই বিবাহ করিব। শীলবতীর ভগিনী কখনই নির্দ্দয় ও অসতী হইবেনা। সমুদ্র মধ্যে পুরুষ সমাগম শূন্য যে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে,সেই দ্বীপে এক অট্টালিকা নির্ম্মাণপূর্ব্বক কতকগুলি স্ত্রীলোকসহ রাজদত্তাকে রাখিয়া দিব। তাহাহইলেই রাজদত্তা অসতী হইবার আর কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। এই স্থির করিয়া সেই দিবসই রাজদত্তার পাণিগ্রহণ করিলেন; এবং সপরিবার হর্ষগুপ্ত ও নববধূর সহিত সেই করিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক রত্নকূটদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। সে রাত্রি সাধ্বী রাজদত্তার সহিত সুখসম্ভোগে অতিবাহিত করিলেন। পর দিবস প্রভাতমাত্র হস্তিবাহনে সমুদ্র মধ্যস্থ সেই দ্বীপে উপস্থিত হইয়া এক অট্টালিকা নির্ম্মাণপূর্ব্বক তন্মধ্যে রাজদত্তাকে রাখিয়া, কেবল কতকগুলি স্ত্রীকে রাজদত্তার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিলেন। বিশ্বাস কাহাকেও হয় না; যখন যে দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, তাহা হস্তী দ্বারা স্বয়ং আনিয়া দেন। রাত্রে রাজদত্তার নিকট থাকেন, প্রভাতে রত্নকূটে যাইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করেন।

একদা নিশাবসানে রাজদত্তা কুস্বপ্ন দেখিয়া রাজার অশুভ চিন্তাকরত অমঙ্গলনাশার্থ সুরাপান করিল। সেই সুরাপানে অতিশয় মত্ত হইয়া কোন প্রকারে রাজাকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইল না; কিন্তু রাজা রাজকার্য্যের অনুরোধে প্রিয়তমার নিষেধ বাক্য না শুনিয়া রত্নকূটদ্বীপে গমন করিলেন, এবং তথায় রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে,তাঁহার অন্তঃকরণ তাঁহাকে সর্ব্বদা এই বলিতে লাগিল যে, কেন তুমি রাজদত্তাকে একাকিনী ছাড়িয়া আসিলে? এদিকে রাজদত্তা সেই অগম্য স্থানে একাকিনী মত্ত হইয়া আছে, এবং পরিচারিকাগণ রন্ধ-

ণাদি কার্য্যে ব্যস্ত আছে, এমন সময় রমণীয়াকৃতি এক পুরুষ সহসা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। মত্তা রাজদত্তা তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে, কি নিমিত্তই বা এই অগম্য স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন? সে কহিল আমি বড় হতভাগা, পিতৃবিয়োগের পর জ্ঞাতিবর্গ আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিলে, আমি উদাসীন হইয়া পরের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলাম। এবং বহুকষ্টে কিছু অর্থসংগ্রহপূর্ব্বক বাণিজ্যার্থ দেশান্তর গমন করিলে, পথ মধ্যে তস্করেরা আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিল। তদনন্তর তুল্যাবস্থ কয়েকটী সঙ্গীর সহিত ভিক্ষা করিতে করিতে রত্নের আধারভূত সুবর্ণক্ষেত্র নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। তথায় রাজাকে নির্দ্দিষ্ট রাজকর দিতে স্বীকার করিয়া সকলে আকর হইতে রত্ন তুলিতে কৃতসংকল্প হইলাম। এক বৎসরকাল পরিশ্রম করিয়া সকলেই কিছু কিছু রত্ন পাইল, কেবল আমিই নিষ্ফল হইলাম, এজন্য অতিশয় দুঃখিতমানসে প্রাণত্যাগের বাসনায় সাগরতটে উপস্থিত হইয়া অগ্নি প্রবেশের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় জীবদত্ত নামা সমুদ্রযায়ী এক বণিক্ আমার নিকট উপস্থিত হইল, এবং আমার প্রতি সদয় হইয়া আমাকে মরণোদ্যোগ হইতে নিবারণ করিল। পরে মাসিক বেতন নির্দ্ধারণপূর্ব্বক আমাকে লইয়া সুবর্ণদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিল। পাঁচ দিন গমনের পর সহসা এক মেঘ উঠিয়া বৃষ্টির সহিত প্রবলবেগে যে ঝড় আরম্ভ হইল, সেই ঝড়ে আমাদের যান জলমগ্ন হইল। আমি একমাত্র কাষ্ঠফলক অবলম্বন করিয়া ভাসিতে ভাসিতে তীরে উত্তীর্ণ হইলাম, এবং কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া চতুর্দ্দিগে দৃষ্টিদানকরত বন মধ্যে এই অট্টালিকা দেখিতে পাইলাম। ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া ও প্রবিষ্ট হইয়া আপনার মোহিনীমূর্ত্তি দর্শন করিলাম। এই আমার বৃত্তান্ত। যেখানে স্ত্রী ও পুরুষ, নির্জনতা, মত্ততা এবং অতিনিযন্ত্রণরূপ পঞ্চাগ্নি বর্ত্তমান থাকে, সেখানে সুশীলতারূপ তৃণ কোন্ কার্য্যে লাগে? সেস্থলে কামিনী কখনই সতীত্ব রক্ষায় সমর্থ হয় না।

রাজদত্তা সেই বিপন্ন ব্যক্তির সমস্তবৃত্তান্ত আমূল শ্রবণ করিয়া সে সময় তাহাকেই কামনা করিল, এবং তাহার সহিত গ্রাম্য সুখভোগে নিমগ্ন হইল।

এই সময় রত্নাধিপতি উদ্বিগ্নচিত্তে রাজদত্তার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং শয়নগৃহ মধ্যে সহসা প্রবেশপূর্ব্বক রাজদত্তাকে পুরুষান্তরের সহিত শয্যায় শয়ান দেখিয়া ক্রোধান্ধ হইলেন। পরে খড়্গ নিষ্কাশনপূর্ব্বক দুরাচারকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন। আগন্তু রাজাকে আততায়ী দেখিয়া তাঁহার শরণাগত হইলে, রাজা অসিসংহারপূর্ব্বক বিনাশে বিরত হইলেন। এই ব্যাপার দর্শনে রাজদত্তাকে ভয়ে জড়ীভূত দেখিয়া, রাজা মনে মনে এই চিন্তা করিলেন,স্ত্রী যদি কদর্য্য সহৃৎ মদ্যের প্রতি আসক্ত হয়, তবে তাহার সতীত্ব কোথায় থাকে?

চঞ্চলা স্ত্রীজাতিকে হাজার রুদ্ধ করিয়া রাখিলেও কোন প্রকারে রক্ষা করা যায় না। যাহাহউক আজ গণকের কথা সপ্রমাণ হইল। আপ্তবাক্যে অপ-হেলা করিলে, পরিণামে অবশ্যই ক্লেশ পাইতে হয়। অথবা অদ্ভুত কর্ম্মা বিধাতার লিপি কেহই খণ্ডন করিতে পারে না। রাজা মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া ক্রমে ক্রোধ শান্ত করিলেন। এবং সেই আগন্তু ব্যক্তির সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। সেও গত্যন্তর না দেখিয়া পুনর্ব্বার সমুদ্রতটে উপস্থিত হইল, এবং সেই কাষ্ঠফলক অবলম্বন পূর্ব্বক সাগরসলিলে ঝাঁপ দিল, এবং আমাকে তুলিয়া লইয়া আমাকে বাঁচাও, এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল।

বিধির ঘটনায় এই সময় ক্রোধবর্ম্মা নামে এক বণিক্ সেই স্থান দিয়া বাণিজ্যার্থ যাইতে ছিল, সে তাহার সেই চীৎকার শ্রবণমাত্র দয়াবান হইয়া তাহাকে স্বীয় যানে তুলিয়া লইল। বিধাতা যাহার বিনাশের জন্য যে কারণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করে কাহার সাধ্য, সে জানিয়া শুনিয়াও সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। সেই উদ্ধৃত ব্যক্তি জীবনদাতা ক্রোধবর্ম্মার স্ত্রীর সহিত সঙ্গত হইয়া ক্রোধবর্ম্মা কর্তৃক সমুদ্রে পাতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

এদিকে রত্নাধিপতি সপরিবারে করিবর শ্বেতরশ্মির পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রত্নকূটদ্বীপে উপস্থিত হইলেন, এবং রাজদত্তাকে শীলবতীর হস্তে সমর্পণ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে তদীয় বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক কহিলেন, আমি অসার এবং বিরসভোগ সুখে আসক্ত হইয়া দুঃখের পরাকাষ্ঠা ভোগ করিলাম, অতএব এক্ষণে বনে

যাইয়া হরির শরণাগত হইব, আর এরূপ দুঃখের ভাজন হইব না। এই বলিয়া বিরত হইলেন।

পরে মন্ত্রিবর্গ ও শীলবতী রাজাকে অশেষ প্রকারে বুঝাইলেও, তিনি কিছুতেই আপন অধ্যবসায় হইতে বিরত হইলেন না। অনন্তর ধনাগারের অর্দ্ধেক সম্পত্তি শীলবতীকে, এবং অপরার্দ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন। তদনন্তর পাপভঞ্জন নামক বিপ্রকে সমস্ত রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক তপোবনগমনে উৎসুক হইয়া বাহন শ্বেতহস্তীকে আনয়ন করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, শ্বেতরশ্মি আনীতমাত্র গজরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেয়ূরশোভিত দিব্য গন্ধর্ব্বরূপ ধারণ করিল।

রাজা এতদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, গন্ধর্ব্ব কহিল, দেব! আমরা উভয়েই মলয়গিরিবাসী সহোদর, আমার নাম সোমপ্রভ, এবং আপনার নাম দেবভদ্র। রাজবতীনামে আপনার যে প্রেয়সী ভার্য্যা ছিলেন, তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া একদা আমার সহিত সিদ্ধবাস নামক স্থানে গমন করিয়াছিলেন। ভগবানের আরাধনান্তে সকলে মিলিয়া দেবসমক্ষে সঙ্গীত আরম্ভ করিলাম। ইত্যবসরে এক সিদ্ধপুরুষ তথায় উপস্থিত হইয়া অনিমিষলোচনে রাজবতীকে দর্শন করিতে লাগিল। এজন্য আপনি ঈর্ষ্যাপরবশ ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলে, সিদ্ধপুরুষ আপনার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া এই অভিসম্পাত করিল, রে মূঢ়! আমি গীত শ্রবণে সাশ্চর্য্য হইয়া তোমার পত্নীকে দর্শন করিতেছিলাম, কামবশতঃ নহে। কিন্তু যেমন তুমি আমার অসদভিসন্ধি অনুমান করিয়া আমাকে অকারণ ভৎর্সনা করিলে, তেমনি তুমি ঈর্ষ্যালু হইয়া সস্ত্রীক ভূতলে জন্মগ্রহণ করিবে, এবং এই ভার্য্যাকে পুরুষান্তরে আসক্ত ও সম্ভোগ করিতে দেখিবে।

এই বলিয়া সেই সিদ্ধপুরুষ বিরত হইলে, আমি তাহার প্রতি কুপিত হইয়া বালচাপল্যবশতঃ হস্তস্থ মৃণ্ময় শ্বেতহস্তী দ্বারা তাহাকে আঘাত করিলাম। আঘাতমাত্র সে আমার প্রতি কুপিত হইয়া এই শাপ দিল যে, যেমন তুই মৃণ্ময় হস্তী দ্বারা অকারণ আমাকে আঘাত করিলি, তেমনি তুইও ভূতলে

শ্বেতহস্তী হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিবি। এই বলিয়া যখন সিদ্ধপুরুষ বিরত হইল, তখন আপনি বিনীতবচনে সিদ্ধের অনুনয় করিলে, সে সদয় হইয়া এইরূপ শাপান্ত নির্দ্দেশ করিল যে, তুমি ঈশ্বরের প্রসাদে মনুষ্যভাবে দ্বীপের অধীশ্বর হইয়া এক সহস্র অশীতি রমণীর পতি হইবে। লোক সমাজে তাঁহাদের দুঃশীলতা প্রকাশ হইলে, মনুষ্যভূতা এই স্ত্রীকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিবে, ইহারও দুঃশীলতা প্রত্যক্ষ করিয়া বৈরাগ্য বশতঃ রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক যখন বনবাসী হইতে ইচ্ছা করিবে, সেই সময় তোমার অনুজ আমি গজরূপ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যরূপ ধারণ করিব। তৎপরে তুমিও ভার্য্যার সহিত শাপমুক্ত হইবে। দেব! এইরূপ আমাদের শাপ ছিল, অদ্য তাহার অবসান হইল।

অনন্তর রত্নাধিপতি ভ্রাতৃমুখে এই সমস্ত শ্রবণমাত্র পূর্ব্বজাতি স্মরণপূর্ব্বক কহিলেন, হায় এখন স্মরণ হইল! আমিই সেই দেবপ্রভ, আর এই রাজদত্তা আমার সেই পূর্ব্বতন রাজবতী। এই বলিয়া ভার্য্যার সহিত মানুষদেহ পরিত্যাগ করিলেন এবং সর্ব্বসমক্ষে গন্ধর্ব্বরূপ ধারণ করিয়া, আকাশপথে স্বীয় ভবন মলয়গিরিতে গমন করিলেন। আর সেই শীলবতী আপন চরিত্র মাহাত্ম্যে অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া তাম্রলিপ্তনগরে গমনপূর্ব্বক সুখে বাস করিতে লাগিল।

রত্নপ্রভা এই কথা সমাপ্ত করিয়া পুনর্ব্বার কহিল, আর্য্যপুত্র! ভুবন মধ্যে কোন ব্যক্তিই বলপূর্ব্বক স্ত্রীকে রক্ষা করিতে পারে না। কেবল স্ত্রীর একমাত্র বিশুদ্ধ স্বভাবই তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকে। অতএব ঈর্ষ্যা মনুষ্যের একমাত্র দুঃখের হেতু, এবং বিদ্বেষভাব একমাত্র পরনিন্দাদায়ী। এক ঈর্ষ্যা স্ত্রীদিগের রক্ষায় সমর্থ না হইয়া, অন্যের প্রতি ঔৎসুক্য পরিবর্দ্ধিত করে।

ইহা শুনিয়া নরবাহনদত্ত পরমাহ্লাদিত হইলেন — —

সপ্তত্রিংশ তরঙ্গ।

অনন্তর গোমুখ কহিলেন, যুবরাজ! সাধ্বী স্ত্রী যে অতিবিরল, তাহ

অযথার্থ নহে; তাহারা যে স্বভাবতঃ চঞ্চল ও অবিশ্বাসভাজন, তৎপ্রসঙ্গে একটী কথা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন।

উজ্জয়িনী নগরে নিশ্চয়দত্ত নামে এক বণিক্‌পুত্র বাস করিত। সে দ্যূতক্রীড়া দ্বারা প্রত্যহ বহুধন উপার্জ্জন করিয়া সিপ্রাসলিলে স্নান করিত, স্নানানন্তর ভগবান্ মহাকালেশ্বরের পূজা করিয়া ব্রাহ্মণ দরিদ্র এবং অনাথদিগকে ধনদান করিত। দানানন্তর অঙ্গরাগ ও আহারাদি সম্পন্ন করিত। তদনন্তর মহাকালের সন্নিহিত এক শ্মশানে যাইয়া অঙ্গলেপনার্থ তত্রস্থ এক শিলাময়স্তম্ভে বিলেপন দ্রব্য রাখিয়া তাহাতে পৃষ্ঠ ঘর্ষণ করিত। বহুদিন এইরূপ করাতে উক্ত স্তম্ভ বিলক্ষণ মসৃণ হইল। একদা এক চিত্রকর কোন রূপকারের সহিত সেই পথে যাইতে যাইতে উক্ত স্তম্ভে এক গৌরীমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া চলিয়া গেল।

অনন্তর এক বিদ্যাধর কন্যা ভগবান মহাকালের আরাধনার্থ তথায় উপস্থিত হইয়া গৌরীমূর্ত্তি দর্শন করিল, এবং নিকটে গমনপূর্ব্বক পূজা করিয়া বিশ্রামার্থ উক্ত স্তম্ভের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। ক্ষণকাল পরেই নিশ্চয়দত্ত তথায় আসিল, এবং স্তম্ভপৃষ্ঠে গৌরীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। পরে স্তম্ভৈকদেশে চন্দনাদি রাখিয়া পূর্ব্ববৎ পৃষ্ঠঘর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। বিদ্যাধর কন্যা অভ্যন্তর হইতে নিশ্চয়দত্তের মোহনরূপ দর্শনে মোহিত ও সানুরাগ হইয়া বাহুপ্রসারণপূর্ব্বক তদীয় পৃষ্টে চন্দনঘর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। নিশ্চয়দত্ত সহসা কঙ্কণশব্দ শ্রবণ ও হস্তপরামর্শসুখ অনুভব করিয়া বিদ্যাধরীর হস্ত ধারণ করিল। তখন বিদ্যাধরী স্তম্ভমধ্য হইতে কহিল, মহাশয়! আমি আপনার কি অপরাধ করিয়াছি, যে আপনি আমার হস্তধারণ করিলেন, অতএব সত্বর ছাড়িয়া দিন। নিশ্চয়দত্ত কহিল, তুমি কে? অগ্রে পরিচয় দাও, পরে তোমার হস্ত ছাড়িয়া দিব। বিদ্যাধরী কহিল, অগ্রে ছাড়িয়া দিউন, পরে সম্মুখস্থ হইয়া পরিচয় দিতেছি। অনন্তর নিশ্চদত্ত হস্ত ছাড়িলে, বিদ্যাধরী সম্মুখে উপস্থিত হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক কহিল, মহাশয়! হিমাচলস্থ পুষ্করাবতী নগরে বিন্ধ্যসর নামে এক বিদ্যাধর বাস করেন। আমি তাঁহারই কন্যা, আমার নাম

অনুরাগপরা। আমি ভগবানের আরাধনার্থ আসিয়া এই স্থানে বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় আপনি আসিয়া পৃষ্ঠবিলেপনে প্রবৃত্ত হইলে, আমি আপনাকে দর্শন করিলাম। কুসুমায়ুধের মোহনাস্ত্রস্বরূপ আপনার রূপলাবণ্য নিরীক্ষণমাত্র অগ্রে আমার হৃদয় রঞ্জিত হইল, পরে আমি আপনার পৃষ্ঠবিলেপনার্থ করপ্রসারণ করিলাম। তাহার পরেই আপনি আমাকে জানিতে পারিয়া আমার হস্তধারণ করিলেন। অতএব এক্ষণে আমাকে বিদায় দিলে গৃহে চলিয়া যাই।

এই বলিয়া অনুরাগপরা গমনোদ্যত হইলে, নিশ্চয়দত্ত তদীয় মনোহর রূপলাবণ্য অনিমিষলোচনে পানকরত কহিল, [illegible]! আমি তোমার হৃদয়কে হরণ করিয়াছি, একথা তুমি আপনিই স্বীকার করিয়াছ, এক্ষণে না ছাড়িয়া দিলে তুমি কি প্রকারে যাইতে পার? নিশ্চয়দত্তের এই কথা শুনিয়া অনুরাগপরা অতীব বশীভূত হইল এবং নিশ্চয়দত্তকে আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক পুষ্করাবতী নগরে যাইতে সবিশেষ অনুরোধ করিয়া প্রস্থান করিল।

অনন্তর নিশ্চয়দত্ত বিদ্যাধরীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া গৃহে গমনপূর্ব্বক সে দিবস অতিকষ্টে যাপন করিল, এবং পরদিন প্রত্যূষে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়া পথে উত্তরাপথযায়ী কতিপয় সঙ্গী প্রাপ্ত হইল। তাহাদের সহিত অনেকানেক নগর, গ্রাম, বন এবং নদ নদী উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে ম্লেচ্ছভূয়সী উত্তরভূমি প্রাপ্ত হইল। এবং দস্যুগণের হস্তে পতিত হইয়া তাহাদের প্রাণসংশয় উপস্থিত হইল। তখন নিশ্চয়দত্ত নিরুপায় ভাবিয়া ভক্তিভাবে ভবানীর যে স্তব করিতে আরম্ভ করিল, তাহাতেই তিনি তুষ্ট হইয়া সকলকে দস্যুহস্ত হইতে পরিত্রাণ করিলেন। পরে সকলে পুনর্ব্বার প্রস্থান করিয়া বহুদূর যাইলে, নিশ্চয়দত্তের সঙ্গীগণ ম্লেচ্ছদেশ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাপথাভিমুখে যাত্রা করিল; একারণ নিশ্চয়দত্ত একাকী পড়িল। একাকী পড়িয়াও অনুরাগপরার প্রেমপাশে আকৃষ্ট হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিল। যাইতে যাইতে পথে চারিজন সন্ন্যাসী তাহার সহিত মিলিত হইল। নিশ্চয়দত্ত তাহাদের সহিত বিতস্তা নদী উত্তীর্ণ হইয়া আহারাদি করিল।

আহারাদির পর বেলা অপরাহ্ন হইলেও তথা হইতে বহির্গত হইয়া সূর্য্যাস্ত সময়ে এক বনে প্রবেশ করিল এবং কিছুদূর অগ্রসর হইয়া কতিপয় কাষ্ঠ ভারিকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, ভারিকগণ কহিল, আপনারা এসময় আর অগ্রসর হইবেন না, সম্মুখে গ্রাম নাই, বনমধ্যে যে একমাত্র শিবালয় আছে, তাহা অতি ভীষণ স্থান। যে ব্যক্তি সেই মন্দিরের অভ্যন্তরে বা বাহিরে থাকে, তাহার আর বাঁচিবার প্রত্যাশা থাকে না। তথায় শৃঙ্গোৎপাদিনী নামে যে এক যক্ষিণী থাকে, সে শৃঙ্গোৎপাদনমন্ত্রপ্রভাবে মনুষ্যকে মুগ্ধ ও পশুবৎ করিয়া পরিশেষে ভক্ষণ করে। এক্ষণে আপনাদের যাহা অভিরুচি তাহা করুন। এই বলিয়া ভারিকগণ স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

অনন্তর সন্ন্যাসীরা কাষ্ঠভারিকগণের বাক্যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া নিশ্চয়-দত্তকে কহিল, মিত্র! আমরা পাঁচজন, আর সেই যক্ষিণী একাকিনী, অতএব সে আমাদের কি করিবে? আমরা শত শত অতিভীষণ ভীষণ শ্মশানে বাস করিয়া আসিয়াছি। এই বলিয়া সন্ন্যাসিগণ শিবালয়াভিমুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলে, নিশ্চয়দত্ত ও তাহাদের সহিত সেই শিবালয়ে উপস্থিত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং অঙ্গে ভস্মলেপনপূর্ব্বক ধুনি জ্বালাইয়া সকলে মিলিয়া আত্মরক্ষার্থ মন্ত্রযপ করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে নিশীথসময় উপ-স্থিত হইলে, শৃঙ্গোৎপাদিনী কঙ্কালবেণুবাদনপুরঃসর নাচিতে নাচিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইল, এবং অন্যতম সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক স্বীয় মন্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। মন্ত্রপ্রভাবে সন্ন্যাসীর শৃঙ্গ উঠিল। শৃঙ্গ উঠি-বামাত্র মোহিত হইয়া নৃত্য করত সেই অগ্নিকুণ্ডে পতিত হইল, এবং অগ্নিতে অৰ্দ্ধদগ্ধ হইলে, যক্ষিণী তাহাকে আকর্ষণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে ক্রমে এক একটী করিয়া তিন জনের প্রাণসংহারপূর্ব্বক ভক্ষণ করিল। চতুর্থ সন্ন্যাসীর ভক্ষণকালে আপন বেণুযন্ত্র ভূমিতে রাখিয়া ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইল। ইত্যবসরে নিশ্চয়দত্ত লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক সেই বেণু গ্রহণ করিয়া নৃত্য ও হাস্যের সহিত বেণুবাদনে প্রবৃত্ত হইল। যক্ষিণী বেণুবি-হনে জড়প্রায় ও মৃত্যবৎ হইয়া বিনীতভাবে নিশ্চয়দত্তকে কহিল, মহাশয়!

আমি স্ত্রীজাতি ও স্বভাবতঃ ভীরু। অতএব আমাকে বিনাশ করিবেন না। এক্ষণে আমি আপনার শরণাগত হইলাম, আপনি মন্ত্রপাঠ বন্ধ করুন। আমাকে রক্ষা করিলে, আমি আপনাকে এই দণ্ডে অনুরাগপরার নিকট লইয়া যাইব ও আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া দিব।

এই বলিয়া যক্ষিণী বিরত হইলে, নিশ্চয়দত্ত তদীয় বাক্যে বিশ্বাস করিয়া বেণুবাদনে নিবৃত্ত হইল। তদনন্তর যক্ষিণী নিশ্চয়দত্তকে স্কন্ধে করিয়া আকাশ-পথে অনুরাগপরার গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। বহুদূর যাইবার পর রাত্রি প্রভাত হইলে, যক্ষিণী এক পর্ব্বতকাননে উপস্থিত হইয়া নিশ্চয়দত্তকে কহিল, মহাশয়! সূর্য্যোদয়ের পর আর আমাদের আকাশসঞ্চরণে সামর্থ্য থাকে না। অতএব আপনি এই স্থানে থাকিয়া সুস্বাদু ফলমূল ও নির্ঝরবারি সেবন করিয়া দিন যাপন করুন; আমিও সংপ্রতি স্বস্থানে প্রস্থান করি। রাত্রিকালে পুনরাগমনপূর্ব্বক আপনাকে অনুরাগপরার নিকট পৌঁছিয়া দিব। এই বলিয়া নিশ্চয়দত্তের সম্মতিক্রমে তাহাকে সেই স্থানে রাখিয়া যক্ষিণী স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

অনন্তর একাকী নিশ্চয়দত্ত ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক সম্মুখে এক অপূর্ব্ব সরোবর দেখিয়া তাহার তীরে যাইল। কিন্তু সরোবরের জল আঘ্রাণ-মাত্র অন্তরে বিষ ও বাহিরে স্বচ্ছশীতলবারি, অনুমান করিল, একারণ পিপাসার্ত্ত হইয়াও উক্ত জলপানে বিরত হইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে পর্ব্বতের অধিত্যকায় আরোহণ করিয়া দেখিল, এক মর্কট ভূমি-নিখাত আছে, কেবলমাত্র তাহার চক্ষুদ্বয় জল্ জল্ করিতেছে। দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তথায় দণ্ডায়মান হইলে, মর্কট মনুষ্যবাক্যে কহিল, মহাশয়! আমি মানবজাতি, এবং ব্রাহ্মণ, কেবল বিধির বিড়ম্বনায় এইরূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছি। অতএব আপনি যদি কৃপা করিয়া আমাকে উদ্ধার করেন, তবে নিজ বৃত্তান্ত বলিয়া আপনার কৌতুক নিবারণ করি।

এই বলিয়া মর্কট বিরত হইলে, নিশ্চয়দত্ত কপিকে মনুষ্যবাক্যে কথা কহিতে শুনিয়া আরো বিস্মিত হইল, এবং বানরকে তৎক্ষণাৎ ভূমধ্য হইতে

উদ্ধৃত করিল। মর্কট উদ্ধৃতমাত্র নিশ্চয়দত্তের পদতলে পতিত হইয়া কহিল, আমি আপনার কৃপায় প্রাণ পাইলাম। দেখিতেছি আপনি ও পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, অতএব আমার সহিত আসিয়া শ্রমদূর করুন। আপনার প্রসাদে আজ আমারও পারণ হইবে। এই বলিয়া নিশ্চয়দত্তকে এক নদীতটে লইয়া গেল, এবং তটস্থ বৃক্ষ হইতে নানাবিধ সুস্বাদু ফল আহরণ করিয়া আনিল। পরে উভয়ে সেই ফল ভক্ষণ করিয়া স্রোতস্বতীর সুশীতল বারি পান করিয়া সুস্থ হইল। ক্ষণকাল পরে নিশ্চয়দত্ত তদীয় বৃত্তান্ত শ্রবণে ব্যগ্র হইলে, কপি আরম্ভ করিল।

আমি বারাণসীবাসী ব্রাহ্মণ, আমার নাম সোমস্বামী, আমার পিতার নাম চন্দ্রস্বামী এবং জননীর নাম সুবৃত্তা। আমি ক্রমে দুর্দম যৌবনাবস্থায় পদার্পণ করিয়া, নগরবাসী এক বণিক্‌কন্যার প্রেমে আবদ্ধ হইলাম। বণিক্‌তনয়ার নাম বন্ধুদত্তা। বন্ধুদত্তা মথুরাবাসী বরাহদত্ত নামা কোন বণিকের ভার্য্যা, বিবাহের পর হইতেই পিত্রালয়ে ছিল। বন্ধুদত্তার সহিত কিছুকাল আমোদ প্রমোদ চলিলে, তাহার স্বামী বরাহদত্ত তাহাকে লইতে আসিল। বন্ধুদত্তার জনকজননী জামাতার প্রার্থনায় অতীব আহ্লাদ প্রকাশ করিলে, বন্ধুদত্তার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। তখন সে আপন বিশ্বস্ত সখীকে ডাকিয়া কহিল, সখি! পতি আমাকে নিশ্চয়ই লইয়া যাইবেন। কিন্তু আমি সোমস্বামীকে ছাড়িয়া কখনই বাঁচিতে পারিব না। এক্ষণে ইহার উপায় কি বলিয়া দাও।

এই বলিয়া বন্ধুদত্তা বিশেষ কাতরতা প্রকাশ করিলে, সখী সুখযশা কহিল, সখি! তোমার কোন চিন্তা নাই। আমার নিকট যে দুইটি মন্ত্র আছে, তাহার একটী পড়িয়া গলায় সূত্র বান্ধিলে, মনুষ্য বানর হয়, এবং দ্বিতীয়টি পড়িয়া সূত্র খুলিলে বানর পুনর্ব্বার মনুষ্য হয়। কিন্তু মনুষ্য বানর হইলে, তাহার বুদ্ধিপ্রভৃতির কোনরূপ অন্যথাভাব হয় না। অতএব সখি! যদি তোমার মত হয়, তবে তুমি মন্ত্রবলে তোমার প্রিয়তমকে মর্কট শিশু করিয়া স্বচ্ছন্দে শ্বশুরভবনে লইয়া যাইতে পার। এক্ষণে মন্ত্র দুইটি শিখিয়া লও, তাহা হইলেই তোমার প্রিয়তমসম্ভোগের কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না।

বন্ধুদত্তা সুখযশার উপদেশে পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাহাই করিতে সম্মত হইল। পরে আমাকে নির্জনে ডাকিয়া উক্তরূপ বুঝাইলে, আমিও তাহাতে সম্মত হইলাম। তখন সুখযশা মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক আমার গলদেশে যেমন সূত্রবন্ধন করিল, অমনি আমি মর্কট হইলাম। তদনন্তর বন্ধুদত্তা আমাকে লইয়া পতি সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিল, নাথ! আমার সখি আমাকে এই মর্কট শিশুটি দিয়াছেন, অতএব আমি এইটীকে সঙ্গে লইয়া যাইব। এই বলিয়া আব্দার করিলে, সরল বরাহদত্ত আহ্লাদপূর্ব্বক লইয়া যাইতে অনুমোদন করিল। আমি জ্ঞানবান ও বাক্‌শক্তিসম্পন্ন হইয়া মর্কটভাবেই থাকিলাম। এবং মনে মনে স্ত্রীচরিত্রের অপার মহিমা আন্দোলন করত অন্তরেই হাসিতে লাগিলাম। আরো ভাবিলাম কামুক ব্যক্তির এইরূপ বিড়ম্বনা সচরাচর ঘটিয়া থাকে।

অনন্তর নির্দ্ধারিত দিনে বন্ধুদত্তা পতির সহিত মথুরাভিমুখে যাত্রা করিল। যাত্রাকালে বরাহদত্ত এক ভৃত্যের স্কন্ধে আমাকে চাপাইয়া দিল। তিন দিনের পর আমরা বানরপূর্ণ এক বনে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশমাত্র বানরপুঞ্জ আমাকে নরস্কন্ধে দর্শন করিয়া, আমাদের প্রতি সদলে ধাবমান হইল, এবং নিকটে আসিয়া আমার বাহনকে ক্ষতবিক্ষত করিলে, ভৃত্য আমাকে ফেলিয়া পলায়ন করিল। সেই অবকাশে বানরগণ আমাকে গ্রহণ করিল, বন্ধুদত্তার জীবাত্মা ওষ্ঠাগত হইল, সুতরাং বন্ধুদত্তা ও তাহার পতি আমাকে কাড়িয়া লইবার জন্য সদলে ধাবমান হইয়া বানরগণকে ঘোরতর আঘাত করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু কিছুতেই পরাস্ত করিতে না পারিয়া অগত্যা আমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল।

অনন্তর বানরগণ লোমোৎপাটনপূর্ব্বক আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া,ফেলিয়া গেল। পরে আমি কিছুকাল মৃতবৎ থাকিয়া শম্ভুর নামোচ্চারণ দ্বারা ক্রমে সবল হইলাম, এবং তথা হইতে পলায়নপূর্ব্বক এক নিবিড় বন আশ্রয় করিয়া বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইলাম। ক্রমে নানাবন পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে এই বনে উপস্থিত হইলাম। কিছুদিনপরে বিধির বিড়ম্বনায় আর এক ঘোরতর বিপদে পতিত হইলাম। একদা বর্ষাকালে এক হস্তিনী সহসা আসিয়া আমাকে

গুণদ্বারা ধারণপূর্ব্বক এই স্থানের বল্মীককর্দ্দমে পুঁতিয়া চলিয়া গেল। আমি সেই সামান্য কর্দ্দম হইতে উঠিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই উঠিতে পারিলাম না। তখন বোধ হইল, সে করিণী নহে, কোন দেবতা হইবে। যাহাহউক আমি উক্ত কর্দ্দমে পড়িয়া নিরন্তর ভগবান শম্ভুর নাম করত জীবিত রহিলাম, আমার ক্ষুধা বা তৃষ্ণা কিছুই রহিল না। এতকাল বিনা আহারে ছিলাম, তথাচ আমার বল যেমন তেমনিই আছে। যাহাহউক এক্ষণে আমার মর্কটত্ব মোচনের এই একমাত্র উপায় আছে। যখন কোন যোগিনী সেই সেই মন্ত্র পাঠ করিয়া আমার কণ্ঠ হইতে এই সূত্র খুলিয়া লইবে, সেই সময় আমি পুনর্ব্বার মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইব। বয়স্য! এই আমার বৃত্তান্ত। সংপ্রতি আপনার এই দুর্গম বনে আসিবার কারণ কি, শুনিতে ইচ্ছা করি।

অনন্তর নিশ্চয়দত্ত পূর্ব্বোক্তরূপ স্বীয় বৃত্তান্ত সোমস্বামীর নিকট বর্ণন করিলে, কপিরূপী সোমস্বামী কহিল, তবে আপনিও আমার ন্যায় স্ত্রীর জন্য কষ্টভোগ করিতেছেন। বয়স্য! স্ত্রী আর শ্রী কখনই সুস্থির থাকে না। স্ত্রীজাতি সন্ধ্যার ন্যায় ক্ষণরাগিণী, নদীর ন্যায় কুটিলাশয়া, ভুজঙ্গীর ন্যায় অবিশ্বাস্যা এবং বিদ্যুতের নিত্যচপলা। অতএব সেই বিদ্যাধরী আপনার প্রতি যে অনুরাগ দেখাইয়াছে তাহাও ক্ষণিক বলিয়া বিবেচনা করিবেন। সে যে দণ্ডে কোন স্বজাতীয়কে নায়ক পাইবে, তদ্দণ্ডে তোমাকে পরিত্যাগ করিবে। মিত্র! ইহার পরিণাম পর্য্যন্তবিরস। অতএব এ অধ্যাবসায় পরিত্যাগ করিয়া যক্ষিণীর স্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক উজ্জয়িনী নগরে প্রতিনিবৃত্ত হউন। আপনি আমার বাক্যে অবহেলা করিয়া কদাচ সেপর্য্যন্ত গমন করিবেন না; গমন করিলেই ঠকিতে হইবে। আমি অগ্রে বন্ধু বাক্য না শুনিয়া এখন অনুতাপ করিতেছি। হরিশর্ম্মা নামে আমার এক প্রিয় বন্ধু,— আমাকে বন্ধুদত্তার প্রেমে আসক্ত জানিয়া নিষেধ করত এই বলিয়াছিল, মিত্র! স্ত্রীর বশীভূত হইও না, স্ত্রীর অন্তঃকরণ অতিশয় দুর্ব্বোধ। এই বলিয়া যে একটি দৃষ্টান্ত কথা বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা আর এস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

হরিশর্ম্মা এই রূপ অনেক বুঝাইলেও আমি তদীয় বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব আপনিও অনুরাগপরার প্রতি অনুরাগ পরিত্যাগ করুন। স্ত্রীজাতি নিত্য নূতন নূতন পুরুষ চাহে। সুতরাং পরিশেষে আমার মত আপনারও অনুতাপ হইবে। কপিরূপী সোম-স্বামীর সেই কথা তৎকালে নিশ্চয়দত্তের মনে স্থান পাইল না। এ কারণ সে কহিল, অনুরাগপরা কখনই আমার প্রতি ভিন্নভাব করিতে পারিবে না। সে বিশুদ্ধ বিদ্যাধর-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। এই রূপ আলাপ করিতে করিতে রবি অস্তাচলে গমন করিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, যক্ষিণী আসিয়া উপস্থিত হইলে, নিশ্চয়দত্ত সোম-স্বামীর নিকট বিদায় লইয়া যক্ষিণীর স্কন্ধে আরোহণ করিল। যক্ষিণী বেগে গমন করিয়া নিশীথ রাত্রে পুষ্করাবতী নগরীতে উপস্থিত হইল। এ দিকে অনুরাগপরাও বিদ্যাপ্রভাবে নিশ্চয়দত্তের আগমন বুঝিতে পারিয়া প্রত্যুদ্গমনার্থ নগরের বহির্ভাগে আসিল। যক্ষিণী অনুরাগপরাকে আসিতে দেখিয়া কহিল, ঐ আপনার কান্তা আসিতেছেন, এক্ষণে আমি বিদায় হই, এই বলিয়া নিশ্চয়দত্তকে নামাইয়া দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। অনুরাগপরা প্রিয়তমের আগমনে পুলকিত হইয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক গান্ধর্ব্ববিধানে নিশ্চয়-দত্তকে পতিত্বে বরণ করিল, এবং পিতা মাতা না দেখিতে পান, এরূপ কৌশলে বিদ্যাবলে একটী বাটী নির্ম্মাণপূর্ব্বক উভয়ে বাস করিতে লাগিল।

অনন্তর নিশ্চয়দত্ত পথের ক্লেশ বর্ণন করিলে, অনুরাগপরা তাহার যথোচিত সেবা করিল। পরে সোমস্বামীর অদ্ভুত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তদীয় মর্কটত্ব মোচনের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, অনুরাগপরা কহিল, ওরূপ কার্য্য আমাদের সাধ্য নহে, যোগিনীদিগের মন্ত্র সাধ্য। তথাপি যেরূপে পারি তোমার মিত্রের মর্কটত্ব মোচনের উপায় করিব। ভদ্ররূপা নামে যে এক সিদ্ধযোগিনী আছে, তাহার সহিত আমার অত্যন্ত সৌহার্দ্দ, আমি তাহারই দ্বারা তোমার মিত্রের কপিত্ব মোচন করিব। এতৎশ্রবণে নিশ্চয়দত্ত অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া অনুরাগ-পরাকে সোমস্বামীর নিকট একবার যাইতে অনুরোধ করিলে, সে

তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল, এবং পর দিবস নিশ্চয়দত্তকে ক্রোড়ে লইয়া বিদ্যাপ্রভাবে আকাশমার্গে সোমস্বামীর নিকট উপস্থিত হইল।

সোমস্বামী মিত্র নিশ্চয়দত্তকে অনুরাগপরার সহিত উপস্থিত দর্শনে অভিনন্দনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া বসিতে অনুরোধ করিল। তদনন্তর তাহারা প্রণামপূর্ব্বক শিলাতলে উপবিষ্ট হইয়া তদীয় কুশল জিজ্ঞাসা করিল, এবং সোমস্বামীকে কপিত্ব মোচনের বিষয়ে নানাবিধ আশ্বাস প্রদান করিয়া পশ্চাৎ স্বস্থানে প্রস্থান করিল। পর দিবস নিশ্চয়দত্ত অনুরাগপরাকে পুনর্ব্বার সোমস্বামীর নিকট যাইতে অনুরোধ করিলে, অনুরাগপরা তাহাকেই স্বয়ং যাইতে কহিল,এবং তাহাকে আকাশগমনবিষয়িণী বিদ্যা প্রদান করিল। পরে নিশ্চয়দত্ত উক্ত বিদ্যাপ্রভাবে আকাশযানে কপির নিকট উপস্থিত হইয়া নানাবিধ কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল।

এদিকে অনুরাগপরা নিশ্চয়দত্তের গমনের পরেই বহির্গত হইয়া উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক বসিয়া আছে, এমন সময় এক বিদ্যাধর যুবক আকাশপথে সঞ্চরণ করত সেই স্থানে উপস্থিত হইল, এবং অনুরাগপরাকে দেখিয়াই বিদ্যাপ্রভাবে মনুষ্যানুরক্ত বলিয়া জানিতে পারিল। কিন্তু মদনবাণে জর্জরিত হইয়া অনুরাগপরার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, সে যুবককে অবলোকন করিয়া অবনতবদনে মৃদুস্বরে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। বিদ্যাধর কুমার কহিল,ভদ্রে! আমি বিদ্যাধর, আমার নাম রাগভঞ্জন। এইরূপ পরিচয় দিয়া পুনর্ব্বার কহিল, আমি তোমাকে সহসা দর্শন করিয়াই এক কালে মদনবাণে বিদ্ধ হইয়াছি, এবং গত্যন্তর না দেখিয়া তোমাতেই আত্মসমর্পণ করিয়াছি। অতএব যদি তোমার অভিরুচি হয় তবে,তোমার পিতা মাতা জানিবার পূর্ব্বেই মনুষ্যপতিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে বরণ কর। এই বলিয়া বিদ্যাধর রাগভঞ্জন বিরত হইলে, অনুরাগপরা তাহাকেই উপযুক্ত পতি জ্ঞান করত, তাহার প্রতি সাভিলাষ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলে, বিদ্যাধর অনুরাগপরাকে আলিঙ্গন করিয়া চলিয়া গেল।

অনন্তর নিশ্চয়দত্ত সোমস্বামীর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলে, অনুরাগ-

পরা শিরোবেদনার ছলে তাহাকে আলিঙ্গনাদি করিল না। এজন্য সরলচিত্ত নিশ্চয়দত্ত অনুরাগপরার পীড়া সত্য জ্ঞান করিয়া সে দিবস অতি কষ্টে অতিবাহিত করিল। পর দিবস প্রভাতমাত্র পুনর্ব্বার সোমস্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া বিষণ্ণভাবে উপবিষ্ট হইলে, সোমস্বামী বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। নিশ্চয়দত্ত অনুরাগপরার শারীরিক অসুস্থতাকেই বিষণ্ণতার কারণ বলিয়া নির্দেশ করিলে, জ্ঞানী মর্কট স্মিতমুখে কহিল, মিত্র! সমস্ত বুঝিয়াছি, এক্ষণে তুমি যদি সত্বর যাইয়া নিদ্রিত অনুরাগপরাকে ক্রোড়ে করিয়া আমার নিকট আনিতে পার, তবে তোমাকে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখাই।

ইহা শুনিয়া নিশ্চয়দত্ত যাইতে সম্মত হইল। ইত্যবসরে সেই বিদ্যাধর অনুরাগপরার নিকট আসিয়া অশেষবিধ সুখসম্ভোগের পর নিদ্রিত হইলে, অনুরাগপরা তিরস্করিণী বিদ্যাবলে তাহাকে ক্রোড় মধ্যে আচ্ছাদিত করিয়া স্বয়ং নিদ্রিত হইল।

অনন্তর নিশ্চয়দত্ত নভোমার্গে উড্ডীন হইয়া নিঃশব্দে অনুরাগপরার গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিল, অনুরাগপরা নিদ্রা যাইতেছে। সে তাহাকে সেই নিদ্রিতাবস্থায় ক্রোড়ে গ্রহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার উড্ডীন হইয়া সোমস্বামীর নিকট উপস্থিত হইল। উপস্থিতিমাত্র দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন সোমস্বামী যোগপ্রভাবে নিশ্চয়দত্তকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিলে, নিশ্চয়দত্ত অনুরাগপরার বক্ষোপরি সেই বিদ্যাধরকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, এবং বিস্মিত হইয়া ধিক্কার প্রদান করিলে, কপি তাহাকে তাহার যথার্থ তত্ত্ব বুঝাইয়া দিল।

অনন্তর নিশ্চয়দত্ত অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলে, বিদ্যাধর জাগরিত হইয়া আকাশে উড্ডীন ও তিরোহিত হইল। তদনন্তর অনুরাগপরাও জাগরিত হইয়া রহস্য ভেদদর্শনে সলজ্জভাবে অধোমুখী হইলে, নিশ্চয়দত্ত কহিল, পাপীয়সি! তুমি বিশ্বস্তের প্রতি এরূপ বঞ্চনা কেন করিলে? বুঝিলাম স্ত্রীচিত্ত অতিশয় চঞ্চল, এবং তাহার নিয়ন্ত্রণযুক্তি মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর। এই বলিয়া তাহাকে ভৎর্সনা করিলে, অনুরাগপরা নিরুত্তর হইয়া রোদন করত অন্তর্হিত হইল।

অনন্তর মর্কটসুহৃৎ কহিল, বয়স্য! আমার কথা না শুনিয়া যে অনুরাগ-

পরার অনুসরণ করিয়াছিলে, এখন তাহারই ফলস্বরূপ এই অনুতাপ সহ্য কর। সম্পত্তি আর স্ত্রী, উভয়ই চঞ্চল, তাহাদের প্রতি তিলার্দ্ধও বিশ্বাস নাই। অতএব এখন আর অনুতাপ করা বৃথা, শান্ত হও। বিধাতার ভবিতব্যতা কেহই খণ্ডন করিতে সমর্থ হয় না। এই বলিয়া সোমস্বামী বিরত হইলে, নিশ্চয়দত্ত শোকমোহাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্যভাবে মহাদেবের শরণাগত হইল, এবং উভয়ে সেই বনে একত্র বাস করিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে এক তাপসী যদৃচ্ছাক্রমে সেই বনে প্রবেশ করিলে, নিশ্চয়দত্ত তাহার নিকট উপস্থিত হইল, এবং প্রণামপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলে, তাপসী জিজ্ঞাসা করিল, এই ভীষণ বনে মর্কটের সহিত কিরূপে তোমার মিত্রতা হইল? নিশ্চয়দত্ত প্রথমে স্বীয়বৃত্তান্ত, তদনন্তর মিত্রবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া মিত্রের বানরত্বমোচনের জন্য অনুরোধ করিল। সর্ব্বজ্ঞ যোগিণী তথাস্তু বলিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক মর্কটের কণ্ঠ হইতে যেমন সূত্রটি খুলিয়া লইল, অমনি সোম-স্বামী বানররূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয়রূপ ধারণ করিল। অনন্তর সেই যোগিনী ক্ষণপ্রভার ন্যায় ক্ষণকাল মধ্যে অন্তর্হিত হইল।

অতঃপর নিশ্চয়দত্ত ও সোমস্বামী সেই বনে থাকিয়া ভূরি তপস্যা সঞ্চয়-পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিল। নরবাহনদত্ত স্ত্রীচাপল্য বিষয়ক এইরূপ নানাবিধ কথা শ্রবণ করিয়া পরিতুষ্ট হইলেন।

অষ্টচত্বারিংশতরঙ্গ।

অনন্তর মরুভূতি কহিলেন, দেব! স্ত্রীমাত্রেই নিতান্ত চপলা, একথা অশ্রদ্ধেয়, বেশ্যাকেও পরম সত্বসম্পন্ন দেখা গিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি কথা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন——

পাটলিপুত্র নগরে বিক্রমাদিত্য নামে এক রাজা ছিলেন। উক্ত রাজার পরম বন্ধু দুই রাজা ছিলেন। একের নাম হয়পতি এবং অন্যের নাম গজপতি। সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান নগরের অধিপতি রাজা নরসিংহ বিক্রমাদিত্যের প্রধান শত্রু ছিলেন। নরসিংহের অপর্য্যাপ্ত পদাতি সৈন্যসত্বেও, বিক্রমাদিত্য মিত্র-

দ্বয়ের গজবল ও অশ্ববলে দর্পিত হইয়া সসৈন্যে তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। এবং প্রতিষ্ঠান নগরের বহির্ভাগে সেনাসন্নিবেশিত করিলেন। রাজা নরসিংহ তদীয় আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র সসজ্জ হইয়া শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হইলে, উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর বিক্রমাদিত্যের সৈন্য ভগ্ন হইল। রাজা এবং তদীয় মিত্রদ্বয়ও রণে ভঙ্গ দিয়া স্ব স্ব দেশে পলায়ন করিলেন, রাজা নরসিংহ জয়শ্রী ভূষিত হইয়া বন্দীগণ সহ স্বপুরে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর বিক্রমাদিত্য নরসিংহকে বলে না পারিয়া কৌশলে পরাস্ত করিবার বাসনায়, লোক নিন্দার ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাপূরণে দৃঢ়সংকল্প হইলেন, এবং উপযুক্ত মন্ত্রীর হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক বুদ্ধিবর নামা প্রধান মন্ত্রী, এক শত রাজপুত্র, এবং পাঁচ জন বীরপুরুষের সহিত গুপ্তভাবে বহির্গত হইয়া কার্পটিক বেশে (মলিন বস্ত্রধারী ভিক্ষুক) প্রতিষ্ঠান নগরে প্রবেশ করিলেন। উক্ত নগরে মদনমালা নামে যে এক পরমসমৃদ্ধ বেশ্যা ছিল, তাহারই ভবনে অতিথি হইলেন। ভবন দেখিলে বেশ্যা ভবন বলিয়া কোন ক্রমেই বোধ হয় না, লোক জন দাস দাসী হস্তি অশ্ব এবং পতাকা দ্বারা পরিপূর্ণ।

রাজা ভবনের অপূর্ব্ব শোভা অবলোকন করত প্রতীহারভূমিতে উপস্থিত হইয়া মদনমালার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। মদনমালা সংবাদ পাইবামাত্র স্বয়ং আসিয়া রাজাকে অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া গিয়া যথেষ্ট সমাদরপূর্ব্বক বসিতে আসন প্রদান করিল। রাজা উপবিষ্ট হইয়া মদনমালার অলৌকিক রূপলাবণ্য এবং বিনয়াদি দর্শনে চমৎকৃত ও মোহিত হইলেন, এবং তাহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বিশ্রামের পর মদনমালা স্নান, পুষ্প, অনুলেপন, মহার্হবস্ত্র এবং আভরণ দ্বারা রাজার সবিশেষ সম্মান করিল, এবং অনুচরবর্গকে দৈনিক বৃত্তি প্রদানপূর্ব্বক রাজা ও মন্ত্রীকে নানাবিধ দ্রব্য আহার করাইল। পরে নানা আমোদে দিন কাটাইয়া রাত্রিকালে রাজহস্তে আত্মসমর্পণ করিল। রাজাও তদীয় সম্ভোগে পরিতুষ্ট হইলেন, এবং ছদ্মবেশে থাকিয়াও রাজোচিত দানাদি করত তাহার সহিত পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে রাজা

মদনমালার ধন ও যৌবন সম্ভোগ করিলে, মদনমালা আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিল, এবং পুরুষান্তরে পরাঙ্মুখ হইয়া কৌশলে রাজা নরসিংহেরও আগমন নিষেধ করিয়া দিল।

একদা রাজা বিক্রমাদিত্য মন্ত্রিবর বুদ্ধিবরকে নির্জনে ডাকিয়া কহিলেন, মদনমালা কি চমৎকার বস্তু। আমি ইহার এত সম্পত্তি ভোগ করিতেছি, তথাপি বিরক্তি নাই, বরং সন্তুষ্টই দেখিতেছি। অতএব কি প্রকারে ইহার প্রত্যুপকার করা যায়,তাহা উপদেশ দিউন। বুদ্ধিবর কহিলেন, মহারাজ! যদি আপনার প্রত্যুপকার করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে প্রপঞ্চবুদ্ধি নামক ভিক্ষু যে সমস্ত অমূল্য রত্ন আপনাকে দান করিয়াছে, আপনি তাহারই কিয়দংশ মদনমালাকে প্রদান করুন। রাজা কহিলেন, অমাত্য! যদি আমি ভিক্ষুদত্ত সমস্ত রত্নই মদনমালাকে প্রদান করি, তথাপি উহার ঋণপরিশোধ যাইবে না।

মন্ত্রী কহিলেন, দেব! সেই ভিক্ষু কি নিমিত্ত এত রত্ন দিয়া আপনার উপাসনা করিয়াছিল? শুনিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে। রাজা বুদ্ধিবরের প্রার্থনায় তাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

পূর্ব্বে ভিক্ষু প্রবঞ্চবুদ্ধি প্রত্যহ আমার নিকট আসিয়া এক একটী কৌটা উপহার দিয়া যাইত। আমি ও তাহা না খুলিয়া ভাণ্ডাগারিকের হস্তে প্রদান করিতাম, ভাণ্ডাগারিক ভাণ্ডারগৃহে রাখিয়া দিত। এইরূপ এক বৎসর চলিলে পর, একদিন তদ্দত্ত কৌটাটী দৈবাৎ আমার হস্ত হইতে ভূতলে পতিত ও ভগ্ন হইল, এবং তাহার অভ্যন্তর হইতে একটী মহামূল্য রত্ন বহির্গত হইল। তদ্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া আমি পূর্ব্বপ্রাপ্ত যাবতীয় কৌটা আনয়নের আদেশ করিলাম, আদেশ মাত্র ভাণ্ডাগারিক সেই সমস্ত আনিলে, তাহাদের অভ্যন্তর হইতে বহুরত্ন প্রাপ্ত হইলাম। পর দিবস প্রপঞ্চবুদ্ধি আসিলে, তাহাকে এতাদৃশ সেবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাতে সে কহিল, মহারাজ! আগামী কৃষ্ণচতুর্দ্দশী রাত্রে আমি শ্মশানে যাইয়া কোন বিদ্যাসাধন করিব; তদ্বিষয়ে বীরপুরুষের সাহায্য আবশ্যক, অতএব সেই সময়

আপনাকে আমার কিছু সাহায্য করিতে হইবে। আমি সেই জন্যই আপনার এত সেবা করিতেছি।—এই বলিয়া ভিক্ষু বিরত হইলে, আমি অকপট হৃদয়ে তদীয় প্রার্থনায় সম্মত হইলাম; পরে ভিক্ষু ও সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল।

অনন্তর কৃষ্ণচতুর্দ্দশী রাত্রি উপস্থিত হইলে, ভিক্ষুর প্রার্থনা আমার স্মরণ হইল, এজন্য আমি সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনান্তে ভোজন করিয়া প্রদোষসময়ের প্রতীক্ষায় রহিলাম। ইত্যবসরে দৈবাৎ আমার নিদ্রাকর্ষণ হইলে, ভক্তবৎসল ভগবান বিষ্ণু আমার প্রতি সদয় হইয়া আমাকে এই আদেশ করিলেন, বৎস! প্রপঞ্চবুদ্ধি মণ্ডলসাধনের অভিপ্রায়ে আছে, এজন্য সে তোমাকে শ্মশানে লইয়া গিয়া তোমার মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক ইষ্টদেবতাকে বলিপ্রদান করিবে। অতএব বৎস! এই জন্য তোমাকে অগ্রেই সাবধান করিয়া দিতেছি, সে যখন তোমাকে কিছু আদেশ করিবে, তখন তুমি, কিরূপ করিতে হইবে, তাহা দেখাইয়া দিতে কহিবে। তোমার কথায় সে যখন দেখাইতে যাইবে, সেই সময় তুমি খড়্গ দ্বারা তদীয় মস্তক ছেদন করিবে। তাহা হইলে, এই হইবে, সে যে অভিপ্রায়সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেই অভিপ্রায়সিদ্ধি তোমারই হইবে। এই আদেশ করিয়া ভগবান অন্তর্হিত হইলে, আমি জাগরিত হইয়া ভাবিলাম, আমি আজ হরির অনুগ্রহে জীবন পাইয়া সেই মায়াবীর জীবন হরণ করিব। এই স্থির করিয়া, প্রথম প্রহর অতীত হইলে, খড়্গহস্তে একাকী সেই শ্মশানে ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইলাম। শঠ ভিক্ষু আমাকে দেখিয়া পরমসমাদরপূর্ব্বক কহিল, রাজন! আপনি নেত্রনিমীলিত করিয়া অঙ্গপ্রসারণপূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করুন, তাহা হইলে উভয়েরই অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। আমি কহিলাম, আমি অজ্ঞ, অতএব যেরূপ করিতে হইবে, তাহা অগ্রে আমাকে দেখাইয়া দাও। ভিক্ষু আমার প্রার্থনায় সম্মত হইল, এবং নেত্রমুদ্রিত করিয়া অধোমুখে ভূতলে শয়ন করিল। যেমন শয়ন করিল, অমনি আমি অসি দ্বারা তদীয় মস্তক ছেদন করিলাম। তদনন্তর এই দৈববাণী হইল, রাজন্! এই পাপিষ্ঠ ভিক্ষুকে উপহার দিয়া ইহার ইষ্টসিদ্ধির ফলাধিকারী তুমিই হইলে। আমি ধনাধিপতি কুবের, তোমার ধৈর্য্য সন্দর্শনে

সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব কি প্রার্থনা কর, বল। এই বলিয়া কুবের আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলে, আমি প্রণামপূর্ব্বক কহিলাম, ভগবন্। যখন আমার বর লইবার ইচ্ছা হইবে, সেই সময় আপনাকে স্মরণ করিব, আপনি স্মরণমাত্র উপস্থিত হইয়া আমাকে বরপ্রদান করিবেন, উপস্থিত আমি কিছুই চাহি না। আমি এই বলিয়া বিরত হইলে, ধনপতি, তথাস্তু বলিয়া,অন্তর্হিত হইলেন। তদনন্তর আমিও সিদ্ধিলাভ করিয়া নভোমার্গে গৃহে চলিয়া আসিলাম। এই বৃত্তান্ত। এক্ষণে কুবেরের বর দ্বারা মদনমালার প্রত্যুপকার করিতে হইবে। এই বলিয়া বিক্রমাদিত্য মন্ত্রীপ্রভৃতিকে অগ্রে বিদায় দিয়া সে রাত্রিও মদনমালার সহিত আমোদে অতিবাহিত করিলেন।

পর দিবস প্রভাতমাত্র প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক জপ করিবার ছলে, একাকী দেবমন্দিরে প্রবেশ করিলেন, এবং ধ্যানপূর্ব্বক কুবেরকে স্মরণ করিলেন। ধনপতি স্মরণমাত্র উপস্থিত হইয়া রাজাকে দর্শন দিলে, রাজা এই বর প্রার্থনা করিলেন, দেব! আমাকে সুবর্ণময় পাঁচটী অক্ষয় পুরুষ প্রদান করুন, এবং এই করুন, যেন আবশ্যক হইলে, তাহাদের শরীর হইতে স্বর্ণ লওয়া যায়, অথচ আবার যেমন পুরুষ তেমনিই হয়। কুবের তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হইলে, রাজার সম্মুখে পাঁচটি সুবর্ণময় পুরুষ তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইল। তদনন্তর রাজা আপন প্রতিজ্ঞা স্মরণ করত হৃষ্টচিত্তে আকাশপথ দ্বারা পাটলি পুত্রনগরে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ববৎ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় মনোনিবেশ করিলেন; কিন্তু প্রতিষ্ঠান নগরের ব্যাপার বিস্মৃত হইলেন না।

এদিকে মদনমালা রাজার অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া তাঁহার অন্বেষণার্থ দেবমন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিল, তথায় রাজা নাই, কেবলমাত্র সুবর্ণময় পাঁচটি মহাকায় পুরুষ রহিয়াছে। তখন প্রিয়তমকে না পাইয়া বিষণ্ণমানসে এই চিন্তা করিল, প্রিয়তম কোন বিদ্যাধর বা গন্ধর্ব্ব হইবেন। বোধ হয় তিনি আমারই জন্য এই পাঁচটি স্বর্ণময় পুরুষ রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে প্রাণনাথ ব্যতিরেকে ইহা লইয়া কি করিব। এই চিন্তা করিয়া পরিজনবর্গকে বার বার তদীয় সংবাদ জিজ্ঞাসা করত দেবালয় হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক ইতস্ততঃ

অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু কুত্রাপি না পাইয়া প্রাণত্যাগে উদ্যত হইল।

অনন্তর মদনমালার সখীগণ তাহাকে অতিশয় অধীর ও মরণোদ্যত দেখিয়া নানাপ্রকার আশ্বাস প্রদান করিলে, মদনমালা প্রাণত্যাগে বিরত হইয়া, এই প্রতিজ্ঞা করিল, যদি ছয় মাসের মধ্যে প্রিয়তমকে না পায়, তবে সর্ব্বস্ব অগ্নিসাৎ করিয়া স্বয়ং বহ্নিপ্রবেশ করিবে। এইরূপ প্রতিজ্ঞা-রূঢ় ও একমাত্র রাজার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া মুক্ত হস্তে দান করিতে আরম্ভ করিল। এক দিন রাজদত্ত একটী সুবর্ণ পুরুষের হস্তদ্বয় ছেদন করিয়া বিপ্রসাৎ করিল। পর দিবস প্রাতঃকালে, তাহার যেমন হাত ছিল, তেমনিই দেখিয়া বিস্মিত হইল। তৎপরদিবস সকলের হাত ছেদন করিয়া অর্থিসাৎ করিল। আবার পর দিবস, তাহাদের যেমন হস্ত ছিল তেমনিই দেখিয়া সেই সুবর্ণময়পুরুষগুলিকে অক্ষয় বলিয়া স্থির করিল, এবং প্রতিদিন তাহাদের হস্ত ছেদনপূর্ব্বক অর্থীদিগকে দান করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপ দানশীলতায় মদনমালার কীর্ত্তি ক্রমেই সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে, পাটলীপুত্রবাসী সংগ্রামদত্ত নামা এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ মদনমালার নিকট গমনপূর্ব্বক ধন প্রার্থনা করিল। দানশীলা মদনমালা বিপ্রের বেদশাস্ত্রের সংখ্যা অনুসারে তাহাকে চারিটি হৈমহস্ত প্রদান করিল। সংগ্রামদত্ত এই অতিদানে পরমতুষ্ট হইল, কিন্তু মদনমালার পরিচারকবর্গের নিকট তদীয় কঠোর প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হইল। পরে সেই হস্ত চতুষ্টয় উষ্ট্রপৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া গৃহে পৌঁছিল; এবং রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! আমি এই নগরবাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার নাম সংগ্রামদত্ত, আমি ভিক্ষার্থ দক্ষিণাপথে গমন করিয়া প্রতিষ্ঠানপুরে উপস্থিত হইলাম, এবং তত্রস্থ অতিযশস্বিনী মদনমালা নাম্নী এক বারবনিতার নিকট অর্থী হইয়া শুনিলাম, কোন দিব্যপুরুষ তাহার নিকট কিছুকাল বাস করিবার পর তাহাকে পাঁচটি অক্ষয় সুবর্ণ পুরুষ প্রদানপূর্ব্বক অনাথিনী করিয়া গুপ্তভাবে চলিয়া গিয়াছেন। সেই জন্য বারবনিতা তদীয় বিরহে কাতর হইয়া প্রাণত্যাগে উদ্যত হইলে,

তদীয় পরিবারবর্গ তাহাকে অনেক বুঝাইয়া আপাততঃ মরণব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে। কিন্তু সে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, যদি ছয় মাসের মধ্যে তাঁহাকে না পায়, তবে অগ্নিপ্রবেশ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া মুক্তহস্তে ধনদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং আহারনিদ্রাদি পরিত্যাগ করিয়া দিন দিন কৃশ হইতেছে। মহারাজ! আমার মতে, যাহার জন্য কেহ মরিতে উদ্যত হয়, তাহাকে ত্যাগ করা তাহার উচিত নহে। যাহাহউক সেই রমণী আমার বেদের সংখ্যা অনুসারে আমাকে যে চারিটি সুবর্ণময় হস্তপ্রদান করিয়াছে, আমি সেই অর্থ দ্বারা যজ্ঞ করিবার মানস করিয়াছি। অতএব তদ্বিষয়ে মহারাজের সাহায্য নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে।

বিক্রমাদিত্য সংগ্রামদত্তের মুখে মদনমালার বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইয়া উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইলেন, এবং বিপ্রের সাহায্যার্থ প্রতীহারকে আদেশ করিয়া মন্ত্রীর হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক ব্যোমযানে পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠানপুরে পৌঁছিলে, মদনমালা জীবন পাইল। অশেষবিধ প্রণয়ালাপের পর, রাজা মদনমালাকে নির্জনে লইয়া গিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। পরে যে অভিপ্রায়ে সেই নগরে ছদ্মবেশে আসিয়াছিলেন, প্রপঞ্চসার ভিক্ষুকে নষ্ট করিয়া যেরূপে খেচরত্ব পাইয়াছেন, কুবেরের নিকট বর লইয়া যেরূপে তাহাকে সুবর্ণপুরুষ দান করিয়াছেন, এবং যেরূপে ব্রাহ্মণের নিকট তদীয় বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার তাহার নিকট আসিয়াছেন, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত মদনমালার নিকট এক এক করিয়া বর্ণনপূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! রাজা নরসিংহকে বলপূর্ব্বক জয় করা অসাধ্য। খেচর হইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে ভূচরকে বিনাশ করা, এবং ক্ষত্রিয় হইয়া অধর্ম্ম দ্বারা জয়লাভ করিতে ইচ্ছা করা, অতীব গর্হিত কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া, নরসিংহকে কৌশলে জয় করিবার জন্য ঐ সমস্ত কার্য্য সাধন করিয়াছি। এক্ষণে তুমি এবিষয়ে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিলেই ইষ্টসিদ্ধি হয়। এই বলিয়া গণিকার কর্ণে কর্ণে কর্ত্তব্য আদেশ করিলেন। গণিকাও তথাস্তু বলিয়া, দ্বারপাল, বন্দিগণ ও প্রতীহারকে ডাকিয়া রাজার আদেশমত কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়া সকলকে বিদায় দিল। পরে বিক্রমা-

দিত্যের সহিত পরমসুখে কালযাপন করত মুক্তহস্তে ভূরিদানে প্রবৃত্ত হইল।

এদিকে রাজা নরসিংহ মদনমালার দিগন্তব্যাপিনী বদান্যতা শ্রবণ করিয়া, একদিবস তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, প্রতীহার মদনমালার আজ্ঞানুসারে তাঁহাকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল না, সুতরাং নরসিংহ অবাধে বাহির্দ্বারে প্রবেশপূর্ব্বক একায়েক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। এই সময় দ্বারস্থ বন্দিগণ, হে দেব! রাজা নরসিংহ আপনার প্রতি ভক্তিমান্ ও প্রণত হইয়াছেন, উচ্চৈঃস্বরে বার বার এই কথা বলিলে, নরসিংহ কুপিত ও শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মদনমালার নিকট কে আছে? তাহারা কহিল, তথায় রাজা বিক্রমাদিত্য আছেন। এই উত্তর পাইয়া নরসিংহ ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তাশীল হইলেন, বুঝিলাম বিক্রমাত্য প্রথমতঃ দ্বারদেশে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা সূচিত করিয়া, তদনন্তর বলপূর্ব্বক অন্তরে প্রবেশ করিয়া অদ্যই আমাকে পরাস্ত করিলেন। ভোঃ' বিক্রমাদিত্য! তোমার তেজস্বিতাকে ধন্য। এখন গৃহাগত তোমাকে বলপূর্ব্বক বিনাশ করা নিতান্ত অযুক্ত। এই ভাবিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক বিক্রমাদিত্যের সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র, বিক্রমাদিত্য স্মিতমুখে গাত্রোত্থান করিয়া নরসিংহের গলে বাহুপাশ বিস্তারিত করিলেন, পরে উভয়ে উপবিষ্ট হইয়া পরস্পর কুশলজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর নরসিংহ কথাপ্রসঙ্গে বিক্রমাদিত্যকে সুবর্ণ পুরুষের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, বিক্রমাদিত্য আমূল সমস্ত বর্ণন করিলেন। তৎশ্রবণে নরসিংহ বিক্রমাদিত্যকে মহাবলপরাক্রান্ত ও বিধানচারী জ্ঞান করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রত্ব প্রার্থনা করিলে, বিক্রমাদিত্য সম্মত হইয়া নরসিংহের সহিত মিত্রত্ব সম্পাদন করিলেন, পরে নরসিংহ তাঁহাকে রাজধানীতে লইয়া গিয়া যথোচিত সেবা করিয়া বিদায় দিলেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য এইরূপে দুস্তর প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মদনমালার গৃহে আগমনপূর্ব্বক গৃহে যাইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। ইহা শুনিয়া মদনমালা তদীয় বিরহযন্ত্রণা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া স্বীয়ভবন দ্বিজসাৎ

করত রাজার সহিত যাইবার প্রস্তাব করিল। বিক্রমাদিত্য তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলে, মদনমালা সর্ব্বস্ব সম্প্রদান করিল। পরে রাজা তদীয় হস্ত্যশ্ব এবং পদাতি সৈন্যে পরিবৃত হইয়া মদনমালার সহিত রাজধানী প্রস্থান করিলেন, এবং নরসিংহের সহিত সৌহার্দ্দ নিবন্ধন পরমসুখী হইয়া সুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

মরুভূতি এই কথা সমাপ্ত করিয়া কহিলেন, দেব! যখন বেশ্যাকেও রাজমহিষীর ন্যায় সুশীল ও দৃঢ়ানুরক্ত দেখা যাইতেছে, তখন কুলকামিনীরাও যে তাদৃশ হয় না, একথা অগ্রাহ্য। নরবাহন মরুভূতির কথায় অনুমোদন করিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন——

ঊনচত্বারিংশতরঙ্গ।

অনন্তর হরিশিখ কহিলেন, দেব! শ্রবণ করুন। বর্দ্ধমান নগরে বীরবাহু নামে অতিধার্ম্মিক এক রাজা ছিলেন। রাজার এক শত স্ত্রীর মধ্যে গুণবরা নাম্নী মহিষীই প্রিয়তমা ছিলেন। রাজমহিষীরা সকলেই পুত্রহীন হওয়ায়, রাজা শ্রুতবর্দ্ধন নামা এক বিজ্ঞ বৈদ্যকে ডাকাইয়া পুত্রোৎপত্তির ঔষধ জিজ্ঞাসা করিলে, বৈদ্য একটি বন্যছাগ প্রার্থনা করিল।

বীরবাহু বৈদ্যরাজের আদেশমত তৎক্ষণাৎ এক ছাগ আনাইয়া দিলে, সে ছাগকে ছেদন করিল, এবং পাচক দ্বারা তাহা রন্ধন করাইয়া রাজমহিষীদিগকে একত্র হইতে আদেশ করিল। তৎকালে গুণবরা দেবার্চ্চনার্থ রাজার নিকট থাকিলে, গুণবরা ভিন্ন সকলেই একত্রিত হইলেন। বৈদ্যরাজ গুণবরার অপেক্ষা না করিয়া সেই মাংস কাথে এক চূর্ণ মিশ্রিত করিল, এবং তাহা সকলকে বিভাগ করিয়া দিল। সুতরাং গুণবরার জন্য কিছুই অবশিষ্ট রহিল না।

অনন্তর দেবার্চনা সমাপন হইল, রাজা গুণবরার সহিত আগমনপূর্ব্বক, মাংসকাথ নাই; দেখিয়া অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলে, বৈদ্যরাজ বড়ই লজ্জিত হইল, এবং সত্বর সেই ছাগশৃঙ্গের কাথ প্রস্তুত করাইয়া রাজাকে কহিল, মহা-

রাজ! এই শৃঙ্গকাথেই মহারাজের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। এই বলিয়া তাহাতে চূর্ণ প্রক্ষেপপূর্ব্বক গুণবরাকে সেবন করাইয়া রাজাকে সন্তুষ্ট করিল।

কিছুদিন পরেই রাজমহিষীরা গর্ভবতী হইয়া যথাসময়ে এক এক পুত্র প্রসব করিলেন, এবং সর্ব্বশেষে গুণবরাও সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত একটি নবকুমার প্রসব করিলেন। রাজা পুত্র জন্মনিবন্ধন মহোৎসব বিস্তারিত করিয়া কুমার দিগের নামকরণ করিলেন। শৃঙ্গকাথ ভক্ষণ করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র জন্মিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার নাম শৃঙ্গভুজ রাখিলেন। পিতার বিশিষ্টরূপ যত্নে সকলেই দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে যৌবনাবস্থায় পদার্পণপূর্ব্বক সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইলেন; বিশেষতঃ শৃঙ্গভুজ কনিষ্ঠ হইয়াও রূপে কামসদৃশ, পরাক্রমে ভীমসদৃশ, এবং ধনুর্ব্বেদে অর্জ্জুন তুল্য হইলেন। রাজার অন্যান্য মহিষীগণ কনিষ্ঠকে সর্ব্বগুণসম্পন্ন দেখিয়া অত্যন্ত ঈর্ষ্যান্বিত হইলেন; এবং শপথপূর্ব্বক সকলে একমত হইয়া গুণবরার দোষোদ্‌ঘাটনের চক্রান্তে লিপ্ত হইলেন।

একদা যশোলেখা নাম্নী রাজমহিষী সপত্নীগণের সহিত মিলিত হইয়া রাজসমীপে গমনপূর্ব্বক বিষণ্ণবদনে কহিলেন, আর্য্যপুত্র! যে ঘটনা উপস্থিত তাহা আপনার নিকট ব্যক্ত করিলে, আপনার অসহ্য হইবে। যিনি পরের গ্লানি নিবারণে দীক্ষিত, তিনি কি প্রকারে আত্মগ্লানি সহ্য করিবেন? আপনার অন্তঃপুররক্ষক সুরক্ষিতের সহিত ভগিনী গুণবরার প্রসক্তিবার্ত্তা অন্তঃপুরের সর্ব্বত্র প্রচার হইয়াছে। রাজা যশোলেখার নির্ঘাতসদৃশ এই কথা শ্রবণমাত্র ম্রিয়মাণ হইয়া ক্ষণকাল তূষ্ণীংভাবে রহিলেন, পরে প্রত্যেক মহিষীর নিকট যাইয়া তাহার তথ্যানুসন্ধান করিলে, সকলেই অম্লানবদনে তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন। কিন্তু সুচতুর ও জিতেন্দ্রিয় রাজা এরূপ প্রবাদ অসম্ভব বলিয়া স্থির করিলেন, এবং ইহার পরিণাম দেখিবার জন্য উপস্থিত, কৌশলে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবার বাসনা করিলেন।

পর দিবস সভাস্থ হইয়া সুরক্ষিতকে সর্ব্বসমক্ষে আহ্বানপূর্ব্বক কৃত্রিম

কোপসহকারে কহিলেন, পাপিষ্ঠ! তুমি যে ব্রহ্মহত্যা করিয়াছ, তাহা আমি জানিয়াছি। অতএব তুমি যাবৎকাল তীর্থ ভ্রমণ করিয়া না আসিবে, তাবৎ কাল তোমার মুখ দর্শন করিব না। নির্দ্দোষ সুরক্ষিত সহসা এই অপবাদ শ্রবণে ভ্রান্তচিত্ত হইয়া তাহাতে অস্বীকার করিলে, রাজা পুনর্ব্বার কহিলেন আর ওকথা লইয়া তর্ক করিও না, সত্বর কাশ্মীর দেশে গমন কর, এবং তত্রত্য বিজয়ক্ষেত্র, নন্দিক্ষেত্র এবং বরাহক্ষেত্রাদি পর্য্যটন করিয়া আত্মপাপ ক্ষালন করিয়া আইস, এই বলিয়া সুরক্ষিতকে তীর্থ যাত্রায় বিদায় করিলেন। সুরক্ষিত নিষ্পাপ হইলেও রাজাজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীর্থ পর্য্যটনে প্রস্থান করিল।

অনন্তর রাজা গুণবরার নিকট গমন করিয়া সস্নেহ, সকোপ এবং দুঃখিত ভাবে উপবিষ্ট হইলেন। পতিব্রতা গুণবরা পতির এতাদৃশ ভাবান্তর দর্শনে ব্যাকুল হইয়া, ভাবান্তরের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা কপটভাবে কহিলেন, 'প্রিয়ে! আজ কোন মহা জ্ঞানী পুরুষ আমার নিকট আসিয়াছিলেন। তিনি তোমাকে কোন ভূমধ্যস্থ গৃহে নির্ব্বাসিত করিয়া আমাকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে কহিলেন, নচেৎ রাজ্যনাশের সম্ভাবনা।

পতিহিতৈষিণী গুণবরা পতির মুখে রাজ্যনাশের কথা শ্রবণ করিয়া সভয়ে কহিলেন, 'আর্য্যপুত্র যদি এরূপ হয়, তবে এই দণ্ডে আমাকে ভূমধ্যস্থ গৃহে নির্ব্বাসিত করুন। আমি প্রাণ দিলেও যদি আপনার হিত-সাধন হয়, তবে তাহাও দিতে সম্মত আছি। কারণ পতিই পতিব্রতাদিগের ঐহিক পারত্রিকের একমাত্র গতি। রাজা পত্নীর এইরূপ উদার বাক্য শ্রবণ করিয়া সাশ্রুলোচনে এই চিন্তা করিলেন, বোধ হয় এবিষয়ে উভয়েই নির-পরাধী। আমি যখন সুরক্ষিতকে ব্রহ্মহত্যার অপবাদ দিয়া দেশত্যাগের আদেশ করিলাম, তখন তাহার কিছুমাত্র বিকৃতভাব লক্ষিত হয় নাই। যাহাহউক উপস্থিত অপবাদ নিশ্চয়রূপ না জানিয়া এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বড়ই কষ্টকর হইতেছে। এই বিবেচনা করিয়া দুঃখসহকারে রাজ-মহিষীকে অন্তঃপুরমধ্যস্থ এক সুগম ভূগৃহে নির্ব্বাসিত করিলেন। গুণবরা

পতির হিতজ্ঞানে সেই ভূগৃহকেই স্বর্গ জ্ঞান করত তন্মধ্যে বাস্ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজপুত্র শৃঙ্গভুজ মাতার প্রতি পিতার এইরূপ অসদাচরণে বিষণ্ন হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা রাজ্ঞীকে যাহা বলিয়া বুঝাইয়াছিলেন, পুত্রকেও সেই কথা বলিয়া বুঝাইলেন।

যশোলেখা এইরূপে সপত্নী গুণবরাকে ভূগৃহে নির্ব্বাসিত কবিয়া তৎপুত্র শৃঙ্গভুজকেও কৌশলে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য পুত্র নির্ব্বাসিতভুজকে অনুরোধ করিলেন। নির্ব্বাসিতভুজ মাতৃ আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া অন্যান্য ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া শৃঙ্গভুজকে এইরূপে নির্ব্বাসিত করিল।

অগ্নিশিখ নামে এক রাক্ষস বকরূপে লোকসমাজে মনুষ্য সংহার করিত। একদা সেই রাক্ষস ক্রৌঞ্চরূপে রাজপ্রাসাদের শৃঙ্গোপরি উপবিষ্ট হইলে, এক ক্ষপণক সহসা উপস্থিত হইয়া উক্ত বৃত্তান্ত রাজকুমারদিগকে বলিয়া দিল। তৎশ্রবণে রাজপুত্রগণ বাণবর্ষণ দ্বারা বককে মারিতে উদ্যত হইলেন, অথচ কিছুই করিতে পারিলেন না। তখন সেই ক্ষপণক শৃঙ্গভুজকে বকবিনাশে সমর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, রাজপুত্রগণ এই সুযোগে শৃঙ্গভুজকে নির্ব্বাসিত করিবার মানসে তাঁহার হস্তে পিতার ধনুর্ব্বাণ প্রদান পূর্ব্বক সেই মায়াবীকে বিনাশ করিতে অনুরোধ করিলেন। শৃঙ্গভুজ শরাসনে শরসন্ধান করিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিলে, সে বাণসহ পলায়ন পূর্ব্বক বনে প্রবেশ করিল। এখন ধূর্ত্ত নির্ব্বাসিতভুজ অন্যান্য ভ্রাতৃবর্গের সহিত একমত হইয়া শৃঙ্গভুজকে পিতার স্বর্ণবাণ আনিয়া দিতে অতিশয় নির্ব্বন্ধ করিয়া কহিল যে, যদি তুমি বাণ না আনিয়া দাও তবে, তোমার সম্মুখে আত্মঘাতী হইব। শৃঙ্গভুজ ভ্রাতৃবর্গের এই কথা শ্রবণ করিয়া পিতৃবাণ অনিয়া দিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইল, এবং আপন ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক বকের মার্গানুসরণ করত সেই দিকে প্রস্থান করিল। অনন্তর বৈমাত্র সহোদরগণ হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব মাতৃগণের নিকট গমন করিয়া আপনাদের চক্রান্ত বর্ণন করিলে, তাঁহারা বড়ই তুষ্ট হইলেন।

শৃঙ্গভুজ বকের রুধিরধারা অনুসারে গমন করত এক অটবী মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক এক অপূর্ব্ব নগর দর্শন করিল। এবং শ্রমাপনোদনের জন্য নগরোপকণ্ঠস্থ এক উদ্যানতরুতলে উপবিষ্ট হইল। ক্ষণকাল পরে আশ্চর্য্যরূপা এক কন্যা সহসা তাহার সম্মুখস্থ হইলে, শৃঙ্গভুজ তাহার পরিচয়, নগর ও নগরস্বামীর নাম জিজ্ঞাসা করিল এবং তথায় আগমনের কারণ জানিতে ইচ্ছা করিল।

কন্যা শৃঙ্গভুজের প্রতি কটাক্ষ করিয়া সাশ্রুলোচনে ও মধুর বচনে কহিল ভদ্র! এই নগরের নাম ধূমপুর, অগ্নিশিখনামা রাক্ষস তাহার স্বামী, এবং আমি তাঁহার কন্যা আমার নাম রূপশিখা। আমি উদ্যান পর্য্যটনে আসিয়া আপনার রূপে মোহিত হইয়াছি, অতএব পরিচয় দিয়া আমার কৌতুক শান্ত করুন। শৃঙ্গভুজ রূপশিখার প্রার্থনায় আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক কহিল, আমি এক বককে বাণবিদ্ধ করিলে, সে আমার বাণসহ পলায়ন করিয়াছে। এজন্য আমি সেই বাণের জন্য এখানে আসিয়াছি।

রূপশিখা কহিল 'মহাশয়! সত্যই আমার পিতা বকরূপে ত্রিভুবন পর্য্যটন করেন, তাঁহাকে বিনাশ করে এমন লোক জগতে নাই। অতএব আপনি যখন বকরূপী পিতাকে বাণবিদ্ধ করিয়াছেন, তখন আপনার সদৃশ বলবান ভূতলে দ্বিতীয় নাই। পিতা সেই বিদ্ধ স্বুবর্ণময় শর অবলীলাক্রমে সহ্য করিয়াছেন, এবং তাহা উৎপাটনপূর্ব্বক বিশল্যকরণী নামক মহৌষধি দ্বারা আরোগ্যলাভ করিয়া সুস্থ হইয়াছেন। যাহাহউক, আমি অদ্য হইতে আপনাকে আর্য্যপুত্র সম্বোধন করিয়া আপনার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলাম, আপনি আমাকে বিবাহ করিয়া আমার মনোরথ সিদ্ধ করুন। আপনি এই স্থানেক্ষণকাল অপেক্ষা করুন আমি সত্বর পিতার অনুমতি লইয়া আগমন পূর্ব্বক আপনাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইব।

এই বলিয়া রূপশিখা দ্রুতপদে পিতৃসমক্ষে উপস্থিত হইল, এবং অগ্নিশিখের নিকট শৃঙ্গভুজের আগমন ও সমস্ত গুণগ্রাম বর্ণনপূর্ব্বক তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়া কহিল, যদি তাহা না হয় তবে, নিশ্চয় প্রাণ ত্যাগ করিবে।

অনন্তর অগ্নিশিখ কন্যার এই বাক্য শ্রবণে সম্মত হইয়া শৃঙ্গভুজকে তাহার নিকট আনিতে আদেশ করিল। রূপশিখাও পিতৃবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া শৃঙ্গভুজের নিকট গমন ও সমস্ত বর্ণনপূর্ব্বক তাহাকে রাক্ষসের নিকট লইয়া গেল। শৃঙ্গভুজ প্রণাম করিয়া তৎসমক্ষে দণ্ডায়মান হইলে, রাক্ষস সাদর-বচনে কহিল, রাজপুত্র! যদি তুমি আমার বাক্য কদাচ উল্লঙ্ঘন না কর, তবে আমি তোমাকে কন্যা সম্প্রদান করিব। শৃঙ্গভুজ স্বীকৃত হইলে, রাক্ষস তাহাকে স্নান করিয়া আসিতে আদেশ করিয়া, রূপশিখাকে তদীয় ভগিনী গণকে আনিতে পাঠাইল।

পথে রূপশিখা শৃঙ্গভুজকে কহিল, আর্য্যপুত্র! আমরা একশত ভগিনী অবিবাহিত আছি, আমাদের সকলেরই রূপ ও বসনভূষণ একরূপ। এবং সকলেরই কণ্ঠে এক রকমের হার আছে; এজন্য আপনাকে বঞ্চনা করিবার জন্য পিতা সকলকে একত্র করিয়া তন্মধ্য হইতে আমাকে বাছিয়া লইতে অনুরোধ করিবেন। অতএব সেই সময় আমি আমার কণ্ঠস্থ হার মস্তকে তুলিব, আপনি সেই সঙ্কেতে আমাকে চিনিয়া আমার গলে বনমালা নিক্ষেপ করিবেন। আমার পিতা ভূতপ্রায় তাঁহার কাণ্ডজ্ঞান নাই। অতএব পিতা আপনাকে বঞ্চনা করিবার জন্য যখন যাহা আদেশ করিবেন, আপনি সে সমস্তই স্বীকার করিয়া আমার নিকট আসিয়া বলিবেন, আমি তাহার প্রতিবিধান করিব। এই বলিয়া ভগিনীগণের নিকট যাইল, এবং সকলকে লইয়া পুনর্ব্বার পিতার নিকট উপস্থিত হইল।

এদিকে শৃঙ্গভুজও স্নানান্তে অগ্নিশিখের নিকট উপস্থিত হইলে, অগ্নিশিখ এক গাছি বনমালা তাহার হস্তে প্রদান করিয়া কহিল, এই মালা তোমার প্রিয়তমার গলদেশে প্রদান কর। শৃঙ্গভুজ মালা হস্তে কন্যাশ্রেণীর নিকট গমন করিল। সঙ্কেতকারিণী রূপশিখা গলার হার মস্তকে উত্তোলন করিলে, শৃঙ্গভুজ সেই বনমালা তাহার গলায় প্রদান করিল। তদনন্তর অগ্নিশিখ পরদিবস প্রাতে বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া কন্যাগণের সহিত শৃঙ্গভুজকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিল।

ক্ষণকাল পরেই শৃঙ্গভুজকে ডাকিয়া তাহাকে দুইটি বৃষ প্রদান করিল, এবং পুরবহিঃস্থিত ক্ষেত্রকর্ষণপূর্ব্বক তাহাতে সপ্ত খারী পরিমিত তিল বপন করিতে আদেশ করিল। শৃঙ্গভুজ, তথাস্তু বলিয়া রূপশিখার নিকট গমনপূর্ব্বক তদীয় পিতার অদ্ভুত আদেশ বর্ণন করিলে, রূপশিখা তাহাকে ভরসা দিয়া ক্ষেত্রে প্রেরণ করিল। রাজকুমার ক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক রাশীকৃত তিল দেখিয়া ভীত হইল। রূপশিখা মায়াবলে ভূমিকর্ষণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সমস্ত তিল বপন করিয়া শৃঙ্গভুজের উদ্বেগ শান্ত করিল।

শৃঙ্গভুজ রূপশিখার মায়াবলসাধিত কার্য্যজাত সন্দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও চমৎকৃত হইল। পরে অগ্নিশিখের নিকট গমন করিয়া কহিল, মান্য! আপনার আদেশ সম্পন্ন হইয়াছে। বঞ্চক রাক্ষস পুনর্ব্বার তাহাকে যেরূপ দুরূহ কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে, তাহা শুনিলে পাঠক হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। এবার, ক্ষেত্রে যে সমস্ত তিল বপন করা হইয়াছে, তাহা সদ্য রাশীকৃত করিবার আদেশ হইল। শৃঙ্গভুজ তথাস্তু বলিয়া রূপশিখার নিকট গমনপূর্ব্বক রাক্ষসের পুনরাদেশ ব্যক্ত করিলে, রূপশিখা ক্ষণকাল মধ্যে মায়াবলে উক্ত কার্য্যও সম্পন্ন করিল। পরে শৃঙ্গভুজ যাইয়া কার্য্যসমাধা নিবেদন করিল।

মূর্খ এবং ধূর্ত্ত অগ্নিশিখ ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া শৃঙ্গভুজকে পুনর্ব্বার এই আদেশ করিল। বাপু! এই স্থানের দক্ষিণ দুই যোজন অন্তরস্থ অরণ্য মধ্যে যে এক শূন্য শিবালয় আছে, তন্মধ্যে ধূমশিখ নামে আমার কনিষ্ঠ সহোদর বাস করেন। তুমি যাইয়া ভ্রাতাকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক এই দণ্ডে ফিরিয়া আইস। তুমি ফিরিয়া আসিলে কাল প্রাতে তোমাদের বিবাহ দিব। রাজকুমার কি করে, সম্মত হইল, এবং প্রেয়সীর নিকট যাইয়া রাক্ষসের আদেশ বর্ণন করিল। সাধ্বী রূপশিখা রাজকুমারকে মৃত্তিকা, জল কণ্টক, অগ্নি এবং একটি উত্তম অশ্ব প্রদান করিয়া কহিল, আর্য্যপুত্র! আপনি এই অশ্বারোহণে যাইয়া পিতৃব্যকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক নক্ষত্রবেগে অশ্ব ছাড়িয়া দিবেন, এবং মুখ ফিরাইয়া বার বার পশ্চাদ্ভাগ নিরীক্ষণ করিবেন।

যদি দেখেন, ধূমশিখ আসিতেছে, তাহা হইলে পশ্চাদ্ভাগে এই মৃত্তিকা ফেলাইয়া দিবেন। তাহাতেও যদি পশ্চাৎ আইসে, তবে এই জল ফেলাইয়া দিবেন। ইহাতেও যদি আসিতে দেখেন, তবে এই কণ্টক নিক্ষিপ্ত করিবেন। তাহাতেও যদি আসিতে দেখেন তাহা হইলে, ঐ অগ্নি প্রক্ষেপ করিবেন। ছুটিতে ছুটিতেই এই সকল প্রক্ষেপ করিবেন, ক্ষণমাত্রও থামিবেন না। এইরূপ করিলে আপনি নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিবেন। অতএব আপনি অসন্দিগ্ধচিত্তে গমন করুন।"

রূপশিখার এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া রাজকুমার তদ্দণ্ডে মৃত্তিকাদি গ্রহণ পূর্ব্বক অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিল, এবং সেই দেবমন্দিরের উদ্দেশে অশ্বচালনা করিল। ক্ষণকালমধ্যে সেই দেবালয় সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিল, বামে গৌরী এবং দক্ষিণে বিনায়ক সহিত বিশ্বেশ্বর বসিয়া আছেন। দর্শনান্তে ভক্তিভাবে প্রণাম করিল। অনন্তর ধূমশিখকে নিমন্ত্রণ করিয়া বায়ুবেগে অশ্বচালনা করিল। ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া দেখে, ধূমশিখ পশ্চাৎ আসিতেছে। তখন রূপশিখার উপদেশমত পশ্চাৎভাগে সেই মৃত্তিকা নিক্ষিপ্ত করিলে, তাহা প্রকাণ্ড এক পর্ব্বতের আকার ধারণ করিল। ধূমশিখ অনেক কষ্টে সেই পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া শৃঙ্গভুজের অনুসরণে পুনঃপ্রবৃত্ত হইল। শৃঙ্গভুজ পুনর্ব্বার পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক ধূমশিখকে আসিতে দেখিয়া সেই জল নিঃক্ষেপ করিলেন। নিক্ষেপমাত্র ভীষণ তরঙ্গমালায় পরিপূর্ণ এক মহানদীর আকার ধারণ করিল। ধূমশিখ নদীতীরে উপস্থিত হইয়া কোনরূপে নদী উত্তীর্ণ হইল, এবং শৃঙ্গভুজের অনুধাবনে পুনঃপ্রবৃত্ত হইল। তদ্দর্শনে শৃঙ্গভুজ পশ্চাদ্ভাগে যে কণ্টক নিক্ষিপ্ত করিল, সেই কণ্টক কণ্টকাকীর্ণ এক নিবিড় অরণ্য হইল। পাপিষ্ঠ তাহাও অতিক্রম করিল দেখিয়া শৃঙ্গভুজ পশ্চাদ্ভাগে সেই অগ্নি ফেলাইয়া দিল। সেই অগ্নি খাণ্ডবাগ্নির ন্যায় প্রচণ্ডবেগে জ্বলিতে আরম্ভ করিল, ধূমশিখ সেই স্থান হইতে ফিরিল এবং রূপশিখার মায়ায় আকাশ গমনপর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া পাদচারেই স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

অনন্তর শৃঙ্গভুজ প্রিয়তমার সেই অদ্ভুত মায়াপ্রপঞ্চের ভূরি ভূরি প্রশংসা করত সন্তুষ্ট ও নির্ভয় হইয়া ধূমনগরে প্রবেশ করিল। প্রথমে রূপশিখার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তদীয় মায়ার আশ্চর্য্য শক্তি বর্ণনানন্তর অগ্নিশিখের নিকট গমন করিয়া কহিল 'আর্য্য। নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছি।" অগ্নিশিখ শৃঙ্গভুজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যখন প্রমাণভিন্ন নিমন্ত্রণ বিশ্বাস করিল না, তখন শৃঙ্গভুজ সেই কুটিলাশয়কে কহিল "মহাশয় শ্রবণ করুন! সেই দেবালয়ে বিভুর বামপার্শ্বে পার্ব্বতী এবং দক্ষিণপার্শ্বে বিনায়ক আছেন।" অগ্নিশিখ কুমারের এই কথা শুনিবামাত্র বিস্মিত হইয়া ক্ষণকাল এই চিন্তা করিল, এ কি প্রকারে সেস্থানে যাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়া আসিল? ধূমশিখের সম্মুখে পড়িয়া কেহই কখন বাঁচিয়া আসে নাই। অতএব এ মানুষ নহে, কোন দেবতা হইবে। এই ব্যক্তিই কন্যার যোগ্য পাত্র।" এই স্থির করিয়া শৃঙ্গভুজকে রূপশিখার নিকট পাঠাইয়া দিল। শৃঙ্গভুজ রূপশিখার নিকট গমন করিয়া বিবাহের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইল। পরে পানভোজন সমাপন করিয়া কোনরূপে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিল।

প্রভাতমাত্র অগ্নিশিখ অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া যথাশাস্ত্র শৃঙ্গভুজের সহিত রূপশিখার বিবাহ দিল। পাঠক! আশ্চর্য্য দেখুন, কোথায় বা রাজপুত্র আর কোথায়ই বা রাক্ষস কন্যা। ইহাদের বিবাহ ঘটনা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইলেও প্রাক্তন কর্ম্মের বিচিত্র গতিপ্রভাবে তাহাও সম্পন্ন হইল। অনন্তর শৃঙ্গভুজ রূপশিখার সহিত অশেষবিধ ভোগসুখ অনুভব করত শ্বশুর ভবনে কিছুকাল অতিবাহিত করিল। একদা গৃহে যাইবার ইচ্ছা বলবতী হইলে, রূপশিখাকে নির্জনে আহ্বানপূর্ব্বক স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া রূপশিখাকে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে কহিল, এবং রাক্ষসের নিকট হইতে পিতার বাণ হস্তগত করিতে অনুরোধ করিল। রূপশিখা সম্মত হইয়া কহিল, "আর্য্যপুত্র! আমার জন্মভূমি বা স্বজনবর্গে কি প্রয়োজন। সাধ্বীদিগের পতিই সর্ব্বস্ব ধন। এবিষয় পিতাকে জানাইলে তিনি কখনই যাইতে দিবেন না। অতএব পিতার অজ্ঞাতে প্রস্থান করিতে হইবে। যখন তিনি পলায়ন

শ্রবণে, আমাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইবেন, তখন আমি বিদ্যাবলে সেই নির্ব্বোধ পিতাকে নিরস্ত করিব।

এই বাক্যে শৃঙ্গভুজ অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া রূপশিখাকে রাজ্যার্দ্ধ প্রতিশ্রুত হইলে, রূপশিখা তাহার সেই সুবর্ণ শর আনিয়া দিল, এবং পর দিবস প্রাতঃ-কালে উভয়ে উদ্যানবিহার ছলে শরবেগ নামক ঘোটকে আরোহণপূর্ব্বক বর্দ্ধমানাভিমুখে প্রস্থান করিল। তাহারা বহুদূর যাইলে পর, অগ্নিশিখ জানিতে পারিল, এবং ক্রুদ্ধ হইয়া নভোমার্গে তাহাদের পশ্চাৎ বেগে ধাবমান হইল। তদীয় বেগোত্থিত শব্দ দূর হইতে রূপশিখার শ্রবণগোচর হইলে, রূপশিখা শৃঙ্গভুজকে কহিল, "আর্য্যপুত্র! পিতা আমাদিগকে ফিরাইতে আসিতেছেন। অতএব আপনি অশ্বপৃষ্ঠে নির্ভয়ে থাকিয়া, আমি যেরূপে ইহাকে বঞ্চনা করি, তাহা দেখুন। আমি আপনাকে তিরস্করিণী বিদ্যাপ্রভাবে এরূপ ঢাকিয়া রাখিব যে, পিতা দেখিতে পাইবেন না।" এই বলিয়া রূপশিখা অশ্ব হইতে নামিয়া পুরুষবেশধারণপূর্ব্বক, কাষ্ঠাহরণার্থ আগত এক কাষ্ঠিককে রাক্ষসাগমনের ভয় দেখাইয়া, তাহাকে তুষ্ণীম্ভাবে থাকিতে কহিল, এবং কাষ্ঠিকের কুঠার গ্রহণপূর্ব্বক কাষ্ঠছেদনে প্রবৃত্ত হইল। শৃঙ্গভুজ কৌতুক দেখিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে অগ্নিশিখ উপস্থিত হইয়া সেই কাষ্ঠিকবেশধারিণী রূপশিখাকে জিজ্ঞাসা করিল "ওহে! এপথে একটি স্ত্রী ও একটি পুরুষকে যাইতে দেখিয়াছ? তখন পুংবেশা রূপশিখা অতিখিন্ন স্বরে বলিল "না মহাশয় আমরা কাহাকেও এপথে যাইতে দেখি নাই। রাক্ষসপতি অগ্নিশিখ মরিয়া-ছেন, এই হেতু তাঁহার দাহের জন্য প্রচুর কাষ্ঠের আবশ্যক হওয়াতে আমরা অনবরত কাষ্ঠচ্ছেদন করিতেছি।" এই কথা শুনিয়া সেই নির্ব্বোধ ভাবিল, হায়! আমি কি মরিয়াছি? যদি মরিয়া থাকি তবে, কন্যায় কি প্রয়োজন আছে? অতএব গৃহে যাইয়া আপন পরিজনকে জিজ্ঞাসা করি। এই বলিয়া সত্বর গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। এদিকে রূপশিখা হাসিতে হাসিতে স্বামীর সহিত প্রস্থান করিল।

রাক্ষস গৃহে যাইয়া আপন পরিজনকে জিজ্ঞাসা করিল, "লোকে বলিতেছে আমি মরিয়াছি। যদি তাহা সত্য হয় তবে, আমার কন্যায় প্রয়োজন কি?" পরিবারগণ রাক্ষসের এই হাস্যজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে হাসিয়া তাহার সে সন্দেহ দূরীকৃত করিলে, রাক্ষস সন্তুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার কন্যাকে ফিরাইতে উদ্যত হইল। রূপশিখা হুহু শব্দে পুনর্ব্বার পিতার আগমন অনুমান করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ পতিকে ঢাকিয়া স্বয়ং রূপপরিবর্ত্তন বিধানপূর্ব্বক কোন পত্রবাহক পথিকের হস্ত হইতে এক খানি পত্র লইয়া দণ্ডায়মান থাকিল। রাক্ষস সন্নিহিত হইয়া পূর্ব্ববৎ প্রশ্ন করিলে, পুংবেশা রূপশিখা বলিল, মহাশয়! আমি দেখি নাই। রাক্ষসপতি অগ্নিশিখ শক্রহস্তে আহত ও মুমূর্ষু অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধূমশিখকে রাজ্য দিবার জন্য এই পত্র লিখিয়া আমাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছেন।" প্রজাপতির কি আশ্চর্য্য তামসসৃষ্টি যে, সুস্থ শরীরে থাকিয়াও মূর্খ অগ্নিশিখ, এই কথা শ্রবণমাত্র সন্দিহান হইয়া সন্দেহ ভঞ্জনার্থ গৃহে ফিরিয়া গেল। এবং পরিজনবর্গকে ডাকিয়া সন্দেহ জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা মিথ্যা বলিয়া বুঝাইয়া দিলে, রূপশিখার কথা এককালে বিস্মৃত হইল। রূপশিখা এইরূপে মূর্খ পিতাকে বঞ্চিত করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক পতির সহিত নিরুদ্বেগে বর্দ্ধমান নগরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইল। পিতা বীরভুজ বহুকালের পর পুত্রকে সস্ত্রীক আগত শুনিয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইলেন এবং নগর হইতে বহির্গত হইয়া পুত্রদর্শনে আনন্দাশ্রুমোচন করত প্রণত ও সবধূক শৃঙ্গভুজকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক রাজধানীতে লইয়া গেলেন।

ক্ষণকাল বিশ্রামের পর শৃঙ্গভুজ আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া পিতৃসমক্ষে ভ্রাতৃবর্গকে আহ্বানপূর্ব্বক তাহাদের হস্তে সেই সুবর্ণময় শর প্রদান করিল। তখন বুদ্ধিমান রাজা পুত্রগণের সমস্ত চক্রান্ত বুঝিয়া পুত্রবর্গের প্রতি বিরক্ত হইলেন, এবং শৃঙ্গভুজের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া পূর্ব্বাপর আন্দোলন দ্বারা গুণবরার নির্দ্দোষিতা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলেন। এবং গুণবরাকে যে অকারণ কষ্ট দিয়াছেন তাহার জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

পরে দিনমান নানাবিধ আলোচনা করিয়া রাত্রিকালে অযশোলেখার শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং তাহাকে সুরাপান করাইয়া সম্ভোগান্তে ব্যাজ নিদ্রায় অভিভূত হইলে, অযশোলেখা মত্ততানিবন্ধন বলিল, যদি গুণ-বরার প্রতি মিথ্যা দোষ আরোপিত না করিতাম, তাহা হইলে পতি কি আজ আমার গৃহে আসিতেন?" রাজা দুষ্টার এই কথা শ্রবণমাত্র নিঃসন্দেহ ও ক্রুদ্ধ হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। এবং স্বীয় গৃহে প্রবেশ করিয়া মহত্তরপ্রভৃতিকে ডাকাইয়া কহিলেন, "সিদ্ধ পুরুষের বাক্যে অনিষ্ট শান্তির জন্য গুণবরাকে ভূগৃহে রাখিবার যে সময় নির্দ্ধারিত ছিল, তাহা অতীত হইয়াছে। অতএব তোমরা এই দণ্ডে গুণবরাকে ভূগৃহ হইতে আনয়নপূর্ব্বক স্নান করাইয়া আমার নিকট আনয়ন কর।"

অনন্তর ভৃত্যগণ রাজার আদেশমাত্র রাজমহিষীকে সেই ভূগৃহ হইতে আনিয়া স্নানাদি করাইল, এবং সমুচিত সুসজ্জিত করিয়া রাজসমীপে আনয়ন করিল। অনন্তর রাজা চিরবিরহের পর গুণবরাকে পাইয়া নিরত আলিঙ্গন করত আমোদ করিতে লাগিলেন, এবং আহ্লাদসহকারে পুত্র শৃঙ্গভুজের অবদান বর্ণনা করিয়া তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধন করিলেন। এদিকি অযশোলেখা জাগরিত হইয়া রাজার অদর্শনে অতিশয় বিষণ্ণ হইল। প্রভাতমাত্র বীরভুজ গুণবরার সমক্ষে রূপশিখার সহিত শৃঙ্গভুজকে আনয়ন করিলে, শৃঙ্গভুজ মাতৃদর্শনে পরমাহ্লাদিত হইয়া ভার্য্যার সহিত পিতামাতার চরণে প্রণাম করিল। গুণবরাও পুত্র ও পুত্রবধূকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তদনন্তর শৃঙ্গভুজ পিতার আদেশে মাতার নিকট আপনার এবং রূপশিখার বৃত্তান্ত সবিস্তার বর্ণন করিলে, গুণবরা প্রীত হইয়া কহিলেন, পুত্র! স্নুষা রূপশিখা তোমার জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমাকেই জীবন সমর্পণ করিয়া সাধ্বীদিগের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছেন। তাহাতেই বোধ হইল, যে ইনি কোন দেবতা ছিলেন, বিধাতা তোমার জন্যই ইহাকে ভূতলে প্রেরণ করিয়াছেন। ইত্যাদি নানাবিধ প্রশংসা করিলে, রাজাও তাহাতে অনুমোদন করিলেন। তদনন্তর সুরক্ষিতকে ডাকাইয়া তাহার যথেষ্ট

সম্মানপুরঃসর অন্যান্য দুশ্চরিতা রাজমহিষীদিগকে ভূগৃহে রুদ্ধ করিবার ভার সুরক্ষিতের উপর সমর্পণ করিলেন। সুরক্ষিত প্রণাম করিয়া রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিল।

পতির এই আদেশে রাজমহিষীগণ অত্যন্ত ভীত হইল। তদ্দর্শনে সুশীলা গুণবরা দয়ার্দ্র হইয়া পতিকে বার বার অনুরোধ দ্বারা তাঁহাদের বন্ধন রহিত করিলে, সেই রাজমহিষীগণ সপত্নীর উদারতায় অধোবদন হইয়া স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিল। দেব! মহৎ ব্যক্তির অনুগ্রহই শত্রুর উপযুক্ত প্রতিকার।

অনন্তর রাজা নির্ব্বাসভুজপ্রভৃতি একোনশত পুত্রদিগকে ডাকিয়া তাহাদের উপর নরহত্যার অপবাদ প্রদানপূর্ব্বক তীর্থপর্য্যটনের আদেশ করিলেন। পুত্রগণ পিতার আদেশের প্রতিবাদ করিতে সমর্থ হইল না। কারণ প্রভু যদি হঠাৎ কোন কার্য্য করিয়া বসেন, তবে কে তাঁহাকে ফিরাইতে পারে? অনন্তর সকলে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, দয়ার্দ্র শৃঙ্গভুজ ভ্রাতৃবর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে পিতৃচরণে পতিত হইয়া, ইহাদের এই প্রথম অপরাধ মার্জ্জনা করিতে অনুরোধ করিলেন। রাজা শৃঙ্গভুজের এইরূপ অনুনয়ে তাঁহাকে ভূভার সহনক্ষম জ্ঞান করত তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন, এবং নির্ব্বাসিতভুজ প্রভৃতি দুশ্চরিত্র পুত্রগণকে শৃঙ্গভুজের অনুরোধে ক্ষমা করিলেন। পরে সেই ভ্রাতৃগণ অনুজ শৃঙ্গভুজকে প্রাণদাতা ও সেব্য বলিয়া জ্ঞান করিল, এবং যাবতীয় প্রকৃতিবর্গ শৃঙ্গভুজের গুণাতিশয় দর্শনে তাহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইল।

পরদিবস রাজা বীরভুজ জ্যেষ্ঠ সত্ত্বেও গুণজ্যেষ্ঠ সেই কনিষ্ঠ শৃঙ্গভুজকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলে পর যুবরাজ পিতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সসৈন্যে দিগ্বিজয়ার্থ নির্গত হইলেন। এবং বাহুবলে পৃথিবীস্থ রাজগণকে পরাস্ত করত প্রচুর অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক যশশ্রীঃ বিভূষিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তদনন্তর বিনয়াবনত ভ্রাতৃবর্গের সহিত রাজ্যভার বহন করত পিতা মাতাকে নিশ্চিন্ত ও ভোগসুখে সুখিত করিলেন, এবং রূপশিখার

সহিত দানাদিকার্য্যে রত হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

অতএব দেব! সাধ্বী স্ত্রীরা যে একমাত্র পতিসেবাকেই পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করেন, তাহার দৃষ্টান্ত, এই গুণবরা এবং রূপশিখা। এই বলিয়া বিরত হইলে, নরবাহনদত্ত প্রিয়তমার সহিত তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া পত্নীর সহিত পিতার নিকট গমন করিলেন, এবং অপরাহ্ন হইলে পিতার নিকট বিদায় লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

চত্বারিংশ তরঙ্গ।

পরদিবস প্রাতঃকালে নরবাহনদত্ত রত্নপ্রভার ভবনে বসিয়া আছেন, এমন সময় গোমুখাদি মন্ত্রিগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। পরে মরুভূতি মাল্যচন্দন ধারণপূর্ব্বক হাস্য পরিহাস করত বহুবিলম্বে টলিতে টলিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, গোমুখ পরিহাস করিয়া কহিলেন "মরুভূতে! তুমি যৌগন্ধরায়ণের পুত্র হইয়া যে আজ ও নীতিশিক্ষা করিলে না, এ বড় দুঃখের বিষয়। প্রাতঃকালে মদ্যপান করিয়া প্রভুর সমক্ষে আসা কি নীতিসঙ্গত কার্য্য?" মরুভূতি ক্রোধসহকারে কহিলেন "রাজা আমাদের গুরু, অতএব এ সকল বিষয় তিনিই শিক্ষা দিবার অধিকারী, পাপাত্মা ব্যক্তি নহে।" এতৎশ্রবণে গোমুখ স্মিতমুখে বলিলেন, কেহ দুষ্কর্ম্ম করিলে প্রভুরা কি স্বয়ং ভর্ৎসনা করেন? যাহাকে যাহা বলিতে হয়, প্রভুর লোকেই তাহা বলিয়া থাকেন। আমি পাপাত্মা একথা সত্য, কিন্তু তুমিও যে মন্ত্রিবৃষভ কেবল শৃঙ্গ দুইটির অপ্রতুল আছে একথা ও মিথ্যা নহে। মরুভূতি কহিলেন,তুমি গোমুখ,এজন্য বৃষভত্বটা তোমারই উপযুক্ত হয়; তথাপি যে বশীভূত হও না সেইটী তোমার জাতিধর্ম্ম।

উভয়ের এইরূপ হাস্য পরিহাস শুনিয়া সকলে হাসিতে প্রবৃত্ত হইলে, গোমুখ কহিলেন, মরুভূতি একটি অবেধ্য রত্ন, সুতরাং কোন ব্যক্তিই ইহাতে সূত্র সঞ্চালিত করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু পুরুষরত্ন এতদ্বিলক্ষণ ভিন্ন বস্তু, সুতরাং

তাহাকে অনায়াসেই বিদ্ধ করিতে পারা যায়। এবিষয়ে বালুকাসেতুর একটি কথা আছে, শ্রবণ করুন।

প্রতিষ্ঠাননগরে তপোদত্তনামে এক ব্রাহ্মণ বাল্যকাল হইতে পাঠে অত্যন্ত অনাবিষ্ট ছিল, এজন্য একদা তাহার আত্মীয়গণ তাহাকে ভৎসনা করিলে, সে বিদ্যাসাধনের জন্য গঙ্গাতীরে তপস্যা করিতে গেল। ইন্দ্র তপোদত্তকে কঠোর তপস্যায় আসক্ত দেখিয়া নিষেধ করিবার মানসে দ্বিজবেশে তাহার নিকট আগমন করিলেন, এবং তপোদত্তের সম্মুখের তট হইতে বালুকা তুলিয়া বারিতরঙ্গের উপর নিঃক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন। তপোদত্ত এতদ্দর্শনে মৌনভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ব্বন্ধসহকারে এরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, দেবরাজ কহিলেন, তিনি লোকদিগের পারাবারের জন্য সেতু নির্ম্মাণ করিতেছেন। ইহা শুনিয়া তপোদত্ত কহিল "প্রবল স্রোতে বালুকা দ্বারা সেতু বান্ধিতে চেষ্টা করা যার পরনাই মুর্খতার কার্য্য হইতেছে। অতএব ক্ষান্ত হউন। ইন্দ্র বলিলেন, যদি তোমার সে বোধ আছে, তবে, তুমি বিনা অধ্যয়নে ও বিনা উপদেশে ব্রতোপবাস দ্বারা বিদ্যাসাধনে উদ্যত হইয়াছ কেন? যদি ওরূপ করিয়া বিদ্যা শিক্ষা হইত তাহা হইলে, পৃথিবীতে কোন ব্যক্তিই পাঠ স্বীকার করিত না। ইন্দ্র এই বলিয়া উপদেশ দিলে, তপোদত্ত তদীয় উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তপস্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহে চলিয়া গেল। অতএব সুবোধ ব্যক্তিকে সহজে বুঝান যায়। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধিকে বুঝান সুকঠিন, বুঝাইতে গেলেই সে না বুঝিয়া রাগিয়া যায়। আমাদের মরুভূতির সেই ব্যাপার।

অনন্তর হরিশিখ কহিলেন, মহারাজ! সুবুদ্ধি ব্যক্তিকে যে অনায়াসেই বুঝান যায়, তদ্বিষয়ে একটী কথা স্মরণ হইল শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে বারণসীতে বিরূপশর্ম্মা নামে কুরূপ ও নির্ধন এক ব্রাহ্মণ ছিল। সে কুরূপতা ও দরিদ্রতা নিবন্ধন দুঃখিত হইয়া তপোবনে গমনপূর্ব্বক রূপ ও সম্পত্তির জন্য কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল। একদা দেবরাজ অতি কুৎসিত বিকৃত এবং ব্যাধিযুক্ত এক শৃগালের বেশে বিরূপশর্ম্মার অগ্রে দণ্ডায়মান

হইলে, বিরূপশর্ম্মা এই চিন্তা করিল, যখন দেখিতেছি সমস্তই সুকৃতিও ঈশ্বরাধীন কার্য্য, তখন এজন্য ক্লেশ করা বৃথা। এই স্থির করিয়া তপঃসংহার পূর্ব্বক গৃহে গমন করিল।

হরিশিখের এইরূপ দৃষ্টান্তে গোমুখ অনুমোদন করিলেন, কিন্তু মরুভূতি কুপিত হইয়া কহিলেন, গোমুখের মুখেই সমস্ত, হস্তে কিছুই নাই। অতএব বীরদিগের পক্ষে কেবল বাক্‌কলহ অতীব লজ্জাজনক; এই বলিয়া গোমুখের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে, রাজা স্মিতমুখে স্বয়ং তাঁহাকে শান্ত করিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিলেন, এবং দিনকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক সুখে দিনযাপন করিলেন।

পর দিবস সকলে উপস্থিত হইলে, মরুভূতি লজ্জায় অধোবদন হইলেন। পরে রত্নপ্রভা কহিলেন, আর্য্যপুত্র! আপনি এই গুরুভক্ত বিশুদ্ধচরিত মন্ত্রিগুলিকে প্রাপ্ত হইয়া যাদৃশ সৌভাগ্যশালী হইয়াছেন, ইহাঁরাও আপনাকে প্রভু পাইয়া তাদৃশ ধন্যবাদের ভাজন হইয়াছেন। অতএব বোধ হয় আপনাদের পূর্ব্বসুকৃতিই এরূপ সংযোগের কারণ।

রত্নপ্রভার বাক্যাবসানে বসন্তকতনয় তপন্তক কহিলেন, দেবি! সত্যই আমরা পূর্ব্ব সুকৃতি বলে এরূপ প্রভু লাভ করিয়াছি। পূর্ব্ব সুকৃতি ভিন্ন যে এরূপ সংঘটন হয় না, তদ্বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন——

শ্রীকণ্ঠদেশীয় বিলাসপুর নগরে বিলাসশীল নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি প্রাণসমা মহিষী কমলপ্রভার সহিত নিয়ত ভোগাসক্ত হইয়া সুখে কালযাপন করেন। ক্রমে সৌন্দর্য্যহারিণী জরা আসিয়া তদীয় শরীরে প্রবেশপূর্ব্বক দিন দিন আত্মলক্ষণ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে, রাজা অতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং এরূপ জরাম্লান মুখ কিরূপে প্রেয়সীকে দেখাইবেন, এই ভাবিয়া মরণকেই প্রশস্ত জ্ঞান করিলেন। পরে রাজসভায় অধিষ্ঠান করিয়া তরুণচন্দ্র নামা এক বৈদ্যকে আহ্বানপূর্ব্বক জরা নিবারণের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ধূর্ত্ত বৈদ্য রাজার এই বাক্য শ্রবণমাত্র তরুণচন্দ্রের অর্থলোভ এতাদৃশ প্রবল হইল যে, সে পরিণাম দর্শন না করিয়া কহিল,

মহারাজ! উত্তম ঔষধ আছে, যদি আপনি ৬য় মাস নিয়ত ভূগৃহে বাস করত উক্ত ঔষধ সেবন করিতে পারেন, তাহা হইলে, আপনি পুনর্যৌবন প্রাপ্ত হইবেন। মূর্খ রাজা তদীয় বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া ভূমি মধ্যে এক গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। বিষয়ান্ধ মূর্খেরা প্রায়ই বিচারান্ধ হইয়া থাকে; সুতরাং মন্ত্রিগণ তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেও, তিনি সে সমস্ত অবহেলনপূর্ব্বক ধূর্ত্ত বৈদ্যের মতানুবর্ত্তী হইলেন, এবং রাজপরিচ্ছদ পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই ভূগৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার সহিত একজন মাত্র বৈদ্যের ভৃত্য পরিচারক স্বরূপ গমন করিল। ছয় মাসের পর বৈদ্য এক দিন রাজাকে দেখিতে গেল, এবং দেখিল ক্রমশঃ জরার শ্রীবৃদ্ধিই হইতেছে। তখন গত্যন্তর না দেখিয়া বহির্গমনপূর্ব্বক অনুসন্ধানদ্বারা রাজসদৃশাকৃতি এক পুরুষকে প্রাপ্ত হইল, এবং তাহাকে সমস্ত বলিয়া রাজ্যদানের লোভ দেখাইয়া বশীভূত করিল। পরে সেই ভূগৃহের অপর প্রান্ত হইতে গুপ্তভাবে এক সুরঙ্গ প্রস্তুত করিয়া রাত্রিযোগে তদ্দ্বারা প্রবেশপূর্ব্বক সুপ্ত রাজাকে বিনাশ করিল, এবং একটা অন্ধকারময় কূপে রাজকলেবর নিঃক্ষিপ্ত করিয়া সেই পুরুষকে তদভ্যন্তরে রাখিয়া আসিল। পরে সুরঙ্গদ্বার বুজাইয়া ফেলিল।

পরদিবস প্রাতঃকালে ধূর্ত্ত বৈদ্য সভাস্থ হইয়া মন্ত্রিগণকে কহিল, আমি ছয় মাসের মধ্যেই জরা নষ্ট করিয়া রাজাকে যুবা করিয়াছি। আর দুই মাস পরে রাজা স্বতন্ত্ররূপ ধারণ করিবেন। যদি আমার কথায় প্রত্যয় না হয়, তবে আপনারা সুরঙ্গদ্বারে থাকিয়া প্রত্যক্ষ দেখিয়া আসুন। এই বলিয়া মন্ত্রিবর্গকে ভূগৃহদ্বারে লইয়া গিয়া দূর হইতে কৃত্রিম রাজশরীর দর্শন করাইল, এবং এই অবকাশে প্রত্যেক মন্ত্রীর নাম এবং অধিকার তাহাকে বলিয়া দিল। অনন্তর তিন মাসের মধ্যে কৌশলে ক্রমশঃ অন্তঃপুর পর্য্যন্ত তাহার পরিচিত করিয়া দিল।

অষ্টম মাসের পর বৈদ্য রাজভোগে পুষ্টশরীর সেই কৃত্রিম রাজাকে ভূগৃহ হইতে বাহির করিয়া আনিলে, মন্ত্রিগণ আসিয়া যুবা রাজাকে বেড়িয়া দাঁড়া-

ইল। অনন্তর সেই যুবা স্নানান্তে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া অজর নাম ধারণপূর্ব্বক মন্ত্রিবর্গের সহিত প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইলে লোকে বৈদ্যপ্রযুক্ত রসায়ন বলেই রাজা পুনর্যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই বিশ্বাস করিল। অজর ক্রমে প্রকৃতিবর্গ ও প্রধান মহিষী কমলপ্রভাকে অনুরক্ত করিয়া সুখে মিত্রবর্গের সহিত রাজ্য ভোগ করিতে লাগিল এবং তরুণচন্দ্র ও মিত্র পদ্মদর্শনকে পুরস্কারস্বরূপ হস্তী অশ্ব এবং গ্রাম প্রদান করিয়া তরুণচন্দ্রকে কার্য্যকারী বলিয়া বিশিষ্ট সম্মান করিল। কিন্তু সে সত্যধর্ম্মের বহির্ভূত বলিয়া, সেই বৈদ্যের প্রতি তিলমাত্র বিশ্বাস করিল না। একদা বৈদ্য অজরকে স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে দেখিয়া বলিল, তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া স্বেচ্ছানুসারে একাধিপত্য করিতেছ ? কি আশ্চর্য্যের বিষয় ! তুমি কি জাননা, যে কাহার প্রসাদে রাজা হইয়াছ ?

বৈদ্যের এই কথা শুনিয়া অজর কহিল, "বৈদ্যরাজ ! তুমি অতি মূর্খ। কেহই কাহার কর্ত্তা বা দাতা নহে, সকলেরই প্রাক্তন কর্ম্মফল সমস্ত ঘটাইয়া দেয়। অতএব তুমি বৃথা দর্প করিওনা। আমি যে আপন তপস্যার বলেই রাজা হইয়াছি, তাহা অতি অল্পকালের মধ্যেই তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিব।" এই বলিয়া অজর বিরত হইলে, বৈদ্য ভীত হইয়া চিন্তা করিল, কি আশ্চর্য্য ! অজর আজ জ্ঞানীর ন্যায় ধীরভাবে কথা বার্ত্তা কহিতেছে, এখন এই ভয় হইতেছে, পাছে সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া দেয়, অতএব আমাকে অজরের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। আর এব্যক্তি আমাকে কি সাক্ষাৎ দেখায়, তাহাও দেখিতে হইবে।" এই আলোচনা করিয়া, বৈদ্য তথাস্তু বলিয়া বিরত হইল।

এক দিবস নরপতি অজর তরুণচন্দ্রাদির সহিত পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া এক নদীতীরে উপস্থিত হইল, এবং পাঁচটি সৌবর্ণ পদ্ম স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া, ভৃত্য দ্বারা তাহা ধরিয়া আনিয়া পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক নিকটস্থ তরুণচন্দ্রকে পদ্মাকর অন্বেষণে বিদায় করিল। উক্ত বৈদ্য অগত্যা সম্মত হইয়া তীরে তীরে গমন করিতে লাগিল। পরে অজরও ভ্রমণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল।

বৈদ্য ক্রমাগত গমন করিয়া পরিশেষে নদীতটস্থ এক শিবালয়ে উপস্থিত হইল, এবং শিবালয়ের সম্মুখে এক অপূর্ব্ব সরোবর এবং সরোবরের তীরে এক মহান বটবৃক্ষ দেখিল। দেখিল বৃক্ষের শাখায় এক নরকঙ্কাল লম্বমান আছে। বৈদ্য সেই তরুমূলে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া সরোবরে স্নান করিল, এবং মহাদেবের পূজা করিয়া উপবিষ্ট হইলে, সহসা মেঘ আসিয়া বৃষ্টি হইয়া গেল। সেই বর্ষণে লম্বমান নরকঙ্কাল দ্বারা যতগুলি বারিবিন্দু সরসীর সোপান সলিলে পতিত হইল, সেই সমস্ত বিন্দু গুলিই সৌবর্ণ পদ্মে পরিণত হইল। এতদ্দর্শনে বৈদ্যরাজ বিস্মিত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিল, কি আশ্চর্য্য! এই নির্জন বনে কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করি, অথবা বিধাতার কৌশল কে বুঝিয়া উঠিবে? যাহাহউক আমি পদ্মের আকর দেখিলাম। এক্ষণে লম্বমান এই নরকঙ্কাল সরোবরে ফেলাইয়া দি। যাহাকেইহার সংযোগে জলবিন্দু সকল পদ্ম হইতেছে, তখন ইহাকে জলে ফেলিলে বহুপদ্ম উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা।' এই বিবেচনা করিয়া বৈদ্য বৃক্ষশাখা হইতে সেই নরকঙ্কাল পাতিত করিয়া সরোবরে নিঃক্ষিপ্ত করিল, এবং সে দিবস সেই দেবালয়ে অবস্থানপূর্ব্বক পরদিবস স্বদেশাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইল। কিছুদিনের মধ্যেই বিলাসপুর নগরে উপস্থিত হইয়া অজরের নিকট গমনপূর্ব্বক অভিবাদন করিল।

অজর বৈদ্যের কুশল জিজ্ঞাসার পর বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, বৈদ্য সমস্ত বর্ণন করিল। অনন্তর রাজা বৈদ্যকে নির্জনে ডাকিয়া কহিলেন "তুমি যে সুবর্ণ পদ্মের উৎপত্তিস্থান দেখিয়া আসিয়াছ, সেই স্থান অতি রমণীয়। তত্রস্থ বটবৃক্ষের শাখায় যে নরকঙ্কাল দেখিয়াছ, তাহা আমারই পূর্ব্ব কলেবর। পূর্ব্বে আমি ঊর্দ্ধপদ হইয়া সেই স্থানে তপস্যা করিয়া তপঃসিদ্ধির পর সেই কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। আর আমারই সেই তপোমাহাত্ম্যে জল বিন্দু সকল তৎসংযোগে সুবর্ণ পদ্ম হইতেছে। তুমি সেই কঙ্কাল জলে নিঃক্ষিপ্ত করিয়া পরমবন্ধুর কার্য্য করিয়াছ। তুমি পূর্ব্ব জন্মে আমার বন্ধু ছিলে, ইহ জন্মেও আমার সহিত সঙ্গত হইয়াছ। এক্ষণে হে বয়স্য! আমি যে

পূর্ব্ব তপোবলে জাতিস্মরত্ব জ্ঞান এবং রাজ্য পাইয়াছি, তাহা তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলাম। অতএব অহঙ্কার করিও না; মনকে দুঃখে রাখিও না। প্রাক্তন কর্ম্মব্যতিরেকে কেহই কিছু দিতে পারে না। প্রাণিমাত্রেই ভূমিষ্ঠ হইয়া পূর্ব্বকর্ম্মতরুর ফলভোগ করিয়া থাকে।' বৈদ্যরাজ অজরের এই সমস্ত বাক্যে বিশ্বাস করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইল। অনন্তর নরপতি অজর বৈদ্যরাজকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া বন্ধুবর্গের সহিত পূর্ব্বসুকৃতিলব্ধ রাজ্যকে নিষ্কণ্টকে উপভোগ করিতে লাগিল। অতএব মহারাজ! আপনিও আমাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত প্রভু, নচেৎ আমাদের প্রতি মহারাজের এরূপ প্রসন্নতা কেন হইবে? নরবাহনদত্ত এইরূপ অপূর্ব্ব রমণীয় কথা তপন্তকের মুখে শ্রবণ করিয়া স্নানার্থ গাত্রোত্থান করিলেন; এবং স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া পিতার নিকট গমনপূর্ব্বক মন্ত্রিবর্গের সহিত একত্র আহারাদি সম্পন্ন করিলেন। অপরাহ্নে সুরাপানাদি অশেষবিধ আমোদে লিপ্ত হইয়া সে দিবস অতিবাহিত করিলেন।

একচত্বারিংশ তরঙ্গ।

পর দিবস নরবাহনদত্ত রত্নপ্রভা ও মন্ত্রিবর্গের সহিত তদীয়ভবনে উপবিষ্ট হইয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় বাটীর বহির্ভাগে পুরুষের ক্রন্দন-ধ্বনি উত্থিত হইল। তিনি উক্ত ধ্বনির কারণ অনুসন্ধান করিলে, এক দাসী আসিয়া বলিল, কঞ্চুকী ধর্ম্মগিরি তীর্থযাত্রায় গমন করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে; এই সংবাদ তদীয় ভ্রাতা ধর্ম্মমিত্রের এক মূর্খ বন্ধু তাহার নিকট ব্যক্ত করায় সে শোকে অভিভূত হইয়া ক্রন্দন করিতেছে। সংপ্রতি তদীয় আত্মীয়-গণ শান্ত করিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া গিয়াছে।

ইহা শুনিয়া দয়ালু নরবাহনদত্ত অতিশয় দুঃখিত হইলে, রত্নপ্রভা কহিলেন, মনুষ্যের পক্ষে বন্ধুবিয়োগ যত কষ্টদায়ক হয়, এত আর কিছুই নহে। বিধাতা যদি মনুষ্যকে অজর ও অমর করিতেন, তবে তাহাদিগকে ঐ সকল কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। মরুভূতি কহিলেন, দেবি! আপনি যাহা আজ্ঞা করিতে-

ছেন, তাহা সত্য বটে, কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে তাহা যে নিতান্ত অসম্ভব, এতদ্বিষয়ে একটি কথা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। চিরায়ুনগরে চিরায়ু নাম রাজার নাগার্জ্জুন নামে দয়াবীর সুপ্রসিদ্ধ অমাত্য ছিলেন। তিনি রসায়ন প্রভাবে রাজাকে ও আপনাকে দীর্ঘজীবী করিয়াছিলেন। একদা নাগার্জ্জুনের একটি প্রিয়পুত্র অকস্মাৎ কালগ্রাসে পতিত হইলে, নাগার্জ্জুন অতিশয় শোকাকুল হইলেন, এবং রসায়নবিদ্যার প্রভাবে অমৃত প্রস্তুত করিয়া এককালে মর্ত্ত্যলোকের মৃত্যু নিবারণে উদ্যত হইলেন। ক্রমে অমৃতের সমস্তই প্রস্তুত হইল, কেবল একটীমাত্র ঔষধি যোগ করিতে রহিল। সেইটী যোগ করিবার জন্য সময় প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় দেবরাজ তাহা জানিতে পারিয়া অতিশয় ভীত হইলেন, এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে তৎক্ষণাৎ আহ্বানপূর্ব্বক বক্তব্য উপদেশ দিয়া ভূলোকে প্রেরণ করিলেন।

কুমারদ্বয় ভূতলে অবতীর্ণ ও মহাত্মা নাগার্জ্জুনের গৃহে উপস্থিত হইলেন, এবং ঋষিকে সম্বোধনপূর্ব্বক দেবরাজের আদেশ ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, আপনি বিধাতার নিয়ম উল্লংঘনপূর্ব্বক মরণধর্ম্মী মানবজাতিকে অমর করিতে উদ্যত হইয়া যারপরনাই অন্যায়াচরণ করিতেছেন। এরূপ হইলে দেবও মনুষ্যের ইতর বিশেষ রহিবে না, এবং যাজ্য ও যাজকের অভাবে জগৎ ধ্বস্ত হইবে। অতএব আপনি অমৃতনির্ম্মাণ প্রয়াস পরিত্যাগ করুন, নচেৎ দেবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া আপনাকে শাপ দিবেন। আপনি যাহার শোকে অধীর হইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সে স্বর্গলাভ করিয়াছে।

এই বলিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয় বিরত হইলে, নাগার্জ্জুন বিষণ্ণভাবে এই চিন্তা করিলেন, যদি আমি ইন্দ্রের বাক্যে অবহেলা করি, তবে এই অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই দণ্ডে অভিসম্পাত করিবেন। অতএব অমৃতসাধনে বিরত হইতে হইল, সুতরাং মনোরথসিদ্ধিরও ব্যাঘাত জন্মিল। পুত্র যখন আপন পূর্ব্বসুকৃতিবলে স্বর্গলাভ করিয়াছে, তখন আর শোক করিবার প্রয়োজন নাই। এই ভাবিয়া কুমারদ্বয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন; মান্যগণ!

দেবরাজের বাক্য শিরোধার্য্য করিলাম। যদি আপনারা আর পাঁচ দিন কাল না আসিতেন, তাহা হইলে আমার উদ্যোগ সফল হইত, এবং মনুষ্যগণ অজর ও অমর হইয়া যাইত। এই বলিয়া তাঁহাদের সমক্ষে অমৃত নির্ম্মাণোপযোগী যাবতীয় দ্রব্য ভূমধ্যে নিখাত করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন, তাঁহারা স্বর্গে গমনপূর্ব্বক ইন্দ্রকে সংবাদ দিয়া তাঁহার উৎকণ্ঠা দূরীভূত করিলেন।

অনন্তর চিরায়ু নরপতি জীবহর নামা পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলে, জীবহর জননী ধনপরাকে প্রণাম করিতে গেলেন। ধনপরা পুত্রকে হৃষ্টচিত্ত দেখিয়া কহিলেন, বৎস! যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া আহ্লাদিত হইও না। যৌবরাজ্যপ্রাপ্তি তোমাদের কুলক্রমাগত, তপোলব্ধ নহে। তোমার অনেক সহোদর দীর্ঘকাল যুবরাজ থাকিয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, এপর্য্যন্ত কেহই রাজা হইতে পারে নাই। অতএব তোমাদের যৌবরাজ্য বিড়ম্বনামাত্র জানিবে। তোমার পিতার বয়স আট শত বর্ষ অতীত হইয়াছে, এখন যে কতকাল বাঁচিবেন, তাহা কে বলিতে পারে?

মাতার এই কথা শুনিয়া জীবহর বিষণ্ণ হইলে, ধনপরা পুনর্ব্বার কহিলেন, বৎস! যদি তোমার রাজা হইবার বাসনা থাকে, তবে এই উপায় অবলম্বন কর। নাগার্জ্জুন প্রতিদিন আহ্নিক সমাপনান্তে, যখন আহার করিতে যান, তখন যে যাহা প্রার্থনা করে, তাহাকে তাহাই দিয়া আহার করিতে বসেন। অতএব তুমি সেই সময় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তদীয় মস্তক প্রার্থনা কর। তাহা হইলেই তিনি সত্যপাশে সংযত হইয়া তৎক্ষণাৎ শিরোদানপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিবেন। তখন রাজাও মন্ত্রীর শোকে হয় দেহত্যাগ, নয় বনবাসাশ্রয় করিবেন।

জীবহর এই মাতৃবাক্য অবিচারে শিরোধার্য্য করিলেন, এবং রাজ্যলাভের বাসনায় এই ভয়ঙ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া বন্ধুস্নেহ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইলেন। পর দিবস নাগার্জ্জুনের আহারের পূর্ব্বে তদীয় ভবনে উপস্থিত হইয়া অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আহারকাল উপস্থিত হইলে, দানশীল নাগা-

র্জ্জুন, কে যাচক উপস্থিত আছে, এই বলিয়া ঘোষণা করিলে, জীবহর তৎসমক্ষে উপস্থিত হইয়া তদীয় মস্তক প্রার্থনা করিলেন। নাগার্জ্জুন রাজকুমারের এইরূপ অসদৃশ প্রার্থনায় বিস্মিত হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি ম্যাংসাস্থি এবং কেশময় আমার এই মস্তক লইয়া কি করিবে? অথবা মদীয় মস্তকে যদি তোমার প্রয়োজন থাকে, তবে এই কাটিয়া লও। এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ আপন মস্তক প্রসারিত করিলে, রাজকুমার রসায়নদৃঢ় তদীয় গ্রীবায় যেমন খড়্গাঘাত করিলেন, অমনি খড়্গ ভাঙ্গিয়া গেল। এইরূপে অনেক গুলি খড়্গাই ভাঙ্গিয়া গেল, তথাচ জীবহর মস্তক ছেদনে সমর্থ না হইয়া পরম বিস্মিত হইলেন।

এই ব্যাপার ক্রমে রাজার কর্ণগোচর হইলে, রাজা তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিভবনে উপস্থিত হইয়া নাগার্জ্জুনের মস্তক ছেদন রহিত করিলেন; এজন্য নাগার্জ্জুন রাজাকে সম্বোধনকরিয়া কহিলেন,মহারাজ! আমি জাতিস্মর; আমি প্রথম জন্ম হইতে অর্থীকে আত্মশিরোদান ব্রতে ব্রতী হইয়া নবাধিক নবতি জন্ম অতিক্রম করিয়াছি; এই আমার শিরোদান ব্রতের উজ্জাপন শততম জন্ম। অতএব আজ অর্থী পরাঙ্মুখ হইলে আমাকে শতজন্মোপার্জ্জিত ব্রতফলে বঞ্চিত হইতে হইবে। আমি কেবল মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনায় কালক্ষেপ করিতে ছিলাম, এখন মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হইল, আর বিলম্ব না করিয়া যুবরাজকে সুখে শিরোদান করি, আপনি আর নিষেধ করিবেন না। এই বলিয়া রাজাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক এক প্রকার চূর্ণ আনিয়া রাজকুমারের খড়্গে মাখাইয়া দিলে, রাজকুমার একাঘাতেই নাগার্জ্জুনের মস্তক ছেদন করিলেন। ছেদনমাত্র ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। রাজা হা মন্ত্রিন্! বলিয়া যেমন প্রাণত্যাগে উদ্যত হইলেন, অমনি এই আকাশবাণী হইল, নাগার্জ্জুন জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া বোধিসত্ত্ব সদৃশ শুভগতি লাভ করিবেন। অতএব আপনি শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মহত্যা হইতে বিরত হইয়া বন্ধুসমাজে প্রশংসাভাজন হউন।

এই বলিয়া দৈববাণী বিলীন হইলে, রাজা মরণোদ্যোগ হইতে বিরত

হইলেন, এবং কিছুকাল গৃহে থাকিয়া জীবহরকে রাজ্যদানপূর্ব্বক বল্কলধারণ করিলেন। কিছুকাল তপস্যা করিয়া পরিণামে পরম সদ্গতি প্রাপ্ত হইলেন।

এদিকে জীবহর পিতৃসিংহাসন অলঙ্কৃত করিবার অল্পকাল পরেই, নাগার্জ্জুনের পুত্রগণ, পিতৃঘাতী বলিয়া, তাঁহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিল। পুত্রের মরণ সংবাদে তদীয় জননীও মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। অতএব দেখুন যে ব্যক্তি অনার্য্য জননিষেবিত পথের পথিক হয়, কদাচ তাহার মঙ্গল হয় না। যে নাগার্জ্জুন মর্ত্ত্যবাসীর মৃত্যুনিবারণার্থ অমৃতের সৃষ্টি করিয়া জগতে অসাধারণ রসায়ন বিদ্যায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তিনিও আজ দেহ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক মৃত্যুর বশীভূত হইলেন; অন্যেপরে কা কথা।

দ্বিচত্বারিংশ তরঙ্গ।

পর দিবস প্রভাতকালে যুবরাজ, রত্নপ্রভাকে শান্ত করিয়া পিতা ও মন্ত্রিগণের সহিত সসৈন্যে মৃগয়াযাত্রা করিলেন। নিরন্তর অশেষবিধ বন্য-জন্তুর অনুসরণ করিয়া অতিশয় ক্লান্তবোধ হইলে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলেন। বিশ্রামের পর পুনর্ব্বার অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গোমুখের সহিত বনান্তরে প্রবেশপূর্ব্বক গুটিকাক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইত্যবসরে সেই স্থান দিয়া এক সিদ্ধতাপসী যাইতেছিল, দৈবাৎ যুবরাজের প্রক্ষিপ্ত গুটিকা তাহার গাত্রে পতিত হওয়ায় তাপসী স্মিতমুখে কহিল, তোমার সদৃশ অহঙ্কৃত ব্যক্তির সহিত কর্পূরিকার পরিণয় হইলেই অনুরূপ হয়। এতৎশ্রবণে নরবাহনদত্ত অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাপসীরনিকট গমনপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, তাপসী তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিল।

অনন্তর নরবাহনদত্ত তাপসীকে জিতেন্দ্রিয় ও সত্যবাদী দেখিয়া বিনীত-বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে! আপনি যে কর্পূরিকার কথা উল্লেখ করি-লেন, সে কে? তাহার পরিচয় দিয়া আমাকে সুস্থ করুন। অনন্তর তাপসী কহিল, বৎস! সমুদ্রপারস্থ কর্পূরসম্ভব নগরে কর্পূরক নামে যে রাজা আছেন, তাঁহারই কন্যার নাম কর্পূরিকা। কর্পূরিকা ত্রিভুবনে অদ্বিতীয়

সুন্দরী ; কিন্তু অত্যন্ত পুরুষদ্বেষিণী, বিবাহের নামে জ্বলিয়া উঠে। আমার বোধ হয়, যদি তুমি যাইয়া স্বয়ং প্রার্থনা কর, তবে সে তোমাকে বিবাহ করিতে পারে। অতএব তুমি সত্বর গমন কর। পথে দুর্গমকানন অতিক্রম করিতে তোমার যে ক্লেশ হইবে তাহাতে বিরক্ত হইও না। সেই ক্লেশের পর তুমি পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হইবে।

এই বলিয়া তাপসী অদৃশ্য হইলে, নরবাহনদত্ত কর্পূরিকার জন্য নিতান্ত অধীর হইলেন, এবং পার্শ্ববর্ত্তী গোমুখকে কর্পূরিকার অন্বেষণার্থ সত্বর কর্পূর সম্ভব নগরে যাইবার জন্য ত্বরা করিলে, গোমুখ কহিলেন, দেব ! নাম শ্রবণ-মাত্র দিব্যাঙ্গনা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরভিপ্রায়সন্দিগ্ধ একটা সামান্য মানবীর জন্য একাকী সাগরপারে গমন করা কি যুক্তিসঙ্গত কার্য্য হয় ? আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, এটি কতদূর অসঙ্গত কার্য্য। অতএব আপনি বিজ্ঞ হইয়া সহসা এরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইবেন না। এই বলিয়া নানাপ্রকার বুঝাইলেও নরবাহন সিদ্ধতাপসীর কথা সত্য জ্ঞান করিয়া মন্ত্রিবাক্য অব-হেলনপূর্ব্বক অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ কর্পূরিকার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। প্রভু ভৃত্যের কথা না শুনিলেও ভৃত্যকে অবিচারে প্রভুর অনুগামী হইতে হইবে,এইবলিয়া গোমুখও তৎক্ষণাৎপ্রভুর পশ্চাৎ অশ্বচালনা করিলেন।

এদিকে বৎসরাজ, নরবাহনদত্তের বিলম্ব দেখিয়া, অগ্রগামী হইয়াছেন, এই বিবেচনা করিয়া সসৈন্যে কৌশাম্বীতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। যুবরাজের সৈন্যগণও তৎপশ্চাৎ গমন করিল। বৎসরাজ ক্রমে রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,যুবরাজ আসেননাই। তখন অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া বার্ত্তা জানিবার জন্য সপরিবারে রত্নপ্রভার নিকট গমন করিলেন। রত্নপ্রভা যুবরাজের অনা-গমনে শ্বশুরকে উৎদ্বিগ্ন দেখিয়া প্রণিধানপূর্ব্বক কহিলেন, দেব ! আর্য্যপুত্র কোন সিদ্ধতাপসীর মুখে কর্পূরিকার কথা শ্রবণ করিয়া, তাহাকে বিবাহ করিবার বাসনায় গোমুখের সহিত সমুদ্রপারস্থ কর্পূরসম্ভব নগরে গমন করিয়া-ছেন, শীঘ্রই কৃতকার্য্য হইয়া গৃহে আসিবেন। এই বলিয়া শ্বশুরকে আশ্বস্ত করিলে, তাঁহারা নিজ মন্দিরে গমন করিলেন।

সপত্নীসংঘটন শ্রবণে স্ত্রীজাতি প্রায়ই ঈর্ষ্যাপরবশ হয়, কিন্তু রত্নপ্রভা তাহা না হইয়া তুষ্ট হইলেন, এবং পথে পতির ক্লেশ শান্তির জন্য মায়াবতী নাম্নী বিদ্যাকে পাঠাইয়া দিলেন। বিদ্যাও পথিমধ্যে যুবরাজকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার রক্ষার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। আহা! পতিহিতৈষিণী পতিব্রতারা নিয়তই পতির মঙ্গলকামনা করিয়া থাকেন। এদিকে নরবাহন দত্ত গোমুখের সহিত বহুদূর গমন করিয়া যখন এক ভীষণ অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন সেই বিদ্যা কুমারীবেশে অকস্মাৎ তদীয় সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া কহিল, মহাশয়! আমি রত্নপ্রভার প্রেরিত মায়াবতী বিদ্যা, আমি অদৃশ্যভাবে থাকিয়া নিরন্তর আপনাকে পথে রক্ষা করিব। অতএব আপনি নির্ভয়ে গমন করুন। এই বলিয়া অন্তর্হিত হইল। অতঃপর মায়াবতীর অপূর্ব্বপ্রভাবে যুবরাজের ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং পথশ্রম দূরীভূত হইলে, তিনি রত্ন-প্রভার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইয়া রবি অস্তাচলে গমন করিলে, নরবাহন দত্ত গোমুখের সহিত এক সরোবরে উপস্থিত হইলেন, এবং স্নানাদির পর সুস্বাদু ফলমূল দ্বারা ক্ষুধানিবৃত্তি করিয়া এক তরুমূলে অশ্ববন্ধনপূর্ব্বক বৃক্ষো-পরি আরোহণ করিয়া উভয়েই নিদ্রিত হইলেন। ক্ষণকাল পরেই বিত্রস্ত ঘোটকের চীৎকারে উভয়েই জাগরিত হইয়া নিম্নে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, এক মৃগেন্দ্র উপস্থিত হইয়া একটী অশ্বকে আক্রমণপূর্ব্বক হত করিয়াছে। এতদ্দর্শনে নরবাহনদত্ত অশ্বরক্ষণার্থ অবতরণোন্মুখ হইলে, গোমুখ নিষেধ করিয়া কহিলেন, দেব! রাজ্য দেহ ও সম্পত্তিমূলক, এবং রাজ্যমন্ত্রণামূলক। অতএব সর্ব্বতোভাবে আত্মশরীর রক্ষা করাই রাজার কর্ত্তব্য। কিন্তু আপনি সেই দেহে নিরপেক্ষ হইয়া বিনা অস্ত্রে কি সাহসে মৃগেন্দ্র সমক্ষে অবতরণো-ন্মুখ হইতেছেন? সংপ্রতি আমরা দেহরক্ষার জন্যই বৃক্ষাগ্রে আরূঢ় হইয়াছি। অতএব ক্ষান্ত হউন।

গোমুখ এই বলিয়া বিরত হইলে, নরবাহনদত্ত ক্রোধান্বিত হইয়া তরুস্কন্ধ হইতে এক ছুরিকাঘাতেই অশ্বহন্তাকে বিদ্ধ করিলেন। সিংহ বিদ্ধ হইয়াও

দ্বিতীয় অশ্বকে আক্রমণপূর্ব্বক বিনষ্ট করিলে, নরবাহনদত্ত গোমুখের নিকট হইতে খড়্গগ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা সিংহকে দ্বিখণ্ড করিলেন। পরে বৃক্ষাগ্র হইতে ভূতলে নামিয়া সেই খড়্গগ্রহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার আরোহণ করিয়া নিদ্রিত হইলেন।

প্রভাতমাত্র গোমুখের সহিত পাদচারেই কর্পূরিকার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন, এজন্য গোমুখ যুবরাজের চিত্তবিনোদনার্থ এইকথাটি বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইরাবতীনগরীয় পরিত্যাগসেন নরপতির প্রাণসমপ্রিয়তমা দুই পত্নী ছিলেন, তাঁহাদের একেরনাম অধিকসঙ্গমা ইনি মন্ত্রিকন্যা। দ্বিতীয়া কাব্যালঙ্কারা, তিনি রাজবংশসম্ভূত। উভয়েই নিঃসন্তান হইলে, রাজা পুত্রলাভের বাসনায় যথানিয়মে অম্বিকার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অম্বিকা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইলেন, এবং তাঁহার হস্তে দুইটী দিব্য ফল প্রদানপূর্ব্বক এই আদেশ করিলেন, বৎস! গাত্রোত্থান কর, এবং এই দুইটী ফল তোমার দুই পত্নীকে ভক্ষণ করিতে দাও, তাহা হইলে তোমার দুইটী বীরপুত্র হইবে। এই বলিয়া গৌরী অন্তর্হিত হইলে, রাজা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দুই হস্তে দুইটি ফল দর্শন করিয়া পরমানন্দিত হইলেন,এবং পরিজনের নিকট গমন করিয়া স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন।

রাত্রি উপস্থিত হইলে, মন্ত্রিবরের সম্মানার্থ তদীয় দুহিতা অধিকসঙ্গমাকেই সর্ব্বাগ্রে একটী ফল প্রদান করিলেন। অধিকসঙ্গমা প্রাপ্তিমাত্র যত্নপূর্ব্বক ফলটী ভক্ষণ করিলেন। তদনন্তর রাজা সে রাত্রি তদীয় গৃহেই বাস করিলেন, এবং দ্বিতীয় ফলটী আপন শয্যার শিরোদেশে দ্বিতীয় পত্নীর জন্য রাখিয়া নিদ্রিত হইলেন। এই সুযোগে অধিকসঙ্গমা পুত্রদ্বয়ের জননী হইতে বাসনা করিয়া রাজার অগোচরে সে ফলটীও ভক্ষণ করিলেন। প্রভাতে রাজা ফলান্বেষণে তৎপর হইলে, অধিকসঙ্গমা কহিলেন, তিনি সেফলটীও ভক্ষণ করিয়াছেন। তখন রাজা বিষণ্ণচিত্তে সমস্ত দিন অতিবাহিত

করিয়া রাত্রিকালে কাব্যালঙ্কারার ভবনে শয়ন করিতে গেলেন। কাব্যালঙ্কারা রাজার নিকট আপন ফল প্রার্থনা করিলে, রাজা যখন স্বরূপ বর্ণন করিলেন, তখন কাব্যালঙ্কারা অতীব দুঃখিত হইয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

কিছুকাল পরে অধিকসঙ্গমা গর্ভবতী হইয়া যথাকালে দুইটী পুত্র প্রসব করিলেন। রাজা পুত্রজন্ম শ্রবণে আনন্দিত হইয়া নানাবিধ মহোৎসব প্রদান করিলেন, এবং জ্যেষ্ঠের নাম ইন্দীবরসেন, এবং অনিচ্ছায় ফল ভক্ষণ হেতু, কনিষ্ঠের নাম অনিচ্ছাসেন রাখিলেন। অনন্তর কাব্যালঙ্কারা সপত্নীর পুত্রদ্বয়কে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া ঈর্ষ্যাবশতঃ অতিশয় দুঃখিত ও ক্রোধান্বিত হইলেন, এবং পুত্রদ্বয়কে যে কোন কৌশলে বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার উপায় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। বালকদ্বয় দিন দিন যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন, কাব্যালঙ্কারার হৃদয়স্থ বৈরপাদপও সেই পরিমাণে বাড়িতে লাগিল। ক্রমে পুত্রদ্বয় যৌবনপদবীতে পদার্পণপূর্ব্বক ভুজবলে দর্পিত হইয়া পিতার নিকট দিগ্বিজয় গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

রাজা পুত্রদ্বয়ের এইরূপ প্রার্থনায় যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া অনুমতি প্রদানপূর্ব্বক দিগ্বিজয়যাত্রার আয়োজনের আদেশ প্রদান করিলেন। ক্রমে সমস্ত উদ্যোগ সজ্জিত হইলে পর, পুত্রদ্বয়কে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমরা আমার ভগবতীপ্রদত্ত বস্তু, অতএব যখন তেমোদের সঙ্কট উপস্থিত হইবে, তখন দুর্গতিহরা অম্বিকাকে স্মরণ করিবে। এই উপদেশ দিয়া রাজা পুত্রদ্বয়কে দিগ্বিজয়ে প্রেরণ করিলেন।

পুত্রদ্বয়ের যাত্রাকালে তদীয় জননী অধিকসঙ্গমা প্রস্থান কালোপযোগী মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন। রাজা পুত্রদ্বয়ের মাতামহ, প্রজ্ঞাসহায় স্বীয় প্রধান মন্ত্রী সঙ্গমককে পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রেরণ করিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় প্রথমে পূর্ব্বদিক জয় করিলেন, এবং অসংখ্যরাজগণে পরিবৃত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পুত্রদিগের জয়লাভবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পিতামাতা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের বিমাতা তৎশ্রবণে দুঃখিত হইয়া বিদ্বেষানলে দগ্ধ

হইতে লাগিলেন, এবং সপত্নীপুত্রদ্বয়কে বিনাশ করিবার আশয়ে দুষ্টাশয়া রাজার জবানী এইভাবে এক পত্র লিখিয়া তাঁহাদের স্কন্ধাবারে পাঠাইয়া দিল "হে সামন্তগণ! আমার পুত্রেরা ভুজবলে দর্পিত হইয়া পৃথিবী জয় করিয়া আমাকে বিনাশপূর্ব্বক স্বয়ং রাজা হইবার যুক্তি করিয়াছে, অতএব তোমরা যদি আমার ভক্ত হও, তবে পত্রপাঠমাত্র পুত্রদ্বয়কে নিহত করিয়া আমাকে সুখী করিবে।

অনন্তর পত্রবাহক সেই পত্র লইয়া স্কন্ধাবারে প্রবেশপূর্ব্বক রাজপুত্র-দিগের অগোচরে সামন্ত রাজাদিগকে প্রদান করিল। সামন্তগণ সেই পত্রের মর্ম্মার্থ অবগত হইয়া, প্রভুর আদেশজ্ঞানে রাজপুত্রদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। এখন রাজপুত্রদ্বয়ের পরম সুহৃৎ এক সৈনিকপুরুষ সামন্তগণের এইরূপ চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়া সত্বরগমনপূর্ব্বক কুমারদ্বয়কে বলিয়া দিল। তাঁহারা আবার এই ব্যাপার মন্ত্রীর কর্ণ গোচর করিলে, সুচতুর মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ কুমারদ্বয়কে শিবির হইতে সরিয়া যাইবার পরামর্শ দিলেন। তাঁহারা রাত্রিযোগে মন্ত্রীর সহিত অশ্বারোহণে বহির্গমনপূর্ব্বক বিন্ধ্যাটবীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অটবী মধ্যেই রাত্রি প্রভাত হইলেও ক্রমাগত গমন করিতে করিতে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল। অশ্বগণ তৃষ্ণায় কাতর হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। বৃদ্ধ মাতামহ ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় যুবকদ্বয়ের সমক্ষেই মানবলীলা সম্বরণ করিলে, কুমারদ্বয় অতীব কাতর হইলেন, ক্ষুধা তৃষ্ণায় নিতান্ত পীড়িত হইয়া উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণের উপায় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন, এবং বিমাতাকেই এই ঘটনার মূলীভূত কারণ স্থির করিয়া মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। পরিশেষে পিতার পরামর্শ স্মরণ করিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন। ধ্যানমাত্র দেবীর প্রসাদে তাঁহাদের ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা অন্তর্হিত হইল। পরে কিঞ্চিৎ সবল হইয়া বিন্ধ্যবাসিনী দর্শনে যাত্রা করি-লেন, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া নিরাহারে দেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হই-লেন।

এদিকে শিবিরস্থ সামন্তগণ রাজপুত্রদিগকে না পাইয়া মন্ত্রভেদ আশঙ্কা

করত রাজসমীপে উপস্থিত হইল, এবং সেই জালপত্র দেখাইয়া সবিশেষ বর্ণন করিল। রাজা এই ব্যাপার শ্রবণমাত্র উদ্‌ভ্রান্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, এ পত্র আমার নহে, কোন দুষ্টাশয়ের দুরভিসন্ধিমাত্র। হে মূঢ়গণ! তোমরা কি জান না? যে, আমি বিন্ধ্যবাসিনীর আরাধনা করিয়া বহুকষ্টে পুত্রলাভ করিয়াছি?তোমরা আমার সেই পুত্রদিগকে নিশ্চয়ই নষ্ট করিতে; শুদ্ধ আমার সুকৃতিবল ও মন্ত্রিবরের সুমন্ত্রিতায় তাহাদের প্রাণরক্ষা হইয়াছে। এই বলিয়া সেই কূটলেখবাহক কায়স্থকে ধরিয়া আনাইয়া প্রকৃতার্থ বলাইবার জন্য পীড়ন করিলে, সে সমস্ত কথা প্রকাশ করিল।

অনন্তর রাজা তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া, পরে সেই পুত্রঘাতিনী ভার্য্যাকে ভূগৃহে নিঃক্ষিপ্ত করিলেন। তদনন্তর রাজপুত্রদিগের সমভিব্যাহারী প্রত্যাগত সামন্তগণ ভিন্ন সকলকে বিনাশ করিয়া অম্বিকাকে স্মরণপূর্ব্বক পত্নীর সহিত পুত্রদ্বয়ের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে দেবী বিন্ধ্যবাসিনী রাজপুত্র ইন্দীবরসেনের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বপ্নে এক খড়্গ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! এই খড়্গের প্রভাবে তোমরা সর্ব্ববিজয়ী হইবে, এবং যাহা মানস করিবে, এই অসির প্রভাবে সে সমস্ত সিদ্ধ হইবে। এই বলিয়া বিন্ধ্যবাসিনী তিরোভূত হইলেন।

অনন্তর ইন্দীবরসেন জাগরিত হইলেন, এবং হস্তে খড়্গাদর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। তদনন্তর কনিষ্ঠের নিকট সমস্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আশ্বস্তহৃদয়ে ফলমূলাদি দ্বারা উভয়ে পারণ করিলেন। পারণান্তে ভক্তিভাবে বিন্ধ্যবাসিনীকে প্রণাম করিয়া সেই অসি হস্তে উভয়ে প্রস্থান করিলেন। বহুদূর গমন করিয়া সম্মুখে সুবর্ণময় এক নগর অবলোকন করিলেন, এবং পুরদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় এক ভীষণ রাক্ষসপ্রহরী পাহারা দিতেছে। পরে তাহাকে নগরের নামাদি ও প্রবেশের পথ জিজ্ঞাসা করিলে, সে কহিল, নগরের নাম শৈলপুর এবং যমদংষ্ট্র রাক্ষস ইহার প্রভু।

ইন্দীবরসেন রাক্ষসমুখে এই কথা শ্রবণমাত্র যমদংষ্ট্রকে বিনাশ করিবার

আশয়ে পুরপ্রবেশে উদ্যত হইলে, প্রহরী রুদ্ধ করিল। এজন্য রাজকুমার
ইন্দীবরসেন কুপিত হইয়া খড়্গাঘাতে তাহার প্রাণসংহারপূর্ব্বক বেগে
রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, ভীষণকায় যমদংষ্ট্র যেন দংষ্ট্রবদনে
সিংহাসনে উপবিষ্ট আছে, এবং তাহার বামপার্শ্বে এক বরাঙ্গনা স্ত্রী এবং দক্ষি-
ণপার্শ্বে এক দিব্যরূপা কুমারী শোভা পাইতেছে। ক্রমে যমদংষ্ট্রের সম্মুখীন
হইয়া অসি উত্তোলনপূর্ব্বক তাহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলে, যমদংষ্ট্রও
গাত্রোত্থান করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। ইন্দীবরসেন খড়্গাঘাতে তাহার
মস্তক ছেদন করিলে, আবার তাহার মস্তকযুক্ত হইল, আবার ছেদন করিলে
আবার যুক্ত হইল। এইরূপে যত বার ছেদন করেন, তত বারই পুনর্যোজিত
হইতে লাগিল।

এই ব্যাপার দর্শনে ইন্দীবরসেন বিস্মিত হইলে, রাক্ষসের পার্শ্বস্থ কুমারী
কুমারের অদ্ভুত বীরত্ব দর্শনে তাঁহার প্রতি অনুরাগবতী হইয়া, রাক্ষসের ছিন্নমস্তক
দ্বিধা করিতে সঙ্কেত করিল। তদনুসারে রাজকুমার তদীয় মস্তক ছেদন করিয়া
সেই ছিন্ন মস্তক দ্বিধা করিবামাত্র, রাক্ষসের মায়া অন্তর্হিত হইল। আর মস্তক
সংযোজিত হইল না।

এইরূপে রাক্ষস বিনাশিত হইলে, রাজকুমার ইন্দীবরসেন হৃষ্টচিত্তে উপবিষ্ট
হইয়া সেই কামিনীযুগলকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা এতাদৃশ মহানগরে
কিজন্য একজন দ্বারপালে রক্ষিত ছিলে? আর এই রাক্ষস হত হইলেই বা
কেন তোমরা আহ্লাদিত হইলে?" রাজকুমারের এই প্রশ্নে কুমারী কহিল
"মহাশয়! এই নগরে বীরভুজ নামে যে এক রাজা ছিলেন, ইনি তাঁহার
পত্নী, ইহার নাম মদনদংষ্ট্রা। একদা এই যমদংষ্ট্র সহসা উপস্থিত হইয়া
রাজাকে ভক্ষণ করিল, এবং এই মদনদংষ্ট্রাকে সুরূপা দেখিয়া ইহাকে
ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিল। পরে অবলীলাক্রমে এই পুরীকে সুবর্ণময়ী করিল।
আমি রাক্ষসের কনিষ্ঠাভগিনী, আমার নাম খড়্গদংষ্ট্রা। আমি আপনাকে
দেখিবামাত্র আপনার প্রতি অনুরাগবতী হইয়া শত্রু নাশে আহ্লাদিত হই-
য়াছি। অতএব এক্ষণে আমি আপনাকে আত্মসমর্পণ করিলাম, আপনি

আমাকে বিবাহ করিয়া আমার মনোরথ সিদ্ধ করুন। খড়্গাদংষ্ট্রা এইরূপ [illegible], [illegible] বরসেন গান্ধর্ব্ববিধানে তাহার পাণিগ্রহণ করিয়া খড়্গের অনুগ্রহে [illegible] করিতে [illegible] লেন।

[illegible] খড়্গের প্রসাদে ব্যোমযান আনাইয়া কনিষ্ঠকে পিতা-মাতার নিকট প্রেরণ করিলে অনিচ্ছাসেন তদ্দ্বারা ইরাবতী নগরে পৌছিয়া পিতামাতাকে প্রণাম করিলেন। [illegible] মাতা পর্য্যায়ক্রমে পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন, [illegible] তাঁহাদিগকে সুস্থির করিয়া তাঁহা-দের সমক্ষে সমস্ত বৃত্তান্ত [illegible] পরে বিমাতার দুশ্চেষ্টা ও তাঁহার [illegible] কথা পিতার মুখে শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হইলেন।

কিছুদিন গত হইলে অনিচ্ছাসেন দুঃস্বপ্ন দর্শনে উৎকণ্ঠিত হইয়া পিতার [illegible] গমনপূর্ব্বক, [illegible] গৃহে আনিবার প্রস্তাব করিলেন। অনিচ্ছাসেনের এই প্রার্থনায় রাজা এবং রাজমহিষী ঔৎসুক্যসহকারে অনিচ্ছা-সেনের প্রস্তাবে অনুমোদন করিলে, তিনি বিমানযানে আরোহণ করিয়া শৈলপুর নগরে উপস্থিত হইলেন এবং [illegible] প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ভ্রাতা অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন, আর তাঁহার পার্শ্বে খড়্গাদংষ্ট্রা এবং মদনদংষ্ট্রা অশ্রুমোচন করিতেছে। তখন অনিচ্ছাসেন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে খড়্গাদংষ্ট্রা অধোবদনে বলিল "তোমার গমনের পর এক দিবস আমি স্নান করিতে যাইলে, মদনদংষ্ট্রা ইহাঁর সহিত সম্ভোগে রত হইয়াছিল, সেই জন্য আমি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া ইহাঁর দর্পস্বরূপ খড়্গ লুকা-ইয়া রাখিয়া ইহাঁকে জব্দ করিবার বাসনা করিলাম; এবং রাত্রে ইনি নিদ্রিত হইলে,আমি নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ সেই খড়্গ অগ্নিতে নিঃক্ষিপ্ত করিলাম, সেইহেতু খড়্গাকলঙ্কিত হইয়া যে অবধি ঈদৃশী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে,সেই অবধি তোমার ভ্রাতাও অচেতন হইয়াছেন। অতএব আমিই এই অনর্থের মূল বলিয়া, নিয়ত অনুতাপ করিতেছি, মদনদংষ্ট্রার তিরস্কারও সহ্য করিতেছি, এবং শোকান্ধচিত্তে মরিতে উদ্যত হইয়াছি। সংপ্রতি তুমি আসিয়াছ, অতএব তুমিই এই খড়্গ দ্বারা আমার প্রাণসংহার কর।

আশয়ে পুরপ্রবেশে উদ্যত হইলে, প্রহরী রুদ্ধ করিল; এজন্য রাজকুমার ইন্দীবরসেন কুপিত হইয়া খড়্গাঘাতে তাহার প্রাণসংহারপূর্ব্বক বেগে রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, ভীষণকায় যমদংষ্ট্র ঘোরদংষ্ট্রবদনে সিংহাসনে উপবিষ্ট আছে,এবং তাহার বামপার্শ্বে এক বরারোহা স্ত্রী এবং দক্ষিণপার্শ্বে এক দিব্যরূপা কুমারী শোভা পাইতেছে। ক্রমে যমদংষ্ট্রের সম্মুখীন হইয়া অসি উত্তোলনপূর্ব্বক তাহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলে, যমদংষ্ট্রও গাত্রোত্থান করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। ইন্দীবরসেন খড়্গাঘাতে তদীয় মস্তক ছেদন করিলে, আবার তাহার মস্তকযুক্ত হইল, আবার ছেদন করিলে, আবার যুক্ত হইল। এইরূপে যত বার ছেদন করেন, তত বারই পুনর্যোজিত হইতে লাগিল।

এই ব্যাপার দর্শনে ইন্দীবরসেন বিস্মিত হইলে, রাক্ষসের পার্শ্বস্থা কুমারী কুমারের অদ্ভুত বীরত্বদর্শনে তাঁহার প্রতিঅনুরাগবতী হইয়া,রাক্ষসের ছিন্নমস্তক দ্বিধা করিতে সঙ্কেত করিল। তদনুসারে রাজকুমার তদীয় মস্তক ছেদন করিয়া সেই ছিন্ন মস্তক দ্বিধা করিবামাত্র, রাক্ষসের মায়া অন্তর্হিত হইল। আর মস্তক সংযোজিত হইল না।

এইরূপে রাক্ষস বিনাশিত হইলে, সানুজ ইন্দীবরসেন হৃষ্টচিত্তে উপবিষ্ট হইয়া সেই কামিনীযুগলকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা এতাদৃশ মহানগরে কিজন্য একজন দ্বারপালে রক্ষিত ছিলে? আর এই রাক্ষস হত হইলেই বা কেন তোমরা আহ্লাদিত হইলে?" রাজকুমারের এই প্রশ্নে কুমারী কহিল, "মহাশয়! এই নগরে বীরভুজ নামে যে এক রাজা ছিলেন, ইনি তাঁহার পত্নী, ইহার নাম মদনদংষ্ট্রা। একদা এই যমদংষ্ট্র সহসা উপস্থিত হইয়া রাজাকে ভক্ষণ করিল, এবং এই মদনদংষ্ট্রাকে স্বরূপা দেখিয়া ইহাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিল। পরে অবলীলাক্রমে এই পুরীকে সুবর্ণময়ী করিল। আমি রাক্ষসের কনিষ্ঠাভগিনী, আমার নাম খড়্গদংষ্ট্রা। আমি আপনাকে দেখিবামাত্র আপনার প্রতি অনুরাগবতী হইয়া শত্রু নাশে আহ্লাদিত হইয়াছি। অতএব এক্ষণে আমি আপনাকে আত্মসমর্পণ করিলাম, আপনি

আমাকে বিবাহ করিয়া আমার মনোরথ সিদ্ধ করুন। খড়্গাদংষ্ট্রা এইরূপ বলিলে, ইন্দীবরসেন গান্ধর্ব্ববিধানে তাহার পাণিগ্রহণ করিয়া খড়্গের অনুগ্রহে সেই নগরে বাস করিতে লাগিলেন।

একদা ইন্দীবরসেন খড়্গের প্রসাদে ব্যোমযান আনাইয়া কনিষ্ঠকে পিতা-মাতার নিকট প্রেরণ করিলে, অনিচ্ছাসেন তদ্দ্বারা ইরাবতী নগরে পৌঁছিয়া পিতামাতাকে প্রণাম করিলেন। পিতা মাতা পর্য্যায়ক্রমে পুত্রকে আলিঙ্গন করিলে, অনিচ্ছাসেন জ্যেষ্ঠের কুশলবার্ত্তায় তাঁহাদিগকে সুস্থির করিয়া তাঁহা-দের সমক্ষে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। পরে বিমাতার দুশ্চেষ্টা ও তাঁহার পিতৃকৃত দুর্দ্দশার কথা পিতার মুখে শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হইলেন।

কিছুদিন গত হইলে, অনিচ্ছাসেন দুঃস্বপ্ন দর্শনে উৎকণ্ঠিত হইয়া পিতার নিকট গমনপূর্ব্বক, জ্যেষ্ঠ ইন্দীবরসেনকে গৃহে আনিবার প্রস্তাব করিলেন। অনিচ্ছাসেনের এই প্রার্থনায় রাজা এবং রাজমহিষী ঔৎসুক্যসহকারে অনিচ্ছা-সেনের প্রস্তাবে অনুমোদন করিলে, তিনি বিমানযানে আরোহণ করিয়া শৈলপুর নগরে উপস্থিত হইলেন, এবং ভ্রাতৃভবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ভ্রাতা অচেতন হইযা পড়িয়া আছেন, আর তাঁহার পার্শ্বে খড়্গাদংষ্ট্রা এবং মদনদংষ্ট্রা অশ্রুমোচন করিতেছে। তখন অনিচ্ছাসেন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, খড়্গাদংষ্ট্রা অধোবদনে বলিল "তোমার গমনের পর এক দিবস আমি স্নান করিতে যাইলে, মদনদংষ্ট্রা ইহাঁর সহিত সম্ভোগে রত হইয়াছিল, সেই জন্য আমি ঈর্ষ্যাবিমোহিত হইয়া ইহাঁর দর্পস্বরূপ খড়্গ লুকা-ইয়া রাখিয়া ইহাঁকে জব্দ করিবার বাসনা করিলাম; এবং রাত্রে ইনি নিদ্রিত হইলে,আমি নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ সেই খড়্গ অগ্নিতে নিঃক্ষিপ্ত করিলাম সেইহেতু খড়্গাকলঙ্কিত হইয়া যে অবধি ঈদৃশী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে,সেই অবধি তোমার ভ্রাতাও অচেতন হইয়াছেন। অতএব আমিই এই অনর্থের মূল বলিয়া, নিয়ত অনুতাপ করিতেছি, মদনদংষ্ট্রার তিরস্কারও সহ্য করিতেছি, এবং শোকান্ধচিত্তে মরিতে উদ্যত হইয়াছি। সংপ্রতি তুমি আসিয়াছ, অতএব তুমিই এই খড়্গ দ্বারা আমার প্রাণসংহার কর।

অনিচ্ছাসেন ভ্রাতৃজায়ার মুখে সমস্ত শ্রবণ করিয়া, অনুতাপহুতাশনে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সহসা এই আকাশবাণী হইল,"রাজপুত্র! তোমার ভ্রাতা মরেন নাই, খড়্গের প্রতি অনাস্থানিবন্ধন ভগবতীর কোপে মূর্চ্ছিত হইয়া আছেন। এবিষয়ে খড়্গদংষ্ট্রারও কোন অপরাধ নাই। এই দুই জনই তোমার ভ্রাতার পূর্ব্বভার্য্যা। এক্ষণে দেবীকে প্রসন্ন করিলেই সকল বিপদ দূরীভূত হইবে।" এই বলিয়া দৈববাণী বিরত হইলে,অনিচ্ছাসেন অগ্নিকলঙ্কিত সেই খড়্গগ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় বিমানে আরোহণ করিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর নিকট পৌঁছিলেন,এবং দেবীকে প্রসন্ন করিবার জন্য যেমন স্বহস্তে স্বীয় মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন,অমনি অন্তরীক্ষ হইতে "আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি;তোমার জ্যেষ্ঠ সহোদর জীবিত হইয়াছেন; আর এই অসিও পুনর্ব্বার নির্ম্মল হইয়া তোমাদের জয় কার্য্যের উপযোগী হইয়াছে।" এই বাক্য শ্রুত হইল।

অনন্তর অনিচ্ছাসেন গাত্রোত্থানপূর্ব্বক খড়্গকে পূর্ব্বমত সুনির্ম্মল দেখিয়া তুষ্ট হইলেন, এবং দেবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া উৎসুকচিত্তে সেই বিমানে আরোহণপূর্ব্বক শৈলপুরনগরে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিতমাত্র ইন্দীবরসেন চৈতন্যলাভ করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রণত অনুজকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন সেই কামিনীদ্বয় দেবরের প্রশংসা করত অনিচ্ছাসেনের পদতলে পতিত হইল। ইন্দীবরসেন অনুজেরমুখে দেবীর আদেশ শ্রবণ করিয়া খড়্গদংষ্ট্রার প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক অনুজের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। পরে ইন্দীবরসেন অনুজ মুখে পিতামাতার দর্শনৌৎসুক্য ও বিমাতার দুঃশীলতা শ্রবণ করিয়া আপন অসি গ্রহণপূর্ব্বক বিমানকে স্মরণ করিলেন। বিমান ধ্যানমাত্র খড়্গপ্রভাবে উপস্থিত হইলে, তিনি সস্ত্রীক ও সানুজ হইয়া তদারোহণপূর্ব্বক নভোমণ্ডলে উত্থিত হইলেন; এবং ক্ষণকাল পরে ইরাবতী নগরে উপস্থিত হইয়া বিমান হইতে অবতরণপূর্ব্বক পিতার নিকট গমন করিলেন;এবং পিতামাতাকে একত্র উপবিষ্ট দেখিয়া পত্নীদ্বয়সহ প্রণাম করিলেন। তাঁহারা বহুকালের পর ইন্দীবর-সেনের মুখকমল দর্শন করিয়া ক্ষণকাল রোদন করিলেন। পরে পুত্রকে আলি-ঙ্গন করত অমৃতসাগরে নিমগ্ন হইয়া সন্তাপাগ্নি নির্ব্বাপিত করিলেন। অনন্তর

কথাপ্রসঙ্গে, তাঁহারাই ইন্দীবরসেনের পূর্ব্বস্নুষা ছিলেন, শুনিয়া আরো আহ্লাদিত হইলেন, এবংইন্দীবরসেনের বিমানগতিপ্রভৃতি অশেষবিধ অলৌকিক মহিমা শ্রবণে বিস্মিত হইয়া পরমপরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর ইন্দীবরসেন পিতামাতার নিকট সপরিবারে সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে ইন্দীবরসেন পিতার অনুমতি লইয়া পুনর্ব্বার দিগ্বিজয়ে নির্গত হইলেন। সেই খড়্গের প্রভাবে সমস্ত মেদিনী জয় করিলেন, এবং অপরিমিত হস্তী,অশ্ব এবং রত্নাদি সঞ্চয় করিয়া মহাসমারোহে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পিতামাতার আনন্দবর্দ্ধন করিলেন। গৃহাগমনদিবসে সহাগত রাজাদিগের সম্বর্দ্ধনাদি করিতেই কাটিয়া গেল। পর দিবস স্বহস্তে পিতাকে মেদিনী সমর্পণপূর্ব্বক স্বীয় জাতি স্মরণ করিয়া কহিলেন "পিতঃ! অদ্য আমার পূর্ব্বজাতি স্মরণ হওয়াতে মনে হইল;—হিমালয়স্থ মুক্তাপুর নগরে মুক্তাসেন নামক এক বিদ্যাধররাজ বাস করেন। কম্বুবতী নামে যে বিদ্যাধরী তাঁহার প্রধান মহিষী আছেন; তদীয় গর্ভে পদ্মসেন এবং রূপসেন নামে পরম গুণবান দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সূর্য্যপ্রভা নামে এক বিদ্যাধরকন্যা পদ্মসেনের প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া সখী চন্দ্রাবতীর সহিত পদ্মসেনকে পতিত্বে বরণ করিল। কিছুদিন পরে পদ্মসেন ভার্য্যাদ্বয়ের পরস্পর ঈর্ষ্যা ও কলহে উত্ত্যক্ত হইলেন, এবং সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক তপোবন আশ্রয় করিতে উদ্যত হইলেন। পরে বার বার পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, পিতা মুক্তাসেন কুপিত হইয়া তাঁহাকে এই শাপ দিলেন "তপোবনে কি, এককালে সপরিবারে মর্ত্ত্যলোকে গমন কর। তোমার এই কলহকারিণী ভার্য্যা সূর্য্যপ্রভা এবং চন্দ্রবতী রাক্ষসী হইয়া তোমারই ভার্য্যা হইবে। তোমার এই কনিষ্ঠ ভ্রাতা রূপসেনও অনুসরণ করিয়া তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইবে, এবং সেখানেও তোমাকে দ্বিভার্য্যাত্ব নিবন্ধন কিছু কিছু দুঃখভোগ করিতে হইবে। পরে যখন রাজপুত্র হইয়া পৃথিবী জয় করত পিতাকে দান করিবে, তখন সকলের সহিত আপন জাতি স্মরণ করিয়া পুনর্ব্বার দিব্য শরীর প্রাপ্ত হইবে"।

হে পিতঃ! আমিই সেই পদ্মসেন আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ

করত ইন্দীবরসেন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছি, এবং মেদিনী জয় করিয়া আপনার হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক আপন কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছি। আর সেই রূপসেন আপনার দ্বিতীয় পুত্র হইয়া ভূতলে অনিচ্ছাসেন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, এবং সেই আমার পূর্ব্ব ভার্য্যাদ্বয় সূর্য্যপ্রভা ও চন্দ্রাবতী রাক্ষসীগর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া খড়্গদংষ্ট্রা ও মদনদংষ্ট্রা নামে ইহজন্মেও আমার ভার্য্যা হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের শাপের অবসান হইয়াছে, অতএব আমরা সম্প্রতি আপন বিদ্যাধরপদে পুনর্গমন করি।" এই বলিয়া ইন্দীবরসেন সহোদর ও পত্নীদ্বয়ের সহিত মানুষী তনু পরিত্যাগপূর্ব্বক বিদ্যাধরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পিতামাতাকে প্রণাম করিলেন। পরে পত্নীদ্বয়কে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক ভ্রাতার সহিত আকাশপথে উড্ডীন হইয়া মুক্তাপুরনগরে উপস্থিত হইলেন, এবং পিতা মুক্তাসেন এবং জননী কম্বুবতীর নেত্রোৎসব বর্দ্ধন করত ভ্রাতা ও ভার্য্যাদ্বয়ের সহিত পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

গোমুখ পথমধ্যে এই রমণীয় কথা বর্ণন করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "যুবরাজ! এইরূপে মহাশয় ব্যক্তিদিগকেও দ্বিভার্য্যাত্বনিবন্ধন মহাকষ্ট ও মহোন্নতির বিষয় হইতে হয়, সামান্যব্যক্তিদিগের ত কথাই নাই। আপনি বিদ্যাশক্তিপ্রভাবে যেমন রত্নপ্রভাকে পাইয়াছেন, অতঃপর সেইরূপ কর্পূরিকাকেও অনায়াসে প্রাপ্ত হইবেন।" যুবরাজ নরবাহনদত্ত গোমুখের মুখে এইরূপ মনোহর কথা শ্রবণ করত বেলাবসানে এক সরোবরে উপস্থিত হইলেন, এবং স্নানের পর মহাদেবের আরাধনান্তে নানাবিধ ফল আহার করিলেন। পরে বন্ধুর সহিত সেই সরোবর তীরে পর্ণশর্য্যায় শয়ন করিয়া রাত্রিযাপন করিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ তরঙ্গ।

নরবাহন প্রভাতমাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পুনঃ প্রস্থিত হইয়া গোমুখকে বলিলেন, "মিত্র! গতরাত্রে অপূর্ব্ব এক স্বপ্ন দেখিয়াছি। ধবলবস্ত্রা দিব্যরূপা কোন কামিনী আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন বৎস! চিন্তা নাই।"

সত্বর কর্পূরসম্ভব নগরে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য রাজকন্যাকে প্রাপ্ত হইবে। এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলে, আমি জাগরিত হইলাম। এতৎশ্রবণে গোমুখ কহিলেন, দেব! আপনি যখন দেবতাদিগেরও অনুগ্রহের পাত্র, তখন আপনার পক্ষে কিছুই দুষ্কর নহে; অতএব আপনার অভিলাষ অক্লেশেই সুসম্পন্ন হইবে।" গোমুখ এই কথা বলিলে, নরবাহন গোমুখের সহিত সত্বর সমুদ্রতীরস্থ সেই অপূর্ব্ব নগরে উপস্থিত হইলেন, এবং নগরের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন।

অনন্তর রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। রাজভবন সুবর্ণনির্ম্মিত ও সপ্ত প্রকোষ্ঠময়। ক্রমে এক এক প্রকোষ্ঠ দর্শন করত শেষে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, এবং রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট এক ভব্য পুরুষকে দর্শন করিলেন। পুরুষ রাজকুমারকে দেখিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন। পরে সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়! কি নিমিত্ত এই মনুষ্যশূন্য স্থানে একাকী আগমন করিয়াছেন?" তখন নরবাহন দত্ত স্বীয় বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়! আপনি কে? আর কিরূপেই বা আপনার এই নগর নির্ম্মিত হইল"? ইহা শুনিয়া পুরুষ স্বীয় বৃত্তান্তাদি বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ কাঞ্চীনগরে বাহুবল নামে এক রাজা আছেন। তাঁহার রাজ্যে আমরা দুই সহোদর বাস করি। আমরা জাতিতে সূত্রধর, এবং ময়দানবের সদৃশ কারুকর্ম্মে বিচক্ষণ। আমার জ্যেষ্ঠের নাম প্রাণধর, তিনি অত্যন্ত বেশ্যাসক্ত। আমি ভ্রাতৃভক্ত কনিষ্ঠ, আমার নাম রাজ্যধর। তিনি বেশ্যাসক্তি নিবন্ধন যাবতীয় পৈতৃক সম্পত্তি উড়াইয়া পরে যখন মদুপার্জ্জিত সম্পত্তিও নষ্ট করিয়া নিঃস্ব হইলেন, তখন ধনহরণের জন্য রজ্জুযন্ত্রবাহী হংসযুগল নির্ম্মাণ করিলেন। সেই হংসযুগল যন্ত্রবলে রজনীযোগে বাহুবলরাজার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিত, এবং গবাক্ষ দ্বারা প্রবেশ করিয়া চঞ্চুপুট দ্বারা আভরণ আনিয়া আমার ভ্রাতাকে দিত। তিনি সেই আভরণ বিক্রয় করিয়া বেশ্যাকে তুষ্ট করিতেন। এই রূপে দিন দিন রাজভাণ্ডার ক্ষয়িত হইলে, আমি তাঁহাকে নিষেধ করিতে

লাগিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই স্বকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন না। ব্যসনান্ধ হইলে, কোন্ ব্যক্তি সুপথ ও কুপথ বিবেচনা করে?

কিছুদিন পরে কোষাধ্যক্ষ আভরণক্ষয় বুঝিতে পারিয়া গোপনে তাহার অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু কিরূপে যে রুদ্ধ ধনাগার হইতে আভরণ হৃত হইতেছে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, পরিশেষে সেই ব্যাপার রাজার কর্ণগোচর করিল। তখন রাজা ধনাধ্যক্ষের সহিত কতিপয় রক্ষীপুরুষকে রাত্রিযোগে ধনাগার মধ্যে রাখিয়া দিলে, তাহারা জাগিয়া থাকিল। গভীর-রাত্রে সেই কাষ্ঠময় হংসযুগল রজ্জুমার্গে গবাক্ষ দ্বারা সেই কোষগৃহে প্রবেশ করিল,এবং চঞ্চুপুট দ্বারা আভরণ গ্রহণ করিয়া গমনোদ্যত হইলদেখিয়া, রক্ষীগণ রজ্জুছেদনপূর্ব্বক সেই হংসযুগলকে ধরিল, এবং প্রাতঃকালে রাজার নিকট লইয়া গেল।

এদিগে রজ্জু শিথিল হইলে, আমার ভ্রাতা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আমার নিকট আগমনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভ্রাতঃ! তোমার কথাই সত্য হইল, রক্ষীপুরুষেরা যন্ত্রহংসযুগল কাটিয়া লইয়াছে। বোধ হয় প্রভাতেই আসিয়া আমাদিগকে বান্ধিয়া লইয়া যাইবে। অতএব এস এই দণ্ডে এস্থান হইতে পলায়ন করি। আমার নিকট যে বাতযন্ত্র আছে, তাহা দিনে আট শত যোজন গমন করিতে পারে। অতএব তাহাতে আরোহণ করিয়া দূর দেশে পলায়ন করাই কর্ত্তব্য। এই বলিয়া তিনি স্বীয় বাতবিমানে আরোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। আমিও রাজভয়ে স্বহস্ত নির্ম্মিত বায়ুযন্ত্রে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলাম। দুই শত যোজন গমন করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রামের পর পুনর্ব্বার দুই শত যোজন গমন করিয়া সম্মুখে সমুদ্র দেখিলাম, এবং সেই স্থানে অবতরণপূর্ব্বক পাদচারে গমন করত ক্রমে এই শূন্য নগরে উপস্থিত ও কৌতুকাক্রান্ত হইয়া এই রাজমন্দিরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, রাজভবন বস্ত্র আভরণ এবং শয্যাদি রাজ-ভোগ্য উপকরণে পরিপূর্ণ। পার্শ্বে মনোহর উদ্যান এবং স্বচ্ছসলিল এক দীর্ঘিকা। সায়ংকালে তাহার জলে স্নান করিয়া বৃক্ষ হইতে নানাবিধ ফল আহরণপূর্ব্বক ভক্ষণ করিলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে

একাকী রাজোচিত শয্যায় শয়ন করিয়া এই চিন্তা করিলাম, এই নির্জন স্থানে একাকী থাকিয়া কি করিব, প্রভাত হইলে স্থানান্তরে যাইব। যে স্থানে আসিয়াছি এখানে রাজভয়ের কোন সম্ভাবনা নাই।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রিত হইলাম। নিদ্রাবস্থায় ময়ূরবাহন এক দিব্যরূপী পুরুষ স্বপ্নে আমার সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, "ভদ্র! তুমি কুত্রাপি না যাইয়া এই স্থানেই নির্ভয়ে থাক এবং আহারসময়ে মধ্যমপুরে আরোহণ করিয়া থাকিও।"

এই বলিয়া সেই দিব্যপুরুষ অন্তর্হিত হইলে, আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। ভাবিলাম এই স্থান যে কার্ত্তিকেয়নির্ম্মিত তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ভগবান কার্ত্তিকেয় যে স্বপ্নে আমার প্রতি এরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, সে কেবল আমার পূর্ব্বসুকৃত মাত্র। অতএব আমি এই স্থানেই বাস করিব,এখানে থাকিলে অবশ্যই আমার মঙ্গল হইবে। এই স্থির করিয়া স্নানাহ্নিক সমাপন করিতে করিতে, ক্রমে আহার কাল উপস্থিত হইল। তখন সেই দিব্যপুরুষের আদেশমত মধ্যমপুরে আরোহণ করিয়া থাকিলাম,ক্ষণকাল পরেই সম্মুখে সুন্দর অন্ন ব্যঞ্জনাদিপূর্ণ সুবর্ণময় পাত্র সহসা আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। আমি তদ্দর্শনে বিস্মিত হইলাম এবং সচ্ছন্দে তাহা ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। এইরূপে প্রতিদিন রাজভোগ উপস্থিত হইলে, আমি এই নগরেই স্থিরবসতি গ্রহণ করিলাম। আমার নিকট কোন পরিচারক না থাকায়, কার্য্যার্থ এই সকল যন্ত্রময় মনুষ্য নির্ম্মাণ করিয়াছি। দেব! এইরূপে আমি এই নগরে একাকী থাকিয়া বিধাতার অনুগ্রহে রাজত্বভোগ করিতেছি। অতএব আমি বিনয়বচনে প্রার্থনা করিতেছি যে, যদি আমার ভাগ্যক্রমে আপনারা এখানে আসিয়াছেন, তবে আর এক দিন এখানে বিশ্রাম করুন, আমি যথাসাধ্য আপনাদের পরিচর্য্যা করিয়া আত্মাকে সফল করি।

রাজ্যধর এই বলিয়া গোমুখের সহিত নরবাহনদত্তকে পার্শ্বস্থ উদ্যানে লইয়া গেল। সকলে বাপীর জলে স্নান করিয়া পদ্মচয়নপূর্ব্বক ধূর্জ্জটির পূজা করিলেন। ভোজনকাল উপস্থিত দেখিয়া রাজ্যধর তাঁহাদিগকে লইয়া রাজভবনের দ্বিতীয় তলে আরোহণ করিল; এবং ধ্যানমাত্র বিবিধ আহার

সামগ্রী উপস্থিত হইলে, রাজ্যধর সম্মুখে বসিয়া তাঁহাদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইল। আহারান্তে তাম্বুল ও আসবাদি প্রদান করিয়া স্বয়ং আহারাদি সমাপনপূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইল। কথাপ্রসঙ্গে দিবা অবসান হইয়া ক্রমে শয়নকাল উপস্থিত হইলে, তাঁহারা রাজ্যধরনির্দ্দিষ্ট উত্তম শয্যায় শয়ন করিলেন, রাজ্যধরও শয়ন করিল। কিন্তু কর্পূরিকার চিন্তায় নরবাহনের নিদ্রা না হওয়াতে রাজ্যধরকে কর্পূরিকার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজ্যধর তাঁহাকে আশ্বস্ত করিল, এবং মহাসত্ত্ব ব্যক্তিকে যে স্ত্রী স্বয়ং বরণ করেন, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ এই কথাটি আরম্ভ করিল।

কাঞ্চীপুর নগরস্থ যে বাহুশালী রাজার কথা আপনাকে বলিয়াছি, তাঁহার অর্থলোভ নামে এক ধনশালী প্রতীহার ছিল। তাহার পত্নীর নাম মানপরা। অর্থলোভ বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া ক্রয়বিক্রয়ের সমস্তভার পত্নীর হস্তে সমর্পণ করিল। মানপরা অনিচ্ছু হইয়াও পতির অনুরোধে অগত্যা সম্মত হইল, এবং মিষ্টভাষে লোকসকলকে বশীভূত করত ক্রয়বিক্রয়াদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল, অর্থলোভ ক্রমে ব্যবসায়ের উন্নতি দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল।

একদা দূর দেশ হইতে সুখধর নামে এক ধনাঢ্য বণিক্ প্রভূত ঘোটকাদি লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলে,অর্থলোভ ভার্য্যার নিকট গমনপূর্ব্বক কহিল, প্রিয়ে! সুখধর নামে এক বণিক্ বিংশতি সহস্র উত্তম উত্তম ঘোটক এবং চীনদেশ জাত নানাবিধ বস্ত্র লইয়া বাণিজ্যার্থ এই স্থানে আসিয়াছে। অতএব তুমি যাইয়া তাহার নিকট হইতে পাঁচ সহস্র অশ্ব এবং দশ সহস্র পট্টযুগল ক্রয় করিয়া আন। আমি সেই অশ্ব ও বস্ত্র রাজাকে উপহার দিব, এবং তদ্দ্বারা বাণিজ্য করিব।" মানপরা পতিবাক্যে সম্মত হইয়া সুখধরের নিকট গমনপূর্ব্বক স্বেচ্ছানুরূপ অশ্ব ও বস্ত্রের দর করিতে আরম্ভ করিলে, বণিক্ তাহার রূপলাবণ্যে মোহিত ও কামাতুর হইল, এবং মানপরাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া রতি প্রার্থনাপূর্ব্বক বিনামূল্যে অশ্ব ও বস্ত্র দানের প্রস্তাব করিল। স্ত্রীজাতি অনর্গলচেষ্ট হইলে, কে না তাহাকে প্রার্থনা করে?

বণিকের এই প্রার্থনায় মানপরা কহিল "আমি স্বামীর আয়ত্ত,অতএব আপনার এই প্রস্তাব স্বামীকে জানাইতে হইবে। আমি বিলক্ষণ জানি,তিনি অতিশয় ধনলুব্ধ, সুতরাং আপনার প্রার্থনায় সম্মত হইবেন।" এই বলিয়া মানপরা গৃহে প্রতিগমনপূর্ব্বক পতির নিকট বণিকের প্রার্থনা জানাইল, পাপিষ্ঠ ধনলোভে অন্ধ হইয়া অম্লান বদনে মানপরাকে বণিকের সহবাস করিতে অনুমতি দিয়া কহিল, ক্ষতি কি, অদ্য রাত্রি সেই বণিকের নিকট থাকিবে এবং কল্য প্রাতে অশ্ব ও বস্ত্র লইয়া চলিয়া আসিবে। মানপরা সেই কাপুরুষ ভর্ত্তার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে এই চিন্তা করিল, হায়! যে পতি অর্থের জন্য আপনার মান বিক্রয় করে, তাহার ন্যায় পাপিষ্ঠ ও হীনচিত্ত ব্যক্তি সংসারে নাই। অতএব এই কাপুরুষ পতিকে ধিক্! এপতি অপেক্ষা, যে শত শত অশ্ব এবং চীনাংশুক সহস্র দান করিয়া এক রাত্রি আমার উপভোগ প্রার্থনা করিতেছে, সে পতি সহস্র গুণে প্রশংসনীয়।

মানপরা এই স্থির করিয়া সুখধরের নিকট গমনপূর্ব্বক সুখধরের সহবাসে পতির অনুমতি জানাইলে, সুখধর সাশ্চর্য্য হইয়া আত্মাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিল, এবং অর্থলোভের নিকট প্রতিশ্রুত অশ্ব এবং পট্টবস্ত্র সত্বর পাঠাইয়া দিল। পরে মানপরার সহিত সে রাত্রি যথেষ্ট সুখসম্ভোগে অতিবাহিত করিল। প্রভাতমাত্র নির্লজ্জ অর্থলোভ মানপরাকে লইবার জন্য সুখধরের নিকট ভৃত্য পাঠাইলে, মানপরা ভৃত্যকে কহিল "তোমাদের স্বামী অর্থলোভে আমাকে বিক্রয় করায়, আমি যখন অন্যের সহিত সঙ্গত হইয়াছি, তখন আবার নির্লজ্জ হইয়া তাঁহার নিকট যাওয়া কোনরূপেই শোভা পায় না। অতএব যিনি আমাকে ক্রয় করিয়াছেন, আজ হইতে আমি তাঁহারই পত্নী হইলাম।" এই কথা তোমাদের প্রভুকে বল। এই বলিয়া ভৃত্যগণকে বিদায় দিল। ভৃত্যগণ ফিরিয়া আসিয়া অধোমুখে অর্থলোভকে সমস্ত কথা বলিল। নরাধম যখন বলপূর্ব্বক পত্নীকে আনিতে কৃতসংকল্প হইল, তখন হরবল নামা তাহার এক মিত্র কহিল, মিত্র! তুমি সুখধরের নিকট হইতে কোন ক্রমেই মানপরাকে আনিতে সমর্থ হইবে না। কারণ সুখধর, কি বাহুবলে কি

মিত্রবল সকল বিষয়েই তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; অতএব তাহার সমক্ষে তোমার বীরত্ব অকিঞ্চিৎকর হইবে। এতদ্ভিন্ন সুখধর ত্যাগানুরাগিনী পত্নীর প্রেমবদ্ধ হইয়া সমধিক উৎসাহশালী হইয়াছে, এবং অন্যান্য বলশালী মিত্রগণের সহিত মিলিত হইয়াছে। আর তুমি কার্পণ্যবশতঃ আপন পত্নীকে অর্থলোভে বিক্রয় করিয়া যৎপরোনাস্তি অপমানিত ও নিন্দনীয় হইয়াছ। যদি একথা রাজার কর্ণগোচর হয় তাহা হইলে তিনি ও তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন। অতএব আমি তোমাকে পরমবন্ধুভাবে এই পরামর্শ দিতেছি, যে তুমি আর তাহার সহিত বৈর করিয়া লোক হাসাইও না; থামিয়া যাও।

নির্ব্বোধ অর্থলোভ বন্ধুর এই সৎপরামর্শ না শুনিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল, এবং সসৈন্যে নির্গত হইয়া সুখধরের গৃহ অবরুদ্ধ করিল। সুখধরের সৈন্যগণ সবন্ধু সুখধরের আজ্ঞা পাইয়া অর্থলোভের সৈন্যকে তৎক্ষণাৎ পরাস্ত করিলে, সৈন্যগণ পলায়ন করিল। কিন্তু অর্থলোভ তাহাতেও ক্ষান্ত হইল না। রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া পত্নীকে পাইবার জন্য অভিযোগ করিলে, রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া সুখধরকে রুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু সন্ধাননামক রাজমন্ত্রী রাজার নিকট সুখধরের অসীম সৈন্যবল এবং মিত্রবল বর্ণন করিয়া, বিনা অনুসন্ধানে সহসা অবরুদ্ধ করিতে নিষেধ করিলেন; এবং অগ্রে দূত দ্বারা তথ্য জানিয়া, পরে আক্রমণের পরামর্শ দিলেন।

অনন্তর রাজা মন্ত্রির এইরূপ সুপরামর্শে ক্রোধসম্বরণ করিয়া সুখধরের নিকট দূত পাঠাইলেন। দূত সুখধরের নিকট উপস্থিত হইয়া রাজাদেশ বর্ণন করিলে,মানপরা স্বয়ং স্বীয় বৃত্তান্তবর্ণন করিল। দূত শুনিবামাত্র ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, বাহুশালী কৌতুকাবিষ্ট হইলেন, এবং মানপরাকে দেখিবার জন্য অর্থলোভসমভিব্যাহারে সুখধরের ভবনে গমন করিলেন। সুখধর রাজসমাগমে বিনয়নম্র হইল। রাজা মানপরার রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া সাশ্চর্য্য হইলেন। মানপরা রাজাকে প্রণাম করিয়া অর্থলোভের সমক্ষে যথাঘটিত স্বীয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, যখন অর্থলোভ নিরুত্তর হইল, তখন রাজা মানপরার বাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া, মানপরাকেই

কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন। মানপরা কহিল, মহারাজ! যে আমাকে কেবল অর্থলোভহেতু অন্যের নিকট বিক্রয় করিয়াছে, আমি এখন সেই পুরুষকে আবার কি প্রকারে ভজনা করি? এই কথা শুনিয়া রাজা তাহাকে সাধুবাদ প্রদান করিলে, অর্থলোভ কাম, ক্রোধ ও লজ্জায় আকুল হইল, এবং পুনর্ব্বার রাজসমক্ষে যুদ্ধের প্রার্থনা করিয়া কহিল, মহারাজ! সৈন্যে প্রয়োজন নাই, আমরা উভয়ে পরস্পর যুদ্ধ করি, তাহাতে যে ব্যক্তি জয়লাভ করিবে, মানপরা তাহারই হইবে।

রাজা তথাস্তু বলিয়া সম্মতি প্রদান করিলে, উভয়ে অশ্বারোহণপূর্ব্বক যুদ্ধভূমিতে অবতীর্ণ হইল। রাজা এবং মানপরা মধ্যস্থ থাকিলে, পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, এবং সুখধর অর্থলোভকে পরাস্ত করিল। তদনন্তর সকলেই সুখধরকে সাধুবাদ প্রদানকরিতে লাগিল। রাজা বাহুশালী ও তাহার যথোচিত সম্মান করিয়া মানপরার সহিত তাহাকে বিদায় দিলেন, এবং অর্থলোভের অন্যায়লব্ধ সর্ব্বস্ব হরণপূর্ব্বক, তৎপদে অন্য ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সন্তোষ সহকারে স্বগৃহে নিবৃত্ত হইলেন। পরে সুখধর মানপরার সহিত পরম সুখে কালহরণ করিতে লাগিল। দেব! এইরূপে পত্নী এবং সম্পত্তি হীনসত্বকে পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাসত্বের সহিত যুক্ত হয়। অতএব আপনি চিন্তাকুল না হইয়া সুখে নিদ্রা যাউন। আপনি সত্বর কর্পূরিকাকে প্রাপ্ত হইবেন।

নরবাহনদত্ত রাজ্যধরের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া গোমুখের সহিত প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। গোমুখ, প্রভাতমাত্র প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক রাজ্যধরকে প্রভুর জন্য বায়ুবিমান সজ্জিত করিতে বলিলে, রাজ্যধর পূর্ব্বনির্ম্মিত আপন বায়ুবিমান সুসজ্জিত করিয়া আনিল। নরবাহনদত্ত গো-মুখের সহিত সেই বিমানে আরোহণ করিয়া সেই দুস্তর সাগর উল্লংঘনপূর্ব্বক ক্ষণকাল মধ্যে সমুদ্রতীরস্থ কর্পূরসম্ভবনগর প্রাপ্ত হইলেন। পরে বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া গোমুখের সহিত নগর মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সকৌতুকে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, এবং লোকমুখে সেই নগরকেই কর্পূরসম্ভব শ্রবণে পরমাহ্লাদিত হইয়া রাজবাটীর সন্নিহিত হইলেন। তথায় একটী বৃদ্ধা

স্ত্রীর গৃহ দেখিয়া তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, বৃদ্ধা তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। ক্ষণকাল পরে নরবাহন বৃত্তান্ত জানিবার জন্য বৃদ্ধাকে রাজার নাম এবং তাঁহার সন্ততির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধা নরবাহনের প্রতি দৃষ্টিপাত করত তদীয় মনোহর আকৃতি নিরীক্ষণে তুষ্ট হইয়া কহিল, এখানকার রাজার নাম কর্পূরসেন, এবং তাঁহার পত্নীর নাম বুদ্ধি-কার্য্যা। রাজার সন্তানাদি না হওয়ায় তিনি সস্ত্রীক মহাদেবের আরাধনা করি-লেন,এবংতিনরাত্রি উপবাসের পর স্বপ্নে 'এই বর প্রাপ্ত হইলেন যে, পুত্র-সন্তানের অধিক তাহার এক কন্যা হইবে। এবং সেই কন্যার পতি বিদ্যাধর-রাজ্যের অধীশ্বর হইবেন।' রাজা প্রভাতমাত্র জাগরিত হইয়া রাজমহি-ষীকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিলেন, এবং তাঁহার সহিত পারণা করিলেন।

কিছুদিন পরে রাজমহিষী গর্ভবতী হইয়া দশমমাসে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যা প্রসব করিলেন। কর্পূরসেন নরপতি স্বীয় নামানুসারে কন্যার নাম কর্পূরিকা রাখিয়া যথোচিত মহোৎসব প্রদান করিলেন। কর্পূরিকা চন্দ্রকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে যুবতী হইলে, পিতা তাহার বিবাহের জন্য অভিলাষী হইলেন। কিন্তু মনস্বিনী কন্যা স্বভাবতই পুরুষ-দ্বেষিণী, কিছুতেই বিবাহ করিতে চায় না। সেই জন্য এক দিন আমার কন্যা বিবাহে অনিচ্ছার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কর্পূরিকা এই রূপ বলিয়া-ছিল, "সখি! আমি জাতিস্মর একারণ আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্তই স্মরণ আছে, সেই পূর্ব্ব বৃত্তান্তই আমার বিবাহ করিতে অনিচ্ছার কারণ। এবং সেইবৃত্তান্ত এই—

সমুদ্রতীরস্থ এক প্রকাণ্ড চন্দন বৃক্ষের অনতিদূরে কমলশোভিত এক অপূর্ব্ব সরোবর আছে। আমি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মদোষে সেই সরোবরে হংসযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। একদা ভর্ত্তার সহিত সেই চন্দন-পাদপে আসিয়া কুলায় নির্ম্মাণ করিলাম। কিছুদিন পরে আমার কতকগুলি শিশুসন্তান হইল। আমি তাহাদিগকে লইয়া সেই কুলায় মধ্যে বাস করিলে, সহসা সমুদ্র স্ফীত হইয়া নীড় হইতে আমার সন্তানগুলিকে ভাষাইয়া লইয়া

গেল। এজন্য আমি অপত্যশোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া অনাহারে সমুদ্রতীরস্থ এক শিবলিঙ্গের সম্মুখে রোদন করিতে লাগিলাম; এমন সময়ে আমার পতি রাজহংসআমার নিকট আসিয়া মৃতসন্তানের জন্য রোদন করিতে নিষেধ করিয়া কহিল, প্রিয়ে! ক্ষান্ত হও আমরা বাঁচিয়া থাকিলে কত সন্তান হইবে। আমি পতির এইরূপ বাক্যবাণে হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া ভাবিলাম হায়! পুরুষজাতি কি পাপিষ্ঠ! যে তাহারা শিশুসন্তান ও ভক্তিমতী স্ত্রীর প্রতি নিষ্কৃপ এবং নিঃস্নেহ! অতএব আমার পতি এবং এই দুঃখসন্তপ্ত দেহে প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া মহাদেবকে ভক্তিভাবে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাকেই হৃদয়ে ধ্যান করত পতিসমক্ষে, জন্মান্তরে জাতিস্মর রাজকন্যা হইবার বর প্রার্থনা করিয়া, সাগর-জলে ঝাপ দিলাম। তদনন্তর ইহ জন্মে রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; এবং পূর্ব্ব পতির নৃশংসতা স্মরণ করিয়া পুরুষজাতিতে বিদ্বেষবতী হইয়াছি। এই হেতু বিবাহ করিতে ইচ্ছা করি না। অতঃপর দেবায়ত্ত জানিবে।

রাজকন্যা এইরূপ বলিলে,পরে কন্যা আমার নিকট এই বৃত্তান্ত বলিয়াছিল। বৎস! এইপর্য্যন্ত আমি জানি। আরো দেখিতেছি রাজকন্যা আপনারই ভার্য্যা হইবেন। কারণ বিদ্যাধরচক্রবর্ত্তী ইহাঁর পতি হইবেন, এইরূপ শম্ভুর আদেশ আছে। আমি তিলকাদি দ্বারা আপনাকে বিদ্যাধরচক্রবর্ত্তী লক্ষণ-যুক্ত দেখিতেছি। যদি তাহা না হইবে তবে বিধাতা কি নিমিত্ত আপনাকে এস্থানে আনয়ন করিবেন। সম্প্রতি গাত্রোত্থান করিয়া আমার গৃহে অবস্থিতি করুন, দেখি কি হয়। এই বলিয়া বৃদ্ধা আহার সামগ্রী আয়োজন করিলে, তাঁহারা আহারাদি সমাপন করিয়া নিদ্রাগত হইলেন। প্রভাতমাত্র নরবাহন দত্ত সন্ন্যাসীর বেশে গোমুখের সহিত রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া, হা হংসি! হা হংসি! এই কথা বারবার উচ্চাচরণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে লোকে বিস্মিত হইয়া দেখিতে আসিল। কর্পূরিকার চেটীগণ এই বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শনকরিয়া কর্পূরিকার নিকট গমনপূর্ব্বক বলিল, দেবি! দ্বারদেশে এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী দেখিয়া আসিলাম। তিনি সদ্বিতীয় হইয়াও সৌন্দর্য্যে অদ্বিতীয়ত্ব ধারণ করিতেছেন, এবং হা হংসি, হা হংসি, এই মন্ত্র নিরন্তর উচ্চারণ করিতেছেন;

যাহা শ্রবণ করিলে নারীগণের মন একবারে মোহিত হয়। পূর্ব্বহংসী রাজকন্যা চেটীমুখে এই কথা শুনিয়া,চেটীদ্বারা সন্ন্যাসীকে আপনার নিকট ডাকিয়া আনাইলেন। তাঁহার অসামান্যরূপলাবণ্য দর্শন করিয়া কর্পূরিকার জ্ঞান হইল, যেন মহাদেবের আরাধনার্থ ব্রতধারণ করিয়া অভিনব কন্দর্প আবির্ভূত হইয়াছেন। সন্ন্যাসী নরবাহনও বিকসিত নয়নে কর্পূরিকাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কর্পূরিকা নরবাহনকে হা হংসি, হা হংসি, এই বাক্য উচ্চারণ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ঐ কথাই বলিলেন। পরে তৎসহচর চতুর গোমুখ কর্পূরিকাকে, হংসমিথুনের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, ইনি কৌশাম্বীপতি বৎসরাজের পুত্র নরবাহনদত্ত, জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি ভূমিষ্ঠ হইলে পর পূর্ব্বোক্ত এইরূপ আকাশবাণী হইয়াছিল যে, এই পুত্র বিদ্যাধরচক্রবর্ত্তী হইবেন। রাজকুমার ক্রমে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে, রাজা মদনমঞ্চুকার সহিত ইহাঁর বিবাহ দিলেন। তদনন্তর হেমপ্রভ নামক বিদ্যাধরপতির দুহিতা রত্নপ্রভা স্বয়ং আসিয়া ইহাঁকে পতিত্বে বরণ করিলেন। তথাপি যুবরাজ সেই হংসীর জন্য একদণ্ডও সুস্থির নহেন। এই বৃত্তান্তটী ইনি স্বয়ং আমার নিকট বর্ণন করিয়াছেন।

একদা রাজকুমার মৃগয়ার্থ বনে যাইলে, তথায় একসিদ্ধ তপস্বিনীর সহিত দৈবাৎ সাক্ষাৎ হইল। তাপসী কথাপ্রসঙ্গে আমাদের রাজকুমারের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া বলিলেন, পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে তুমি হংসত্ব প্রাপ্ত হইয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী এক চন্দন বৃক্ষে বাস করিতে,এক স্বর্গবনিতা শাপভ্রষ্ট হইয়া তোমার ভার্য্যা হইল। দৈবাৎ তদীয় শাবকগণ সাগরতরঙ্গে ভাসিয়া গেলে, হংসী পুত্রশোকে সাগরনীরে ঝম্পপ্রদানপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিল। হংসীর মরণে হংসরূপী তুমিও সেইপথে গমন করিলে। শম্ভুর বরে আজ তুমি বৎসরাজের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং আপন পূর্ব্বজাতিস্মরণ করিয়াছ। আর সেই হংসীও সাগরপারে জলধিতীরস্থ কর্পূরসম্ভব নামক নগরে কর্পূরসেনরাজের কন্যা হইয়া আপন জাতি স্মরণ করিয়াছেন। অতএব বৎস! তুমি তথায় যাইয়া আপন ভার্য্যাকে গ্রহণ কর। এই বলিয়া সেই সিদ্ধতাপসী তিরোভূত হইলেন।

কথাপ্রসঙ্গে তাপসীর মুখে এইরূপ তোমার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ইনি অত্যন্ত অধীর হইলেন, এবং আমার সহিত তৎক্ষণাৎ এই নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনেকানেক দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া পরিশেষে সমুদ্রতীরস্থ এক নগরে পৌঁছিলেন। তথায় রাজ্যধর নামা যে এক সূত্রধর বাস করে, তাহার সহিত আমাদের মিত্রত্ব হইলে, রাজ্যধর আমাদিগকে স্বহস্তনির্ম্মিত এক বায়ুবিমান প্রদান করিল। আমরা তদারোহণে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া এই নগরে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে উপস্থিত হইয়া অবধি আমাদের স্বামী হা হংসি! হা হংসি। করিয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন। অতএব আপেনি যথোচিত আতিথ্য করিয়া ইহাঁকে সুস্থ করুন।

এই বলিয়া গোমুখ বিরত হইলে, কর্পূরিকা সমস্তই সত্য বলিয়া প্রত্যয় করিল,এবং তাহার প্রতি নরবাহনের প্রগাঢ় স্নেহ,মনে মনে চিন্তা করত প্রেমরসে আর্দ্র হইয়া বলিল, আমি সত্যই সেই হংসী এবং আমার জন্য সত্যই আর্য্যপুত্র জন্মদ্বয় এতাদৃশ মহাক্লেশ অনুভব করিয়াছেন। অতএব আমি ধন্য, আমি আজ হইতে আপনার প্রেমক্রীত দাসী হইলাম। এই বলিয়া তাঁহাদিগকে স্নানভোজনাদি করাইল। অনন্তর এই বৃত্তান্ত বিশ্বস্ত সখীর দ্বারা পিতাকে শুনাইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ নরবাহনদত্তের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং কর্পূরিকাকে বিবাহেচ্ছু ও চক্রবর্ত্তিলক্ষণযুক্ত নরবাহনকে দেখিয়া আত্মাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। তদনন্তর নরবাহনদত্তকে যথাশাস্ত্র কন্যা সম্প্রদান করিলেন। অগ্নিপ্রদক্ষিণের পর জামাতাকে তিন কোটি সুবর্ণ মুদ্রা, তাবত, পরিমিত কর্পূর,ও দশকোটি বস্ত্র, এবং তিন শত দাসী প্রদান করিলেন।

তদনন্তর নরবাহনদত্ত প্রিয়ার সহিত শ্বশুরালয়ে কিছুদিন পরমানন্দে বাস করিয়া কর্পূরিকার নিকট কৌশাম্বী গমনের প্রস্তাব করিলে, কর্পূরিকা তৎক্ষণাৎ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া কহিল, আপনি যে বিমানে আসিয়াছিলেন, সে বিমান অত্যন্ত ক্ষুদ্র। অতএব ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর এক বিমান প্রস্তুত করাইয়া আনাইতেছি। এই বলিয়া,কিছুদিন হইল, প্রাণধর নামে যে এক বৈদি-

শিক সূত্রধর তথায় আসিয়াছিল, তাহাকে এক যন্ত্রবিমান নির্ম্মাণের আদেশ করিল। আদেশমাত্র সে বিমান প্রস্তুত করিয়া আনয়ন করিলে, তাহাকে দেখিয়া নরবাহনদত্ত ভাবিলেন, বোধ হয় এই ব্যক্তিই রাজ্যধরের ভ্রাতা প্রাণধর। এই বলিয়া তাহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার পরিচয়ে রাজ্যধরের ভ্রাতাই স্থির হইল। পরে নরবাহনের সহিত রাজ্যধরের যেরূপে পরিচয় হইয়াছি, নরবাহন সেই সমস্ত বর্ণন করিলে, প্রাণধর আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল, এবং সত্বর যাইয়া স্বীয় বিমান আনয়ন করিল। তদনন্তর কর্পূরসেন নরপতি বিদায় দিলে, নরবাহনের সহিত সেই বিমানে আরোহণপূর্ব্বক সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া রাজ্যধরের নিকট গমন করিলে, রাজ্যধর জ্যেষ্ঠ সমাগমে প্রীত হইল, এবং সেই বিমানেই তাঁহাদের সহিত কোশাম্বী নগরে উপস্থিত হইল।

বসৎরাজ পুত্রের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দেবী স্নুষা এবং মন্ত্রিগণের সহিত প্রত্যুদ্গমনার্থ বহির্গত হইলেন। নরবাহনদত্ত বধূর সহিত বিমান হইতে নামিয়া পিতামাতাকে প্রণাম করিলে, তাঁহারা আলিঙ্গন করিলেন। রত্নপ্রভাও মদনমঞ্চুকা সপত্নীক পতিসমাগমে আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইলেন। পরে নরবাহনদত্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক যৌগন্ধরায়ণাদি মন্ত্রিবর্গের সহিত রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর প্রাণধরের সমুচিত আতিথ্য বিধান করিয়া তাহাকে অপরিমিত অর্থপ্রদানপূর্ব্বক বিদায় দিলেন। সে স্বীয় বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল, এবং রাজা কর্পূরসেনের নিকট গমনপূর্ব্বক সকলের পৌঁছসংবাদ প্রদান করিল।

একদা পিতাপুত্রে রাজসভায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় এক বিদ্যাধর আঁকাশ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া রাজসমক্ষে উপস্থিত হইল, এবং রাজা কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত ও উপবিষ্ট হইয়া কহিল, রাজন্! হিমালয়স্থ বজ্রকূট নগরে আমার বাস, আমার নাম বজ্রপ্রভ। ভগবান্ ভবানীপতি আমার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া আমাকে অরাতিবর্গের অজেয় করিয়াছেন। অদ্য আমি ভগবানকে প্রণাম করিতে আসিতে আসিতে বিদ্যাপ্রভাবে জানিলাম, রাজকুমার নরবাহনদত্ত শম্ভুর পরম ভক্ত; শম্ভুর ইচ্ছায় কন্দর্পের অংশে নির্ম্মিত, এবং তাঁহারই কৃপায়

উভয় লোকে রাজত্ব করিবেন। পূর্ব্বকালে মর্ত্ত্যবাসী রাজা সূর্য্যপ্রভ মহাদেবের প্রসাদে বিদ্যাধর সিংহাসনের দক্ষিণার্দ্ধাংশ এবং শ্রুতশর্ম্মা নামক রাজা উত্তরার্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে রাজকুমার আপনার পুণ্যবলে একমাত্র চক্রবর্ত্তী হইবেন। বজ্রপ্রভ এই বলিয়া বিরত হইল।

অনন্তর নরবাহনদত্ত সূর্য্যপ্রভের বিদ্যাধরৈশ্বর্য্য প্রাপ্তি বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, বজ্রপ্রভ সর্ব্বসমক্ষে বলিতে আরম্ভ করিল। দেব! পূর্ব্বকালে মদ্রদেশীয় শাকল নগরে চন্দ্রপ্রভ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার প্রধান মহিষীর নাম কীর্ত্তি। কীর্ত্তি গর্ভবতী হইয়া এক পুত্র প্রসব করিলে, এই আকাশবাণী হইল যে, এই শিশুকে মহাদেব স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইনি সূর্য্যপ্রভ নামে বিখ্যাত হইয়া বিদ্যাধরচক্রবর্ত্তী হইবেন। রাজা এই দেবাদেশে তুষ্ট হইয়া পুত্রের জাতক্রিয়াদি সম্পন্ন করিলেন। কুমার সূর্য্যপ্রভ দিন দিন চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়া, বাল্যাবস্থাতেই নিখিল কলাশাস্ত্রের আধার হইলে, পিতা ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ভাস, প্রভাস এবং সিদ্ধার্থ নামক মন্ত্রিপুত্রদিগকে তদীয় মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত করিলে, সূর্য্যপ্রভ তাঁহাদের সহিত মিলিয়া আপন কার্য্যভার নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

একদা যুবরাজ পিতার সহিত রাজসভায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় ময়দানব সহসা ধরাতল বিদীর্ণ করিয়া সভামধ্যে অবির্ভূত হইয়া নমস্কার করিলেন। রাজা,তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন,পরে ময়দানব অগ্রসর হইয়া বলিল, রাজন্! ভগবান্ শূলপাণি যুবরাজকে বিদ্যাধরচক্রবর্ত্তী করিবার জন্য স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে প্রেরণ করিয়াছেন, এবং যুবরাজকে উক্তপদলাভের অনুকূল বিদ্যাসমূহ অধ্যয়ন করাইবার অভিপ্রায়ে সম্প্রতি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে মহারাজের অনুমতি হইলে, যুবরাজকে লইয়া গিয়া শিক্ষা প্রদান করি। শ্রুতশর্ম্মাও শম্ভুর নির্ম্মিত, এবং যুবরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী। সুতরাং সিদ্ধবিদ্যাপ্রভাবে এবং আমাদিগের সাহায্যে শ্রুতশর্ম্মাকে জয় করিয়া বিদ্যাধর সিংহাসন লাভ করিতে হইবে।

ময়দানব এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, রাজা চন্দ্রপ্রভ যুবরাজকে বিদায় দিলেন। ময়দানব রাজপুত্রকে মন্ত্রিবর্গের সহিত পাতালে লইয়া গেলেন, এবং আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিদ্যাশিক্ষা করাইলেন। পরিশেষে ভূতাসন নামক বিমান সাধন করাইয়া যুবরাজকে মন্ত্রিবর্গের সহিত সেই বিমান দ্বারা চন্দ্রপ্রভের নিকট পৌঁছিয়া দিয়া কহিলেন, আমি যে পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার না আসি, আপনি সিদ্ধবিদ্যাজনিত অশেষবিধ সুখসম্ভোগে কালযাপন করুন। এই বলিয়া ময়দানব চলিয়া গেলেন। চন্দ্রপ্রভ নরপতি পুত্রের বিদ্যাসাধনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

অনন্তর যুবরাজ সূর্য্যপ্রভ সিদ্ধবিদ্যাপ্রভাবে বিমানে আরোহণ করিয়া মন্ত্রিবর্গের সহিত নানাদেশ পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ক্রমে তাম্রলিপ্ত নগরের বীর্য্যভট নরপতির দুহিতা মদনসেনাকে, কাঞ্চীরাজ কুম্ভীরের কন্যা চন্দ্রিকাবতীকে, তদনন্তর লাবণকরাজ পৌরবের কন্যা বরুণসেনাকে, চীনাধিপতির দুহিতা সুলোচনাকে, শ্রীকণ্ঠদেশের রাজা কান্তিসেনতনয়া বিদ্যুন্মালীকে, কৌশাম্বীরাজ অপরাস্ত রাজার দুহিতা চন্দ্রাবতীকে, এবং জনমেজয়দুহিতা পরপুষ্টাকে অপহরণ করিলেন, এবং তাঁহাদের সহিত কখন ব্যোমযানে কখন উদ্যানে বিহার করত সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাম্রলিপ্ত নগরস্থ মনোহর উদ্যান মধ্যে সেই রাজকন্যাদিগকে রাখিয়া একদা মন্ত্রিপরিবৃত হইয়া বিমানারোহণ পূর্ব্বক বজ্ররাত্র নামক নগরে গমন করিলেন, এবং তথাকার রাজকন্যা তারাবলীকে তদীয় পিতা রক্তকের সম্মুখ হইতে অপহরণ করিয়া তাম্রলিপ্তায় উপস্থিত হইলেন। তদনন্তর বিলাসিনী নাম্নী রাজকন্যাকে অপহরণ করিলেন। পরে পিতামাতার নিকট বিদায় হইয়া পত্নীর সহিত শাকলনগরে উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর এই সমস্ত রাজকন্যাদিগের পিতারা, নরপতি চন্দ্রপ্রভের নিকট দূত দ্বারা বিধিবৎ কন্যাদানের প্রস্তাব করিলে, রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের প্রার্থনায় স্বীকৃত হইলেন, এবং সর্ব্বত্র গমনপূর্ব্বক পুত্রের বিবাহ দিলেন। সকল রাজাই যুবরাজ সূর্য্যপ্রভকে কন্যার সহিত ভূরি ভূরি অর্থপ্রদান

পূর্ব্বক স্বীয় নগরে পাঠাইয়া দিলে, কন্যারা পতির সহিত পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

চতুঃচত্বারিংশ তরঙ্গ।

একদা রাজা চন্দ্রপ্রভ সূর্য্যপ্রভের সহিত মন্ত্রিবর্গে পরিবৃত হইয়া ময়াসুরকে স্মরণ করিলে, সভামধ্যভাগ বিদীর্ণ হইয়া সহসা সুগন্ধ বায়ু উত্থিত হইল। তৎপরে ময়দানব আবির্ভূত হইলে, রাজা তাঁহাকে রত্নসিংহাসনে বসাইলেন। ময়দানব উপবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রাজন্! সম্প্রতি পৃথিবীস্থ যাবতীয় ভোগসুখ উপভুক্ত হইল, অতঃপর রাজ্যান্তরে উদ্যোগ আবশ্যক। অতএব আপনি অগ্রে দূতদ্বারা যাবতীয় সম্বন্ধী রাজাকে আহ্বান করুন, পরে বিদ্যাধরেন্দ্র সুমেরুর সহিত মিলিত হইব, এবং শ্রুতশর্ম্মাকে জয় করিয়া খেচর রাজ্যের অধীশ্বর হইব। কারণ পিণাকীর আদেশে সুমেরু কন্যাসম্প্রদান পূর্ব্বক যুবরাজের সাহায্য করিবেন। চন্দ্রপ্রভ ময়াসুরের এই আদেশানুসারে রাজাদিগের আহ্বানার্থ চতুর্দ্দিকে প্রহস্তাদি খেচরগণকে প্রেরণ করিলেন।

অনন্তর দেবর্ষি নারদ আসিলেন, এবং অর্ঘ্যগ্রহণপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রাজন! দেবরাজ আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়া বলিয়াছেন,—তোমরা যে মহাদেবের আজ্ঞায় ময়দানবের সহিত একমত হইয়া মর্ত্ত্যবাসী সূর্য্যপ্রভকে বিদ্যাধরপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতেছ, তাহা নিতান্ত অন্যায়। কারণ উক্ত পদ আমরা পূর্ব্বেই শ্রুতশর্ম্মাকে প্রদান করায় উহা তাহার কুলক্রমাগত হইয়াছে। অতএব আমাদের প্রতিপক্ষ হইয়া তোমরা যাহা করিতেছ, তাহা তোমাদেরই আত্মবিনাশের হেতু হইতেছে। আরো তুমি রুদ্রযজ্ঞ করিবে শুনিয়া, আমি তোমাকে অশ্বমেধ করিতে আদেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাও করিলে না। এইরূপে সমস্ত দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র মহাদেবের প্রীতিসম্পাদনের আশা তোমাদের মঙ্গলের জন্য নহে।——

নারদের এই বাক্য শুনিয়া ময়দানব স্মিতমুখে কহিলেন, দেবর্ষে! আপনার

মুখে মহেন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অযুক্ত। প্রথমতঃ আমাদের যুবরাজকে মর্ত্ত্যবাসী বলিয়া অশ্রদ্ধা করা দেবরাজের উচিত হয় নাই, আমাদের যুবরাজ যে অচিন্ত্যশক্তিশালী, তাহা কি দামোদর সংগ্রামে দেবরাজ প্রত্যক্ষ করেন নাই? মর্ত্ত্য হইয়া যে অচিন্ত্য শক্তিশালী হয়, সে কি সর্ব্বসিদ্ধির অধীশ্বর হয় না? নহুষরাজা মানুষ হইয়াও কি ইন্দ্রত্ব শাসন করেন নাই? তিনি বলিয়াছেন, তাঁহারা শ্রুতশর্ম্মাকে বিদ্যাধর পদ প্রদান করায়, উক্ত পদ তাঁহার কুলক্রমাগত হইয়াছে, একথাও শ্রদ্ধেয় নহে। মহেশ্বর যেখানে স্বয়ং দাতা, সেখানে আর বক্তব্য কি আছে? হিরণ্যাক্ষের জ্যেষ্ঠাগত ইন্দ্রত্ব কি জন্য হৃত হইয়াছিল?। আমরা দেবতাদের প্রতিপক্ষতা দ্বারা অধর্ম্ম করিতেছি, একথা বলিবার কোন কারণ নাই। আমরা তো মুনিপত্নী হরণ করিতেছি না? বা ব্রহ্মহত্যা করিতেছি না? আমরা শত্রুপক্ষকে জয় করিতে উদ্যত হইয়াছি। ইহাতে অধর্ম্ম কি আছে?। আমরা অশ্বমেধ না করিয়া রুদ্রযাগ করিতেছি। আমরা যখন জানি রুদ্রই সর্ব্বদেবময়, তাঁহার অর্চ্চনাতেই সকল দেবতার পরিতোষ হয়; তখন কিসে দেবতাদের অবজ্ঞা করা হইল?। দেবরাজ শুদ্ধ শিবের আরাধনায় যে অমঙ্গলের ভয়প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা বিজ্ঞের কথা হয় নাই। দেবরাজ হইয়া ওরূপ কথা বলায় আমরা যারপরনাই দুঃখিত হইতেছি। সূর্য্যের উদয় হইলে, অন্যতেজের আবশ্যকতা কি?। আপনি আমাদের এই সমস্ত কথা দেবরাজকে বলিবেন। আমরা তো কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছি, এক্ষণে তিনি যাহা বুঝেন তাহা করুন।

দেবর্ষি নারদ এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া বিদায় লইলে, চন্দ্রপ্রভ ভয় পাইলেন। ময়দানব কহিলেন, মহারাজ! যখন যাবতীয় দানব আপনার পক্ষ, এবং ভগবান দেবাদিদেব প্রসন্ন হইয়া আমাদের কার্য্যসাধনে উদ্যুক্ত, তখন আপনি কাহাকেও ভয় করিবেন না। হে বীরগণ! তোমরা আমার কথায় অশঙ্কুচিতচিত্তে কার্য্যসাধনে যত্নবান হও। ময়দানবের এই উত্তেজনাবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইলেন।

এদিকে দূতমুখে বার্ত্তা শ্রবণে সমস্ত রাজগণ ও মিত্রগণ সসজ্জ হইয়া

সদলে চন্দ্রপ্রভের নিকট উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রপ্রভ সমাগত রাজগণকে যথা-যোগ্য সম্মান করিলে, ময়দানব সর্ব্বসমক্ষে পুনর্ব্বার বলিলেন, মহারাজ! আজ রাত্রে রুদ্রের উদ্দেশে মহাবলি প্রদান করিতে হইবে। তনন্তর আমি যাহা বলিব সকলে সেইরূপ করিবেন। তদনুসারে রাজা রুদ্রের বলিযোগ্য সমস্ত সামগ্রী তৎক্ষণাৎ আহরণ করাইলেন, এবং ময়দানবের উপদেশক্রমে মহারণ্যে গমন করিলেন। পরে শম্ভুর উদ্দেশে স্বয়ং বলিপ্রদানপূর্ব্বক হোমকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, নন্দী ভূতগণে পরিবৃত হইয়া রাজসমক্ষে আবির্ভূত হইল। রাজা যথাবিধি নন্দীর পূজা করিলে, নন্দী হৃষ্ট হইয়া কহিল, রাজন্! ভগবান্ শম্ভু আমার বাচনিক বলিয়াছেন যে, আপনারা তাঁহার প্রসাদে শত শক্রকেও ভয় করিবেন না; যুবরাজ সূর্য্যপ্রভ সত্বর বিদ্যাধর চক্রবর্ত্তী হইবেন। নন্দী এই বলিয়া সদলে অন্তর্হিত হইল। চন্দ্রপ্রভ এই কথা শুনিয়া পুত্রের উদয়ে স্থিরনিশ্চয় হইলেন, এবং কার্য্যসমাপনান্তে ময়দানবের সহিত স্বনগরে প্রতিগমন করিলেন।

পর দিবস প্রাতঃকালে, রাজসভায় সকলে একত্র মিলিত হইলে, ময়দানব কহিলেন, মহারাজ! নিগূঢ় কথা শ্রবণ করুন। আপনি, সুনীথ নামক আমার পুত্র, এবং সূর্য্যপ্রভ সুমণ্ডীক নামা আপনার অনুজ, দেবাসুর যুদ্ধে হত হইয়া এই স্থানে পিতাপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনার সেই দানবশরীর দিব্য ওষধি ও ঘৃতলেপনপূর্ব্বক পাতালে রাখিয়াছি। অতএব আপনি পাতালে চলুন, এবং মদুপদিষ্ট যুক্তি অনুসারে সেই দানব শরীরে প্রবেশ করুন, তাহা হইলেই প্রচুর তেজস্বী ও বলশালী হইয়া রণে দেবতাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিবেন। আর সুমণ্ডীকের অবতার সূর্য্যপ্রভ এই শরীরেই খেচরেশ্বর হইবেন। দানবের এই কথা শুনিয়া চতুর মন্ত্রিবর সিদ্ধার্থ কহিলেন, দানবরাজ! আমাদের প্রভু অন্যদেহে প্রবেশ করিয়া কি পঞ্চত্ব পাইবেন? এবং মৃতব্যক্তির ন্যায় আমাদিগকে বিস্মৃত হইবেন? ময়াসুর কহিলেন, মন্ত্রিন্! ইনি যোগবলে দেহান্তরে প্রবেশ করিয়া তোমাদিগকে বিস্মৃত হইবেন না, এবং পঞ্চত্বও পাইবেন না। তাহার কারণ এই, যে ব্যক্তি অস্বাধীনভাবে দেহ-ত্যাগ করত অন্যগর্ভে জন্মগ্রহণ করে, মরণাদিক্লেশনিবন্ধন তাহার কিছুই স্মরণ

থাকে না। আর যে যোগযুক্তি অনুসারে বিনাক্লেশে দেহান্তরে প্রবেশ করে, তাহারসমস্তই স্মরণ থাকে। অতএব তোমাদের চিন্তা নাই। রাজা জরা এবং রোগশূন্য দিব্য শরীর প্রাপ্ত হইবেন, এবং তোমরা সকলেও এই সঙ্গে রসাতলে প্রবেশ করিয়া সুরাপান দ্বারা নীরোগ এবং দিব্যশরীর হইবে। ময়দানবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই নিঃসন্দিগ্ধ হইল।

পরদিবস রাজা চন্দ্রপ্রভ সপরিবার ও সদলে নির্গত হইয়া চন্দ্রভাগা ও ঐরাবতী নদীর সংগমস্থানে উপস্থিত হইলেন। রাজগণ এবং সূর্য্যপ্রভের পরিবারবর্গকে সেই স্থানে রাখিয়া ময়দর্শিত বিবর দ্বারা পাতাললোকে প্রবেশ করিলেন। সূর্য্যপ্রভ, রাজমহিষী, এবং সিদ্ধার্থাদি মন্ত্রিগণ তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলেন।

ইত্যবসরে নভোমণ্ডলে সহসা বিদ্যাধর সৈন্য আবির্ভূত হইল, এবং মায়াবলে সেই রাজলোককে স্তম্ভিত করিয়া সূর্য্যপ্রভের পরিবারবর্গকে অপহরণ করিল। অপহরণ মাত্র এই দিব্যবাণী উত্থিত হইল—রে পাপিষ্ঠ শ্রুতশর্ম্মন্! যদি তুই সূর্য্যপ্রভের ভার্য্যাগণকে স্পর্শ করিস্, তবে সসৈন্যে নিধন প্রাপ্ত হইবি। দেখিস্ ইহাদিগকে মাতৃবৎ গৌরবে রক্ষা করিস্। আমি যে এই দণ্ডেই তোমাকে বিনষ্ট করিয়া উহাদিগকে উদ্ধার করিলাম না, তাহার কিছু কারণ আছে। এই বলিয়া, রাজগণ! তোমরা ক্ষান্ত হও, এই স্ত্রীদিগের বিনাশ নাই। তোমরা পুনর্ব্বার আপন আপন কন্যা প্রাপ্ত হইবে, অতএব এক্ষণে এই স্থানেই স্থির হইয়া থাক'। এই বলিয়া দৈববাণী অন্তর্হিত হইল। সেই খেচর সৈন্যও দৈব্যবাণীর আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া তিরোহিত হইল। রাজগণ সেই দেবতাবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সেই স্থানেই স্থিরভাবে থাকিল।

এদিগে যোগীশ্বর ময়দানব পাতালমধ্যে দেবমন্দিরস্থ রাজাকে অন্য দেহে প্রবিষ্ট হইবার সযুক্তি উপদেশ দিলেন, এবং চন্দ্রপ্রভকে প্রথম পাতাল হইতে দ্বিতীয় রসাতলে লইয়া গেলেন। রাজাও সবর্গে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সকলেই নিদ্রাবস্থায় আছে। আর এক শয্যায় উপর মহাকায় বিকৃতাকার এক ভয়ানক পুরুষ পড়িয়া আছে। কতকগুলি দৈত্য-

কন্যা তাহার চতুর্দ্দিগে বসিয়া আছে। দৈত্যরাজ অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক কহিলেন "রাজন্! এই সেই আপনার পূর্ব্ব দেহ,স্ত্রীগণে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। অতএব আপনি মদুপদিষ্ট যোগবলে উহার মধ্যে প্রবেশ করুন।" রাজাও তৎক্ষণাৎ তদুপদিষ্ট যোগবলে বর্ত্তমান শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই পূর্ব্বতন দানবশরীরে প্রবেশ করিয়া চন্দ্রপ্রভসুনীথ নাম ধারণ করিলেন। প্রবেশ-মাত্র সেই কলেবর জৃম্ভা পরিত্যাগ ও চক্ষু উন্মীলনপূর্ব্বক উঠিয়া বসিল। তদ্দর্শনে "আজ কি সৌভাগ্যের দিন, দেব সুনীথ পুনর্জ্জীবিত হইলেন" এই আনন্দধ্বনি অসুরবধূদিগের মুখ হইতে নির্গত হইল। এদিকে সূর্য্যপ্রভ প্রভৃতি, রাজার জীবনশূন্য কলেবর নিরীক্ষণ করিয়া বিষণ্ণ হইলেন।

অনন্তর চন্দ্রপ্রভসুনীথ পিতা দানবরাজের চরণে পতিত হইলে, দানব-রাজ পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া সর্ব্বসমক্ষে কহিলেন, 'পুত্র! তোমার দুই জন্ম স্মরণ হয়। সুনীথ "হাঁ হয়, এই বলিয়া উভয় জন্মেরই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। অনন্তর ময়দানব চন্দ্রপ্রভের সেই কলেবর,কদাচিৎ কার্য্যে লাগিতে পারে বলিয়া, তাহা যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিলেন। পরে সকলকে তৃতীয় রসাতলে লইয়া গেলেন। তথায় প্রবেশ সময়ে যে এক অপূর্ব্ব বাপী দর্শন করিলেন,তাহা সুধারসে পরিপূর্ণ। সকলে তাহার তীরে উপবিষ্ট হইলে, সুনীথের ভার্য্যা পত্র-পুট দ্বারা সুরা আনিয়া দিলেন। সকলে অমৃতাধিক সেই সুরা পান করিয়া মত্ত ও সুপ্তোত্থিতের ন্যায় হইলেন, এবং দিব্য রূপ ধারণপুরঃসর মহাবল পরাক্রান্ত হইলেন।

অনন্তর চন্দ্রপ্রভসুনীথ চতুর্থ পাতালে প্রবেশ করিলেন, এবং সর্ব্ব সম্প-ত্তির নিকেতনভূত এক নিকেতনমধ্যে জননী লীলাবতীকে দেখিলেন। লীলা-বতী সহসা পুত্র সুনীথকে উপস্থিত দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন। সুনীথ তদীয় চরণযুগলে প্রণাম করিলেন। লীলাবতীও পুত্রের শিরশ্চুম্বন ও আলিঙ্গনাদি করিয়া সুখসাগরে নিমগ্ন হইলেন, এবং পতির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। অনন্তর দানবরাজ সূর্য্যপ্রভের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া কহি-লেন "দেবি! এই সেই তোমার দ্বিতীয় পুত্র সুমুণ্ডীক, এক্ষণে চন্দ্র-

প্রভের পুত্র সূর্য্যপ্রভ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ভগবান ভবানীপতি ইহাঁকে বিদ্যাধররাজ্যের অধীশ্বর করিবার মানসে নির্ম্মাণ করিয়া ভূতলে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব ইনি মর্ত্ত্য শরীরেই বিদ্যাধরচক্রবর্ত্তী হইবেন।

এই কথা শুনিয়া লীলাবতী সূর্য্যপ্রভের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, সূর্য্যপ্রভ সচিবগণের সহিত মাতাকে প্রণাম করিলেন। লীলাবতী আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমার এই শরীরই অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, আর পূর্ব্ব শরীরে প্রয়োজন নাই। অনন্তর ময়দানব মন্দোদরী ও বিভীষণকে স্মরণ করিলেন। তাহারা স্মরণমাত্র তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া সমুচিত সৎকার গ্রহণ পূর্ব্বক কহিল,——আমরা কাহাকেও বলাৎকার করিতেছি না। ইন্দ্র যদি বলাৎকার করেন, তবে আমরাও কেন তাহা সহ্য করিব? যে সকল অসুর দেবতাদের কর্ত্তৃক হত হইয়াছে, তাহাদের অসাবধানতা দোষই তাহার কারণ। আর বলিপ্রভৃতি অসুরগণ সাবধান হওয়ায় দেবতারা বিনাশ করিতে পারেন নাই। এই বলিয়া বিভীষণ ও মন্দোদরী প্র [illegible] করিলেন। অনন্তর ময়দানব বলিরাজাকে দেখিবার জন্য সূর্য্যপ্রভাদি[illegible] সহিত সুনীথসমভিব্যাহারে তৃতীয় পাতালে প্রবেশ করিয়া বলিরাজার চরণে প্রণাম করিলেন। বলি যথোচিত সৎকারদ্বারা সকলের সম্মান করিলে, সকলে বসিলেন। পরে বলি ময়দানবের মুখে সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আহ্লাদিত হইলেন। তদনন্তর প্রহ্লাদ সদলে আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলে, বলি কহিলেন, বৎস প্রহ্লাদ! এই সুনীথ স্বশরীর প্রাপ্তিপূর্ব্বক পুনর্জ্জীবিত হইয়াছেন। এই সূর্য্যপ্রভ মৃত সুমুণ্ডীকের অবতার। ভগবান ভবানীপতি ইহাঁর প্রতি প্রসন্ন হইয়া ইহাকে ভাবি বিদ্যাধররাজ হইবার আদেশ দিয়াছেন। এবং মহাদেবের যজ্ঞপ্রভাবে আমিও শ্লথবন্ধন হইয়াছি। অতএব সুনীথ এবং সুমুণ্ডীকের প্রাপ্তি আমাদের ভাবি মঙ্গলের কারণ হইল। দানবগুরু শুক্র কহিলেন, ধর্ম্মপথে চলিলে কখন অমঙ্গল ঘটে না। অতএব আমার কথা শুনিয়া ধর্ম্মপথে থাক।

অনন্তর সপ্তপাতালস্থ দানবগণ, এই গুরুবাক্য শিরোধার্য্য করিল। পরে বলিরাজা সুনীথের প্রাপ্তি নিবন্ধন মহোৎসব প্রদান করিলেন।

অনন্তর স্বর্গ হইতে নারদ আসিয়া বলি রাজার সভাস্থ হইলেন, এবং অর্ঘ্য গ্রহণপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া কহিলেন, দানবগণ! দেবরাজ পুনর্ব্বার আমার মুখে তোমাদিগকে এই কথা বলিয়াছেন। "আমি তোমাদের সুনীথের পুনঃ-জীবন শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতএব এক্ষণে আমাদের সহিত অকারণ বৈর করিও না; এবং আমাদের পক্ষ শ্রুতশর্ম্মার সহিত বিরোধ করিও না।"

প্রহ্লাদ কহিলেন, সুনীথের পুনর্জীবনে দেবরাজের পরিতোষ, বড়ই আহ্লাদজনক হইল। আমরা আজ গুরুর সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, কখন অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইব না। ধর্ম্মপথে থাকিয়াই সমস্ত কার্য্য করিব। কিন্তু দেবরাজ শ্রুতশর্ম্মের পক্ষ হইয়া যে আমাদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন,ইহাতে বড় আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। ভগবান শম্ভু সূর্য্যপ্রভের পক্ষ। তিনি সূর্য্যপ্রভের আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া উঁহাকে বিদ্যাধরচক্রবর্ত্তী হইবার আদেশ দিয়াছেন। সুতরাং দেবাদিষ্টকার্য্যে আমাদের কোন হাত নাই। কিন্তু ইন্দ্র যে আমাদিগকে অকারণ বিরোধী বলিয়াছেন, তজ্জন্য অত্যন্ত দুঃখ হই-তেছে। নারদ দানবেন্দ্রের এই কথা শুনিয়া,ইন্দ্রের নিন্দা করতঃ অদৃষ্ট হইলে, শুক্রাচার্য্য কহিলেন এইকার্য্যে ইন্দ্রেরই বৈরানুবন্ধ দেখা যাইতেছে। কিন্তু যখন মহাদেব স্বয়ং আমাদের পক্ষ আছেন, তখন ইন্দ্রের কি সাধ্য যে তিনি তোমা-দের অনিষ্ট করেন? আর ইন্দ্রের প্রতি বিষ্ণুর যে যত্ন আছে, তাহাতেই বা তোমাদের কি করিবে? অতএব তোমরা নির্ভয়ে থাক। ইহা শুনিয়া প্রহ্লাদ প্রভৃতি দৈত্যগণ স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিলে বলিরাজাও সভাভঙ্গপূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

তদনন্তর সুনীথ মাতার নিকট গমনপূর্ব্বক আহারাদি সমাপন করিলে, লীলাবতী, কুবের দুহিতা তেজস্বতী, তুম্বুরুর কন্যা মঙ্গলাবতী, এবং প্রভাসের কন্যা কীর্ত্তিমতী নাম্নী সুনীথের প্রধান ভার্য্যাত্রয়কে তদীয়-হস্তে সমর্পণ করিল। পরে সুনীথ অগ্রে জ্যেষ্ঠা ভার্য্যার গৃহে শয়ন করিলে, সূর্য্যপ্রভ অন্যান্য পারিষদ্বর্গের সহিত গৃহান্তরে শয়ন করিলেন। সকলেই নিদ্রিত হইল, সূর্য্যপ্রভের আর নিদ্রা হইল না। নিশীথ সময়ে

একটী স্ত্রী সখীর সহিত সেই গৃহে প্রবেশ করিল। সূর্য্যপ্রভ দেখিয়া এই চিন্তা করিলেন, কি চমৎকার! স্বর্গে রাখিলে পাছে অপ্সরা সৃষ্টির অপমান হয়; এই ভয়েই যেন বিধাতা তাহাকে পাতালে রাখিয়াছেন। স্ত্রী ক্রমে নিকটবর্ত্তিনী হইয়া প্রত্যেক সুপ্ত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করত পরিশেষে চক্রবর্ত্তিলক্ষণোপেত সূর্য্যপ্রভের নিকট উপস্থিত হইল, এবং কহিল "সখি! তুমি ইহাঁর পাদস্পর্শ করিয়া ইহাঁকে জাগাও।" সখী তাহাই করিল।

সূর্য্যপ্রভ ব্যাজনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া চক্ষুরুন্মীলনপূর্ব্বক বলিলেন,আপনারা কি জন্যই বা এখানে আসিয়াছেন? এই প্রশ্নে তদীয় সখী কহিল,, মহাশয়! ইনি হিরণ্যাক্ষের পুত্র অনীল নামামি দৈত্যরাজের প্রাণসমা দুহিতা। ইহার নাম কলাবতী। অদ্য ইহাঁর পিতা বলিরাজের নিকট হইতে গৃহে যাইয়া সুনীথের পুনর্জীবনবার্ত্তা, তদনন্তর মহাদেবের প্রসাদে সুমুণ্ডীকের অবতার সূর্য্যপ্রভের বিদ্যাধর চক্রবর্ত্তী হইবার বার্ত্তা প্রদান করিয়া সূর্য্যপ্রভের সহিত কলাবতীর বিবাহ দিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, কলাবতী আপনাকে দেখিবার জন্য এই স্থানে আসিয়াছেন।

সূর্য্যপ্রভ এই কথা শুনিয়া কলাবতীর অভিপ্রায় জানিবার জন্য পুনর্ব্বার কপট নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলেন, কলাবতী বিনিদ্র প্রহস্তের নিকট গমন করিল, এবং সখীদ্বারা আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া বহির্গত হইল।

পরে প্রহস্ত সূর্য্যপ্রভের নিকট অগ্রসর হইয়া কহিল,"দেব! জাগিয়া আছেন কি?" সূর্য্যপ্রভ সহসা নেত্রোন্মীলনপূর্ব্বক, হঁা জাগিয়া আছি, আজ একবারও নিদ্রা হয় নাই। আর একটী বিশেষ সংবাদ বলিতেছি শ্রবণ কর। এই মাত্র একটী রূপসী স্ত্রী সখীর সহিত গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক একবার দর্শন দিয়াই অদৃষ্ট হইয়াছে। অতএব কোথায় গেল অনুসন্ধান করিয়া দেখ।" প্রহস্ত শ্রবণমাত্র বহির্গত হইয়া দেখিল, কন্যা সখীর সহিত দণ্ডায়মান আছে। তখন তাহার নিকট যাইয়া কহিল, আমি আপনার অনুরোধে প্রভুকে জাগাইয়াছি, অতএব আর্থনি ও আমার অনুরোধে একবার তাঁহাকে দর্শন দিয়া দর্শনে-ন্দ্রিয়কে সফল করুন। এই বলিয়া কলাবতীকে সূর্য্যপ্রভের নিকট লইয়া

গেলে, সূর্য্যপ্রভ কহিলেন, চণ্ডি! নিদ্রাবস্থায় হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিয়া মনকে হরণ করা কি তোমার উচিত হইয়াছে। তা যাহাহউক্ এক্ষণে গান্ধার্ব্ববিধানে আমাদের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হউক। এই বলিয়া উক্ত বিধানে কলাবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

প্রভাতমাত্র সূর্য্যপ্রভাদি সদলে মিলিত হইয়া প্রহ্লাদের নিকট গমন করিলেন। প্রহ্লাদ আহ্বান করিয়া ময়দানবকে কহিলেন, "আজ সুনীথের পুনর্জীবনোপলক্ষে যাবতীয় অসুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া একত্র ভোজন করিতে হইবে। অতএব দূত দ্বারা সকলকে নিমন্ত্রণ কর।" ময় তথাস্তু বলিয়া দূতদ্বারা সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ করিলে,দানবগণ আসিয়া প্রহ্লাদসদনে উপস্থিত হইল। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর অসুরগণ ময়দানবের সহিত গঙ্গাস্নান করিয়া চব্যচোষ্য লেহ্য পেয় করিয়া একত্র ভোজন সমাপ্তি করিল। ভোজনান্তে দৈত্যগণ দানব-কন্যাদিগের নৃত্য দর্শনে প্রবৃত্ত হইল। সূর্য্যপ্রভ প্রহ্লাদের কন্যা মহল্লিকাকে দর্শন করিয়া মোহিত হইলেন। পরে অমীল কলাবতীকে ও প্রহ্লাদ মহল্লি-কাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক সম্প্রদান করিলে, তিনি তাহাদের পাণিগ্রহণ করিলেন। তদনন্তর কুমুদাবতী, মনোবতী, সুভদ্রা, সুন্দরী, সুমায়া প্রভৃতি অন্যান্য অসুরকন্যাদিগেরও পাণিগ্রহণ করিলেন।

একদা সূর্য্যপ্রভ কথাপ্রসঙ্গে মহল্লিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয়ে! সে দিবস রাত্রে যে দুই জন সখী তোমার সহিত আসিয়াছিল, তাহারা কোথায় গেল, দেখিতে পাই না কেন?

মহল্লিকা কহিল, আর্য্যপুত্র! আমার দ্বাদশ জন সখী। আমার পিতৃব্য সকলকেই স্বর্গ হইতে অপহরণ করিয়া আনিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে অমৃত-প্রভা, কেশিনী, পর্ব্বতমুনির দুহিতা। কালিন্দী, ভদ্রা, এবং কণকমালা, নাম্নী আমার যে আর তিন সখী আছে, তাহারা মহামুনি দেবলের তনয়া। সৌদা-মিনী এবং উজ্জলা হাহানামক গন্ধর্ব্বের কন্যা। হুহুর কন্যা পীবরা,এবং কালের খঞ্জনিকা। পিঙ্গল নামক প্রমথের কন্যা কেশরাবলী। কম্বল দুহিতা মালিনী, এবং বসু কন্যা মন্দারমালা। ইহারা সকলেই অপ্সরঃসম্ভূত দিব্যনারী।

অতএব আপনি ইহাদের পাণিগ্রহণ করুন, এই বলিয়া সূর্য্যপ্রভকে প্রথম পাতালে লইয়া গেল, এবং এক একটী করিয়া দ্বাদশ সখীকে স্বয়ং সম্প্রদান করিলেন। সূর্য্যপ্রভ সে রাত্রি অমৃতপ্রভা প্রভৃতির সহিত একত্র অবস্থিতি করিয়া পরদিবস প্রভাত সময়ে প্রহ্লাদের সভায় গমন করিলেন।

অনন্তর দানবেন্দ্র প্রহ্লাদ সুনীথ ও ময়দানবকে কহিলেন, "তোমরা অতঃপর যাইয়া দিতি ও দনুর সহিত সাক্ষাৎ কর।" দানবেন্দ্রের এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ময়দানব এবং সুনীথ ভূতাসন নামক বিমানকে স্মরণ করিলেন, এবং সদলে আরোহণ করিয়া মলয়সানুস্থ কশ্যপের আশ্রমে অবতীর্ণ হইল। মুনিগণ আশ্রম দেখাইয়া দিলে, সকলে তথায় গমনপূর্ব্বক মাতার চরণে প্রণাম করিল। অসুরকুলজননী সমাগত সন্তানগণকে দর্শন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। এবং মস্তক আঘ্রাণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া ময়-দানবকে কহিলেন বৎস! তোমার পুত্র সুনীথকে পুনর্জ্জীবিত দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম, এবং তোমাকে অতি পুণ্যশালী মানিলাম। আর সুমুণ্ডীক যে সূর্য্যপ্রভরূপে ভূতলে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহাতেও অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম, এবং শুভলক্ষণ দৃষ্টে ইহাঁর ভাবি মঙ্গলের অনুমান হইতেছে। অতএব বৎস! তোমরা সত্বর যাইয়া প্রজাপতি কশ্যপের সহিত সাক্ষাৎ কর, এবং তাঁহার আদেশ মত কার্য্য কর, তোমাদের মঙ্গল হউক।

এই মাতৃআজ্ঞায় সকলে দিব্যাশ্রমে গমনপূর্ব্বক যথাক্রমে তদীয় চরণে প্রণাম করিলে, ভগবান কশ্যপ তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বসিতে আদেশ করিলেন। ক্রমে সকলে উপবিষ্ট হইলে সন্তোষসহকারে কহিলেন, আজ সকল পুত্রকে একত্র দর্শন করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলাম। ময়দানব! তুমি সৎপথে থাকিয়া অতিশয় প্রশংসা-ভাজন হইয়াছ। সুনীথ! তুমি পুনর্জীবিত হইয়া ধন্যবাদের পরমা-স্পদ হইয়াছ। সূর্য্যপ্রভ! তুমি আপনার মহাপুণ্যবলে বিদ্যাধররাজ্যের অধিপতি হইবে। অতএব সকলে ধর্ম্মপথে থাকিয়া এবং আমাদের আদেশা-নুসারে চলিয়া পরমসুখসম্ভোগ করিতে থাক। অতঃপর তোমাদের পূর্ব্বের

ন্যায় পরাভব না হউক। পূর্ব্বে ধর্ম্মপথ অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রের নিকট পরাস্ত ও বশীভূত হইয়াছিলে। হে সুনীথ! পূর্ব্বে যে সকল অসুর দেবগণ কর্ত্তৃক হত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সুমুণ্ডীক সূর্য্যপ্রভ হইয়া এবং আর আর অসুরগণ ইহার বান্ধবরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। শম্বর নামা অসুর সূর্য্যপ্রভের প্রহস্ত নামা মন্ত্রী হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। ত্রিশিরা সিদ্ধার্থ নামে এবং বাতাপী প্রজ্ঞাঢ্য নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। উকলু শুভঙ্কর নামে এবং বীতভীতি কালনামে ইহার বয়স্য হইয়াছে। ভাস এবং প্রভাস নামক মন্ত্রী বৃষপর্ব্বা এবং প্রবল নামে দৈত্য ছিল। মদন এবং ভয়ঙ্করমন্ত্রী সুন্দ এবং উপসুন্দ ছিল। সচিব স্থিরবুদ্ধি এবং মহাবুদ্ধি হয়গ্রীব এবং বিকটাক্ষ ছিল। এতদ্ভিন্ন আর আর যে সমস্ত অসুরগণ পূর্ব্বে দেবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল, তাহারাও ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তোমাদের পক্ষ হইবে। অতএব তোমরা সহিষ্ণু হও, সত্বর বৃদ্ধিলাভ করিবে। কদাচ অধর্ম্ম করিও না।"

ভগবান কশ্যপঋষি এইরূপ উপদেশ দিতেছেন, এমন সময়ে দাক্ষায়নী এবং অদিতিপ্রভৃতি কশ্যপভার্য্যারা তথায় উপস্থিত হইলেন। এই সময় দেবরাজ মুনির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া সস্ত্রীক মুনিচরণে প্রণাম করিলে, ময়দানব প্রভৃতি অসুরগণ ইন্দ্রকে প্রণাম করিল! দেবরাজ সরোষনয়নে সূর্য্যপ্রভের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ময়দানবকে বলিলেন, আমি বুঝিতেছি এই বালক বিদ্যাধরদিগের চক্রবর্ত্তী হইতে অভিলাষী আছে। এত অল্প ইচ্ছা কেন? এককালে ইন্দ্রত্বের প্রার্থনা করিলেই হইত? ময়দানব কহিল দেবেশ! পরমেশ্বর আপনাকে যেমন ইন্দ্রত্ব দিয়াছেন, প্রসন্ন হইয়া সূর্য্যপ্রভকে ও সেইরূপ খেচরত্ব দান করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া ইন্দ্র ক্রুদ্ধ ও সোল্লুণ্ঠনভাবে কহিলেন, সূর্য্যপ্রভ যেরূপ সুলক্ষণযুক্ত, তাহাতে তাহার পক্ষে বিদ্যাধরাধীশত্ব যৎসামান্য মাত্র। ময় কহিল, যদি শ্রুতশর্ম্মা বিদ্যাধররাজ হইবার যোগ্য হয়েন, তবে আমাদের সূর্য্যপ্রভ ও ইন্দ্রত্ব পদলাভের যোগ্য কেন না হইবেন? এই কথা শুনিয়া

ইন্দ্র ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া আপন বজ্রায়ুধ উত্তোলনপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন। এতদ্দর্শনে ভগবান কশ্যপ রোষহুঙ্কার মাত্র পরিত্যাগ করিলেন। এবং দিতি প্রভৃতি কশ্যপপত্নীগণ কুপিত হইয়া ইন্দ্রকে ধিক্কার প্রদান করিলেন। ইন্দ্র তদ্দর্শনে বজ্রসংহারপূর্ব্বক অবনত মুখে উপবিষ্ট হইলেন, এবং সস্ত্রীক কশ্যপের পাদস্পর্শপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ময়দানবের উদ্যোগে অস্মদ্দত্ত শ্রুতশর্ম্মার বিদ্যাধররাজত্ব অপহরণের চেষ্টা করা কি সূর্য্যপ্রভের নীতিসঙ্গত কার্য্য হইতেছে। কশ্যপ ইন্দ্রের এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন, ইন্দ্র! যেমন শ্রুতশর্ম্মা আপনার প্রিয়, তেমনি সূর্য্যপ্রভও মহাদেবের প্রিয়। মহাদেব যখন সূর্য্যপ্রভের কার্য্যে ময়দানবকে নিযুক্ত করিয়াছেন তখন তাহার দোষ কি আছে? সে শিবের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে না, এবং শিবের ইচ্ছাও ব্যর্থ হইতে পারে না। এই ময়দানব ধার্ম্মিক জ্ঞানী এবং গুরুভক্ত। তথাপি ইহার পরাক্রম সবিশেষ অবগত আছেন। অতএব যদি আপনি ইহাদের প্রতি অসদাচরণে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে, আমরাও কুপিত হইয়া, আপনাকে এই দণ্ডে ভস্মীভূত করিব।

ইন্দ্র এই বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জা ও ভয়ে অধোবদন হইলে, অদিতি শ্রুতশর্ম্মাকে আনাইতে আদেশ করিলেন। ইন্দ্র সারথি মাতলিকে পাঠাইয়া তৎক্ষণাৎ শ্রুতশর্ম্মাকে সেই স্থানে আনাইলেন। শ্রুতশর্ম্মা প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলে, কশ্যপভার্য্যাগণ উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কশ্যপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাদের মধ্যে কে সমধিক রূপ ও লক্ষণযুক্ত? কশ্যপ বলিলেন, সূর্য্যপ্রভ কিরূপ কি গুণ কি লক্ষণ সর্ব্ববিষয়েই শ্রুতশর্ম্মা অপেক্ষা পরমোৎকৃষ্ট। এ যেরূপ দিব্য রূপ ও দিব্য লক্ষণ সম্পন্ন, তাহাতে চেষ্টা করিলে ইন্দ্রত্ব লাভও ইহার পক্ষে সুলভ হইতে পারে। এই বাক্যে ইন্দ্র ভিন্ন সকলেই অনুমোদন করিল। পরে ভগবান কশ্যপ সর্ব্বসমক্ষে ময়দানবকে এই বর প্রদান করিলেন——হে পুত্র! ইন্দ্র বজ্র উত্তোলন করিলে, যে তুমি নির্ব্বিকারচিত্তে স্থিরভাবে ছিলে, সেই জন্য বজ্রময় বাণে তোমার শরীর কখনই ক্ষত হইবে না, সুনীথ ও সূর্য্যপ্রভ শত্রুবর্গের অজেয় হইবে,

আর আমার পুত্র সুবাসকুমার স্মরণমাত্র উপস্থিত হইয়া তোমাদের সাহায্য করিবে।

ঋষি এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, তদীয় ভার্য্যাগণ, ঋষিবৃন্দ এবং লোকপালবৃন্দ ময়প্রভৃতি প্রত্যেককে বরপ্রদান করিলেন। অনন্তর অদিতি ইন্দ্রকে কহিলেন, বৎস! শান্ত হও, এবং এই ময়দানবকে প্রসন্ন কর। তুমি তো আজ স্বচক্ষে বিনয়ের ফল দেখিলে? বিনয়বলে ময় সকলের নিকট শ্রেষ্ঠ বর প্রাপ্ত হইল। এই মাতৃবাক্য শুনিয়া ইন্দ্র ময়দানবের হস্তে ধরিয়া প্রসন্ন করিলেন। আর শ্রুতশর্ম্মা সূর্য্যপ্রভের নিকট দিবসের চন্দ্রমার ন্যায় হীন-কান্তি হইল। অনন্তর ইন্দ্র কশ্যপকে প্রণাম করিয়া লোকপালবর্গের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ময়প্রভৃতি অসুরগণ মুনির নিকট বিদায় লইয়া স্ব স্ব কার্য্য সাধনের জন্য চলিয়া গেল।

পাঠকের স্মরণ হইবে, সূর্য্যপ্রভ, চন্দ্রভাগা ও ইরাবতী নদীর সঙ্গমস্থলে স্বীয় সৈন্যসামন্ত ও পরিবারবর্গকে রাখিয়া ময়দানবাদির সহিত পাতালে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে পাতাল হইতে যাত্রা করিয়া সুরঙ্গপথ দ্বারা সেই স্থানে উপস্থিত হইলে, সকলে তৎসমক্ষে আগমন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল। সূর্য্যপ্রভ চন্দ্রপ্রভের অদর্শনে সকলকে বিষণ্ণ দেখিয়া যথাঘটিত বৃত্তান্ত বর্ণন দ্বারা তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ তরঙ্গ।

তদনন্তর রাজগণ প্রথমে শ্রুতশর্ম্মা কর্ত্তৃক সূর্য্যপ্রভের ভার্য্যাহরণ বৃত্তান্ত, তদনন্তর দৈববাণী বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, সূর্য্যপ্রভ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইলেন, পরদারাপহারী সেই শঠকে, রক্ষক হইলেও বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া সপ্তাহের পর যুদ্ধযাত্রার দিনস্থির করিলে, বৎস ময়দানব, দুর্ব্বৃত্ত শ্রুতশর্ম্মা তদীয় ভার্য্যাগণকে হরণ করিয়া পাতালে রাখিয়াছে, এই সংবাদ প্রদান করিয়া সকলকে আনন্দিত করিল, এবং সূর্য্যপ্রভকে লইয়া পুনর্ব্বার সেই পথ দিয়া চতুর্থ পাতালে উপস্থিত হইলেন। পরে সূর্য্যপ্রভার ভার্য্যা-

গণকে তদীয় হস্তে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর সূর্য্যপ্রভ অসুরগণের সহিত দানবেন্দ্র প্রহ্লাদের নিকট পুনর্গমন করিলে, প্রহ্লাদ কৃত্রিম কোপপ্রকাশপূর্ব্বক সূর্য্যপ্রভকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দুরাচার! তুমি নাকি আমার সহোদর কর্তৃক আনীত দ্বাদশ দেব কন্যাকে অপহরণ করিয়াছ? এইজন্য আমি তোমাকে এই-দণ্ডে বিনষ্ট করিব। এতৎশ্রবণে সূর্য্যপ্রভ ভীত হইয়া নির্ব্বিকারচিত্তে কহিলেন, প্রভো! আমার শরীর আপনারই আয়ত্ত। এই বলিয়া সবিনয় বচনে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, প্রহ্লাদ প্রীত হইয়া কহিলেন বৎস! আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ওরূপ কথা বলিয়াছি, দেখিলাম তোমার শরীরে অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই, অতএব বর লও।

সূর্য্যপ্রভ অন্য বর প্রার্থনা না করিয়া, কেবল গুরুজন এবং ভগবান্ শম্ভুর প্রতি অচলাভক্তি প্রার্থনা করিলে, সকলেই তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইলেন। প্রহ্লাদ সূর্য্যপ্রভকে যামিনীনাম্নী দ্বিতীয় তনয়া প্রদানপূর্ব্বক আপন পুত্রদ্বয়কে তদীয় সাহায্যে নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর সূর্য্যপ্রভ প্রহ্লাদের নিকট বিদায় লইয়া অমীলের নিকট গমন করিলে, অমীলও সন্তোষসহকারে দ্বিতীয় কন্যা সুধাবতীকে সম্প্রদান করিয়া আপন পুত্রদ্বয়কে তদীয় সাহায্যে নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর সূর্য্যপ্রভ সদলে তদীয় ভবনে ছয় দিন অবস্থিতি করিলেন। সেই সময়ের মধ্যে সুনীথের ভার্য্যাত্রয় গর্ভবতী হইলে, ময়দানব দিব্যজ্ঞানে দেখিলেন, পূর্ব্ববিনষ্ট অসুরগণ তাঁহাদের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সপ্তমদিবসে সূর্য্যপ্রভ সদলে ভার্য্যাগণের সহিত ভূতলে আগমন করিলেন।

তদনন্তর শিশু চন্দ্রপ্রভকে পৃথ্বীরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, এবং ভূতাসনবিমানে বিদ্যাধররাজ সুমেরুর গঙ্গাতীরস্থ তপোবনে গমন করিলেন। সুমেরু সকলের সমুচিত সম্মান করিলে, ময়দানব সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তদনন্তর সূর্য্যপ্রভ ময়াদিষ্ট বিদ্যাসাধনপূর্ব্বক সুমেরুসদনে আসিয়া স্ব স্ব সৈন্যসহ বন্ধুবান্ধবদিগকে তথায় আনাইবার আদেশ করিলেন। আদেশমাত্র সর্ব্বত্র দূতদ্বারাসংবাদ প্রচারিত হইলে, সূর্য্যপ্রভের শ্বশুর দানব-

গণ স্ব স্ব মিত্র এবং বান্ধবদলে পরিবৃত হইয়া তথায় আগত হইল। এবং সপ্তরসাতল হইতে হৃষ্টরোমা, মহামায়, শ্বদংষ্ট্র, প্রকম্পন, তণ্ডুকচ্ছ, দুরারোহ, সুমায়, বজ্রপঞ্জর ধূমকেতু প্রমথন এবং বিকটাক্ষাদি দানবগণ সদলে সমাগত হইল। কেহ অযুত, কেহ সাত অযুত, কেহ আট অযুত, কেহ ছয় অযুত, কেহ তিন অযুত, এবং অতি সামান্য ব্যক্তিও অর্দ্ধাযুতরথে পরিবৃত হইয়া আসিল। কেহ তিনলক্ষ, কেহ দুইলক্ষ, কেহ একলক্ষ, এবং অতি অধমও অর্দ্ধলক্ষ, পদাতি সৈন্যে পরিবৃত হইয়া উপস্থিত হইল। এতদ্ভিন্ন সকলেরই সহিত স্ব স্ব অনুরূপ হস্তী এবং অশ্বসৈন্য আসিয়া পৌঁছিল। তদনন্তর ময়দানব, সুনীথ, এবং সূর্য্যপ্রভের অসংখ্য সৈন্য সাগর সমাগত হইল। পরিশেষে বসুদত্তাদি রাজগণ ও সুমেরুর সৈন্যগণ একত্র মিলিত হইল।

এইরূপে ভূতল ও রসাতল হইতে সূর্য্যপ্রভপক্ষীয় অগণ্য চতুরঙ্গবল একত্র সমবেত হইলে, ময়দানব কশ্যপমুনিকে স্মরণ করিলেন। ঋষি স্মরণমাত্র ময়দানবসমক্ষে আবির্ভূত হইলে, ময়দানব কহিলেন 'ভগবন্! এই স্থানে অস্মৎ পক্ষীয় অসংখ্য সৈন্যসাগরের একত্র সমাবেশ না হওয়ায় চতুর্দিগে ছত্রভঙ্গ হইয়া আছে, একারণ সুন্দররূপ দৃষ্ট হইতেছে না। অতএব আজ্ঞা হইলে, কোন বিস্তৃত ক্ষেত্রে সমাবেশিত করিয়া আপনাকে দেখাই। এতৎ শ্রবণে কশ্যপ সেই স্থানের এক যোজন অন্তরস্থ কলায়ক্ষেত্র নামক অতি সুবিস্তীর্ণ প্রদেশে সৈন্য পাঠাইতে আদেশ করিলে, সকলে স্ব স্ব সৈন্য সমভি-ব্যাহারে সেই সুবিস্তীর্ণ প্রদেশে উপস্থিত ও একত্র মিলিত হইল। তখন রাজবাহিনী এবং অসুরপতাকিনী পৃথক্ পৃথক্ সজ্জিত হইলে, তাঁহারা এক উন্নত স্থান হইতে দেখিতে লাগিলেন। এই সৈন্যসাগর নিরীক্ষণ করিয়া বিদ্যাধররাজ সুমেরু কহিলেন, মহর্ষে! যুবরাজ সূর্য্যপ্রভের পক্ষে যে পরিমিত সৈন্য সমাবেশিত হইয়াছে, এরূপ কখনই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কিন্তু বিপক্ষ শ্রুতশর্ম্মার সৈন্যবল ইহা অপেক্ষাও অধিক বলিয়া অনুমান হয়। যাহা হউক আমি তাহার মধ্য হইতে অনেককেই ভাঙ্গাইয়া আনিব।' অত-

এব কল্য প্রাতঃকালেই এস্থান হইতে বাল্মীকিনামক স্থানে যাত্রা করিতে হইবে। কল্য ফাল্গুনীর কৃষ্ণপক্ষের মহাষ্টমীতিথি। এই তিথিতে সেই স্থানে গমন করিতে পারিলে লোকে, চক্রবর্ত্তীর লক্ষণ প্রাপ্ত হয়। এই নিমিত্ত বর্ষে বর্ষে বিদ্যাধরগণ উক্ত তিথিতে সেই স্থানে গমন করিয়া থাকে।

এইরূপ সুমেরুপ্রস্তাবে সম্মত হইয়া প্রভাতমাত্র সকলেই সসৈন্যে বাল্মীকি ক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিল, এবং হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণবর্ত্তী এক প্রশস্ত দেশে স্কন্ধাবার প্রতিষ্ঠিত করিয়া অদূরে অসংখ্য বিদ্যাধরগণের সমাবেশ দর্শন করিল। দেখিল, কেহ অগ্নিকুণ্ডে হোম করিতেছে, কেহ বা জপে নিমগ্ন আছে। তদ্দর্শনে সূর্য্যপ্রভও সেই স্থানে অবতীর্ণ হইয়া এক অগ্নিকুণ্ড সুসজ্জিত করিলেন, সেই কুণ্ড বিদ্যাপ্রভাবে স্বয়ং জলিয়া উঠিলে, সকলে সন্তুষ্ট হইল। কোন বিদ্যাধর বিদ্বেষপরবশ হইয়া সুমেরুকে মর্ত্তবাসীর অনুবর্ত্তী বলিয়া তিরস্কার করিলে, সুমেরুও তাহাকে ভৎসনা করত সূর্য্যপ্রভকে বলিলেন, দেব! ভীম নামা যে এক বিদ্যাধর আছে, ব্রহ্মা স্বেচ্ছানুসারে তাহার পত্নীকে কামনা করিলে, এই বিগ্রহ উৎপন্ন হইয়াছে, এবং গুপ্তভাবে ব্রহ্মার ঔরসে জন্মগ্রহণ করায় উহার নাম ব্রহ্মগুপ্ত হইয়াছে। অতএব উহার জন্মানুরূপ বাক্যই হইয়াছে।" এই বলিয়া সুমেরুও এক বহ্নিকুণ্ড সজ্জিত করিলে, সূর্য্যপ্রভ তাঁহার সহিত হোম করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষণকাল পরে হোমপ্রভাবে ভূগর্ভ হইতে ভীষণাকার এক অজগর সর্প উত্থিত হইয়া ফুৎকার বায়ুদ্বারা সুমেরুনিন্দুক সেই ব্রহ্মগুপ্তকে শতহস্ত দূরে বিক্ষিপ্ত করিল। তদনন্তর শ্রুতশর্ম্মার পক্ষ মহামহাবীর তেজঃপ্রভ, দুষ্টদমন, বিরূপশক্তি, অঙ্গারক বিজৃম্ভকপ্রভৃতি যাবতীয় বিদ্যাধর আততায়ী হইয়া অজগরকে আক্রমণ করিলে, অজগর সকলকেই অবলীলাক্রমে নিঃশ্বাস বায়ু ও ফুৎকার দ্বারা দূরে নিঃক্ষিপ্ত ও পরাস্ত করিলে, তেজঃপ্রভ নামে এক বিদ্যাধর সহসা সেই অজগরকে বিনাশ করিতে ধাবমান হইল। সে তাহাকেও উক্তরূপ ফুৎকার দ্বারা উড়াইয়া দিল। তদ্দর্শনে দুষ্টদমন নামে আর এক বিদ্যাধর আততায়ী হইয়া তাহার প্রতি ধাবমান হইলে, তাহাকেও নিঃশ্বাস বায়ু দ্বারা

উড়াইয়া দিল। এইরূপে বিরূপশক্তি অঙ্গারক এবং বিজৃম্ভক সেই অজগরের প্রতি ধাবমান হইলে, সে তাহাদেরও সেই দশা করিল। এইরূপে সমস্ত বিদ্যাধর সেই অজগর কর্তৃক পরাস্ত এবং চূর্ণিত শরীর হইয়া ধূলিমার্জ্জন করত কষ্টে গাত্রোত্থানকরিতে লাগিল। এতদ্দর্শনে শ্রুতশর্ম্মা ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং সেই সর্পকে বিনষ্টকরিবার জন্য তাহার অভিমুখে গমন করিলে,অজগর তাঁহাকেও নিঃশ্বাস বায়ু দ্বারা উড়াইয়া বহুদূরে ফেলাইয়া দিল। শ্রুতশর্ম্মা উঠিয়া পুনর্ব্বার মারণোম্মুখ হইলে, অজগর তাঁহাকে বহুদূরে ভূতলে এরূপ আছাড়িয়া দিল, যে শ্রুতশর্ম্মা চূর্ণিতাঙ্গ ও লজ্জায় অধোবদন হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ধূলিমার্জনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং সদলে পলায়ন করিলেন।

অনন্তর সুমেরু সেই সর্পকে ধরিবার জন্য সূর্য্যপ্রভকে প্রেরণ করিলে, বিদ্যাধরগণ তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল। সূর্য্যপ্রভ ক্রমে সমীপবর্ত্তী হইয়া অজগরকে ধারণপূর্ব্বক যেমন বিলমধ্য হইতে অবলীলাক্রমে বাহির করিলেন, অমনি অজগর একটি তূণীর হইয়া সূর্য্যপ্রভের হস্তে শোভা পাইতে লাগিল। পরে সূর্য্যপ্রভের মস্তকে দিব্য পুষ্প বৃষ্টির সহিত এই আকাশবাণী হইল, হে সূর্য্যপ্রভ! তুমি এই অক্ষয় তূণরত্ন গ্রহণ কর, এই তূণরত্নই তোমার সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক হইবে। দৈববাণীর অবসানে সূর্য্যপ্রভ সেই অক্ষয় তূণীর ধারণ করিলে, বিদ্যাধরগণ নিষ্প্রভ হইয়া বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইল। এদিকে সূর্য্যপ্রভের আত্মীয়গণ আহ্লাদসাগরে সন্তরণ করিতে লাগিল।

অনন্তর শ্রুতশর্ম্মার এক দূত আসিয়া সূর্য্যপ্রভকে কহিল মহাশয়! প্রভু শ্রুতশর্ম্মা আপনাকে এই আজ্ঞা করিতেছেন যে, যদি তোমার জীবনে প্রয়োজন থাকে, তবে শীঘ্র ঐ তূণীর আমাকে প্রত্যর্পণ কর। সূর্য্যপ্রভ কহিলেন, দূত! তুমি সত্বর যাইয়া তোমার প্রভুকে বল, যে তাঁহার কলেবরই শরাবৃত হইয়া অবিলম্বে তূণীরত্ব প্রাপ্ত হইবে। তাহা হইলে আর তাঁহার তূণীরের আবশ্যক হইবে না, এই বলিয়া দূতকে বিদায় দিলে, দূত যাইয়া সূর্য্যপ্রভের প্রগলভোক্তি শ্রুতশর্ম্মার কর্ণগোচর করিল।

এইরূপে মহাদেবের অনুগ্রহে সূর্য্যপ্রভের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ অক্ষয় তূণীর লব্ধ

হইলে, সুমেরু আহ্লাদিত হইয়া, জয়শীল ধনুঃসাধনার্থ সূর্য্যপ্রভের সহিত হেমকূটাভিমুখে যাত্রা করিল, এবং হেমকূটের উত্তরপার্শ্ববর্ত্তী মানস সরোবরে উপস্থিত হইয়া তদীয় অপূর্ব্ব শোভা, স্বচ্ছ সলিল এবং সুবর্ণ কমল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে শ্রুতশর্ম্মা সদলে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তদনন্তর সূর্য্যপ্রভ এবং তদীয় অনুচরগণ ঘৃত এবং পদ্ম দ্বারা হোম করিতে আরম্ভ করিলে, হোমপ্রভাবে সরোবর হইতে ঘোরতর মেঘ উত্থিত হইয়া প্রবলবেগে বারি-বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, এবং সেই মেঘের মধ্য হইতে এক সর্প সরোবর মধ্যে পতিত হইল। সূর্য্যপ্রভ সুমেরুর বাক্যে উত্থিত হইয়া সেই সর্পকে ধারণ করিবামাত্র সর্প এক মনোহর ধনুরাকার ধারণ করিল। তদনন্তর সেই মেঘ হইতে দ্বিতীয় সর্প পতিত হইল। সূর্য্যপ্রভ তাহাকেও ধরিবামাত্র সে ধনুকের ছিলার আকার ধারণ করিয়া, সেই মেঘাড়ম্বরকে এককালে দূরীকৃত করিল। এবং যাবতীয় খেচরগণকে বিধাগ্নি দ্বারা নিহত করিল। অনন্তর পুষ্প বৃষ্টির সহিত সূর্য্যপ্রভ! তুমি এই অচ্ছেদ্য গুণযুক্ত অতিবলসম্পন্ন ধনু গ্রহণ কর, এই দৈববাণী হইলে, সূর্য্যপ্রভ সেই সগুণ ধনু গ্রহণ করিলেন। শ্রুতশর্ম্মা তদ্দর্শনে ভীত হইয়া সদলে পলায়ন করিলে, সূর্য্যপ্রভের পক্ষ ময়দানবাদি যাবতীয় দানবদল আহ্লাদে মহোৎসব করিতে লাগিল।

অনন্তর সকলে সুমেরুকে সেই ধনুরুৎপত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সর্ব্বজ্ঞ সুমেরু কহিলেন, এই স্থানে কীচক নামে বেণুপূর্ণ এক সুপ্রশস্ত দিব্য নগর আছে। তথা হইতে বংশ ছেদন করিয়া এই সরোবরে ক্ষেপণ করিলে, নানাজাতীয় দিব্য ধনু উৎপন্ন হয়। কি দেবতা, কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব এবং কি বিদ্যাধর সকলকেই এইরূপ উপায় দ্বারা সেই সকল ধনু লাভ করিতে হয় এবং সেই সমস্ত ধনু ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়। তন্মধ্যে চক্রবর্ত্তি ধনু অমিতবল নামে খ্যাত। পূর্ব্বকালে দেবতাগণ ইহাদিগকে এই সরোবরে নিঃক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। যে সকল পুণ্যাত্মা ভাবি চক্রবর্ত্তিত্বের আশা করেন, তাঁহারাই বহুকষ্টে ঈশ্বরের কৃপায় ঐ

সকল ধনুঃসাধনে সমর্থ হন। সেইজন্যই ঈশ্বরের কৃপায় ভাবী চক্রবর্ত্তী সূর্য্যপ্রভ এই ধনু প্রাপ্ত হইলেন। এক্ষণে সূর্য্যপ্রভের এই বয়স্যগণেরও স্ব স্ব অনুরূপ ধনুঃসাধনের সম্পূর্ণ যোগ্যতা আছে। অতএব তাঁহারাও স্ব স্ব অনুরূপ ধনুঃসাধন করুন।

সুমেরুর এই কথা শুনিয়া প্রভাসাদি সূর্য্যপ্রভের বয়স্যগণ সেই কীচকপুরে গমন করিল, এবং তথাকার রাজাকে পরাস্ত করিয়া বংশচ্ছেদন পূর্ব্বক আনিয়া সেই মানসসরোবরে নিঃক্ষিপ্ত করিল। পরে জপহোমাদি আরম্ভ করিয়া সপ্তাহের মধ্যেই সকলে স্ব স্ব অনুরূপ ধনুর্লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল। অনন্তর সূর্য্যপ্রভ কৃতকার্য্য হইয়া সদলে সুমেরুর তপোবনের দিকে গমন করিলেন। তপোবনে আসিয়া সুমেরু দুর্জ্জয় বেণুবনের রাজা চণ্ডহস্তকে পরাজিত করায়, সূর্য্যপ্রভের বন্ধুগণের অসীম পরাক্রম বর্ণন করিলেন।

অনন্তর ময়দানব সূর্য্যপ্রভকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছ, অতএব তুমি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট গমন করিয়া মোহিনী ও পরিবর্ত্তিনী নামে বিদ্যাদ্বয় সাধন কর। সূর্য্যপ্রভ ময়দানবের বাক্যে উক্ত মহর্ষির আশ্রমে গমন করিয়া উক্ত বিদ্যাদ্বয় প্রার্থনা করিলেন। মহর্ষি তদীয় প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য সূর্য্যপ্রভকে সপ্তাহকাল ভুজগ হ্রদে এবং তিনদিন অগ্নিমধ্যে তপস্যা করিতে আদেশ করিলেন। মহর্ষি তাঁহাকে সাতদিনকাল সর্পদংশন এবং তিনদিনকাল অসহ্য অগ্নির উত্তাপ সহ্য করিয়া উত্তীর্ণ হইতে দেখিয়া তুষ্ট হইলেন, এবং উক্ত বিদ্যাদ্বয় প্রদান করিলেন, এবং বিদ্যাদান করিয়া আবার সূর্য্যপ্রভকে পুনর্ব্বার বহ্নিপ্রবেশের আদেশ করিলে, সূর্য্যপ্রভ তাহাও করিলেন।

এই সময় নানারত্নমণ্ডিত মহাপদ্ম নামক ব্যোমযান সূর্য্যপ্রভের নিকট উপস্থিত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ এই আকাশবাণী হইল, সূর্য্যপ্রভ! এই চক্রবর্ত্তী বিমান গ্রহণ কর। এই সিদ্ধ বিমানস্থ অন্তঃপুর মধ্যে আপন অন্তঃপুরবর্গকে রক্ষা করিলে শত্রুগণ কস্মিন্ কালেও তাহাদিগকে ধর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে না। সূর্য্যপ্রভ সেই দিব্য সরস্বতীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া মহ-

র্ষির নিকট দক্ষিণা প্রস্তাব করিলেন, মহর্ষি কহিলেন, তুমি অভিবেককালে আমাকে যে স্মরণ করিবে, তাহাই তোমার গুরুদক্ষিণা হইবে, এক্ষণে যাইয়া স্বীয় সৈন্যের সহিত মিলিত হও। এই বলিয়া বিদায় দিলেন।

সূর্য্যপ্রভ ভক্তিভাবে মুনিকে প্রণাম করিয়া সেই বিমানে আরোহণপূর্ব্বক সুমেরুর ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, এবং ক্ষণকাল মধ্যে আশ্রমে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় সৈন্যের সহিত মিলিত হইলেন। ময়দানব প্রভৃতি আত্মীয়গণ সূর্য্যপ্রভের মুখে বিমানসিদ্ধির সহিত সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া আনন্দসলিলে নিমগ্ন হইল। অনন্তর সুনীথ সুবাসকুমারকে স্মরণ করিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া ময়দানবপ্রভৃতিকে সত্বর শত্রুবিজয়ে যত্নবান্ হইতে আদেশ করিলে, ময়দানব কহিলেন, যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে নীতিশাস্ত্রানুসারে অগ্রে দূত প্রেরণ করা উচিত। মুনিপুত্র কহিলেন, ক্ষতি কি? তবে প্রহস্তকে দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত কর কারণ প্রহস্তই বাগ্মিতাদি দূতগুণে ভূষিত। অনন্তর সকলে সম্মত হইল, এবং প্রহস্তকে বক্তব্য উপদেশ দিয়া শ্রুতশর্ম্মার নিকট প্রেরণ করিল।

অনন্তর সূর্য্যপ্রভ সমস্ত আত্মীয়বর্গকে একত্র করিয়া কহিলেন, আমি গত নিশাবসানে এই অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিয়াছি। যেন আমরা সকলে নাচিতে নাচিতে না ডুবিয়া জলবেগে ভাসিয়া যাইতেছি, এমন সময় প্রতিকূল বায়ুবশে অগ্নিতুল্য এক তেজস্বী মহাপুরুষ আসিয়া সকলকে ধারণপূর্ব্বক এক অগ্নিকুণ্ডে নিঃক্ষিপ্ত করিলেন, কিন্তুআমরা কেহই দগ্ধ হইলাম না। এইরূপ ব্যাপারের পর একটী মেঘ উঠিয়া শোণিতবর্ষণ দ্বারা চতুর্দ্দিক রক্তবর্ণ করিল। এই সকল দেখিয়া যেমন জাগরিত হইলাম, অমনি নিদ্রাদেবী আমার লোচনকে এককালেই পরিত্যাগ করিলে আর নিদ্রা হইল না।

এই বলিয়া সূর্য্যপ্রভ বিরত হইলে, সুবাসকুমার কহিলেন, এতাবতা এই সূচিত হইতেছে যে, অভ্যুদয় সম্পূর্ণ আয়াস সাধ্য। জলস্রোত সংগ্রাম, এবং ভাসিয়া যাইতে যাইতে নৃত্য, ধৈর্য্যকে প্রতিপন্ন করিয়াছে। পরিবর্ত্তক বায়ুকে কোন শরণ্য রক্ষক এবং তেজস্বী পুরুষকে সাক্ষাৎ মহাদেব

বুঝাইয়াছে। অগ্নিক্ষেপে মহাযুদ্ধ সংঘটন, মেঘোদয়ে পুনর্ব্বার ভয়াগম, রক্তবর্ষণে পুনর্ব্বার ভয়ের নাশ, এবং দিক সকলের রক্তপূর্ণতায় মহাসমৃদ্ধির অনুমান হইতেছে। স্বপ্ন নানাবিধ। তন্মধ্যে কতকগুলি যথার্থ; কতকগুলি অযাথার্থ। গাঢ়নিদ্রায় দেবতাদির আদেশরূপ স্বপ্ন যথার্থ। যে স্বপ্ন প্রগাঢ় চিন্তানিবন্ধন উপস্থিত হয়, সে সকল মিথ্যা হয়। কালের তারতম্যে কতকগুলি সত্বর হয় এবং কতকগুলি বিলম্বে ফলপ্রদান করে। যে সকল স্বপ্ন শেষরাত্রে দৃষ্ট হয়, তাহার ফল অতি শীঘ্র হয়। মুনিকুমার এইরূপ স্বপ্নের ফলাফল বর্ণন করিলে, সকলে সুস্থ হইয়া দিনকৃত্যাদি সম্পাদন করিতে গাত্রোত্থান করিল।

ইত্যবসরে প্রহস্ত শ্রুতশর্ম্মার নিকট হইতে প্রত্যাগত হইয়া সর্ব্বসমক্ষে বলিল, আমি এখান হইতে ত্রিকুটপর্ব্বতস্থ ত্রিকুট পতাকাখ্য সৌবর্ণ নগরে গমনপূর্ব্বক রাজভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া রাজার নিকট সংবাদ পাঠাইলাম। রাজার আদেশ হইলে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম চক্রবর্ত্তী শ্রুতশর্ম্মা বিদ্যাধরগণে পরিবৃত হইয়া পিতার সহিত বসিয়া আছেন এবং দামোদর প্রভৃতি প্রধান মন্ত্রিগণ স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত আছে। আমি উপবিষ্ট হইয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলাম, এবং ভগবান ধূর্জটির প্রসাদে যুবরাজের অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির সহিত সহায় সম্পত্তি বর্ণন পূর্ব্বক শ্রুতশর্ম্মাকে কহিলাম, প্রভুর আদেশ যে, তুমি সদলে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হও। তিনি বিরুদ্ধের শত্রু এবং প্রণতের মিত্র। আর তুমি সুনীথের তনয়াকে অপহরণ করিয়া অতীব গর্হিত কার্য্য করিয়াছ, অতএব তাহাকে ছাড়িয়া দেও, নচেৎ অমঙ্গল ঘটিবে। এই বলিয়া বিরত হইলে সকলে কুপিত হইয়া প্রভুর নানাবিধ ভৎর্সনা করিল। তাহাতে আমি বলিলাম, মহাদেব যখন তাঁহাকে বিদ্যাধরচক্রবর্ত্তী করিয়াছেন, তখন মানুষ হইলেও তাঁহার দেবতাত্বসিদ্ধি হইয়াছে। তোমরাতো সূর্য্যপ্রভের পরাক্রম সন্দর্শন করিয়াছ? অথবা তিনি এখানে আসিলেও তাঁহার কত বল, তাহা দেখিতে পাইতে। আমার এই কথা শুনিবামাত্র সমস্ত সভা ক্রোধে সংক্ষুভিত হইলে, যখন শ্রুতশর্ম্মা

এবং ধূরন্ধর আমাকে মারিতে উদ্যত হইলেন, তখন আমিও আগচ্ছ বলিয়া উত্থিত হইলাম। কিন্তু দামোদর দূতকে বিনাশ করিও না, বলিয়া তাঁহাদিগকে নিবারণ করিল। তদনন্তর বিক্রমশক্তি কহিল, দূত! তুমি শ্রীহরি কর, তোমার স্বামীর ন্যায় আমরাও ঈশ্বর নির্ম্মিত। অতএব তুমি যাইয়া বল; আমরা তাঁহাকে দেখিতে চাই। তাহা শুনিয়া আমি হাসিয়া বলিলাম, রাজহংস যতক্ষণ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন না হয়, ততক্ষণ পদ্মবনে আসিয়া শব্দ করে। এই বলিয়া অবজ্ঞাপ্রদর্শনপূর্ব্বক চলিয়া আসিলাম। প্রহস্তের মুখে এই কথা শুনিয়া সকলেই সন্তোষলাভ করিল, এবং সংগ্রামযাত্রাই স্থিরীভূত হইলে, সেনাপতির কার্য্য প্রভাসের উপর সমর্পিত হইল। ক্রমে রাত্রি অধিক হইলে, সুবাসকুমারের আদেশে সকলে শয়ন করিল।

ইত্যবসরে সুমেরুর ভ্রাতৃদুহিতা বিলাসিনী সখীর সহিত সূর্য্যপ্রভের শয়নমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া সূর্য্যপ্রভের নয়নগোচরে পতিত হইল। সূর্য্যপ্রভ দর্শনমাত্র মোহিত ও কৌতুকাবিষ্ট হইয়া ব্যাজ নিদ্রায় অভিভূত হইলে, বিলাসিনী নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সূর্য্যপ্রভের নিকট যাইল, এবং সূর্য্যপ্রভের রূপ দর্শনে নেত্রকে সফল বোধ করিল, এবং তাহার রূপের প্রশংসা করত, সখীর নিকট তাঁহাকে পতিলাভ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া, শ্রুতশর্ম্মার সহিত সংগ্রামে তাঁহার জয়লাভ বাসনা করিতে লাগিল। অনন্তর তদীয় সখী সূর্য্যপ্রভের সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শিতা বর্ণন করিয়া, জয়লাভের অবশ্যম্ভাবিতা বর্ণনপূর্ব্বক্ কহিল, সখি! তুমি এবং সুপ্রভা এক গোত্রসম্ভূতা। তোমরা ইহাঁর পত্নী হইবে, ওই সিদ্ধ বাক্য। অতএব তোমার বান্ধবগণের অপেক্ষায় সন্দিহান হওয়া বৃথা। বিলাসিনী কহিল সখি! তুমি সত্য বলিয়াছ, আমি আর বন্ধুগণের অপেক্ষা করিব না। ইনি সর্ব্ববিদ্যায় সিদ্ধ। কিন্তু ইনি ওষধি সিদ্ধ না হওয়ায় আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি। চন্দ্রপাদ গিরির গুহায় যে সমস্ত ওষধি আছে, পুণ্যশালী চক্রবর্ত্তীরাই তাহা সাধন করিবার অধিকারী। অতএব যদি ইনি তথায় যাইয়া সেই সমস্ত ওষধি সাধন করেন, তবে ইহাঁর পরম মঙ্গল হয়।

ব্যাজনিদ্রায় স্থিত সূর্য্যপ্রভ এই সমস্ত কথোপকথন শ্রবণ করিয়া গাত্রো-খানপূর্ব্বক সপ্রণয় বচনে কহিলেন, সুন্দরি! তুমি আমার প্রতি পক্ষপাতের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছ। অতএব এস এইদণ্ডে চন্দ্রপাদ গিরিগুহায় গমন করি। এই বলিয়া সূর্য্যপ্রভ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, কন্যা লজ্জায় অধোবদন হইল। পরে তদীয় সখী কহিল, মহাশয়! ইনি বিদ্যাধরেন্দ্র সুমেরুর কনিষ্ঠ সহোদরের কন্যা, ইহাঁর নাম বিলাসিনী, ইনি আপনাকে দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন।—এই বলিয়া সখী বিরত হইলে বিলাসিনী, সখি! এস এখন যাই, এই বলিয়া চলিয়া গেল।

তদনন্তর সূর্য্যপ্রভ সেনাপতি প্রভাসকে জাগাইয়া প্রভাসদ্বারা ময়দানবাদির নিকট ওষধি সাধনের বিষয় প্রস্তাব করিলেন। তাঁহারা সেই রাত্রেই সচিববর্গের সহিত সূর্য্যপ্রভকে চন্দ্রপাদ পর্ব্বতে প্রেরণ করিলেন। পথে যক্ষ ও গুহ্যকেরা মার্গরোধ করিলে, সূর্য্যপ্রভ ও প্রভাসাদি সিদ্ধবিদ্যাবলে তাহা-দিগকে দূরীভূত করিয়া সেই গিরিগুহার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় বিচিত্র এবং বিকৃতানন শিবানুচরগণ প্রবেশ নিষেধ করিলে, সুবাসকুমার যুদ্ধ করিলে পাছে যুদ্ধ নিষেধ করিয়া ভগবানের স্তব করিতে আদেশ করি-লেন। ভগবানের মনে ক্রোধ সঞ্চার হয়; সকলে তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া ভগবানের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই স্তবে ভূতগণ সন্তুষ্ট হইয়া শুদ্ধ প্রভাসকে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে আদেশ করিল। প্রবেশমাত্র গুহাস্থ অন্ধকার নষ্ট হইলে, প্রভাস সপ্তবিধ দিব্যৌষধি আহরণ করিয়া বহি-র্গমনপূর্ব্বক সূর্য্যপ্রভকে প্রদান করিল। অনন্তর সূর্য্যপ্রভ সসৈন্যে সুমেরুর আশ্রমে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ওষধিসাধন বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

অনন্তর সুনীথ সুবাসকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'ভগবন্! কি নিমিত্ত গুহামধ্যে সূর্য্যপ্রভের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল এবং প্রভাসেরই বা এত সমাদর হইল? শুনিতে ইচ্ছা করি।' সুবাসকুমার কহিলেন, 'প্রভাস সূর্য্যপ্রভের পরম হিতৈষী এবং প্রভাস অদ্বিতীয় বীর। পূর্ব্বজন্মে ঐ গুহা প্রভাসেরই অধিকৃত থাকায় তাহার এত আদর। অতএব ইহাদের পুরাবৃত্ত শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে নমুচি নামে এক সুপ্রসিদ্ধ দানবেন্দ্র ছিল। দানবেন্দ্র যেমন বীর, তেমনি অদ্বিতীয় দাতা ছিল, যে যাহা প্রার্থনা করিত, তাহাকে তাহাই দিয়া তুষ্ট করিত। নমুচি দশ সহস্র বৎসর ধূমপানরূপ কঠোরব্রত আচরণ করিয়া বিষ্ণুর নিকট লৌহ, প্রস্তর, এবং কাষ্ঠাঘাতে মরিবে না, এই বর প্রাপ্ত হইয়া ছিল। ইহার নিকট পরাজিত হইয়া ইন্দ্রও ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন। পরে কশ্যপমুনি নমুচির অনুনয় করিয়া উভয়ের সন্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। পরে দেবতা এবং অসুরগণ মন্ত্রণা করিয়া মন্দরাদ্রি দ্বারা ক্ষীরসমুদ্রমন্থন করিলে,তথা হইতে যে সকল রত্ন উত্থিত হয়; তন্মধ্য হইতে বিষ্ণু কমলাকে এবং নমুচি উচ্চৈঃশ্রবাকে প্রাপ্ত হইলেন। এবং অন্যান্য দেবাসুরগণ ব্রহ্মার আদেশ-মত অন্যান্য উত্থিত বস্তুর ভাগ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু মন্থনদণ্ডাগ্রে লগ্ন হইয়া যে অমৃত উত্থিত হইয়াছিল, তাহা দেবতারা অপহরণ করিলে, পুন-র্ব্বার দেবাসুরের বিবাদ আরম্ভ হইল। এবং সেই সংগ্রামে যে যে অসুর দেবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইতে লাগিল, উচ্চৈঃশ্রবা তৎক্ষণাৎ সেই সকলকেই পুনর্জীবিত করিতে আরম্ভ করিল। সেই হেতু দৈত্য এবং দানবকুল দেবতা-দিগের অজেয় হইয়া উঠিল। তখন বৃহস্পতি বিপদ দেখিয়া ইন্দ্রকে কহিলেন, আপনি নমুচির নিকট স্বয়ং যাইয়া উচ্চৈঃশ্রবাকে প্রার্থনা করুন, তাহা হইলেই নমুচি, আপনি শত্রু হইলেও, আপনাকে সেই হয়রত্ন প্রদান করিবে, কদাচ আপন দাতৃত্বযশঃ খণ্ডিত করিবে না।" শচীপতি বৃহস্পতির এই উপদেশে সম্মত হইয়া দেবগণের সহিত নমুচির নিকট গমনপূর্ব্বক উচ্চৈঃশ্রবাকে প্রার্থনা করিলে, বদান্যবর নমুচি চিন্তা করিল; আমি কখন কোন অর্থীকে পরাঙ্মুখ করি নাই। বিশেষতঃ আজ দেবরাজ স্বয়ং যাচক হইয়াছে, ইহাকে কিপ্রকারে ফিরাই? অতএব দেবরাজকে উচ্চৈঃশ্রবা দান করা উচিত হইতেছে। যদি আজ ফিরাইয়া দি, তবে আজ আমার ভুবন-বিখ্যাত দাতৃত্বকীর্ত্তি কলুষিত হইবে। তাহা হইলে, এ প্রাণও নিষ্প্রয়োজন হইল। এইরূপ চিন্তা করিয়া, শুক্রাচার্য্য নিষেধ করিলেও, সেই হয়রত্ন বাসবকে প্রদান করিল।

অনন্তর বৃত্রহা, অন্য শস্ত্র দ্বারা অবধ্য জানিয়া বজ্রবিন্যস্ত গোশৃঙ্গ দ্বারা নমুচিকে বিনষ্ট করিলেন। সংসারে ভোগ তৃষ্ণার পার নাই। দেবতারাও ইহার আয়ত্ত হইয়া দুষ্কীর্ত্তির ভয় করেন না। দানব মাতা তপোবলে নমুচির বিনাশ অবগত হইয়া অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন। এবং শোক-শান্তির নিমিত্ত স্বীয় গর্ভে পুনর্ব্বার নমুচির জন্ম ইচ্ছা করিলেন, তদনুসারে নমুচি তদীয় গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রবলনামে বিখ্যাত এবং পূর্ব্ববৎ অজেয় হইল। এবং নমুচির সমান হইয়া শতবার দেবরাজকে পরাস্ত করিল। একদা সুরগণ চক্রান্ত করিয়া নরমেধ যজ্ঞের ছলে তদীয় শরীর প্রার্থনা করিলেন। দানবীর প্রবল শত্রুভূত দেবগণকে নিজ শরীর সমর্পণ করিলে দেবগণ তদীয় অঙ্গ শতধা করিলেন। তাহারপর প্রবল মনুষ্য লোকে জন্মিয়া এই প্রভাস-নামে বিখ্যাত হইয়াছে। তন্মধ্যে ঐ ওষধি গুহা প্রবলের অধিকৃত ছিল,এজন্য প্রভাসের সঙ্গীগণ তাহার কিংকর হইয়া উক্ত গুহা রক্ষা করিতেছে। ঐ গুহার অধঃস্থ পাতালে প্রবলের যে গৃহ আছে, তন্মধ্যে প্রবলের দ্বাদশ পত্নী বিবিধ রত্ন, এবং নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র আছে। প্রভাসের দেহান্তর প্রবল স্ব ভুজ-বলে ঐ সমস্ত উপার্জন করিয়াছিল। অতএব নমুচির অবতার প্রভাসের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য নহে। এইজন্যই প্রভাসকে সমাদরপূর্ব্বক তাহার প্রবেশ দান করিয়াছে।

অনন্তর সূর্য্যপ্রভ মুনিকুমারের মুখে এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রবলের বাসগৃহ পাতাল হইতে রত্ন সঞ্চয় করিতে উদযুক্ত হইলেন। প্রভাস একাকী সুড়ঙ্গপথে পাতালে প্রবেশ করিয়া, আপন পূর্ব্বপত্নী-চিন্তামণিকে, ঘোটকের সহিত অসুর সৈন্যগণকে, এবং যাবতীয় রত্ন গ্রহণ করিয়া পাতাল হইতে বহির্গত হইল,এবং তৎসমস্তই প্রভু সূর্য্যপ্রভকে প্রদান করিয়া তাঁহার সন্তোষ বর্দ্ধন করিল। অনন্তর সূর্য্যপ্রভ সদলে আপন শিবিরে গমন করিলেন।

ষট্চত্বারিংশ তরঙ্গ।

রাত্রি প্রভাত হইলে সূর্য্যপ্রভ শ্রুতশর্ম্মাকে জয় করিবার মানসে সুমেরুর তপোবন হইতে সসৈন্যে ত্রিকূটাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং ক্রমে ত্রিকূটাদ্রির নিকটবর্ত্তী বিস্তৃত ক্ষেত্রে স্কন্ধাবার সন্নিবেশিত করিলেন। এই সংবাদ ক্রমে ত্রিকূটাধিপতির কর্ণগোচর হইলে, তিনি সূর্য্যপ্রভের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। দূত উপস্থিত হইয়া খেচরেশ্বর সুমেরুকে সম্বোধন করিয়া কহিল, শ্রুতশর্ম্মার পিতা ত্রিকূটাধিপতির আদেশ যে, আপনি দূরে থাকায় আমরা কখন আপনার আদর করি নাই। আজ আপনি আত্মীয়বর্গে পরিবৃত হইয়া যদি সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দেশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তবে আমরা আজ আপনার সমুচিত আতিথ্য করিব, এই মানস করিয়াছি। সুমেরু দূতমুখে এই শক্রসন্দেশ শ্রবণ করিয়া দূতের সহিত স্বপ্রভুর নিকট যাত্রা করিলেন।

তদনন্তর উচ্চপ্রদেশস্থ সূর্য্যপ্রভাদি জিগীষুগণ স্কন্ধাবার মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ সন্নিবিষ্ট স্বপক্ষীয় সৈন্য বিভাগ দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সুনীথ পিতা ময়দানবকে সৈন্যসাগরস্থ রথাদির পৃথক্ পৃথক্ বিভাগ বর্ণন করিতে অনুরোধ করিলেন। ময়দানব পুত্রের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া কহিলেন বৎস! এই সৈন্যমধ্যে সুবাহু, বিঘাত, মুষ্টিক, মোহন প্রলম্ব, প্রমাথ কেকট, পিপ্পল বসুদত্ত প্রভৃতি যেসকল রাজা আছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের অর্দ্ধলক্ষ করিয়া রথ আছে। বিশাল, উন্মত্তক, দেবশর্ম্মা, পিতৃশর্ম্মা, কুমারক, এবং হরিদত্ত প্রভৃতির লক্ষ রথ আছে। প্রকম্পক, কুম্ভীর, মহাভট, বীরস্বামী ধুরাধর, ভাণ্ডীলক সিংহদত্ত গুণশর্ম্মা কীটক, ভদ্রঙ্করাদি দ্বিগুণ রথ। বিরোচন বীরসেন, যজ্ঞসেনপ্রভৃতি রাজপুত্রগণ ত্রিগুণ রথযুক্ত। সুশর্ম্মা, বিশাখ, শল এবং প্রচণ্ড প্রভৃতি রাজপুত্রগণ চতুর্গুণ রথযুক্ত। জঞ্জুরী বীরশর্ম্মা প্রবীর এবং সুপ্রতিজ্ঞ প্রভৃতি রাজা এবং রাজপুত্রগণ পঞ্চগুণ রথসম্পন্ন। উগ্রবর্ম্মা একাকী ছয়গুণ রথযুক্ত। আর রাজপুত্র বিশোক, সুতন্তু, সুগম, এবং নরেন্দ্রশর্ম্মা সপ্তগুণরথযুক্ত। সহস্রায়ু নামে রাজপুত্র মহারথী। শতা-

নীক মহারথীগণের যূথপতি। সূর্য্যপ্রভের বয়স্য শুভ বিমল সুহর্ষ, বিভয়ঙ্কর শুভঙ্কর প্রভৃতি, সকলেই মহারথ। সূর্য্যপ্রভের মন্ত্রী বিশ্বরুচি ভাস এবং সিদ্ধার্থ মহারথ যূথপতি। প্রহস্ত মহার্থ রথযূথপতি। প্রজ্ঞাঢ্য এবং স্থির-বুদ্ধি রথযূথাধিপতি। দানব সর্ব্বদমন এবং অসুর প্রমথন, ধূমকেতু, প্রবহন বজ্রপঞ্জর এবং কালচক্র, রথ এবং অতিরথাধিপতি। প্রকম্পন এবং সিংহনাদ রথযূথপতিদিগের অধিপতি। আর মহামায় কম্বলিক, কালকম্পন, এবং প্রহৃষ্ট এই চারিজন অসুরাধিপতি, ইহারা রথাধিপতিদিগের অধিপতি। এবং সূর্য্যপ্রভতুল্য প্রভাস সেনাধিপতি। সুমেরুতনয় শ্রীকুঞ্জর এবং কুমার মহাহরি যূথাধিপতি। এই সৈন্যসাগরমধ্যে স্ব স্ব সৈন্য পরিবৃত আরো অনেকানেক বীর আছে। পুত্র! যেখানে মহেশ্বর অনুকূল আছেন, সেখানে এতাবত পরিমিত সৈন্য কি জয় সাধনে পর্য্যাপ্ত হইবে না?

এইরূপে ময়দানবের সৈন্যবিভাগ বর্ণনা সমাপ্ত হইলে, শ্রুতশর্ম্মার পিতার নিকট হইতে দ্বিতীয় দূত উপস্থিত হইয়া বলিল, আমাদের মহা-রাজ বলিয়াছেন, সংগ্রাম বীরদিগের উৎসব স্থল। এই ভূমি অতিশয় সঙ্কীর্ণ অতএব এস্থান হইতে কলায়গ্রাম নামে সুবিস্তৃত প্রদেশে সৈন্য চালনা করুন। সুনীথাদি বিপক্ষ নরপতির এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া কলায়গ্রামে সৈন্য চালনা করিল। সমরোন্মুখ শ্রুতশর্ম্মাও বিদ্যাধর সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সৈন্য চালনা করত কলায়গ্রামে স্কন্ধাবার সংস্থাপিত করিলেন। সূর্য্যপ্রভ শ্রুতশর্ম্মার অসংখ্য সৈন্যমধ্যে গজসৈন্য নিরীক্ষণ করিয়া সত্বর গজ-সৈন্য আনয়ন করিলেন।

শ্রুতশর্ম্মা মহাবীর দামোদরকে সৈনাপত্যে বরণ করিলেন, এবং সৈন্য ব্যূহের পার্শ্বে শ্রুতশর্ম্মা মন্ত্রীর সহিত স্বয়ং অবস্থিত হইলেন। সম্মুখে দামোদর থাকিলে, ইতস্ততঃ অন্যান্য মহারথীগণ অবস্থিত হইল। এদিকে সূর্য্যপ্রভ সেনাপতি প্রভাস অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির বলবিন্যাস করিয়া, স্বয়ং মধ্য-ভাগে অবস্থিত হইলেন। সকুঞ্জরকুমার, এবং প্রহস্ত সৈন্যব্যূহের উভয় কোটি রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। সূর্য্যপ্রভ এবং সুনীথ সদলে তাহাদের পৃষ্ঠভাগ

রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। সুমেরু এবং সুবাসকুমার তাঁহাদের নিকটে থাকিলে, উভয় সৈন্যের রণতূরী বাদিত হইল।

এইরূপে উভয় পক্ষের বলবিন্যাস হইলে, দেবতাগণ ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণ এবং অপ্সরাবৃন্দে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল। বিশ্বেশ্বর পার্ব্বতীর সহিত নভোমার্গে অধিষ্ঠান করিলেন, তাঁহার পশ্চাৎভাগে দেবতাগণ ভূতগণ এবং মাতৃকাগণ অধিষ্ঠান করিলেন। ভগবান্ পদ্মযোনি সাবিত্রী প্রভৃতির সহিত, মহর্ষিগণ পরিবৃত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু গরুড়বাহনে কমলার সহিত উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ কশ্যপ ভার্য্যাগণের সহিত অধিষ্ঠান করিলেন। একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব কিন্নর এবং প্রহ্লাদাদি অসুরেন্দ্রগণ ক্রমে যুদ্ধদর্শনার্থ সমাগত হইয়া নভোমণ্ডলে আবির্ভূত হইলেন।

অনন্তর ক্রমে রণবাদ্য আহত হইলে, যোদ্ধাগণ উত্তেজিত হইয়া রণে মত্ত হইল। উভয় সৈন্যের মধ্যে শস্ত্রসম্পাতের ভীষণ মহাশব্দ উত্থিত হইল। দিক্‌চক্র বাণজালে আচ্ছাদিত হইয়া মেঘাবৃতবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। পরস্পর শরঘর্ষণে অনল নির্গত হইয়া তড়িতের শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। শস্ত্রক্ষত গজ এবং অশ্বসমূহের শোণিতে রণভূমি পরিপূর্ণ হইল। ক্রমে সেই রণভূমি বীরগণের, ফেরবগণের এবং ভূতগণের মহোৎসবের স্থান হইয়া উঠিল। কেহ নাচিতেছে, কেহ হাসিতেছে, কেহবা চীৎকার করিতেছে। এইরূপে অসংখ্য সৈন্য নিহত হইয়া তুমুলযুদ্ধ শান্ত হইলে, সৈন্য বিভাগ মধ্যে স্বপক্ষ ও বিপক্ষ জানা যাইতে লাগিল। অনন্তর সুবাহু এবং অট্টহাসে যুদ্ধ হইলে, দন্দ অট্টহাসে সুবাহুর শিরশ্ছেদন করিল। মুষ্টিক ক্রোধে ধাবমান হইয়া কিন্তু সেও অট্টহাসের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল। মুষ্টিক নিহত হইলে, প্রলম্ব নরপতি কোপে অধীর হইয়া অট্টহাসের অভিমুখে গমনপূর্ব্বক শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। অট্টহাস তদীয় সৈন্যগণকে পরাস্ত করিয়া প্রলম্বকেও নিহত করিল। প্রলম্ব পড়িলে মোহনরাজ অগ্রসর হইলেন, এবং মহাবীর অট্টহাসের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন।

এইরূপে অট্টহাস চারিজন যোদ্ধাকে বিনষ্ট করিলে, শ্রুতশর্ম্মার সৈন্য হর্ষে

সিংহনাদ করত জয়লাভের আশায় পরিপূর্ণ হইল। এতদ্দর্শনে সূর্য্যপ্রভের মিত্র হর্ষ সসৈন্যে অট্টহাসের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং বাণবর্ষণ দ্বারাতদীয় সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া আরো দুই তিন সারথিকে বিনষ্ট করিলেন, পরিশেষে ধনুঃছেদনপূর্ব্বক অট্টহাসকেও রণশায়ী করিলেন। অট্টহাস রণশয্যায় শয়ন করিলে, সেই রণক্ষেত্রে ঈদৃশ ক্ষোভ উপস্থিত হইল যে, সৈন্যদ্বয় অর্দ্ধাবশেষ মাত্র বর্ত্তমান থাকিল। এবং রণক্ষেত্রে ইতস্ততঃ কেবল কবন্ধ বিচরণ করিতে লাগিল। সেদিবস এইরূপ যুদ্ধের পর্য্যবসান হইল।

সপ্তচত্বারিংশ তরঙ্গ।

দ্বিতীয় দিবসীয় সংগ্রাম।

প্রভাত মাত্র সূর্য্যপ্রভ সসৈন্যে রণক্ষেত্রে গমন করিলে, শ্রুতশর্ম্মা ও বিদ্যাধর সৈন্যের সহিত তথায় আবির্ভূত হইলেন। ক্রমে ইন্দ্র, চন্দ্র বায়ু, বরুণ, যম, কুবেরাদি-দেবগণ, যক্ষ ও রাক্ষসগণ সংগ্রাম দর্শনার্থ নভোমণ্ডলে সমাগত হইলেন। বিদ্যাধর সেনাপতি দামোদর আপন সৈন্যে চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ করিলে, সূর্য্যপ্রভের সেনাপতি প্রহস্ত বজ্রব্যূহ নির্ম্মাণ করিল। পরে সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তূর্য্যধ্বনি এবং সৈন্যঘোষে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। প্রভাস সূর্য্যপ্রভের আজ্ঞায় দামোদরের ব্যূহভেদ করিয়া যেমন তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে, অমনি দামোদর স্বয়ং আসিয়া সেই ব্যূহচ্ছিদ্র আবৃত করিলে,উভয়ে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তদ্দর্শনে সূর্য্যপ্রভ প্রভাসের পশ্চাৎ প্রকম্পন এবং ধূমকেতু, সিংহনাদপ্রভৃতি ষষ্টি পরিমিত মহারথীকে সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। সেই মহারথগণ দ্রুতবেগে যাইয়া বিপক্ষ সৈন্যের ব্যূহদ্বারে উপস্থিত হইলে, দামোদর অপূর্ব্ব রণকৌশল প্রদর্শন করত একাকীই পঞ্চদশ বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।

এতদ্দর্শনে বাসব পার্শ্বস্থ নারদকে বলিলেন, দেবর্ষে! সূর্য্যপ্রভাদি দৈত্যাংশ সম্ভূত, শ্রুতশর্ম্মা আমার অংশে উৎপন্ন, এবং এই সমস্ত বিদ্যাধর

দেবাংশসম্ভূত। অতএব যুক্তি অনুসারে এই সংগ্রামকে দেবাসুর সংগ্রাম বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শ্রুতশর্ম্মার পক্ষে ভগবান বিষ্ণু সর্ব্বদাই সহায়তা করিবেন, কারণ দামোদর বিষ্ণুর অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, দামোদরের সাহায্যার্থ ব্রহ্মগুপ্ত সুষেণ এবং যমদংষ্ট্র প্রভৃতি চতুর্দ্দশ মহারথী উপস্থিত হইল। দামোদর তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া বিপক্ষীয় যোদ্ধাদিগকে অবরুদ্ধ করিলে, পরস্পর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দামোদর প্রকম্পনের সহিত, ধূমকেতু ব্রহ্মগুপ্তের সহিত, মহামায়, অতিবলের সহিত, কালকম্পন তেজঃ-প্রভের সহিত, মরুদ্বেগ বায়ুবলের সহিত, বজ্রপঞ্জর যমদংষ্ট্রের সহিত, এবং কালচক্র সুরোষের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

বিকৃতদংষ্ট্র নিহত হইলে, চক্রবাল নামা বিদ্যাধররাজ সক্রোধে হর্ষের অভিমুখে ধাবমান হইল, এবং তাহার কার্ম্মুক ছেদনপূর্ব্বক হর্ষকে বিনষ্ট করিল। এতদ্দর্শনে দৈত্য নরপতি প্রথমে অগ্রসর হইয়া চক্রবালের সহিত রণে প্রবৃত্ত হইলে, চক্রবাল তাহাকেও বিনষ্ট করিল। তদনন্তর আর চারি জন দৈত্যবীর অগ্রসর হইলে, চক্রবাল তাহাদিগকেও যমসদনে প্রেরণ করিল। অতঃপর নির্ঘাতনামা বিদ্যাধর সম্মুখীন হইলে, উভয়ে বহুক্ষণ সংগ্রামের পর পরস্পরের রথ চূর্ণীকৃত হইল। তাহার পর অসিধর এবং চক্রধর পরস্পর যুদ্ধ করিয়া রণশায়ী হইলে, উভয়পক্ষীয় সৈন্যই বিষণ্ণ হইল। অনন্তর কালকম্পন নামে বিদ্যাধর রণসম্মুখে আবির্ভূত হইলে, রাজপুত্র প্রকম্পন তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কালকম্পন ক্ষণকালের মধ্যে তাহাকে পাতিত করিল। প্রকম্পন নিপাতিত হইলে, তৎপক্ষীয় জালিক, চণ্ডদত্ত প্রভৃতি বীরেরা রথারোহণে অগ্রসর হইয়া এককালে কালকম্পনের প্রতি বাণবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু মহাবীর কালকম্পন ক্রমে সকলকেই রথচ্যুত করিয়া নারাচ দ্বারা সকলের প্রাণনাশ করিল। এতদ্দর্শনে খেচরগণ সিংহনাদ করিলে, মনুজ সৈন্য বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইল।

অনন্তর উন্মত্তক, প্রশস্ত, বিলম্বিক এবং ধুরন্ধর নামে চারিজন রথী অগ্রসর হইলে, মহাবীর কালকম্পন অবলীলাক্রমে তাহাদিগকে রণশায়ী

করিয়া আরো অনেকানেক মহারথী বীরদিগের প্রাণসংহার করিল। কালকম্পনের এইরূপ রণপাণ্ডিত্য দেখিয়া সুগণনামা রাজপুত্র তাহার সম্মুখীন হইলে, কালকম্পন তাহাকেও পঞ্চত্ব পাওয়াইল। এইরূপ সংগ্রাম চলিলে, ভগবান সহস্ররশ্মি অস্তাচলে গমন করিলেন। রণভূমি শোণিত স্রোতে ভাসিতে লাগিল। কবন্ধগণ রণক্ষেত্রে নৃত্য করিতে লাগিল। এইরূপে দ্বিতীয় দিবসের সংগ্রাম পর্য্যবসিত হইলে, উভয়বিধ সৈন্যই রণস্থল হইতে নিবৃত্ত হইল। এই যুদ্ধে শ্রুতশর্ম্মার পক্ষীয় তিনজন এবং সূর্য্যপ্রভের তেত্রিশজন বিনষ্ট হইল।

সূর্য্যপ্রভ এই বন্ধুবিনাশে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া শয়নগৃহে শয়ন করিলেন, এবং মন্ত্রীগণের সহিত সংগ্রাম বিষয়ক কথা বার্ত্তায় প্রথম রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। তদনন্তর তাঁহার ভার্য্যাগণ মিলিত হইয়া বন্ধুবিনাশজন্য শোকে ক্ষণকাল রোদন করিলেন এবং পরস্পর আশ্বাস প্রদান দ্বারা শান্ত হইলেন। পরে দুঃখকাহিনী চলিলে তন্মধ্যে নানাবিধ গল্পও আরম্ভ হইল। স্ত্রীজাতির স্বভাবই এই যে, তাহারা, কি সুখ, কি দুঃখ, সকল সময়েই আত্মপরবিষয়ক কথাপ্রসঙ্গে থাকিতে চাহে। এতৎ প্রসঙ্গে কোন রাজকন্যা বলিলেন ভাই! আর্য্যপুত্র আজ কি নিমিত্ত একাকী শয়ন করিলেন? দ্বিতীয়া কহিল, আর্য্যপুত্র আজ বন্ধুবিয়োগে দুঃখিত হইয়া একাকী শয়ন করিয়াছেন। এতৎ শ্রবণে তৃতীয়া বলিল, একথা সত্য এখন যদি আর্য্য-পুত্র কোন নূতন কামিনী প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে, এইদণ্ডে সমস্ত বিস্মৃত হইয়া তাহার সহিত আমোদে প্রমত্ত হন। এই কথা শুনিয়া চতুর্থী বলিলেন, যদিও আর্য্যপুত্র লম্পট বটেন, তথাপি আজ কখনই ওরূপ করিতে পারেন না। সকলের এইরূপ আলাপ শুনিয়া কোন স্ত্রী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আর্য্যপুত্র কেন, ঈদৃশ স্ত্রীলম্পট হন, বলিতে পার? রাজগণ নূতন নূতন রাজকন্যা সংগ্রহ করিয়াও কেন তৃপ্ত হন না? এতৎ শ্রবণে রসিকা মনোবতী কহিলেন; রাজারা অবস্থা ভেদে বহুবল্লভ হইয়া থাকেন। এইরূপ আলাপে সেরাত্রি প্রভাত হইল।

পরদিবস যুদ্ধ আরম্ভ হইলে,সুনীথ ময়দানবকে বলিলেন, কি কষ্ট, স্বপক্ষীয় মহারথীগণ বিবিধ অস্ত্রে পারদর্শী, তথাপি প্রতিপক্ষ মহারথীবৃন্দ তাহাদিগকে রুদ্ধ করিলে, সেনাপতি প্রভাস একাকী ব্যূহভেদ করিয়া স্বচ্ছন্দে ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অতএব জানি না প্রভাসের কি দশা হইবে। এতৎ শ্রবণে সুবাসকুমার কহিলেন, বৎস! যখন, ত্রিভুবন একত্র হইলেও, একাকী প্রভাসের কিছুই করিতে পারে না, তখন শুদ্ধ খেচরগণ তাহার কি করিবে। অতএব জানিয়া শুনিয়াও তোমাদের এ রূপ শঙ্কা কেন হই-তেছে? মুনিকুমার এইরূপ বলিলে, কালকম্পন নামা বিদ্যাধর প্রভাসের সম্মুখে আবির্ভূত হইল; প্রভাস বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া কালকম্পনকে বিনষ্ট করিল। তদ্দর্শনে মনুষ্য সৈন্য সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলে, খেচরসৈন্যে বিষাদ ভাব লক্ষিত হইল। অনন্তর বিদ্যুৎপ্রভ নামা বিদ্যাধর সম্মুখীন হইলে, সেনাপতি প্রভাস বিচিত্র যুদ্ধ কৌশল দ্বারা তাহাকেও রণশায়ী করিল।

এতদ্দর্শনে শ্রুতশর্ম্মা স্বপক্ষীয় বীরদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ! প্রভাস যখন দুই মহাবীরকে বিনষ্ট করিল, তখন আর উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে,সকলে মিলিয়া প্রভাসকে বিনাশ কর। শ্রুতশর্ম্মার এই আদেশ প্রাপ্তিমাত্র ঊর্দ্ধরোমা, বিক্রোশন, ইন্দ্রমালী, কান্তক, বরাহস্বামী, দুন্দুভি গর্দ্দভ-রথ, এবং কুমুদপর্ব্বত নামা আটজন মহাবীর দলবদ্ধ হইয়া প্রভাসের সম্মু-খীন হইল। বীরপ্রভাস তাহাদের প্রতি অনবরত বাণবর্ষণ দ্বারা কাহার অশ্ব, কাহার সারথি, কাহার ধ্বজা, এবং কাহার ধনুঃ ছেদনপূর্ব্বক ক্রমে সকলকেই যমসদনে প্রেরণ করিয়া জয়শালী হইলে, পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। অসুরসৈন্যের সহিত মনুষ্য সৈন্য সমুত্তেজিত হইলে বিদ্যাধর সৈন্য নিরুৎসাহ হইল।

অনন্তর শ্রুতশর্ম্মা কাচরক,দিণ্ডিমালী বিভাবসু এবং ধবলনামা বীরচতুষ্টয়কে প্রেরণ করিলে, তাহারা আসিয়া প্রভাসকে রুদ্ধ করিল। প্রভাস তাহা-দের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া অবলালীক্রমে এক এক বাণে তাহাদের ধ্বজ, ধনু এবং সারথিদিগকে বিনষ্ট করিয়া চারিজনকেই পাতিত করিল,

এবং এক বাণে তাহাদের শিরঃচ্ছেদনপূর্ব্বক আটবাণে সংগ্রাম শেষ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিল। তদনন্তর অপর চারিজন বিদ্যাধর বীর প্রভাসের সম্মুখীন হইলে, প্রভাস অবলীলাক্রমে নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা সকলকে পরাজিত করিল। তদ্দর্শনে শ্রুতশর্ম্মা দশাখ্যাদি অপর দশজন বীরকে সংগ্রামে প্রেরণ করিলে প্রভাস নিষ্কম্পভাবে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। এই যুদ্ধে সূর্য্যপ্রভের আদেশে সকুঞ্জরকুমার, এবং প্রহস্ত ব্যূহাগ্র পরিত্যাগপূর্ব্বক সশস্ত্রে আকাশমার্গে উড্ডীন হইয়া প্রভাসের নিকট উপস্থিত হইল, এবং পাদচারে রথস্থ প্রদম এবং নিয়ম নামক দুই বীরকে, তাহাদের চাপ এবং সারথিদ্বয়কে ছিন্ন করিয়া, ব্যাকুলিত করিল। তাহারা ভয়ে আকাশে আরোহণ করিলে, সকুঞ্জরকুমার এবং প্রহস্তও আকাশে উত্থিত হইল। এতদ্দর্শনে সূর্য্যপ্রভ মহাবুদ্ধি এবং অচলবুদ্ধিনকে তাহাদের সারথিত্বে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। প্রহস্ত এবং সকুঞ্জর কুমার ময়াবলে অদৃশ্য হইয়া সিদ্ধাঞ্জন প্রয়োগ দ্বারা দম এবং নিয়মকে এরূপ বাণবিদ্ধ করিল যে, তাহারা রণে ভঙ্গদিয়া পলায়ন করিল। অনন্তর প্রভাস আরো দ্বাদশজন বিদ্যাধর বীরের সহিত যুদ্ধ করিয়া সকলের কোদণ্ড ছেদন করিল। এদিকে প্রহস্ত আসিয়া তাহাদের সারথিগণকে হত করিলে, অন্যদিকে সকুঞ্জরকুমার তাহাদের অশ্বসৈন্যকে বিনষ্ট করিল। এইরূপে সেই দ্বাদশবীর রথশূন্য হইয়া সেই বীরত্রয়ের বাণাঘাতে রণভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল।

এতদ্দর্শনে শ্রুতশর্ম্মা ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া আর দুইজন বীরকে প্রেরণ করিলে, তাহারাও বিপক্ষহস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যপ্রভসৈন্যের আনন্দ বর্দ্ধন করিল। তথন শ্রুতশর্ম্মা মহারথ চতুষ্টয়ে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বয়ং রণমুখে প্রাদুর্ভূত হইলে, মহাবীরত্রয় তাঁহাদের সহিত রণকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। উভয়পক্ষের বাণবর্ষণে নভোমণ্ডল আবৃত হইল। ইত্যবসরে পূর্ব্বভগ্ন বীরগণ পুনর্ব্বার আসিয়া শ্রুতশর্ম্মার সহিত মিলিত হইল। সূর্য্যপ্রভ প্রজ্ঞাঢ্য প্রভৃতি বন্ধুগণকে প্রভাসাদির সাহায্যার্থ ভূতাসনবিমান দ্বারা আকাশপথে

পাঠাইয়া দিলেন। এদিগে অবশিষ্ট বিদ্যাধরসৈন্য শ্রুতশর্ম্মার সহিত মিলিত হইলে, উভয় সৈন্যের সৈন্যক্ষয়কর ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ক্রমে উভয়পক্ষেরই অসংখ্যবীর নিহত হইল। শ্রুতশর্ম্মা অধিকাংশ সৈন্যহানি নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধে শতানীরের প্রতি ধাবমান হইলেন, এবং সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়া ভূরি ভূরি সৈন্যক্ষয় হইল। দেবতাগণ এইরূপ ঘোরতর যুদ্ধদর্শনে বিস্মিত হইলেন। রণক্ষেত্রে শত শত কবন্ধ নৃত্য করত ভূতগণের সন্ধ্যাকালিক নৃত্যোৎসবের সূচনা করিল। এইরূপে সংগ্রাম পর্য্যবসিত হইলে, বিদ্যাধর ভট ভূরি ভূরি সৈন্যক্ষয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে নিবৃত্ত হইল। অসুরসৈন্যগণ জয়লাভে উল্লসিত হইয়া সূর্য্যপ্রভের স্কন্ধাবারে প্রবেশ করিল।

ইত্যবসরে দুই জন বিদ্যাধর সুমেরুর আদেশে শ্রুতশর্ম্মার পক্ষপরিত্যাগ পূর্ব্বক সূর্য্যপ্রভের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিল, প্রভো। আমরা দুই বিদ্যাধর, আমাদের একের নাম মহাযান, এবং অন্যের নাম সুমায়। আমরা বিদ্যাধরগণের অগোচরে সিংহবলনামা বিদ্যাধরের সহিত মহাবেতাল-সিদ্ধির জন্য কোন শ্মশানে বাস করিলে, একদা শরভাননানাম্নী মহাপ্রভাব-শালিনী এক যোগিনী আমাদের নিকট আসিল। আমরা প্রণামপূর্ব্বক তাহাকে এই প্রশ্ন করিলাম, আপনি কোথায় থাকেন? এবং যেখানে থাকেন সেখানে কি অপূর্ব্ব বস্তু আছে? যোগিনী বলিল, আমি যোগিনী পরিবৃত হইয়া প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য মহাকালনিকেতনে যাইয়া দেখিলাম, এক বেতাল প্রভুর সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিল, প্রভো! আমাদের সেনাপতিরূপা যে এক কন্যা আছে, সে বিদ্যাধরচক্রবর্ত্তীর পত্নী হইবে, এই সিদ্ধপুরুষের আদেশ নিঃসন্দেহ মহার্ঘ। কিন্তু প্রভো! ঐ দেখুন তেজঃপ্রভনামা বিদ্যাধর সেই কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। এই বলিয়া বেতাল, কন্যাকে উহার হস্ত হইতে মোচন করিয়া দিবার প্রার্থনা জানাইলে, ভগবান সদয় হইয়া আমাদিগকে আদেশ করিলেন। আমরাও তৎক্ষণাৎ আকাশগামী তেজঃপ্রভের নিকট গমনপূর্ব্বক তাহাকে রুদ্ধ করিলাম

কিন্তু তেজঃপ্রভ,শ্রুতশর্ম্মার জন্য কন্যাকে হরণ করিতেছে, বলিয়া প্রত্যর্পণে অস্বীকৃত হইলে, আমরা বলপূর্ব্বক তাহার হস্ত হইতে কন্যাকে মুক্ত করিয়া বিভুর নিকট আনিয়া দিলাম। ভগবান কন্যাকে তদীয় স্বজনের হস্তে সমর্পণ করিলেন। আমি এই এক অপূর্ব্ব বস্তু দেখিয়া কিছুদিনের পর প্রভুকে প্রণাম করিয়া এখানে আসিয়াছি।

শরভাননা এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, আমরা পুনর্ব্বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যোগিনি; আপনার তো কিছুই অবিদিত নাই, অতএব বলুন কে বিদ্যাধর চক্রবর্ত্তী হইবেন ? এই প্রশ্নে যোগিনী সূর্য্যপ্রভের নাম উচ্চারণ করিলে, সিংহবল কহিল, ইন্দ্রাদি দেবতাগণ যাঁহার পক্ষ আছেন, তিনি পরাজিত হইবেন, একথা অগ্রাহ্য। যোগিনী কহিল, আমার কথায় এখন তোমাদের প্রত্যয় হইবে না। শীঘ্রই সূর্য্যপ্রভ, এবং শ্রুতশর্ম্মার যে যুদ্ধ হইবে, সেই যুদ্ধে সিংহবল তোমাদের সম্মুখে মনুষ্য কর্ত্তৃক নিহত হইবে। তোমরা আমার এই ভাবি কথন দ্বারা আমার কথা যে সত্য, তাহা সপ্রমাণ করিতে পারিবে। এই বলিয়া যোগিনী চলিয়া গেল,পরে অদ্যকাররণে সিংহবল হত হইলে, যোগিনীর বাক্য অকার্য্যষ্ট জ্ঞান করিয়া, আমরা আপনার চরণ সরোরুহে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছি।

সূর্য্যপ্রভ ময়াদিসমক্ষে বিদ্যাধর মুখে এই কথা শুনিয়া শ্রদ্ধা ও সন্তোষ-সহকারে তাহাদের যথেষ্ট সম্মান করিলেন। এদিকে শ্রুতশর্ম্মা উক্ত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া অতিশয় চিন্তাশীল হইলে, দেবরাজ বিশ্বাবর্মুকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া নানাবিধ সান্ত্বনাবাক্যদ্বারা শ্রুতশর্ম্মাকে শান্ত করিলেন। অতন্তর সূর্য্যপ্রভ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত সুলক্ষণ দর্শনে আনন্দিত হইয়া মন্ত্রিবর্গের সহিত শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ তরঙ্গ।

সূর্য্যপ্রভ শয়নমন্দিরে শয়ন করিয়া, মন্ত্রিবর বীতভীতিকে কহিলেন, "সখে! আমার নিদ্রা হইতেছে না। অতএব তুমি বীরধর্ম্মাশ্রিত

কোন একটি অপূর্ব্ব কথা বর্ণন করিয়া আমার চিত্তবিনোদন কর।" বীতভীতি, তথাস্তু বলিয়া, এই কথা আরম্ভ করিলেন। উজ্জয়িনী নগরে মহাসেন নামে গুণপ্রিয় এক রাজা ছিলেন। তাঁহার অশোকবতী নামে পরমরূপসী যে রাজমহিষী ছিলেন, রূপে তাঁহার সদৃশী স্ত্রী জগতে দ্বিতীয় ছিল না। তথায় গুণশর্ম্মা নামক সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী এক যুবা ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা রাজার নিকট থাকিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেন। একদা সকলে অন্তঃপুরে বসিয়া কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় রাজা গুণশর্ম্মাকে নৃত্য করিবার প্রস্তাব করিলে, গুণশর্ম্মা প্রথমতঃ সভ্যতার বিরুদ্ধ বলিয়া অস্বীকার করিলেন। কিন্তু রাজা, রাজমহিষীর উত্তেজনায় তাঁহাকে পুনর্ব্বার নির্ব্বন্ধ করিলে, পর অগত্যা সম্মত হইলেন। এবং অশেষবিধ অঙ্গবিক্ষেপের সহিত নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার নৃত্যদর্শনে রাজা এবং রাজমহিষী উভয়েই চমৎকৃত হইলেন।

নৃত্যের পর রাজা তাঁহাকে বীণা বাজাইতে দিলেন। গুণশর্ম্মা বীণাদি পরীক্ষায় এরূপ সুনিপুণ যে, বীণা প্রদানমাত্র, এবীণা অত্যন্ত অপ্রশস্ত বলিয়া, অন্যবীণা প্রার্থনা পূর্ব্বক বলিলেন,এই বীণার তন্ত্রীতে কুকুরের লোম আছে। পরে সংলগ্ন দ্বারা পরীক্ষা তাহাই ঠিক হইলে, রাজা বিস্মিত হইলেন, এবং অপর বীণা আনাইয়া দিলেন। গুণশর্ম্মা সেই বীণাবাদনপূর্ব্বক মধুর স্বরে সঙ্গীত আরম্ভ করিলে, রাজা এবং রাজমহিষী অশোকবতী শুনিয়া মোহিত হইলেন। তদনন্তর যন্ত্রবিদ্যায় অশেষবিধ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিলে, রাজা ভূরি ভূরি প্রশংসা করত তাঁহাকে আপন মন্ত্রিত্বে বরণ করিলেন। অশোকবতী গুণশর্ম্মার রূপ এবং সেই সেই গুণগ্রামে তাঁহার প্রতি অনুরাগবতী হইয়া মনে মনে এই চিন্তা করিলেন "হায়! যদি এই গুণনিধিকে আমি না পাই,তবে আমার জীবনে কোন ফল নাই।" এই স্থির করিয়া রাজার নিকট গমনপূর্ব্বক গুণশর্ম্মার বীণাবাদনের ভূরি ভূরি প্রশংসা করত গুণশর্ম্মার নিকট বীণাশিক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন, এবং তজ্জন্য তাঁহাকে বলিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। রাজা দেবীর এইরূপ প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া গুণশর্ম্মাকে বলিয়া দিলে,

গুণশর্ম্মা রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন; এবং একটী শুভ দিন দেখিয়া শিক্ষা আরম্ভ করাইতে প্রতিশ্রুত হইয়া গৃহে গমন করিলেন।

অনন্তর শুভদিন দেখিয়া অশোকবতীকে বীণা শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন শিখাইতে শিখাইতে গুণশর্ম্মা রাজ্ঞীর চরিত্রের প্রতি সন্দিহান হইলেন। এক দিন রাজার ভোজনকালে গুণশর্ম্মা উপস্থিত ছিলেন। পাচক ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতে আসিলে, গুণশর্ম্মা ব্যঞ্জন দেখিয়াই পাচককে ব্যঞ্জন দিতে নিষেধ করিলেন। রাজা সহসা নিষেধের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, গুণশর্ম্মা কহিলেন, 'মহারাজ! ব্যঞ্জন বিষাক্ত, হয় না হয় পরীক্ষা করিয়া দেখুন।' ভোজন করিয়া যদি কেহ বিষমূর্চ্ছিত হয়; তবে আমি তাহাকে নির্ব্বিষ করিয়া দিব। এই বলিয়া সেই ব্যঞ্জন পাচককেই খাওয়াইয়া দিলেন। ভক্ষণমাত্র পাচক মূর্চ্ছিত হইলে, গুণশর্ম্মা মন্ত্রবলে সত্বর তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিলেন। তদনন্তর রাজা পাচককে এই ব্যাপারের যাথার্থ্য জিজ্ঞাসা করিলে, পাচক কহিল, 'মহারাজ! গৌড়াধিপতি রাজা বিক্রমসেন আপনাকে বিষ খাওয়াইবার জন্য আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। সেই জন্য আমি মহারাজের পাকশালায় পাচকত্ব স্বীকার করিয়া, আপনাকে বিষপ্রদানের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে ছিলাম। অদ্য সুযোগ পাইয়া ব্যঞ্জনের সহিত বিষপ্রদান করিয়াছি। এক্ষণে মহারাজের যাহা অভিরুচি হয় তাহা করুন। এই বলিয়া পাচক বিরত হইলে, রাজা তদ্দণ্ডে তাহাকে কারারুদ্ধ করিলেন, এবং গুণশর্ম্মার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক শতগ্রাম পুরস্কার দিলেন।

কিছুদিন পরে অশোকবতী গুণশর্ম্মার প্রতি অতীব অনুরক্ত হইয়া নানাবিধ ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একদা আপন অসদভিপ্রায় স্পষ্টাক্ষরে গুণশর্ম্মার নিকট ব্যক্ত করিলে, গুণশর্ম্মা কহিলেন 'রাজমহিষি! আপনি প্রভুর সহধর্ম্মিণী, ভৃত্যের নিকট আপনার ঈদৃশ প্রার্থনা নিতান্ত অযুক্ত।' অতএব আপনি এরূপ কার্য্য হইতে বিরত হউন। এই বলিয়া অশোকবতীর প্রস্তাবে অস্বীকার করিলেন। তথাপি রাজমহিষী নানাবিধ প্রলোভন

দ্বারা অতিশয় নির্ব্বন্ধ করিলে, গুণশর্ম্মা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। ইহাতে অশোকবতী কুপিত হইয়া. তাঁহাকে মারিয়া, যখন স্বয়ং মরিবার বিভীষিকা দেখাইলেন, তখন তিনি অধর্ম্মাপেক্ষা তাহাও শ্রেয়স্কর বলিয়া অনুমোদন করিলেন। সদুপদেশ কখনই অসতীর অন্তঃকরণে স্থান পায় না। সুতরাং অশোকবতী গুণশর্ম্মার কথা অগ্রাহ্য করিলেন, এবং তাঁহাকে ভজনা করিবার জন্য ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

গুণশর্ম্মা এখন উপদেশ পরিত্যাগ করিয়া কৌশলে রাজমহিষীকে ক্ষান্ত করিবার অভিপ্রায়ে অশোকবতীকে মৌখিক আশাপ্রদানপূর্ব্বক কিছুকাল অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন, নষ্টা সেই আশায় শান্ত হইলে, গুণশর্ম্মা চলিয়া গেলেন। কিছুদিন পরে নরপতি মহাসেন সসৈন্যে আসিয়া সোমেশ্বরের রাজধানী অবরুদ্ধ করিলে, গৌড়পতি বিক্রমশক্তি আসিয়া উক্ত স্থলে তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিলেন। অবরুদ্ধ হইয়া নরপতি মহাসেন গুণশর্ম্মাকে কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে, গুণশর্ম্মা কহিলেন, মহারাজ! উৎকণ্ঠিত হইবেন না, যাহাতে উপস্থিত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, আমি ইহার এরূপ কোন প্রতিকার করিতেছি। এই বলিয়া রাজাকে আশ্বস্ত করিয়া রাত্রিযোগে যোগবলে নেত্রে অন্তর্ধানাঞ্জন প্রয়োগপূর্ব্বক অদৃশ্যভাবে বিক্রমশক্তির স্কন্ধাবারে প্রবেশ করিলেন, এবং নিদ্রিত বিক্রমশক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জাগাইয়া বলিলেন "মহারাজ! আমি দেবদূত, আপনি বিষ্ণুর পরমভক্ত, এজন্য ভগবান্ আপনার হিতার্থে এই কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে আপনি মহাসেনের সহিত সন্ধি করিয়া সরিয়া যাউন, নচেৎ বিপদ ঘটিবে। আপনি দূতদ্বারা সন্ধি প্রার্থনা করিলেই মহাসেন তদ্দণ্ডে সম্মত হইবেন।"

এই বলিয়া গুণশর্ম্মা বিরত হইলে, বিক্রমশক্তি তাঁহার প্রতারণাবাক্যে বঞ্চিত হইলেন, এবং দুষ্প্রবেশ আপন স্কন্ধাবারে গুণশর্ম্মার প্রবেশে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে অচিন্ত্যশক্তি দেবদূত বলিয়াই স্থির করিলেন, পরে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করত তদীয় বাক্য শিরোধার্য্য করিলেন। অনন্তর গুণশর্ম্মা তাঁহার সমক্ষে অঞ্জনপ্রভাবে অন্তর্হিত হইলে, তাঁহাকে দেবদূত বলিয়া রাজার দৃঢ়

বিশ্বাস জন্মিল। এদিকে গুণশর্ম্মা কার্য্যসিদ্ধি করিয়া রাজার নিকট গমন পূর্ব্বক আপন ধূর্ত্ততা বর্ণন করিলে, রাজা কণ্ঠধারণপূর্ব্বক গুণশর্ম্মার পরম সমাদর করিলেন। প্রভাতমাত্র বিক্রমশক্তির দূত আসিয়া রাজার সহিত সন্ধি-স্থাপনপূর্ব্বক স্কন্ধাবারে গমন করিলে, বিক্রমশক্তি অবরোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ রাজধানী গমন করিলেন। অনন্তর মহাসেন গুণশর্ম্মার প্রভাবে সোমকেশ্বর জয় করিয়া স্বীয় রাজধানী উজ্জয়িনী নগরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

একদা মহাসেন গুণশর্ম্মার সহিত নদীকূলে গমন করিলে, উপবন মধ্যে দৈবাৎ এক কৃষ্ণসর্প তাঁহাকে দংশন করিল। সর্ব্বগুণনিধি গুণশর্ম্মা মন্ত্রপ্রভাবে রাজাকে বিষমুক্ত করিলেন। একদা নরপতি মহাসেন সসজ্জ হইয়া বিক্রমশক্তিকে আক্রমণ করিলেন। বিক্রমশক্তিও সসৈন্যে তাঁহার অভিমুখীন হইলে, উভয়ে সংগ্রাম আরম্ভ হইল। দ্বন্দ্ব যুদ্ধে বিক্রমশক্তি মহাসেনকে অস্ত্রহীন করিয়া ভূতলে পাতিত করিলে, গুণশর্ম্মা রাজাকে বাঁচাইয়া দিলেন,এবং বিক্রমশক্তিকে বিনষ্ট করিলেন। পরে মহাসেন বিক্রমশক্তির সমস্ত রাজ্য আক্রমণ করিয়া গুণশর্ম্মার সাহায্যে সমস্ত পরাজিত করিলেন, এবং উজ্জয়িনী প্রতিগমন পূর্ব্বক নিঃশত্রু হইয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

গুণশর্ম্মার প্রতি অশোকবতীর চিত্তানুরাগ এতাবৎকাল মধ্যে মন্দীভূত না হইয়া বরং বৃদ্ধিই পাইতেছিল। তিনি কিসে গুণশর্ম্মাকে আপন প্রণয়ে আবদ্ধ করিবেন, এই চেষ্টাই নিয়ত করিতেছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, গুণশর্ম্মা প্রাণ পর্য্যন্ত দিবেন, তথাপি তাঁহার ইষ্টসিদ্ধি করিবেন না, তখন তাঁহার প্রতি জাতক্রোধ হইলেন, এবং তাঁহার বিনাশের জন্য অভিমান সহকারে রাজার নিকট এই মিথ্যাভিযোগ করিলেন।

আর্য্যপুত্র! আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, গুণশর্ম্মা আপনাকে বিনষ্ট করিয়া গৌড়রাজের নিকট অর্থলাভের বাসনায়, তৎসমীপে এক দূত পাঠায়। সেই দূত রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া গুণশর্ম্মার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, গৌড়রাজের কোন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী আপনার বধরূপ কার্য্য বিনা অর্থে স্বয়ং সম্পাদন করিতে প্রতিজ্ঞা করিল, এবং গুণশর্ম্মাপ্রযুক্ত দূতকে

অবরুদ্ধ করিয়া উক্ত পাচককে বিষপ্রদানের মন্ত্রণা দিয়া এখানে পাঠাইয়াদিল। ইতিমধ্যে গুণশর্ম্মার প্রযুক্ত সেই অবরুদ্ধ দূত কৌশলে পলায়ন করিয়া গুণশর্ম্মার নিকট আগমনপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, গুণশর্ম্মা কুপিত হইয়া অবরুদ্ধ পাচককে বিষপ্রযোক্তা বলিয়া বিনষ্ট করিয়াছে। আজ সেই পাচকের ভার্য্যা, জননী,এবং কনিষ্ঠ সহোদর তাহার বার্ত্তান্বেষণে আসিলে গুণশর্ম্মা, তাহাদিগকেও বদ্ধ করিয়া তদীয় মাতা এবং পত্নীকে বিনষ্ট করিয়াছে। তাহার ভ্রাতা ভাগ্যবলে পলায়ন করিয়া প্রাণভয়ে আমার বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিল। আমি তাহার মুখে বৃত্তান্ত শুনিতেছি,এমন সময় গুণশর্ম্মা বেগে আমার বাটীতে প্রবেশ করিলে, পাচকের ভ্রাতা ভয়ে যে কোথায় পলায়ন করিল, তাহা বলিতে পারি না। গুণশর্ম্মা সহসা সম্মুখে পড়িয়া কর্ত্তব্যবিমূঢ়বৎ ক্ষণকাল কি ভাবিতে লাগিল। পরে আমি গুণশর্ম্মাকে এরূপ অবস্থায় সত্বর আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, গুণশর্ম্মা এই বলিয়া মদীয় সম্ভোগ প্রার্থনা করিল যে, যদি আমি তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি না করি, তবে সে প্রাণত্যাগ করিবে। এই বলিয়া আমার পদতলে লুটাইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে আমি ভীত হইয়া পা ছাড়াইয়া পলাইবার উদ্যোগ করিলে, সে উঠিয়া বলপূর্ব্বক আমাকে আলিঙ্গন করিল। পরক্ষণেই পল্লবিকানাম্নী আমার এক দাসী উপস্থিত হইলে, গুণশর্ম্মা প্রস্থান করিল। পল্লবিকা না আসিলে, সেই পাপিষ্ঠ আমার সতীত্ব নষ্ট করিত।

স্ত্রীবাক্যে প্রত্যয় করিলে মহাশয় ব্যক্তিরও বিবেচনাশক্তি থাকে না, সুতরাং অশোকবতীর এই বাক্য শুনিয়া মহাসেন ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি আশ্বস্ত হও, আমি সত্বর সেই দুরাত্মার প্রাণদণ্ড করিব। কিন্তু কৌশলে উক্ত কার্য্যসম্পন্ন করিতে হইবে, নচেৎ লোক সমাজে অতিশয় অযশ হইবে। সে ব্যক্তি যে পাঁচবার আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছে, এ কথা সকলেই জানে। অতএব তাহার এই নৃশংসতা লোকে প্রচার করা হইবে না। এই বলিয়া রাজসভায় গমন করিলেন। ক্রমে পারিষদ্‌বর্গ ও সামন্তগণ রাজদর্শনে সমাগত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইল। এদিকে গুণশর্ম্মাও রাজভবনে যাইবার মানসে নির্গত হইলেন, কিন্তু পথে

যে নানাবিধ দুর্নিমিত্ত অবলোকন করিলেন, তাহাতে প্রাণসংশয়ের সম্ভাবনা। এজন্য রাজার শুভানুধ্যানকরত ক্রমে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন। রাজা পূর্ব্ববৎ গুণশর্ম্মার সমাদর না করিয়া তাঁহার প্রতি বক্রভাবে সক্রোধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলে, গুণশর্ম্মা সহসা রাজার এতাদৃশ ভাবান্তর দর্শনে অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন।

অনন্তর রাজা সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক হঠাৎ গুণশর্ম্মার স্কন্ধে উপবিষ্ট হইলেন, তাহাতে গুণশর্ম্মা কহিলেন, প্রভো! আপনি আমাদের স্বামী, এবং আমরা ভৃত্য, সুতরাং আমাদের পরস্পর ব্যবহার কদাপি সমান হইতে পারে না। অতএব আপনি সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই আদেশ করুন। গুণশর্ম্মা এই বলিয়া বিরত হইলে,এবং মন্ত্রিগণ বুঝাইলে,রাজা পুনর্ব্বার আসনে উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, বোধ হয় সকলেই ইহা বিদিত আছেন যে, আমি কুলক্রমাগত মন্ত্রিবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া গুণশর্ম্মাকে মন্ত্রিত্ব প্রদান করিয়াছি, এবং ইহাকে আত্মসদৃশ জ্ঞান করিয়া থাকি। কিন্তু সেই গুণশর্ম্মা আজ অর্থলোভে গৌড়েশ্বরের অনুরোধে আমাকে বিনাশ করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে। এই বলিয়া অশোকবতীর বর্ণিত সেই কাল্পনিক বৃত্তান্ত সর্ব্বসমক্ষে বর্ণন করিলেন।

গুণশর্ম্মা এই রাজবাক্য শ্রবণে চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, এই বৃত্তান্ত মহারাজ কাহার মুখে শুনিয়াছেন? রাজা বলিলেন, যদি এই বৃত্তান্ত সত্য নয়, তবে তুমি ব্যঞ্জনে বিষ কিরূপে জানিতে পারিলে? জ্ঞান বলে সমস্তই জানিতে পারা যায়, এই বলিয়া গুণশর্ম্মা প্রতিবাদ করিলে, গুণশর্ম্মার বিপক্ষ মন্ত্রিবর্গ তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। তখন গুণশর্ম্মা পুনর্ব্বার বলিলেন, যথার্থ তত্ত্ব না জানিয়া সহসা দোষারোপ করা রাজার উচিত নহে। কারণ সেরূপ নির্ব্বিচার রাজাকে পণ্ডিতেরা অত্যন্ত অপ্রশংসা করিয়া থাকেন। গুণশর্ম্মার এই বাক্য শুনিবামাত্র রাজা বেগে ধাবমান হইয়া গুণশর্ম্মার শরীরে এক ছুরিকাঘাত করিলেন। তদ্দৃষ্টে অন্যান্য রাজভৃত্যগণ আসিয়া গুণশর্ম্মাকে প্রহার আরম্ভ করিল। তখন গুণশর্ম্মা আর থাকিতে পারিলেন না, নিজ মূর্ত্তি-

ধারণপূর্ব্বক সকলকেই নিরস্ত্র করিলেন, এবং সকলকে কেশে কেশে বদ্ধ করিয়া রাজসভা হইতে বহির্গত হইলেন। বহির্গত হইয়া পশ্চাৎ ধাবমান একশত আততায়ীকে বিনষ্ট করিয়া পরিশেষে অঞ্চলস্থ অন্তর্ধানাঞ্জন নেত্রে প্রদানপূর্ব্বক অদৃশ্য হইলেন। ক্ষণকাল মধ্যে দক্ষিণাপথে উপস্থিত হইয়া এই চিন্তা করিলেন, নিশ্চয়ই দুশ্চরিত্রা অশোকবতীর পরামর্শে রাজা এই কার্য্য করিয়াছেন। জানিলাম, স্ত্রী জাতির অনুরাগবিভাবিত ব্যক্তি বিষ অপেক্ষাও ভয়ানক বস্তু! অতএব তত্ত্বজ্ঞ সাধু ব্যক্তির রাজসেবা কদাচ পথ্য নহে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে গুণশর্ম্মা কোন গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বটবৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইয়া এক ব্রাহ্মণ ছাত্রগণকে অধ্যয়ন করাইতেছেন। ক্রমে সেই অধ্যাপকের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলে, অধ্যাপক পরম সমাদরে গুণশর্ম্মার আতিথ্য বিধানপূর্ব্বক নাম ধাম এবং বিদ্যার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। গুণশর্ম্মা কহিলেন, ব্রহ্মন্ আমি সামবেদের দ্বাদশশাখা, ঋগ্বেদের দুই শাখা, যজুর্ব্বেদের সপ্ত-শাখা, এবং অথর্ব্ববেদের একমাত্র শাখা অধ্যয়ন করিয়াছি। অধ্যাপক গুণশর্ম্মার বিদ্যার পরিচয় শ্রবণে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া ভক্তি করিলে,গুণশর্ম্মা কহিলেন,মহাশয়! উজ্জয়িনীনগরে আদিত্যশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার বাল্যাবস্থায় তদীয় পিতা পরলোক গমন করিলে, পিতামহীও পতির সহমরণ করিলেন। একারণ আদিত্যশর্ম্মা নগরস্থ মাতুল ভবনেই প্রতিপালিত হইয়া বেদ ও কলাশাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে বিদ্যায় পারদর্শী হইলে, জয়ব্রতসেবী এক পরিব্রাজকের সহিত তাঁহার সখ্য হইল। পরে পরিব্রাজক মিত্রের সহিত শ্মশানে যাইয়া যক্ষিণীসিদ্ধির নিমিত্ত হোম করিতে আরম্ভ করিল। একদা হোমকালে সর্ব্বাভরণভূষিতা এক দিব্য কন্যা স্ত্রীসমূহে পরিবৃত হইয়া স্বর্ণবিমানে তাহার সমক্ষে আবির্ভূত হইল, এবং মধুরবাক্যে কহিল, আমি বিদ্যুন্মালানাম্নী যক্ষিণী, এবং ইহারা সকলে আমার পরিচারিকা, অতএব আপনি ইহাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা গ্রহণ করুন। আমাকে প্রাপ্ত হইবার মন্ত্র ও সাধন-

প্রণালী স্বতন্ত্র। অতএব আমার নিমিত্ত বৃথা ক্লেশ পরিত্যাগ করিয়া হইতেই সন্তুষ্ট হউন। এই বলিয়া বুঝাইলে, পরিব্রাট্ সম্মত হইয়া তদীয় পরিবারবর্গের মধ্য হইতে একটিকে গ্রহণ করিল। তদনন্তর বিদ্যুন্মালা অন্তর্হিত হইল।

অনন্তর আদিত্যশর্ম্মা পরিব্রাজকের সেই যক্ষিণীকে এই জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বিদ্যুন্মালা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন যক্ষিণী আছে কি না। তাহাতে যক্ষিণী কহিল, বিদ্যুন্মালা চন্দ্রলেখা, এবং সুলোচনা এই তিন প্রধান যক্ষিণী। তন্মধ্যে সুলোচনাই সর্ব্বোত্তমা। এই বলিয়া সেই যক্ষিণী যথাকালে আসিতে প্রতিশ্রুত হইয়া অন্তর্হিত হইল। অনন্তর সেই পরিব্রাজকও আদিত্যশর্ম্মার সহিত তদীয় গৃহে গমন করিল। যক্ষিণী প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে আসিয়া পরিব্রাজককে নানাবিধ ভোগ্যবস্তু প্রদান করিতে লাগিল। একদা আদিত্যশর্ম্মা যক্ষিণী সমক্ষে পরিব্রাজককে সুলোচনাসাধনের মন্ত্রবিধি জিজ্ঞাসা করিলে, যক্ষিণী কহিল, ব্রহ্মন্! দক্ষিণদেশ অবিতুম্বু নামক কাননে সমুদ্রতটে ভদন্ত নামক এক সন্ন্যাসী বাস করেন। তিনিই উক্ত যক্ষিণীসাধন মন্ত্র সুন্দররূপ জানেন। আদিত্যশর্ম্মা, যক্ষিণীর মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া উভয়েই ভদন্তকের নিকট প্রস্থান করিলেন; এবং সেই কাননে উপস্থিত হইয়া অনুসন্ধান দ্বারা ভদন্তের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। পরে তাঁহার সেবায় নিরত হইয়া তিনবৎসরকাল যক্ষিণী দ্বারা ভদন্তের সম্যক প্রকার সেবা সম্পাদন করিলে, ভদন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আদিত্যশর্ম্মাকে সুলোচনাসাধনের মন্ত্র প্রদান করিলেন। আদিত্যশর্ম্মা মন্ত্রপ্রাপ্তিমাত্র নির্জনস্থানে গমনপূর্ব্বক যথাবিধি হোম আরম্ভ করিলে, যক্ষিণী সুলোচনা বিমানযানে তৎসমক্ষে আবির্ভূত হইয়া কহিল, ভদ্র! এস, তুমি মন্ত্রবলে আমার সাধন করিয়াছ। কিন্তু যদি আজ হইতে ছয়মাস আমার কুমারীভাব বজায় রাখিতে পার, তাহা হইলে তুমি মহাবীর সমৃদ্ধিশালী এবং সুলক্ষণসম্পন্ন এক পুত্রলাভ করিবে। আদিত্যশর্ম্মা তদীয় বাক্যে সম্মত হইলে, সুলোচনা তাঁহাকে লইয়া অলকায় প্রস্থান করিল।

আদিত্যশর্ম্মা অলকামধ্যে সুলোচনার নিকট অবস্থিতি করত ছয়মাসের জন্য অসিধারব্রত ধারণ করিলেন। তাহাতে কুবের তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া স্বয়ং সুলোচনাকে সম্প্রদান করিলেন। তদনন্তর সুলোচনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া আমি সদ্গুণসম্পন্ন হইলে, পিতা আমার নাম গুণশর্ম্মা রাখিলেন। আমি অলকায় থাকিয়াই তত্রত্য মণিবর নামক যক্ষরাজের নিকট বেদ ও কলাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলাম। একদা কোন কার্য্যবশতঃ ইন্দ্র ধনদের নিকট উপস্থিত হইলে, সকলেই গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, কেবল আমার পিতা অন্যমনস্কতাবশতঃ গাত্রোত্থান করিলেন না। এই অপরাধে শক্র পিতার প্রতি অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া এই শাপ দিলেন, যে তিনি অলকায় বাস করিবার উপযুক্ত নহেন, অতএব মর্ত্ত্যলোকে গমন করুন। তদনন্তর পিতা সুলোচনার সহিত ইন্দ্রের বহুবিধ অনুনয় করিলে, তিনি ক্রোধ সম্বরণ করিয়া কহিলেন, আমার বাক্য অটল। অতএব তোমার পুত্র মর্ত্ত্যলোকে গমন করুন, কারণ পিতাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন।

দেবরাজ এই বলিয়া শান্ত হইলে, পিতা আমাকে লইয়া উজ্জয়িনীস্থ আপন মাতুলভবনে রাখিয়া গেলেন। ভবিতব্যতা উল্লংঘন করা কাহার সাধ্য নহে। তথায় থাকিতে থাকিতে দৈবাৎ তত্রত্য রাজার সহিত আমার সখ্য হইল। তদনন্তর আমার বিষয়ে যে সমস্ত ঘটনা হয় তাহাও ক্রমে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই বলিয়া অশোকবতীকৃতমূল বৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া রাজার সহিত যুদ্ধপর্য্যন্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন, ব্রহ্মন্! এইরূপে রাজভয়ে দেশান্তরিত হইয়া পথে যাইতে যাইতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে।

এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমার নাম অগ্নিদত্ত। আপনার আগমনে আমি কৃতার্থ হইয়াছি অতএব আমার গৃহে থাকিয়া আমার মনোরথসিদ্ধি করুন। এই বলিয়া গুণশর্ম্মাকে স্বীয় গৃহে লইয়া গেলেন। গুণশর্ম্মা বিশেষ অনুরোধে তদীয় গৃহে গমন করিয়া তৈলমর্দ্দনপূর্ব্বক স্নান

করিলে, অগ্নিদত্ত বস্ত্রাভরণ দ্বারা তাঁহার সম্মানবর্দ্ধন করিলেন, এবং চর্ব্যচোষ্যরূপে আহার করাইলেন। আহারান্তে অগ্নিদত্ত লক্ষণ পরীক্ষার ছলে স্বীয় সুন্দরী নাম্নী কন্যাকে গুণশর্ম্মার সমক্ষে আনয়ন করিলেন। গুণশর্ম্মা কন্যার রূপে মোহিত হইয়া তদীয় লক্ষণ দৃষ্টে বলিলেন, কন্যার নাসিকা এবং উরোদেশে কতকগুলি তিল থাকায় ইহার কতকগুলি সপত্নী হইবে। গুণশর্ম্মার বিদ্যা পরীক্ষার জন্য অগ্নিদত্ত পুত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, সুন্দরীর সেই সেই স্থানে তিল আছে। ইহাতে অগ্নিদত্ত আশ্চর্য্য হইলেন, এবং গুণশর্ম্মাকে গোপনে লইয়া গিয়া কন্যা সম্প্রদানের প্রস্তাব করিয়া, এবং কন্যার পাণিগ্রহণান্তে তদীয় গৃহে বাস করিতে অনুরোধ করিলেন। তৎশ্রবণে গুণশর্ম্মা বলিলেন, মহাশয়! এরূপ করিলে সত্যই পরম সুখ হয়, কিন্তু অকারণ রাজকৃত অপমানে সন্তপ্ত মদীয় হৃদয় উপস্থিত প্রীত হইবে না। কারণ স্ত্রী প্রভৃতি যে যে বস্তু সুখী ব্যক্তিকে আহ্লাদিত করে, সেই সমস্তই আবার অসুখীকে ব্যথিত করে। স্বয়ং অনুরক্তা স্ত্রী কদাচ ব্যভিচারিণী হয় না, কিন্তু অশোকবতীর ন্যায় পিতৃদত্তা কন্যা প্রায়ই ব্যভিচারিণী হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন উজ্জয়িনী এস্থান হইতে অতি নিকট। আমি এখানে আছি, একথা যদি মহাসেন জানিতে পারেন, তবে এপর্য্যন্ত আসিয়া আমার প্রতি উপদ্রব করিবেন। অতএব আমি তীর্থ পরিভ্রমণ দ্বারা ইহ জন্মের পাপ ক্ষালন করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করত নির্বৃত হইবার বাসনা করিয়াছি।

গুণশর্ম্মার এই কথায় অগ্নিদত্ত বলিলেন, যদি অজ্ঞব্যক্তির অবমাননায় ভবাদৃশ ব্যক্তির এতাদৃশ গ্লানি উপস্থিত হয় তবে সামান্য ব্যক্তির সহিত কি বিশেষ হইল? যেমন আকাশে কর্দ্দমক্ষেপ করিলে ক্ষেপণকর্ত্তার মস্তকে অবশ্যই পতিত হয়, সেইরূপ রাজাও অল্পকালের মধ্যে আপন অজ্ঞতার ফল প্রাপ্ত হইবেন। রাজলক্ষ্মী মোহান্ধ ও অবিবেচক ব্যক্তিকে কখনই সেবা করেন না। এক অশোকবতীকে দেখিয়া যদি আপনার স্ত্রীজাতির প্রতি অশ্রদ্ধা হইয়া থাকে, তবে সাধ্বীলক্ষণযুক্ত দেখিয়া আমার কন্যাতে কেন আপনার শ্রদ্ধা

হইবে না? আর যদি উজ্জয়িনী নিকট বলিয়া আপনার ভয় হইয়া থাকে, তবে আমি তাহার প্রতীকার করিব, এবং আপনাদিগকে এমন স্থানে রাখিয়া দিব যে কেহই জানিতে পারিবে না। সংসারাশ্রম সকল আশ্রমের উপকারী। অতএব অগ্রে সংসারধর্ম্ম না করিয়া তীর্থযাত্রা কদাচ বৈধ হয় না। আপনি যে, দেহ পরিত্যাগের কল্পনা করিয়াছেন, তাহাই বা কিপ্রকারে হইতে পারে। পরলোকে আত্মহত্যার পাতকজন্য মহাকষ্ট ভোগ করিতে হইবে। অতএব আপনি উক্তরূপ অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া আমার পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করুন। আমি আপনার জন্য একটি সুন্দর ভূগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছি, আপনি তাহার মধ্যে থাকিয়া কালযাপন করিবেন।

গুণশর্ম্মা অগ্নিদত্তের এইরূপ সৎপরামর্শ শুনিয়া নিজ কল্পিত অধ্যবসায় পবিত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন, আমি আপনার প্রস্তাবেই সম্মত হইলাম, কিন্তু আমি অকৃতি এজনা এক্ষণে ভবদীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করিব না। উপস্থিত সংযত হইয়া সেই কৃতঘ্ন রাজার প্রতীকারের জন্য কোন দেবতার আরাধনা করিব। অগ্নিদত্ত তদীয় প্রস্তাবে অনুমোদন করিলে, গুণশর্ম্মা সে রাত্রি অগ্নিদত্তের ভবনে বাস করিলেন। পর দিবস অগ্নিদত্ত গুণশর্ম্মার জন্য পাতাল বর্সতি নামক একটী ভূগৃহ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। গুণশর্ম্মা তাহার অভ্যন্তরে গমন করিয়া, কোন্ দেবতার আরাধনা করিবেন, তদ্বিষয়ে অগ্নিদত্তকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে, অগ্নিদত্ত কুমার কার্ত্তিকেয়ের আরাধনা করিবার পরামর্শ দিয়া তাঁহাকে আরাধনার মন্ত্র প্রদান করিলেন।

অনন্তর গুণশর্ম্মা সেই ভূগৃহে থাকিয়া ভগবান কার্ত্তিকেয়ের আরাধনা আরম্ভ করিলে, উপাধ্যায় কন্যা সুন্দরী তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল। কিছুদিনপরে ভগবান কার্ত্তিকেয় গুণশর্ম্মার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং এই বর দিলেন যে,অক্ষয় সম্পত্তির আধার হইয়া রাজা মহাসেনকে জয় করত নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যভোগ করিবেন। এই বলিয়া ভগবান অন্তর্হিত হইলে, গুণশর্ম্মা অক্ষয় সম্পত্তির অধীশ্বর হইলেন, এবং আপন ঐশ্বর্য্যের অনুরূপ সমারোহে অগ্নিদত্তনয়া সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

অনন্তর অর্থবলে প্রচুর পরিমাণে চতুরঙ্গ বল সংগ্রহ করিয়া উজ্জয়িনী অভিমুখে গমন করিলেন এবং অশোকবতীর দুশ্চরিত্রতা প্রজামণ্ডলীর মধ্যে ঘোষিত করিয়া মহাসেনের সহিত সংগ্রামে ব্যাপৃত হইলেন। যুদ্ধে স্বামী কুমারের সাহায্যে মহাসেনকে পরাস্ত ও নির্ব্বাসিত করিয়া তদীয় সিংহাসনে আরোহণপূর্ব্বক রাজভোগে সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কেহ মহাসেনের ন্যায় অজ্ঞানতা নিবন্ধন বিপদে পতিত হয়, এবং কেহ ধৈর্য্য-মাত্র সহায় করিয়া গুণশর্ম্মার ন্যায় রাজ্যলাভ করিয়া রাজভোগে কালযাপন করে।

সূর্য্যপ্রভ সচিবের মুখে এই উদার ও রমণীয় কথা শ্রবণ করত নির্ভীক ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া রাত্রিযাপন করিলেন।

ঊনপঞ্চাশত্তরঙ্গ।

প্রভাতমাত্র সূর্য্যপ্রভ দানবসৈন্যপরিবৃত হইয়া অমাত্যবর্গের সহিত রণ-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন। এদিকে শ্রুতশর্ম্মাও বিদ্যাধরবলে পরিবেষ্টিত ও রণস্থলে আবির্ভূত হইয়া সূর্য্যপ্রভের সম্মুখীন হইলেন। ক্রমে দেবতা ও অসুরগণ সংগ্রামদর্শনার্থ রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। উভয়পক্ষেই অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি বলবিন্যাস করিলে, সংগ্রাম আরম্ভ হইল। উভয় সৈন্যই হুঙ্কার পূর্ব্বক শত্রুর প্রতি ধাবমান হইয়া পরস্পর শিরশ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইল। শবর সৈন্য যন্ত্রারোহণে বেগে গমনপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল। শোণিত ধারায় পরিপ্লুত অসিশ্রেণী কৃতান্তের ভীষণ রসনার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। রণশায়ীদিগের মস্তক দ্বারা রণভূমি ব্যাপ্ত হইয়া কৃতান্তের পানভূমির ন্যায় শোভাধারণ করিল।

ক্রমে বীরদিগের দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। সূর্য্যপ্রভ শ্রুতশর্ম্মার সহিত, এবং দামোদর প্রভাসের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, ক্রমে অন্যান্য বীর-গণও দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তন্মধ্যে মহোৎপাত ও সিদ্ধার্থের সংগ্রামে মহোৎ-পাত বাণদ্বারা বাণ ছেদন করত ধনুশ্ছেদনপূর্ব্বকসারথি ও অশ্বদিগকে

বিনষ্ট করিল। সিদ্ধার্থ বিরক্ত ও ক্রোধবেগে ধাবমান হইয়া লৌহদণ্ড দ্বারা মহোৎপাতের সবাহন রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিল। তদনন্তর সিদ্ধার্থ বাহুযুদ্ধে মহোৎপাতকে ভূতলে পতিত করিলে, তদীয় পিতা ভগ আসিয়া মহোৎপাতকে রক্ষা করিলেন।

ব্রহ্মগুপ্ত ও প্রহস্তের বাহুযুদ্ধে প্রহস্ত ব্রহ্মগুপ্তকে ভূতলে পাতিত করিয়া যেমন তাহার শিরশ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইল, অমনি তদীয় পিতা ব্রহ্মা স্বয়ং আসিয়া তাহাকে রক্ষা করিলেন। তদ্দর্শনে দানবগণ এই বলিয়া দেবতা-দিগকে উপহাস করিল যে, দেবতারা যুদ্ধ দেখিতে আসেন নাই, আপন আপন পুত্রদিগকে রক্ষা করিতে আসিয়াছেন। তদনন্তর বীতভয় প্রদ্যুম্নাস্ত্র দ্বারা সংক্রমের হৃদয়ে দৃঢ়তর আঘাত করিল। প্রজ্ঞাঢ্য এবং চন্দ্রগুপ্তের যুদ্ধে প্রজ্ঞাঢ্য চন্দ্রগুপ্তকে নিহত করিলে, পুত্র বধে ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবান চন্দ্র আসিয়া প্রজ্ঞাঢ্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সূর্য্যপ্রভ ও শ্রুতশর্ম্মার যুদ্ধে সূর্য্যপ্রভ বিরোচনের বধ হেতু ক্রুদ্ধ হইয়া দমকে হত করিলেন। পুত্রকে হত দেখিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয় যুদ্ধার্থ সম্মুখীন হইলে, সুনীথ তাঁহাদের সহিত তুমুল সংগ্রাম প্রবর্ত্তিত করিলেন। স্থিরবুদ্ধিশক্তি অস্ত্র দ্বারা পরাক্রমকে আহত করিলে, অষ্টবসু পুত্রবধে কুপিত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে প্রভাস দামোদরের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া মর্দ্দনভাসকে বিরথ করিল দেখিয়া, একবাণে মর্দ্দনের প্রাণসংহার করিল। প্রকম্পন অস্ত্র যুদ্ধে তেজঃপ্রভকে বিনষ্ট করিলে, অগ্নিদেব তাহার সহিত রণে প্রবৃত্ত হই-লেন। ধূমকেতু কর্ত্তৃক যমদংষ্ট্রের বিনাশ দেখিয়া যম ক্রোধে পরিপূর্ণ হই-লেন, এবং ধূমকেতুর সহিত ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সিংহদংষ্ট্র সুষে-ণকে শিলাদ্বারা চূর্ণ করিলে, নিঋতি তাহার বধ সহ্য করিতে না পারিয়া সম্মুখীন হইলেন। কালচক্র চক্রাস্ত্র দ্বারা বায়ুবলকে দ্বিধা করিলে, আত্মীয় বধে কুপিত হইয়া বায়ু যুদ্ধে প্রস্তুত হইলেন। মহামায়, কখন গরুড় কখন বজ্র এবং কখন বা অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া কুবেরদত্তকে নিহত করিলে, কুবের যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। এইরূপে সমস্ত দেবতাই স্ব স্ব অংশসম্ভূত দানব-

গণকে রক্ষা করিবার জন্য ক্রুদ্ধ ও রণে মত্ত হইয়া উঠিলেন। এবং ভূরি ভূরি বিদ্যাধরগণ ভূরি ভূরি মনুষ্যও দানবগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া হতাহত হইতে লাগিল।

অনন্তর প্রভাস ও দামোদরের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাবীর সেনাপতি দামোদর ধনুর্গুণ ও সারথি হারাইয়াও স্বয়ং সারথ্য করত সংগ্রাম চালাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে পদ্মাসন তাহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলে, সহস্রাক্ষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি পরাজিতের প্রতি এত সন্তুষ্ট কেন? প্রজাপতি বলিলেন দামোদর বিষ্ণুর অংশে অবতীর্ণ, এজন্য প্রভা- সের সহিত এতক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ করিতেছে, নচেৎ কাহার সাধ্য এতক্ষণ ধরিয়া প্রভাসের সহিত যুদ্ধ করে। একমাত্র প্রভাসের নিকট সমস্ত দেবতা তৃণমাত্র। নমুচিনামে যে অতি দুর্ম্মদ অসুর ছিল, তাহার পুত্র প্রবল, প্রবলের পুত্র ভাস। ভাস ইতিপূর্ব্বে কালনেমি নামে মহাসুর ছিল। সেই ভাসের পুত্র এই প্রভাস। আর যে হিরণ্যকশিপু নামে মহাসুর ছিল, তাহা হইতে কপিঞ্জল, কপিঞ্জল হইতে সুমুণ্ডীক। সেই সুমুণ্ডীক অসুরের পুত্র এই সূর্য্যপ্রভ। যে পূর্ব্বে হিরণ্যাক্ষ ছিল, সেই বর্ত্তমানে সুনীথ। এতদ্ভিন্ন আর যে সমস্ত দৈত্য ও দানবগণ সংগ্রামে নিহত হইয়াছে; ময়দানব প্রভৃতি সেই সমস্ত অসুরবৃন্দ পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া সূর্য্যপ্রভের পক্ষ হইয়াছে। ঐ দেখ সূর্য্যপ্রভের রুদ্রযজ্ঞপ্রভাবে বলিরাজা বন্ধনমুক্ত হইয়া যুদ্ধ দেখিতে আসিয়াছে। ঐ বলিরাজা স্বীয় সত্যপালনার্থ পাতালে বাস করিতেছেন। আপনার রাজত্বকালের পর বলি ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত হই- বেন। সংপ্রতি যাবতীয় অসুর মহাদেবের অনুগ্রহে লালিত হইতেছে। অতএব এক্ষণে যুদ্ধ না করিয়া সন্ধি করাই কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে।

কমলাসন দেবরাজকে এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় মহাবীর প্রভাস প্রকাণ্ড পাশুপত অস্ত্র পরিত্যাগ করিল। ভগবান হরি সেই সর্ব্বসংহারি অস্ত্র দর্শন করিয়া পুত্রস্নেহে স্বয়ং সুদর্শনচক্র প্রয়োগ করিলেন। উভয়- বিধ দিব্যাস্ত্রে পরস্পর যুদ্ধআরম্ভ হইলে,ত্রিভুবন সশঙ্কিত হইল। ভগবান সৃষ্টি-

সংহার ভয়ে ভীত হইয়া প্রভাসকে পাশুপাত অস্ত্র সংহার করিবার জন্য ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভাস কহিল, আমার অস্ত্র বৃথা সংহৃত হইবে না। অতএব অগ্রে আপনি দামোদরের রথ পরিত্যাগ করিয়া পরাঙ্মুখ হউন, তাহার পর আমি অস্ত্র সংহার করিব। ভগবান বলিলেন, তবে তুমিও সুদর্শনচক্রের সম্মান কর, তাহা হইলে উভয়েরই সাফল্য হইবে। প্রভাস কহিল তথাস্তু, আপনার চক্র আমার রথকে বিনষ্ট করুন, তাহা হইলে উভয়েরই সাফল্য হইল।

এই স্থির হইলে, বিষ্ণুর আদেশে দামোদর সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইল। প্রভাস পাশুপত অস্ত্র সংহৃত করিলে, ভগবানের চক্রও প্রভাসের রথে পতিত হইল। তখন প্রভাস অন্য রথে আরোহণ করিয়া সূর্য্যপ্রভের নিকট এবং দামোদর শ্রুতশর্ম্মার নিকট চলিয়া গেল।

অতঃপর শ্রুতশর্ম্মা ও সূর্য্যপ্রভের রণচাতুরী বর্ণন করিতেছি। ক্রমে উভয়ের সংগ্রাম চরমসীমায় পদার্পণ করিলে, উভয়েই অস্ত্র এবং প্রত্যস্ত্র দ্বারা পরস্পর রণ কৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে শ্রুতশর্ম্মা ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িলেন। সূর্য্যপ্রভও তাহার খণ্ডনের নিমিত্ত পাশুপত অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। পাশুপত অস্ত্র শ্রুতশর্ম্মার প্রেরিত ব্রহ্মাস্ত্রকে পরাস্ত করিয়া যখন শ্রুতশর্ম্মাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল, তখন ইন্দ্রাদি লোকপালগণ সসজ্জ হইয়া স্ব স্ব বজ্রাদি অস্ত্র বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সেই পাশুপত অস্ত্র সকল অস্ত্রকে অধঃকৃত করত অসূয়া প্রযুক্ত শ্রুতশর্ম্মার বিনাশে উদ্যুক্ত হইয়া যখন জ্বলিতে লাগিল, তখন সূর্য্যপ্রভ অস্ত্রের স্তব করিয়া এই প্রার্থনা করিলেন, যে শ্রুতশর্ম্মাকে প্রাণে না মারিয়া তাহাকে বদ্ধ করিয়া আমাদের হস্তে সমর্পণ করুন।

শ্রুতশর্ম্মার পক্ষে দেবগণকে ক্রমে সন্নদ্ধ দেখিয়া, সূর্য্যপ্রভের পক্ষীয় অসুরগণও আর থাকিতে পারিল না, তাহারাও ক্রমে সন্নদ্ধ হইল। ইত্যবসরে বীরভদ্র নামা শিবের অনুচর সেই রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেবতাদিগকে নিষেধ করত কহিল, আপনারা সংগ্রামদর্শনে আসিয়াছেন,

যুদ্ধ করিতে আসেন নাই, মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে, মহান অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব আপনারা ক্ষান্ত হউন। এই ভবানীপতির আদেশ। এতৎ শ্রবণে দেবগণ বলিলেন, এই সমস্ত বিদ্যাধর সৈন্যই আমাদের অংশসম্ভূত। পুত্রস্নেহ দুর্জ্জয় সুতরাং আমরা তাহাদের বিনাশ দেখিয়া কি প্রকারে স্থির হইয়া থাকিব, অবশ্যই তাহাদের রক্ষার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিতে বাধ্য হইতেছি। এই বলিয়া দেবগণ অসুরবৃন্দের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। বীরভদ্রও স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

দেবগণ অসুরদিগের প্রতি যে যে অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, ভগবান্ শম্ভু তাঁহাদের সেই সেই অস্ত্র হুঙ্কার দ্বারা নষ্ট করিতে লাগিলেন। এইরূপে দেবতাগণ ক্রমে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। দেবরাজ সূর্য্যপ্রভের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সেই সেই মহাস্ত্র প্রয়োগ করিলে, সূর্য্যপ্রভ অবলীলাক্রমে সে সমস্ত খণ্ডিত করিলেন, এবং আকর্ণ ধনুরাকর্ষণ পূর্ব্বক শত শত নারাচ বর্ষণ দ্বারা ইন্দ্রকে ব্যতিব্যস্ত করিলেন। তখন সুরপতি ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া কুলিশাস্ত্র গ্রহণ করিলে, রুদ্র হুঙ্কার দ্বারা সেই কুলিশ নষ্ট করিলেন।

এইরূপে ইন্দ্র পরাঙ্মুখ হইলে সাক্ষাৎ নারায়ণ প্রভাসের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া যে যে অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, রুদ্র এক এক হুঙ্কারে তাহা নষ্ট করিলেন। তখন দেবগণ বিষণ্ণ হইয়া প্রস্থান করিলেন, এবং অসুরগণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। সূর্য্যপ্রভের জয়লাভ হইলে শ্রুতকর্ম্মা রুদ্ধ হইলেন।

অনন্তর দেবতারা বৃষধ্বজের স্তব করিলে অম্বিকাপতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, দেবগণ! সূর্য্যপ্রভের প্রতিজ্ঞা অন্যথা হইবে না। দেবগণ কহিলেন, আমরা শ্রুতশর্ম্মার জন্য যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহাও অন্যায্য নহে, অতএব তাহাও পরিপূর্ণ হউক। শম্ভু বলিলেন, পরস্পর সন্ধি হইলে সে সমস্তই হইবে। উপস্থিত শ্রুতশর্ম্মা অনুচরবর্গের সহিত সূর্য্যপ্রভের নিকট প্রণত হউক। তাহার পর যাহাতে উভয়েরই মঙ্গল হয়, তাহা করিয়া দিব। দেবতারা মহাদেবের এই বাক্যে সম্মত হইয়া শ্রুতশর্ম্মাকে সূর্য্যপ্রভের শরণাগত হইতে

আদেশ করিলেন। শ্রুতশর্ম্মা সূর্য্যপ্রভের শরণাগত হইলেন, সূর্য্যপ্রভ বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতশর্ম্মাকে আলিঙ্গন করিলেন। তদনন্তর দেবাসুরগণ বৈরভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ধিসংস্থাপন করিলে মহাদেব সূর্য্যপ্রভকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তুমি বেদির দক্ষিণার্দ্ধ গ্রহণ করিয়া উত্তরার্দ্ধ শ্রুতশর্ম্মাকে প্রদান কর। পুত্র! তুমি অচিরাৎ ইহা অপেক্ষা চতুর্গুণ কিন্নরসাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইবে; এবং কিন্নররাজ্যের অধীশ্বর হইয়া এই দক্ষিণার্দ্ধ সকুঞ্জরকুমারকে প্রদান করিবে। এই বলিয়া, সেই সংগ্রামে যে সমস্ত বীর হত হইয়াছিল, তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর সূর্য্যপ্রভ আপন সিংহাসনের অর্দ্ধাংশ শ্রুতশর্ম্মাকে প্রদান করিলেন। সূর্য্যপ্রভের প্রভাসাদি, এবং শ্রুতশর্ম্মার দামোদরপ্রভৃতি বয়স্যগণ তাঁহাদের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলে, সুনীথ প্রভৃতিঅসুরগণ এবং বিদ্যাধরগণ যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর সপ্তপাতালের অধীশ্বর প্রহ্লাদাদি দৈত্যেন্দ্রগণ, ইন্দ্রাদি লোকপালগণ, সুমেরু প্রভৃতি বিদ্যাধরগণ এবং কশ্যপপত্নীগণ সূর্য্যপ্রভের নিকট উপস্থিত হইলে, ভূতাসনবিমানে আরোহণ করিয়া সূর্য্যপ্রভের পত্নীরা তথায় উপস্থিত হইলেন। সকলে পরস্পর সম্ভাষণাদি করিয়া উপবিষ্ট হইলে, সিদ্ধিনাম্নী দনুর এক সখী বলিল, হে সুরাসুরগণ! দনু জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আপনারা কখন কি দেবাসুরে এক সভায় বসিয়া সৌমনস্য সুখ অনুভব করিয়াছেন? আজ কি সৌভাগ্যের দিবস যে, চিরবিরোধী দেবাসুরবৃন্দ একত্র উপবিষ্ট হইয়া সেই সুখ অনুভব করিতেছেন। অতএব আপনারা আর কখন পরস্পর বিরোধ করিয়া নিদারুণ দুঃখভাগী হইবেন না। হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ অসুরেরা স্বর্গরাজ্য লাভের জন্য বিরোধ করিয়া গিয়াছেন, অদ্য ইন্দ্রই জ্যেষ্ঠ, অতএব বিরোধের বিষয় কি? সকলে নির্বৈর হইয়া সুখে বাস করুন, তাহা হইলে আমাদের ও জগতের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল হইবে।

সিদ্ধিমুখে এইরূপ দনুবাক্য শ্রবণ করিয়া দেবরাজ বৃহস্পতির প্রতি সঙ্কেত দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলে, তিনি বলিলেন, অসুরগণের সহিত দেবতাদিগের কোন

সংশ্রবই নাই, কেবল অসুরেরাই অনর্থক দেবতাদিগের সহিত মনান্তর করিয়া থাকেন। ইহা শুনিয়া ময়দানব বলিলেন, গুরো! অসুরদিগের মনে যদি বিকার থাকিত, তাহা হইলে নমুচি কখনই দেবরাজকে মৃতসঞ্জীবন উচ্চৈঃশ্রবা নামক হয়রত্ন প্রদান করিতেন না; এবং প্রবলও দেবতাদিগকে স্বশরীর সমর্পণ করিত না। যদি বিকার থাকিত তবে ত্রিভুবন বিষ্ণুকে দান করিয়া বলিরাজা ও পাতালে বদ্ধ হইতেন না। অয়োলোহ বিশ্বকর্ম্মাকে আত্মশরীর প্রদান করিয়া কি নির্ব্বিকারচিত্ততার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে নাই? এইরূপে অসুরেরা স্বভাবতই বিকারশূন্য, কেবল দেবতারাই প্রবঞ্চনা দ্বারা তাহাদের অবিকৃত চিত্তকে বিকৃত করিয়া দেন। এই বলিয়া ময়দানব বিরত হইলে, সিদ্ধি মধুর বাক্যে দেবতা এবং অসুরদিগকে এরূপ সন্তুষ্ট করিল যে, তাঁহারা পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া পরমসুখী হইলেন।

অনন্তর গৌরীর সখী জয়া আসিয়া সুমেরুকে অনুরোধ করিলে, সুমেরু সূর্য্যপ্রভের সহিত স্বীয় দুহিতা কামচূড়ামণির বিবাহ দিয়া জামাতাকে মহামূল্য রত্নসমূহ প্রদান করিলেন। প্রথম লাজমোক্ষকালে ভবানী প্রেরিত জয়া আসিয়া অবিনশ্বর দিব্য মালা প্রদান করিলেন। দ্বিতীয় লাজাঞ্জলিদিবার কালে এক রত্নাবলী প্রদান করিলেন, যাহা ধারণ করিলে, মৃত্যু ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা কিছুই আক্রমণ করিতে পারে না। সুমেরু এবার দ্বিগুণ রত্ন ও উচ্চৈঃশ্রবা নামক হয়রত্ন প্রদান করিলেন। তৃতীয় লাজমোক্ষকালে জয়া একাবলীহার প্রদান করিলেন। এই হার কণ্ঠে ধারণ করিলে যৌবন ক্ষয় হয় না। এবার সুমেরু ত্রিগুণ রত্ন দান করিলেন এবং সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী গুলিকা হার প্রদান করিলেন। এইরূপে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইলে, দেবতা অসুর এবং বিদ্যাধরগণকে সবিনয় বচনে নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। ইত্যবসরে মহাদেবের নন্দী আসিয়া সকলকে সুমেরুর গৃহে ভোজন করিতে অনুরোধ করিয়া বলিল, আপনারা সুমেরুকে পরিবারের মধ্যে গণনা করিয়া তদীয় গৃহে অন্নগ্রহণ করিলে আপনাদের চিরন্তনী তৃপ্তি হইবে। এই প্রভুর আদেশ।

অনন্তর মহাদেবের অনুরোধে সকলেই সুমেরুর নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন।

অনন্তর বিনায়ক, মহাকাল এবং বীরভদ্র প্রভৃতি শঙ্করের ভৃত্যগণ নিমন্ত্রণস্থলে উপস্থিত হইলে অপ্সরাদিগের নৃত্যগীত আরম্ভ হইল। সুমেরু কামধেনুর কৃপায় অশেষবিধ আহার সামগ্রী আয়োজন করিয়া নন্দীভৃঙ্গী প্রভৃতির তত্ত্বাবধারণে সকলকে ভক্তিপূর্ব্বক আহার করাইলেন। আহারান্তে নন্দীশ্বরাদি হরভৃত্যগণ দিব্য মাল্য বস্ত্র এবং আভরণ প্রদান করিয়া সকলের সম্বর্দ্ধনা করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিল। তদনন্তর দেবগণ এবং মাতৃকাগণ নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। অনন্তর শ্রুতশর্ম্মা সদলে প্রস্থান করিলে, সূর্য্যপ্রভ কামচূড়ামণিকে প্রধান মহিষী করিয়া অন্যান্য বধূগণের সহিত স্বভবনে প্রবেশ করিলেন, এবং নববধূর সহিত অশেষবিধ রতিরঙ্গে রাত্রি যাপন করিলেন।

প্রভাত হইলে অন্য স্ত্রীদিগের সহিত মধুরালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সুষেণ নামা বিদ্যাধর, সূর্য্যপ্রভের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন দেব! ত্রিকূটাখ্য প্রভৃতি বিদ্যাধরপতিরা আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া এই বলিয়াছেন, তৃতীয় দিবসে ঋষভপর্ব্বতে আপনার শুভ অভিষেক হইবে, অতএব সকলকে সংবাদ করুন। সূর্য্যপ্রভ প্রভাস প্রভৃতি বন্ধুবর্গের প্রতি সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণের ভারার্পণ করিয়া স্বয়ং কৈলাসধামে গমনপূর্ব্বক শশিশেখরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং পার্ব্বতীর সহিত উপবিষ্ট প্রভুর চরণে প্রণত হইয়া শম্ভুর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাদেব তদীয় স্তবে পরম সন্তুষ্ট হইলেন।

অলঙ্কারবতী নামক নবম লম্বক।

পঞ্চাশতরঙ্গ।

নরবাহন দত্ত মৃগয়াযাত্রা করিয়া সৈন্যসামন্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক গোমুখের সহিত গহন কাননে প্রবিষ্ট হইলে, কিছু দূরে বীণাধ্বনি শ্রুত হইল। যুবরাজ

তদনুসারে গমন করিয়া সম্মুখে এক শিবায়তন দর্শন করিলেন। ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া তরুমূলে অশ্ববন্ধনপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং দেখিলেন, কোন দেবকন্যা সখীগণসহ বীণা বাজাইয়া মধুরস্বরে শম্ভুর স্তব করিতেছে। সেই কামিনীকে নিরীক্ষণ করিয়া নরবাহনের চিত্ত অত্যন্ত বিচলিত হইলে, সেই কন্যাও নরবাহনের রূপে মোহিতা হইয়া সঙ্গীতে বিরত হইল। প্রভু চিত্তজ্ঞ গোমুখ, কন্যার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় এক বিদ্যাধরী আকাশ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া কন্যার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। কন্যা গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে, বিদ্যাধরচক্রবর্ত্তী তোমার পতি হউন, এই বলিয়া সেই স্ত্রী আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ইত্যবসরে নরবাহনদত্ত অগ্রসর হইয়া সেই প্রৌঢ়াকে প্রণামপূর্ব্বক কন্যার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, বিদ্যাধরী ভদ্রতাপূর্ব্বক বলিলেন, ভদ্র! হিমালয়স্থ সুন্দরপুর নগরে অলঙ্কারশীল নামক এক বিদ্যাধররাজ বাস করেন, তদীয় মহিষীর নাম কাঞ্চনপ্রভা, গৌরীর কৃপায় ঐ কাঞ্চনপ্রভা এক পুত্র প্রসব করিলে, অলঙ্কারশীল গৌরীর আদেশে পুত্রের নাম ধর্ম্মশীল রাখিলেন। ধর্ম্মশীল ক্রমে যৌবনাবস্থায় পদার্পণ করিলে, পিতা তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর কাঞ্চনপ্রভা পুনর্ব্বার গর্ভবতী হইয়া এক কন্যা প্রসব করিলেন, প্রসবের পর এই আকাশবাণী হইল যে, ঐ কন্যা নরবাহন দত্তের মহিষী হইবেন। পিতা কন্যার নাম অলঙ্কারবতী রাখিলেন। অলঙ্কারবতী দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে যুবতী হইলেন, এবং পিতার নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়া শিবপূজায় নিরত হইলেন। কিছুদিন পরে ধর্ম্মশীল বিষয়ভোগে বিরক্ত হইয়া বনগমনে উদ্যত হইলে, তদীয় পিতাও পুত্রের সহিত বনবাসী হইলেন। গমনকালে পত্নীকে অলঙ্কারবতীর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়া এই বলিয়া গেলেন,সংবৎসর পূর্ণ হইলে অদ্যকারলগ্নেআসিয়া নরবাহনদত্তের সহিত কন্যার বিবাহ দিবেন; এবং জামাতা তদীয় নগরের অধীশ্বর হইয়া একাধিপত্য বিস্তার করিবেন। তদনুসারে কাঞ্চনপ্রভা অলঙ্কারবতীর লালনপালন করত সেই নগরে বাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অলঙ্কারবতী শিবপূজার্থ জননীর সহিত নানাদেবায়তনে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে একদা প্রজ্ঞপ্তি নাম্নী বিদ্যা তাঁহাকে এই আদেশ করিলেন যে, কাশ্মীরস্থ সয়ম্ভুক্ষেত্রে যে মহাদেব আছেন, তাঁহার আরাধনা করিলেই অলঙ্কারবতী নরবাহনদত্তকে সত্বর প্রাপ্ত হইবেন। তদনুসারে অলঙ্কারবতী মাতার সহিত কাশ্মীরে যাইয়া নন্দিক্ষেত্রস্থ অমরপর্ব্বতে শম্ভুর আরাধনা করিয়া সংপ্রতি গৃহে আসিয়াছেন। ভদ্র! ইনিই সেই অলঙ্কারবতী, এবং আমি ইহাঁর জননী। আজ ইনি আমার অনুমতি ব্যতিরেকে একাকিনী এই স্থানে আসিলে আমি প্রজ্ঞপ্তি বিদ্যার প্রভাবে কন্যার এবং আপনার আগমন জানিয়া সত্বর আসিতেছি। ইহাঁর পিতা ইহাঁকে স্বয়ং সম্প্রদান করিবেন। অতএব একদিন অপেক্ষা করুন। কল্য ইহাঁর পাণিগ্রহণ করিয়া আমাদের মনোরথ পূর্ণ করিবেন এবং ইহাঁকে লইয়া কৌশাম্বী নগরে গমন করিবেন। এতৎশ্রবণে বরকন্যার একদিনের বিরহও অসহ্য হইল, দেখিয়া কাঞ্চনপ্রভা পুনর্ব্বার বলিলেন, আপনারা এক দিনের জন্য এত অধীর হইতেছেন, রামচন্দ্র অতি দীর্ঘকাল সীতার বিরহযন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন। এই বলিয়া জানকীর বনবাস বৃত্তান্ত * বর্ণনপূর্ব্বক বরকন্যাকে আশ্বস্ত করিলেন।

অনন্তর কাঞ্চনপ্রভা প্রভাতে পুনরায় আসিতে প্রতিশ্রুত হইয়া অলঙ্কারবতীর সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলে, নরবাহনদত্তও বিমনা হইয়া কৌশাম্বী নগরে ফিরিয়া আসিলেন। উৎকণ্ঠানিবন্ধন রাত্রে নিদ্রা না হওয়ায় গোমুখ তদীয় চিত্তরঞ্জনার্থ এই মনোহর কথা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যুবরাজ! দক্ষিণাপথস্থ প্রতিষ্ঠান নগরে পৃথ্বীরূপ নামে পরম রূপবান্ এক রাজা ছিলেন। একদা

*সোমদেব ভট্ট এইস্থলে রামচন্দ্রের বৃত্তান্ত বর্ণনে লিখিয়াছেন যে যৎকালে লক্ষ্মণ জানকীকে তপোবনে পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন। তখন ঋষিগণ সদোষা জানকীর তপোবনে অবস্থানে তপোহানির আশঙ্কা করিয়া বনান্তরে নির্ব্বাসিত করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে জানকী আপন পরীক্ষার প্রস্তাব করিলেন। তদনুসারে ঋষিগণ তাঁহাকে টিট্টিভী নামক সরোবরে লইয়া গিয়া পরীক্ষাদ্বারা তাঁহার নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিলেন এবং তপোবনে বাস করিতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু রামায়ণে এরূপ বর্ণন দেখা যায়না।

পরম জ্ঞানী দুই সন্ন্যাসী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল এবং রাজার অনুপম রূপমাধুরী দর্শনে রাজাকে বলিল, দেব! আমরা সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু আপনার তুল্য রূপবান্ পুরুষ কুত্রাপি দর্শন করি নাই। মুক্তিপুর দ্বীপে রূপধর রাজার রূপলতা নামে যে দুহিতা আছেন, তিনিই একমাত্র মহারাজের অনুরূপা কন্যা। অতএব আপনাদের উভয়ের পরস্পর সংযোগ হইলে, বড়ই ভাল হয়। এই বলিয়া সন্ন্যাসীদ্বয় বিরত হইলে রাজা স্বীয় চিত্রকর কুমারিদত্তকে আহ্বানপূর্ব্বক আপন প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতে আদেশ করিলেন। চিত্রকর রাজকীয় প্রতিকৃতি চিত্রপটে অঙ্কিত করিলে, রাজা সন্ন্যাসীদ্বয়ের সহিত কুমারিদত্তকে মুক্তিপুরে প্রেরণ করিলেন।

চিত্রকর ভিক্ষুদ্বয়ের সহিত যাত্রা করিয়া সমুদ্রের তীরবর্ত্তী পোত্রপুর নগরে পোতারোহণপূর্ব্বক পাঁচ দিনে মুক্তিপুর প্রাপ্ত হইল; এবং রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া কৌশলে আপন অদ্বিতীয় চিত্র নৈপুণ্য রাজার কর্ণগোচর করিলে, রাজা তাহাকে আহ্বান করিলেন। চিত্রকর রাজসমক্ষে উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক আত্মশ্লাঘার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া কহিল, সে রাজা পৃথ্বীধরের নিকট হইতে আসিয়াছে। পরে রাজা তাহাকে আপন কন্যার প্রতিকৃতি লিখিতে আদেশ করিলেন, এবং কন্যাকে তৎসমক্ষে উপস্থিত করিলেন। কুমারিদত্ত চিত্রপটে রূপলতার প্রতিকৃতি চিত্রিত করিয়া রাজসমক্ষে উপস্থিত করিল।

রাজা কুমারিদত্তের চিত্রনৈপুণ্য দর্শন করিয়া তাহার যথেষ্ট প্রশংসাপূর্ব্বক, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তো সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছ, অতএব বল দেখি, আমার কন্যার ন্যায় রূপসী কন্যা কোথাও দেখিয়াছ কি না। আমার কন্যা যেমন রূপসী, রাজা পৃথ্বীধরও তদনুরূপ রূপবান্। শুনিয়াছি, পৃথ্বীধর যুবা হইয়াও অনুরূপা কন্যার অভাবে অপরিগ্রহ হইয়া আছেন, অতএব উভয়ের পরস্পর সংযোগ হইলে কি সুখের বিষয় হয়। চিত্রকর রূপধরের মুখে পৃথ্বীধরের রূপের প্রশংসা শুনিয়া তদীয় চিত্র রূপধরকে দেখাইল। রূপধর চিত্রদর্শনে চিত্রের ভূরি ভূরি প্রশংসা করত সেই চিত্র কন্যার নিকট পাঠাই-

লেন। রাজকন্যা চিত্রদর্শনে মোহিত ও বিস্মিত হইয়া এককালে বাক্‌শক্তি ও দর্শনশক্তি রহিত হইলেন। এবিষয়ে রাজা কন্যাকে সম্মত দেখিয়া চিত্রকরকে পুরস্কার প্রদানপূর্ব্বক কন্যার চিত্রপট সহিত এই বলিয়া পৃথ্বীধরের নিকট প্রেরণ করিলেন যে, চিত্র দর্শন করিয়া যদি তাঁহার হেমলতাকে বিবাহ করিতে অভিলাষ হয়, তবে সত্বর আসিয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করুন। চিত্রকর ভিক্ষুকদ্বয়ের সহিত পুরস্কার গ্রহণপূর্ব্বক সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া প্রতিষ্ঠান নগরে গমন করিল এবং রূপধরের বক্তব্য নিবেদন করিয়া হেমলতার চিত্রপট দেখাইল। পৃথ্বীধর চিত্রদর্শনে বিমোহিত হইয়া রূপধরের আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন, এবং চিত্রকর ও ভিক্ষুকদ্বয়কে ধনদানদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া, হেমলতার চিত্রদর্শন করত সে দিবস অতিকষ্টে অতিবাহিত করিলেন।

পর দিবস বিবাহের লগ্ন স্থির করিয়া, শক্রমঙ্গল নামক হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক সসৈন্যে মুক্তিপুরদ্বীপে যাত্রা করিলেন। দ্বিতীয় দিবসে বিন্ধ্যাটবীতে প্রবেশ করিলে,ভিল্ল সৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া সাগর সন্তরণপূর্ব্বক আট দিনে মুক্তিপুর দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। রাজা রূপধর পৃথ্বীধরের আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে স্বীয় রাজধানীতে লইয়া আসিলেন। রাজকন্যা রাজমহিষী এবং রাজা, অনুরূপ বরলাভে আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন। পরে রাজা বিবাহের দিন পর্য্যন্ত পৃথ্বীধরের সমুচিত সেবা করিয়া শুভলগ্নে কন্যার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। বরবধূর দৃষ্টি পরস্পরের রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিল।

বিবাহমহোৎসব সম্পন্ন হইলে, রাজা রূপধর, চিত্রকর এবং ভিক্ষুদ্বয়কে বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন। পরে জামাতা পৃথ্বীধর অনুচরবর্গের সহিত্ শ্বশুর ভবনে দশ দিন পরমসুখে বাস করিয়া একাদশ দিনে সসৈন্যে প্রিয়তমার সহিত স্বীয় রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন। শ্বশুর রূপধর সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত সঙ্গে গমন করিলে, পৃথ্বীধর সপরিবারে পোতারোহণ করিলেন। অষ্টাহের পর তীরে উত্তীর্ণ হইয়া পোত্রপুর নগরস্থ ভূপতি উদারচরিতের গৃহে

আতিথ্য গ্রহণপূর্ব্বক নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। পুরাঙ্গনারা রূপলতার রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া বিস্ময়ে নির্নিমেষ হইল। রাজা রাজভবনে প্রবেশ করিয়া চিত্রকর প্রভৃতিকে সমুচিত পুরস্কার প্রদান দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া প্রিয়তমা রূপলতার সহিত সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এই বলিয়া মন্ত্রিবর গোমুখ পুনর্ব্বার বলিলেন, দেব! এইরূপে বীরগণ অটলভাবে দীর্ঘকাল বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকেন। আপনি এক রাত্রি সহ্য করিতে অসক্ত হইয়া কেন অধীরতা প্রদর্শন করিতেছেন? রাত্রি প্রভাত হইলেই অলঙ্কারবতীর পাণিগ্রহণ করিবেন। গোমুখ এই বলিয়া বিরত হইলে, মরুভূতি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, লোকে যতক্ষণ না কুসুমশরের লক্ষ্য হয়, ততক্ষণ তাহার ধৈর্য্য ও শীলতা থাকে। সরস্বতী স্কন্দ এবং জিনদেব, কামকে বস্ত্রলগ্ন তৃণের ন্যায় অনায়াসে দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া ত্রিভুবনে ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। এই বলিয়া মরুভূতি বিরত হইলে, গোমুখ কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠিত হইলেন, এবং নরবাহন তৎপক্ষ সমর্থন করিয়া নানা কথায় সে রাত্রি কোনরূপে অতিবাহিত করিলেন।

প্রভাতমাত্র নরবাহনদত্ত গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিবার পর অলঙ্কারশীল পত্নী ও কন্যার সহিত নভোমার্গ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া নরবাহনের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি সমুচিত অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর সুবর্ণ ও রত্নের ভার লইয়া সহস্র সহস্র বিদ্যাধর আকাশ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইল। বৎসরাজ পুত্রের এই উৎকর্ষলাভবার্ত্তা শ্রবণে পরম হর্ষিত হইয়া মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে রাজমহিষীর সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং অলঙ্কারশীলের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলে, অলঙ্কারশীল বিনয়নম্রবচনে বলিলেন, রাজন্! এই অলঙ্কারবতী আমার দুহিতা। এই কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র এই দৈববাণী হইয়াছিল যে, ভাবী বিদ্যাধরচক্রবর্ত্তী নরবাহনদত্ত ইঁহার ভর্ত্তা হইবেন। অদ্য বিবাহের শুভদিন, এজন্য আমি সকলের সহিত মিলিয়া কন্যাসম্প্রদানের মানসে আপনার নিকট আসিয়াছি।

বিদ্যাধরেন্দ্রের এই কথা শুনিয়া বৎসরাজ, মহান্ অনুগ্রহ, এই বলিয়া

তদীয় বাক্যে অনুমোদন করিলে, অলঙ্কারশীল যথাশাস্ত্র নরবাহনদত্তকে কন্যাসম্প্রদান করিয়া ভূরি ভূরি রত্নাদি প্রদানপূর্ব্বক সদলে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এদিকে বৎসরাজও পুত্রের এতাদৃশ উন্নতি দর্শনে আহ্লাদিত হইলেন।

একপঞ্চাশতরঙ্গ।

কিছু দিন পরে কাঞ্চনপ্রভা কৌশাম্বী নগরে উপস্থিত হইয়া জামাতা নরবাহনদত্তকে স্বীয় নগরে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলে, যুবরাজ সম্মত হইলেন, এবং পিতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক গোমুখ ও বসন্তক সমভিব্যাহারে কাঞ্চনপ্রভার সহিত আকাশবর্ত্ম দ্বারা ক্ষণকাল মধ্যে হিমালয়ে উপস্থিত হইলেন। অপ্সরাপূর্ণ সেই হিমাচলে, কিন্নর মিথুনের মনোহর সঙ্গীত শ্রবণ এবং অনেকানেক আশ্চর্য্য বস্তু দর্শন করত সুবর্ণময় সুন্দরপুর গ্রামে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর কাঞ্চনপ্রভা জমাতৃসমাগমে অশেষবিধ মঙ্গলবিধানপূর্ব্বক জামাতাকে নিজ মন্দিরে প্রবেশ করাইলেন, এবং বিদ্যাপ্রভাবে দিব্য ভোগ সম্পাদন দ্বারা সবিশেষ সেবা করিলে, নরবাহন পারিপার্শ্বিকগণের সহিত স্বর্গতুল্য শ্বশুরভবনে প্রথম দিবস অতিবাহিত করিলেন।

পর দিবস প্রভাতকালে কাঞ্চনপ্রভা এই ইচ্ছা করিলেন, নরবাহনদত্ত সেই নগরস্থ ভগবান ভূতনাথের আরাধনা করিয়া, অলঙ্কারবতীর সহিত তদীয় পিতৃনির্ম্মিত গঙ্গাসরোনামক তীর্থের মনোহর উদ্যানে বিহার করিতে গমন করেন। কুমার সম্মত ও আনন্দিত হইয়া শম্ভুর আরাধনার্থ প্রিয়তমা ও মন্ত্রিদ্বয়সহ যাত্রা করিলেন, এবং তত্রত্য গঙ্গাসরোনামক তীর্থে স্নানাদি করিয়া উমাপতির পূজা করিলেন। পূজান্তে অনুচরগণের সহিত সেই মনোহর উদ্যানে ভ্রমণ করত মরুভূতির কৌতুকাবহ বিবিধ হাস্যপরিহাসে প্রায় মাসাবধি স্বর্গসুখ অনুভব করিলেন। পরে কাঞ্চনপ্রভা দিব্য বস্ত্রাভরণাদি দ্বারা যথাযোগ্য সকলের সম্মান করিলেন, এবং বিদ্যাবলে দিব্য বিমান সজ্জিত করিয়া বিদায় দিলে, যুবরাজ সপরিবারে বিমানে আরোহণ

পূর্ব্বক কাঞ্চনপ্রভার সহিত কৌশাম্বী নগরে উপস্থিত হইয়া পিতামাতার উৎকণ্ঠা দূরীভূত করিলেন।

একদা কাঞ্চনপ্রভা, রাজা এবং রাজমহিষীর সমক্ষে অলঙ্কারবতীকে এই উপদেশ দিলেন, বৎসে! এই করিও যেন ঈর্ষ্যা ও কোপের বশীভূত হইয়া ভর্ত্তার মনে ক্লেশ দিও না, কারণ তজ্জন্য বিরহ অন্তে অত্যন্ত অনুতাপ প্রদান করে। পূর্ব্বে আমি ঈর্ষ্যাবতী হইয়া পতিকে অত্যন্ত দুঃখ দেওয়ায় পতি বনবাসী হইলে, আমি আজ পর্য্যন্ত পশ্চাত্তাপে দগ্ধ হইতেছি। এই বলিয়া তনয়াকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক রোদন করত স্বপুরে প্রস্থান করিলেন।

পর দিবস প্রাতঃকালে নরবাহনদত্ত প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক মন্ত্রিবর্গে পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় একটী স্ত্রী ভয়বিহ্বলা হইয়া সহসা আগমনপূর্ব্বক অলঙ্কারবতীর শরণাগত হইল। অলঙ্কারবতী সেই কামিনীকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, সে কহিল দেবি! আমি এই নগরস্থ বলসেন নামক ক্ষত্রিয়ের দুহিতা অশোকমালা। আমি যুবতী হইলে, আমার রূপে আকৃষ্ট হইয়া অত্রস্থ হঠশর্ম্মা নামক এক সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পিতার নিকট আমাকে প্রার্থনা করিল। তৎশ্রবণে আমি পিতাকে নিষেধ করিলেও পিতা আমার কথা অগ্রাহ্য করিয়া ভয়ে হঠশর্ম্মার সহিত আমার বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর আমি অনিচ্ছু হইলেও, হঠশর্ম্মা বলপূর্ব্বক আমাকে লইয়া গেলে, আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন ক্ষত্রিয়কুমারকে আশ্রয় করিলাম। কিন্তু পতির উপদ্রবে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয়ের আশ্রয় লইলাম। পতি তাহাতেও বিরোধী হইলে, তৃতীয়ের শরণাগত হইলাম। তিনি তাঁহারও প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। এজন্য আমি বীরশর্ম্মা নামক এক রাজপুত্রের দাসী হইলাম। তখন পতি হঠশর্ম্মা আমার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইলেন। বহুকালপরে আজ আমি বহির্গত হইলে, আমাকে দেখিয়া অসি হস্তে আমার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছেন। এজন্য আমি প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া প্রতীহারীর কৃপায় আপনার শরণাগত হইয়াছি, তথাপি সেই পাপিষ্ঠ বাহিরে দণ্ডায়মান আছেন।

এই কথা শুনিয়া নরবাহনদত্ত হঠশর্ম্মাকে ডাকিয়া তর্জ্জনপূর্ব্বক স্ত্রীবিনাশে উদ্যত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, হঠশর্ম্মা কহিল, প্রভো! ইনি আমার ধর্ম্মপত্নী, ধর্ম্মপত্নীর ব্যভিচার দোষ কোন্ পুরুষ সহ্য করিতে পারে? তৎশ্রবণে অশোকমালা, ভয়ে লোকপালদিগকে সম্বোধন করিয়া ইহার যাথার্থ্য বলিতে অনুরোধ করিয়া বিরত হইল।

অনন্তর এই আকাশবাণী হইল, হে শ্রোতৃগণ। এই অশোকমালা পূর্ব্বজন্মে অশোকবর বিদ্যাধরের কন্যা ছিল। কন্যার বিবাহকালে, পিতা কয়েকটি সুপাত্র স্থির করিলে, কন্যা রূপমদে মত্ত হইয়া সকলকেই অগ্রাহ্য করিয়াছিল। এজন্য তাহার পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে এই শাপ দিয়াছিলেন। তুই মানবী হইয়া কুৎসিত পাত্রের হস্তে পতিত হইবি। পরে তাহাকে ত্যাগ করিয়া বহুপুরুষে রত হইবি। পরিশেষে যখন প্রথমস্বামী তোকে মারিতে আসিবে, তখন তুই ভয়ে রাজভবনে প্রবেশপূর্ব্বক রাজসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া শাপমুক্ত হইবি, এবং দিব্যশরীর ধারণপূর্ব্বক বিদ্যাধর লোকে যাইয়া অভিরুচি নামা বিদ্যাধরের পত্নী হইবি। এই বলিয়া দৈববাণী বিরত হইলে; অশোকমালা মর্ত্ত্যশরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক বিদ্যাধরলোকে গমন করিয়া অভীষ্ট পতিলাভ করিল। এতদ্দর্শনে নরবাহনদত্ত অলঙ্কারবতীর সহিত দুঃখিত হইলে, হঠশর্ম্মার ক্রোধ অন্তর্হিত হইয়া পূর্ব্বজাতি স্মরণ হইল, এবং নরবাহনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, দেব! এই মাত্র স্মরণ হইল। আমি পূর্ব্বজন্মে হিমালয়স্থ মদনপুরনিবাসী প্রলম্বভুজ নামা বিদ্যাধর রাজের স্থূলভুজ নামা পুত্র ছিলাম। এক্ষণে যেরূপে পিতৃশাপে ভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্ত্যলোকে জন্মিয়াছি, তাহা এই:—আমি ক্রমে যৌবনপদবীতে পদার্পণ করিলে, সুরভিবৎসনামা এক বিদ্যাধরপতি কন্যার সহিত প্রলম্বভুজের নিকট আসিয়া আমাকে কন্যা প্রদান করিবার প্রস্তাব করিল। পিতা সুরভিবৎসের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আমাকে আহ্বানপূর্ব্বক সুরভিদত্তাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলে, আমি রূপদর্পে মত্ত হইয়া অসম্মত হইলাম। এজন্য পিতা, মহাকুলপ্রসূতা বলিয়া, বিশেষ অনুরোধ করিলেও যখন পুনর্ব্বার অস্বীকার করিলাম, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া এই শাপ দিলেন, তুমি রূপগর্ব্বে

মত্ত হইয়া যেমন এই কন্যাকে ত্যাগ করিলে না,তেমনি তুমি কুরূপ বিকটানন হইয়া মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে, এবং শাপভ্রষ্ট অশোকমালাকে তাহার অনিচ্ছায় বিবাহ করিবে। অশোকমালা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যাসক্ত হইলে, তাহার জন্য দারুণ বিরহবেদনা সহ্য করত অগ্নিদাহাদি মহাপাতকে লিপ্ত হইবে। পিতা এইরূপ শাপাস্ত করিয়া বিরত হইলেন। পরে সুরভিদত্তার অনুনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া আমার শাপ মোচনের এইরূপ উপায় বলিলেন, পুত্র স্থূলভুজ। যখন অশোকমালার শাপ মোচন হইবে, সেই সময় তুমিও আপন জাতি স্মরণপূর্ব্বক শাপ বিমুক্ত হইবে এবং পূর্ব্ব দেহ প্রাপ্ত হইয়া সুরভিদত্তাকে বিবাহ করিয়া সুখী হইবে।

এই শুনিয়া সেই সাধ্বী ধৈর্য্যঅবলম্বন করিল। আমি অহঙ্কারিতাদোষে ভ্রষ্ট হইয়া এতদূর কষ্টভোগ করিলাম। জানিলাম অহঙ্কারী ব্যক্তির কোন কালে শ্রেয় হয় না। আজ আমার সেই শাপ ক্ষীণ হইল। এই বলিয়া হঠশর্ম্মারূপী স্থূলভূজ সেই বিকৃত শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক বিদ্যাধররূপ ধারণ করিল, এবং বিদ্যাপ্রভাবে অদৃষ্টভাবে অশোকমালার মৃত শরীর লইয়া যাইয়া গঙ্গাসলিলে নিঃক্ষিপ্ত করিল, পরে গঙ্গার পবিত্র সলিল আনয়নপূর্ব্বক অলঙ্কারবতীর বাসগৃহ ধৌত করিল।

এই ব্যাপার দর্শনে সকলে বিস্মিত হইলে, গোমুখ কহিলেন দেব! মহাবরাহ রাজার অনঙ্গরতি নামে অতিরূপসী একমাত্র কন্যা ছিল। কন্যা বিবাহযোগ্য হইয়া পিতার নিকট এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল, যে, বীর রূপবান্ এবং শাস্ত্রজ্ঞ ভিন্ন ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করিবে না। তদনুসারে মহাবরাহ ডিণ্ডিম প্রচার করিলে, অনেকানেক রাজা আসিয়া অনঙ্গরতিকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু অনঙ্গরতি কাহাকেও বরণ করিলেন না। একদা দক্ষিণাপথ হইতে চারি জন যুবা আসিয়া রাজার নিকট অনঙ্গরতিকে প্রার্থনা করিলে, রাজা তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন কহিল, আমি শুদ্র আমার নাম পঞ্চ পট্টিক, আমি প্রত্যহ পঞ্চ পট্টযুগল বয়ন করিতে পারি। দ্বিতীয় কহিল, আমি বৈশ্য

আমার নাম ভাষাখ্য, আমি মৃগপক্ষ্যাদির ভাষাভিজ্ঞ। তৃতীয় কহিল আমি ক্ষত্রিয়, আমার নাম খড়্গাধর, খড়্গযুদ্ধে আমি অদ্বিতীয়। চতুর্থ কহিল, আমি ব্রাহ্মণ আমার নাম জীবদত্ত, আমি গৌরীর প্রসাদে বিদ্যাবলে মৃত-স্ত্রীকে জীবিত করিতে পারি। এই বলিয়া সকলে স্ব স্ব পরিচয় প্রদান করিলে, রাজা তাহাদিগকে প্রতীহার ভবনে বাসার্থ প্রেরণ করিলেন। পাঠক! ইহারা যে কে তাহা পরে জানিতে পারিবেন।

অনন্তর অনঙ্গরতিকে ডাকিয়া সকলের গুণগ্রাম বর্ণন করিয়া, অনঙ্গরতির অভিপ্রায় জিজ্ঞসা করিলে, অনঙ্গরতি এক এক করিয়া সকলকেই বিবাহ-যোগ্য বলিয়া স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। এবং কহিল, ব্রাহ্মণ পতিযোগ্য হইলেও খড়্গশূর হইয়া ব্রাহ্মণ্য বর্জ্জিত হইয়াছে, অতএব সে প্রশংসনীয় নহে। কন্যা এই বলিয়া বিরত হইলে, রাজা বাসার্থ অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

পর দিবস উক্ত যুবক চতুষ্টয় নগর দর্শনার্থ বহির্গত হইয়া দেখিল, পদ্ম-কবল নামা রাজহস্তী আলানভঙ্গপূর্ব্বক পথে ধাবমান হইয়া, অসংখ্য লোককে হতাহত করিতেছে। কিন্তু কেহই তাহার সমক্ষে গমন করিতে সাহস করিতেছেনা। বীর চতুষ্টয় উদ্যতায়ুধ হইয়া তদভিমুখে ধাবমান হইলে, হস্তী তাহাদের অভিমুখে ধাবমান হইল। কিন্তু খড়্গাধর মিত্রত্রয়কে নিষেধ করিয়া, স্বয়ং হস্তীর সম্মুখে গমনপূর্ব্বক দুই খড়্গাঘাতেই হস্তীকে বিনষ্ট করিল।

খড়্গাধারীর এইরূপ পরাক্রম দর্শনে নগরবাসীগণ চমৎকৃত হইল। পরে রাজা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। পর দিবস রাজা সেই বীর চতুষ্টয়কে সঙ্গে লইয়া মৃগয়াযাত্রা করিলেন। এবং অরণ্যে প্রবেশ করিয়া বিবিধ জন্তু শীকারে প্রবৃত্ত হইলে, সেই বীর চতুষ্টয় রাজসমক্ষে অবলীলাক্রমে মৃগরাজ প্রভৃতি ভীষণ অরণ্য পশুগণকে বিনষ্ট করিয়া, এরূপ অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিল, যে রাজা দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন, এবং খড়্গা-ধরকে কন্যাসম্প্রদানে স্থিরনিশ্চয় হইয়া রাজধানী প্রত্যাগমন করিলেন।

পরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াই অনঙ্গরতিকে ডাকাইয়া বীরচতুষ্টয়ের অবদানবর্ণনপূর্ব্বক খড়্গাধরকে বিবাহ করিবার জন্য অনঙ্গরতিকে বিশেষনির্ব্বন্ধ করিলে, অনঙ্গরতি অগত্যা সম্মত হইল। এবং গণককে ডাকাইয়া বিবাহের দিনস্থির করিতে বলিল। অনন্তর রাজা মহাবরাহ সুবিজ্ঞগণকে ডাকাইয়া শুভলগ্ন স্থির করিতে আদেশ করিলে, গণক গণনা করিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, কন্যার বিবাহ ভূলোকে হইবে না, কারণ কন্যা শাপভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এবং তিন মাস পরেই ইনি শাপমুক্ত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিবেন। অতএব আমার মতে তিন মাস অপেক্ষা করিয়া বিবাহের আয়োজন করিলে ভাল হয়। গণক এই বলিয়া বিরত হইলে, যুবকগণ তিন মাস অপেক্ষা করিতে সম্মত হইল।

অনন্তর গণকের কথায় সকলে বিশ্বাস করিলে, বীরচতুষ্টয় তিন মাস কাল তথায় অবস্থিতি করিতে সম্মত হইল। ক্রমে তিন মাস কাল অতীত হইলে, রাজা সকলকে ডাকাইয়া দৈবজ্ঞকে কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিবামাত্র, অনঙ্গরতি আপন জাতি স্মরণপূর্ব্বক বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আচ্ছাদিত করিয়া মানুষীতনু পরিত্যাগ করিল। অনন্তর রাজা,ও রাজমহিষী কি হইল,বলিয়া যেমন কন্যার মুখাবরণ খুলিয়া লইলেন, অমনি কন্যাকে প্রাণশূন্য দেখিয়া ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। ক্ষণকাল পরে রাজা চৈতন্যলাভ করিয়া জীবদত্তকে আহ্বান করিয়া অনঙ্গরতিকে বাঁচাইতে অনুরোধ করিয়া, জীবদত্তকেই কন্যাদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

জীবদত্ত তথাস্তু বলিয়া বিন্ধ্যবাসিনীদত্ত বিন্ধ্যাচলে অনঙ্গরতিকে বাঁচাইবার জন্য সমস্ত উপায় প্রয়োগ করিল। কিন্তু কিছুতেই কন্যা জীবিত হইল না, দেখিয়া বিষণ্ণ হইল। পরে বিদ্যার নিস্ফলতা এবং জীবনের নিষ্প্রয়োজনতা স্থির করিয়া, আত্মশিরশ্ছেদনে উদ্যত হইলে, এই আকাশবাণী হইল, "জীবদত্ত! তিনি স্বর্গে গিয়াছেন, অতএব তুমি সাহসে ক্ষান্ত হইয়া পুনর্ব্বার বিন্ধ্যবাসিনীর উপাসনা কর তাঁহার প্রসাদে অবশ্যই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে।"

এই বলিয়া দিব্যবাণী বিরত হইলে, রাজা কন্যার সংস্কার করিয়া শোক-পরিত্যাগ করিলেন, অপ্লরবীরত্রয় যথাস্থানে গমন করিল। জীবদত্ত বিন্ধ্য-বাসিনীর নিকট গমনপূর্ব্বক তদীয় আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলে, বিন্ধ্যবাসিনী তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন " বৎস। হিমালয়স্থ বীরপুর নগরবাসী সমর নামা বিদ্যাধররাজের অনঙ্গরতি নাম্নী মহিষীর গর্ভে অনঙ্গপ্রভা নামে এক কন্যা হয়। সেই কন্যা রূপযৌবনমদে গর্ব্বিত হইয়া কাহাকেও বিবাহ করিতে সম্মত না হওয়ায়, তদীয় পিতামাতা তাঁহার প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া এই শাপ দিয়াছিলেন, মানুষলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া সেখানেও পতিসুখে বঞ্চিত হইবে। এবং ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম কালে মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার স্বর্গে গমন করিবে। খড়্গসিদ্ধ কোন বীরপুরুষ, কোন মুনিকন্যাকে অভিলাষ করায় শাপভ্রষ্ট ও মনুষ্য হইয়া তোমার পতি হইবে, এবং তোমার অনিচ্ছায় তোমাকে মর্ত্ত্যলোকে লইয়া যাইবে। তোমার বিরহে অতিশয় কাতর হইবে। সেই পতি পূর্ব্বজন্মে আটটি স্ত্রীকে অপহরণ করায় আটজন্মের দুঃখ ইহজন্মে ভোগ করিবে। আর মদনপ্রভ নামে যে খেচর তোমাকে প্রার্থনা করিয়াছিল, সে মনুষ্য হইয়া তোমার পতি হইবে। তদনন্তর তুমি শাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিলে, তোমার পতিও খচরত্ব প্রাপ্ত হইয়া তোমার পতি হইবে। এইরূপে অনঙ্গরতি পিতৃশাপনিবন্ধন ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া অদ্য মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতৃসমীপে গমনপূর্ব্বক অনঙ্গপ্রভা নামে বিখ্যাত হইয়াছে। অতএব তুমি বীরপুর নগরে গমনপূর্ব্বক তদীয় পিতাকে সংগ্রামে পরাস্ত করিয়া অনঙ্গপ্রভাকে বিবাহ কর। এই মদ্দত্ত অসি গ্রহণ কর, ইহার প্রভাবে আকাশগমনে সমর্থ হইবে, এবং অজেয় হইবে। এই বলিয়া দেবী তাহাকে খড়্গ প্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন।

"তদনন্তর জীবদত্ত জাগরিত ও গাত্রোত্থান করিল। দেবীর প্রসাদে তপো-পনবাসজনিত শ্রান্তি দূরীভূত করিয়া, দেবীপ্রদত্ত সেই খড়্গহস্তে আকাশমার্গে উত্থিত হইল, এবং হিমালয়ে গমনপূর্ব্বক বীরপুরস্থ অমরের নিকট উপস্থিত হইল। শ্বশুর অমরকে রণে জয় করিয়া প্রিয়া অনঙ্গপ্রভাকে লাভ করিল। পরে

অনঙ্গপ্রভাকে লইয়া ভূতলে যাইবার প্রস্তাব করিলে শ্বশুর অনুমতি দিলেন, অনঙ্গপ্রভা জানিয়াও অনেক কষ্টে যাইতে সম্মত হইল। অনন্তর জীবদত্ত অনঙ্গপ্রভাকে অঙ্কে ধারণ করিয়া নভোমার্গে উত্থিত হইল। অনঙ্গপ্রভার ইচ্ছায় এক রমণীয় পর্ব্বতে অবতীর্ণ হইয়া উভয়ে শ্রান্তিদূর করিল, এবং বিদ্যা প্রভাবে উপস্থিত পানভোজনাদি সম্পন্ন করিয়া অনঙ্গপ্রভাকে কিঞ্চিৎ সঙ্গীত করিতে অনুরোধ করিল। অনঙ্গপ্রভা পতির অনুরোধে মধুরস্বরে ধূর্জ্জটির স্তব করিতে আরম্ভ করিলে, জীবদত্ত নিদ্রিত হইল।

এই অবসরে রাজা হরিবর মৃগানুসরণে পিপাসার্ত্ত হইয়া জলান্বেষণ করিতে ছিলেন, সহসা সেই গীতধ্বনি শ্রবণে হরিণের ন্যায় মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়া একাকী সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং অনঙ্গপ্রভার গীতে মোহিত হইয়া অনঙ্গশরের বশবর্ত্তী হইলেন। অনঙ্গপ্রভাও সহসা রাজাকে দর্শন করিয়া রাজসদৃশ অবস্থায় পতিত হইল, এবং মনে মনে রাজার রূপের প্রশংসা করত তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। রাজা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, অনঙ্গপ্রভা সংক্ষেপে কহিল, আমি বিদ্যাধরী, এবং ইনি খড়্গসিদ্ধ আমার পতি। আমি দর্শনমাত্রই আপনার গুণপক্ষপাতিনী হইয়াছি। এই বলিয়া নিদ্রিত পতিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিবরের নগরে যাইয়া সবিস্তর বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে ইচ্ছা করিল।

অনঙ্গপ্রভার এই অনুরোধে হরিবর কৃতার্থ হইয়া যেন ত্রিভুবনরাজ্য করতলে প্রাপ্ত হইলেন। অনঙ্গপ্রভা এত ত্বরা যে রাজাকে ক্রোড়ে লইয়া আকাশপথে সত্বরগমনে উদ্যত হইল, কিন্তু ভর্তৃদ্রোহ নিবন্ধন তাহার বিদ্যাভ্রষ্ট হইল, এবং পিতৃশাপ স্মরণ করিয়া সহসা বিষণ্ণ হইল। তদ্দর্শনে রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! এখন বিষাদের সময় নহে, এই বলিয়া অনঙ্গপ্রভাকে লইয়া স্বীয়রথে আরোহণপূর্ব্বক স্বনগরে উপস্থিত হইলেন, এবং অনঙ্গপ্রভার সহিত সুখে বাস করিতে লাগিলেন। অনঙ্গপ্রভাও শাপপ্রভাবে পতি ভুলিয়া হরিবরের সহিত তদীয় নগরে বাস করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে জীবদত্ত জাগরিত হইয়া অনঙ্গপ্রভা ও খড়্গ কিছুই দেখিতে

না পাইয়া উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইল, এবং নানাবিধ তর্ক করত শোকে অধীর হইয়া সেই পর্ব্বতে তিন দিনকাল অনঙ্গপ্রভার অনুসন্ধান করিল। তদনন্তর পর্ব্বত হইতে নামিয়া দশদিন বনে বনে অনুসন্ধান করিয়া কুত্রাপি তাহার উদ্দেশ পাইল না। পরে হা দুর্জ্জন বিধে! প্রিয়তমাকে একবার দিয়া আবার খড়্গাসিদ্ধির সহিত কেন হরণ করিলে? এই বলিয়া বিলাপ করত অনাহারে ভ্রমণ করিতে করিতে একটী গ্রামে প্রবেশ করিল, এবং এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইল। সুভগা ব্রাহ্মণী প্রিয়দত্তা জীবদত্তকে আসনে বসাইয়া, "বিরহনিবন্ধন ত্রয়োদশদিন অনাহারে আছেন," বলিয়া পাদপ্রক্ষালন করাইবার জন্য চেটীকে আদেশ করিল। জীবদত্ত এতৎশ্রবণে বিস্মিত হইয়া ভাবিল এখানে কি অনঙ্গপ্রভা আছে, না ইনি কোন অন্তর্যামিনী যোগিনী। এই চিন্তা করিয়া পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক তদ্দত্ত আহারসামগ্রী ভোজন করিল, এবং প্রণাম পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, সুভগে! আপনি আমার বৃত্তান্ত কিপ্রকারে অবগত হইলেন? আমার প্রিয়তমা এবং খড়্গা কোথায় আছে, আপনাকে বলিতে হইবে।

জীবদত্তের এই প্রশ্নে পতিব্রতা প্রিয়দত্তা বলিল, " আমি পতি ভিন্ন অন্য পুরুষকে মনে করি না, এবং সকল পুরুষকেই সহোদর তুল্য জ্ঞান করি। এতদ্ভিন্ন কখন আমার গৃহ হইতে অতিথি পরাঙ্মুখ হয় না। এইজন্য আমি ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান জানিতে পারি। তুমি যৎকালে দীর্ঘকাল নিদ্রিত ছিলে, সেই সময় তোমার প্রিয়াকে রাজা হরিবর স্বনগরে লইয়া গিয়াছেন। উক্ত রাজা অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত এজন্য তাঁহার নিকট হইতে অনঙ্গপ্রভাকে লাভ করা অত্যন্ত কঠিন হইবে। আর তাহা করিলেও সেই কুলটা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া, অন্যত্র গমন করিবে। যৎকালে অনঙ্গপ্রভা হৃত হইয়াছে, সেই সময় সেই খড়্গও দেবীর নিকটগমন করিয়াছে। এই সমস্ত কথা দেবী তোমাকে স্বপ্নে বলিয়াছিলেন; তোমার কি স্মরণ নাই? অতএব এই ভবিতব্য বিষয়ে তোমার অনুতাপ বৃথা হইতেছে, তুমি সেই পাপীয়সীর আগ্রহ পরিত্যাগ কর। তোমার প্রতি অনিষ্টাচরণেই তাহার সমস্ত বিদ্যাভ্রষ্ট হইয়াছে।"

অনন্তর গৃহস্থপত্নীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, জীবদত্তের মোহ দূরীভূত হইল, এবং সে পাপীয়সী অনঙ্গপ্রভার আশ্বাপরিত্যাগপূর্ব্বক বিরক্ত হইয়া বলিল, স্বাধ্বি! পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের ফলেই এই সমস্ত দুঃখ ঘটনা হইতেছে। এই বলিয়া জীবদত্ত সেই সমস্ত পাপের ক্ষালনের জন্য নির্ম্মৎসর হইয়া তীর্থযাত্রায় কৃতসঙ্কল্প হইল।

ইত্যবসরে প্রিয়দত্তার পতি গৃহে আসিয়া জীবদত্তের আতিথ্যবিধান পূর্ব্বক তাহার সমস্ত দুঃখ বুঝাইয়া শান্ত করিলে, জীবদত্ত তীর্থযাত্রায় নির্গত হইল। ক্রমে ভূতলস্থ যাবতীয় তীর্থ পর্যটন করিয়া পুনর্ব্বার সেই বিন্ধ্যবাসিনী দর্শনে গমন করিল; এবং কঠোর তপস্যাদ্বারা দেবীকে পরিতুষ্ট করিলে, দেবী সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন "পুত্র! গাত্রোত্থান কর, পূর্ব্বজন্মে তোমরা পঞ্চচূড়, চতুর্ব্বক্ত্র, মহোদর এবং বিকৃতবদন নামে শিবের চারিটী অনুচর ছিলে। তোমরা একদা গঙ্গাসলিলে বিহার করিতে গিয়া কপিলজট নামক মুনির গঙ্গাস্নান নিরতা শাপলেখানাম্নী কন্যাকে প্রার্থনা করিয়াছিলে, কন্যা নিষেধ করিলে তোমার মিত্রত্রয় নিরস্ত হইল, কিন্তু তুমি নিষেধ না শুনিয়া বলপূর্ব্বক তাহার হস্তধারণ করিলে, ঋষিকন্যা হা তাত! রক্ষা কর। এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তৎশ্রবণে পিতা কন্যার নিকট আগমনপূর্ব্বক তাহার করধারণ দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া "রে পাপিষ্ঠগণ! তোরা এইদণ্ডে মনুষ্যযোনিতে গমন কর" এই শাপ দিলেন। পরে তাহাদের অনুনয়ে শাপমোচনের এই উপায় বলিলেন যে যখন তোমরা রাজকন্যা অনঙ্গবতীকে প্রার্থনা করিবে, সেই সময় পঞ্চচূড়াদি মিত্রত্রয় শাপমুক্ত হইয়া বিদ্যাধরপদ পুনঃ প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু তুমি তাহাকে লাভ করিয়াও হারাইবে। তুমি শাপলেখার করস্পর্শ করিয়া পরদার হরণজন্য বহু পাপ করায় ঘোরতর বিপদে পতিত হইবে। তদনন্তর তোমরা দক্ষিণাপথে জন্মগ্রহণ করিয়া পঞ্চকুটিক, ভাষাঙ্গ, খড়্গধর এবং জীবদত্ত নামে বিখ্যাত হইয়াছিলে, তদনন্তর অনঙ্গরতি নিজ পদ প্রাপ্ত হইলে, পঞ্চচূড়াদি মিত্রত্রয় আমার প্রসাদে শাপমুক্ত হইয়া বিদ্যাধর পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। আর তুমি আমার আরাধনায়

সদ্যঃ নিষ্পাপ হইলে, সম্প্রতি এই অগ্নিদেবতার ধারণা গ্রহণ করিয়া দেহ ত্যাগ কর। এই বলিয়া ধারণা প্রদান পূর্ব্বক দেবী তীরোভূতা হইলেন। তদনন্তর জীবদত্ত সেই ধারণাদ্বারা তনু ত্যাগ করিয়া বহুকালের পর পুনর্ব্বার গণশ্রেষ্ঠ হইলেন।

পাঠক! পরস্ত্রীসঙ্গমে দেবতাদেরও ঈদৃশ দুর্গতি। মনুষ্যের যে কি হয়, তাহা আর কি বলিব। অনন্তর রাজা হরিবর, মন্ত্রী সুমন্ত্রের হস্তে রাজ্যের সমস্ত ভার সমর্পণপূর্ব্বক দিবারাত্র অনঙ্গপ্রভার সহিত আমোদে নিরত হইলেন। একদা মধ্যদেশ হইতে লব্ধবর নামে এক নূতন নাট্যাচার্য্য হরিবরের নিকট উপস্থিত হইল। রাজা, তাহার নৃত্য এবং নাট্যনৈপুণ্য দর্শনে বিশেষ প্রীত হইয়া, তাহাকে অন্তঃপুরের নৃত্যাচার্য্যত্বে নিযুক্ত করিলেন। সকলের মধ্যে অনঙ্গপ্রভাই নৃত্যবিষয়ে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিল। অন্য স্ত্রীরা তাহার অনুরূপ হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। সর্ব্বদা একত্র সহবাস হেতু নাট্যাচার্য্যের সহিত অনঙ্গপ্রভার প্রণয়সঞ্চার হইলে উভয়ে পলায়নপূর্ব্বক বিয়োগপুর নগরে উপস্থিত হইয়া, সুখে বাস করিতে লাগিল।

অনন্তর রাজা হরিবর,অনঙ্গপ্রভার বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া প্রাণত্যাগে উদ্যত হইলে, মন্ত্রিবর সুমন্ত্র অনেক বুঝাইয়া মরণব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিলেন। রাজাও শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজমহিষীর সহিত নিত্য আমোদে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে বিয়োগপুর নগরস্থ সুদর্শন নামা এক দ্যূতকারের সহিত লব্ধবরের বন্ধুত্ব হইলে,এবং দ্যূতক্রীড়ায় সুদর্শনের নিকট সর্ব্বস্বান্ত হইল। অনঙ্গপ্রভা লব্ধবরকে নিঃস্ব দেখিয়া সুদর্শনকে পতিত্বে অঙ্গীকার করিলে, লব্ধবর স্ত্রী এবং ধনে বঞ্চিত হইয়া জটাধারণপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে তপস্বী হইল। এই ঘটনার কিছুদিন পরে সুদর্শনের গৃহে চৌরপ্রবেশ করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিলে, সুদর্শন একেবারে নিঃস্ব হইল। অনঙ্গপ্রভা সহসা পতির এইরূপ অর্থনাশ দেখিয়া অনুতাপ করিতে আরম্ভ করিল। সুদর্শন প্রেয়সীকে আশ্বস্ত করিয়া অনঙ্গপ্রভার সহিত হিরণ্যগুপ্তের নিকট গমনপূর্ব্বক কিছু ঋণ প্রার্থনা করিল। হিরণ্যগুপ্ত অনঙ্গপ্রভার রূপে মোহিত

হইয়া, সাভিলাষ দৃষ্টিক্ষেপ করিলে, অনঙ্গপ্রভা তাহার প্রতি আসক্ত হইল। হিরণ্যগুপ্ত সুদর্শনকে পরদিবস প্রাতঃকালে অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, সে রাত্রি থাকিয়া ভোজন করিতে অনুরোধ করিল। সুদর্শন ভোজন করিতে অসম্মত হইলে, বণিক্ তদীয় পত্নীকে থাকিতে অনুরোধ করিল, এবং অনঙ্গপ্রভাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক আমোদ প্রমোদে মত্ত হইল। সুদর্শন বাহিরেই বসিয়া রহিল। অনেক বিলম্ব দেখিয়া লোক পাঠাইলে, বণিক্, অনঙ্গপ্রভা আহার করিয়া চলিয়া গিয়াছে, এই কথা বলিয়া পাঠাইল; কিন্তু সুদর্শন তাহা মিথ্যা বলিয়া যখন পুনর্ব্বার জেদ করিল, তখন বণিক্ তাহাকে প্রহারপূর্ব্বক বহিষ্কৃত করিয়া দিল।

অনন্তর সুদর্শন বিষণ্ণচিত্তে গৃহে গমনপূর্ব্বক চিন্তা করিল "আমার পাপের ফল ইহজন্মেই লব্ধ হইল। এইরূপ চিন্তা করিয়া ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক বদরিকাশ্রমে গমন করিল, এবং সংসারচ্ছেদকর তপস্যায় নিমগ্ন হইল। এদিকে সেই অনঙ্গপ্রভা পুষ্পান্তরগত ভৃঙ্গীর ন্যায় সেই বণিক্ পতির সহিত সুখভোগ করিতে লাগিল।

একদা হিরণ্যগুপ্ত ধনসঞ্চয় করিয়া অনঙ্গপ্রভার সহিত সুবর্ণভূমি নামকদ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাত্রা করিবার মানসে সাগরতটে উপস্থিত হইয়া সাগরবীর নামক এক ধীবররাজের সহিত মিলিত হইল; এবং উভয়েএক অর্ণবযানে আরোহণপূর্ব্বক যাত্রা করিল। পথিমধ্যে হঠাৎ মেঘ উত্থিত হইল এবং প্রবল ঝড়ের সহিত মুষলধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। অর্ণবযান সমুদ্রের উদ্দাম তরঙ্গে ক্ষণকাল দোলায়িত হইয়া জলমগ্ন হইলে, হিরণ্যগুপ্ত কটিদেশে উত্তরীয় বন্ধনপূর্ব্বক অনঙ্গপ্রভার মুখকমল নিরীক্ষণ করত হা প্রিয়ে! তুমি কোথায় বলিয়া সাগরে পতিত হইল, এবং এক প্রবহনী আশ্রয় করিয়া পাঁচদিনে তীরে উত্তীর্ণ হইল, এবং প্রিয়ার বিরহে দুঃখিত হইয়া স্বগৃহে গমন করিল। এদিকে সাগরবীর অনঙ্গপ্রভার সহিত একফলকোপরি আরোহণ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিল, অনন্তর নভোমণ্ডল মেঘশূন্য ও সাগর শান্ত হইলে, বাহুক্ষেপণী দ্বারা একদিনেই সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া অনঙ্গপ্রভাকে স্বগৃহে

লইয়া গেল। অনঙ্গপ্রভা দাস পতির অতুল ঐশ্বর্য্য দর্শনে তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিয়া, তাহার সহিত বাস করিতে লাগিল।

একদা অনঙ্গপ্রভা হর্ম্ম্যাগ্রে বিচরণ করিতে করিতে পথে বিজয়বর্ম্মা নামক এক রূপবান্ ক্ষত্রিয়কুমারকে দেখিয়া তাহার নিকট গমনপূর্ব্বক উপযাচিকা হইল, সুতরাং বিজয়বর্ম্মা তাহাকে আকাশ পতিতের ন্যায় জ্ঞান করত গৃহে লইয়া গেল। সাগরবীর প্রিয়তমার অভাবে সংসার পরিত্যাগ করিয়া তপস্যাদ্বারা দেহ ত্যাগের মানসে জাহ্নবীতটে গমন করিল। ধীবর হইয়া বিদ্যাধরীসঙ্গমে বঞ্চিত ব্যক্তির এরূপ বৈরাগ্যই সম্ভব বটে। একদা তত্রত্য রাজা সাগরদত্ত করেণুকারোহণে নগর পরিভ্রমণে নির্গত হইলে, অনঙ্গপ্রভা রাজদর্শনে মোহিত হইল, এবং রাজাকে আহ্বানপূর্ব্বক সর্ব্বসমক্ষে করিণী পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাজার ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইল। রাজাও তাহার রূপে মোহিত হইয়া তাহাকে লইয়া গৃহে চলিয়া গেলেন।

বিজয়বর্ম্মা এই সংবাদ শ্রবণমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া নির্গত হইল, এবং রাজভবনে গমনপূর্ব্বক রাজসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। বীরব্যক্তিরা স্ত্রীর ব্যভিচার দর্শন অপেক্ষা প্রাণত্যাগকে সহস্রগুণে শ্লাঘ্য বলিয়া জ্ঞান করেন। যাহা হউক অতঃপর অনঙ্গপ্রভা সাগরদত্তের প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া বাস করিতে লাগিল। কিছুদিনপরে অনঙ্গপ্রভা গর্ভবতী হইয়া এক পুত্র প্রসব করিল। সাগরদত্ত পুত্রের নাম সাগরবর্ম্মা রাখিলেন, এবং পুত্রজন্মনিবন্ধন স্বীয় ঐশ্বর্য্যানুরূপ মহোৎসব প্রদান করিলেন। সাগরবর্ম্মা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে যৌবনাবস্থায় পদার্পণ করিলে, সাগরদত্ত পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তদনন্তর কমলবতীর সহিত পুত্রের বিবাহ দিলেন, এবং পুত্রের গুণে প্রীত হইয়া তাঁহাকে আপন রাজ্য প্রদান করিলেন।

সাগরবর্ম্মা রাজ্যলাভের পর পিতাকে প্রণাম করিয়া দিগ্বিজয় গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিলে পিতা অসম্মত হইলেন। কিন্তু সাগরবর্ম্মা নির্ব্বন্ধাতিশয় দ্বারা পিতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক দিগ্বিজয়ে গমন করিলেন, এবং ক্রমে

সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া হস্তী অশ্ব এবং ধনসমূহ উপার্জ্জন করিয়া গৃহে নিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সাগরদত্ত পুত্রকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া প্রিয়তমার সহিত প্রয়াগে গমন করিলেন। সাগরবর্ম্মাও পিতাকে প্রয়াগে রাখিয়া আসিয়া যথাশাস্ত্র রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন।

একদা ত্রিপুরারি নিশাবসানে সাগরদত্তকে এই স্বপ্ন দিলেন, পুত্র! আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি। অনঙ্গপ্রভা এবং তুমি পূর্ব্বজন্মে বিদ্যাধর মিথুন ছিলে, সম্প্রতি শাপভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অদ্য তোমাদের শাপক্ষয় হইল, কল্যপ্রাতে তোমরা স্বর্গলোকে গমন করিবে। এই বলিয়া ভগবান অন্তর্হিত হইলেন। প্রাতঃকালে রাজা গাত্রোত্থান করিয়া অনঙ্গপ্রভার নিকট, স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, অনঙ্গপ্রভা হৃষ্টচিত্তে কহিল, আর্য্যপুত্র! অদ্য আমি পূর্ব্বজাতি স্মরণ করিলাম, আমি বিদ্যাধরেন্দ্র সমরের কন্যা, পিতৃশাপে ভ্রষ্ট ও বিদ্যাহীন হইয়া মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বিদ্যাধরীভাব বিস্মৃত হইয়াছিলাম, আজ সমগ্র স্মরণ হইল। এই কথা বলিতে বলিতে তদীয় পিতা সমর আকাশ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন, সাগরবর্ম্মা তাঁহাকে প্রণাম করিলে, সমর অনঙ্গপ্রভাকে বলিলেন, পুত্রি! তোমার শাপগত হইয়াছে, অতএব এস, এবং এই বিদ্যা গ্রহণ কর। আহা! তুমি এক জন্মে আট জন্মের ক্লেশ ভোগ করিয়াছ। এই বলিয়া কন্যাকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বিদ্যাদান করিয়া সাগরদত্তকে বলিলেন, আপনি মদনপ্রভনামা বিদ্যাধররাজ, আমি সমর, এবং এই কন্যা অনঙ্গপ্রভা। পূর্ব্বে অনঙ্গপ্রভা রূপমদে মত্ত হইয়া অনেকানেক বরকে অস্বীকার করিয়াছিল। তুমি ইহার যোগ্য পাত্র হইলেও দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ তোমাকেও বিবাহ করিতে সম্মত না হওয়ায় আমি ক্রোধভরে শাপ দিলে, কন্যা ভূতলে মানব যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। আর তুমি গৌরীপতিকে ধ্যান করিয়া,ইনি মর্ত্ত্যলোকেও যেন আমার ভার্য্যা হন, মনে মনে এই প্রার্থনাপূর্ব্বক্ যোগমার্গে বিদ্যাধর তনু পরিত্যাগকরিলে, অনঙ্গপ্রভাও ভূতলে তোমার ভার্য্যা হইয়াছিল। এক্ষণে তোমরা উভয়েই স্বীয় লোকে আগমন কর।

সাগরদত্ত সমরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রয়াগস্থ গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে মানুষ কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক সদ্য মদনপ্রভের রূপধারণ করিলেন, এবং অনঙ্গপ্রভাও বিদ্যাগ্রহণে দীপ্তিমতী হইয়া দিব্য অনঙ্গপ্রভার রূপ ধারণ করিল। তদনন্তর সকলে আহ্লাদিতচিত্তে বিদ্যাধরনগরী বীরপুরে গমন করিলেন। অনন্তর বিদ্যাধরপতি সমর মদনপ্রভের সহিত যথাশাস্ত্র অনঙ্গপ্রভার বিবাহ দিলে, মদনপ্রভ প্রিয়তমার সহিত স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন।

রাজপুত্র! এইরূপে দিব্যগণও স্ব স্ব অবিনয়বশতঃ শাপগ্রস্ত হইয়া নর-লোকে জন্মগ্রহণ করেন, এবং পুনর্ব্বার শাপমুক্ত হইয়া পূর্ব্বসুকৃতিবলে স্বীয় গতি প্রাপ্ত হয়েন। নরবাহন প্রেয়সীর সহিত গোমুখের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

দ্বিপঞ্চাশত্তরঙ্গ।

পরদিবস অলঙ্কারবতীর পার্শ্বস্থ নরবাহনকে মিত্র মরুভূতি বলিলেন, দেব! ঐ যে জটাধারী সন্ন্যাসী চর্ম্মখণ্ডমাত্র পরিধান করিয়া আপনার সিংহ-দ্বারে কি দিবা কি রাত্রি, কি শীত, কি গ্রীষ্ম সর্ব্বদাই নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট আছে, আপনার কি উহার প্রতি দয়া হইবে না। সময়ে অল্পদানও ভাল, অসময়ে বহুদানও কিছু নহে। অতএব এ না মরিতে মরিতে ইহার প্রতি কিঞ্চিৎ দয়া করুন। এই বলিয়া বিরত হইলে, গোমুখ মরুভূতির বাক্যে অনুমোদন করিয়া কহিলেন, সত্য বটে, কিন্তু যতক্ষণ না মনুষ্যের পাপক্ষয় হয়, ততক্ষণ অনুরোধ প্রভু করিলেও তাহাকে দান করিতে অভিলাষী হন না। পাপক্ষয় হইলে, নিষেধ করিলেও প্রভু যত্নপূর্ব্বক অর্থীকে দান করিয়া থাকেন। অতএব সমস্তই মনুষ্যের কর্ম্মায়ত্ত জানিবেন। এই বলিয়া লক্ষদত্তের কথা আরম্ভ করিলেন।

লক্ষপুরনগরে লক্ষদত্তনামে এক রাজা ছিলেন। তিনি লক্ষমুদ্রার কম কখনই দান করিতেন না। এইজন্য তাহার নাম লক্ষদত্ত হইয়াছে। লক্ষ-

দত্তের সিংহদ্বারে লব্ধদত্তনামে এক দরিদ্র সন্ন্যাসী বহুকাল ধরিয়া দিবারাত্রি বসিয়া থাকিত, তথাপি রাজা দয়া করিয়া তাহাকে এক পয়সা প্রদান করিতেন না।

একদা লক্ষদত্ত সশস্ত্রে মৃগয়া যাত্রা করিলে, দ্বারস্থ সন্ন্যাসী ও লগুড়হস্তে তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিয়া সর্ব্বাগ্রে লগুড় দ্বারা নানাবিধ জন্তু বিনাশ করিল। রাজা তাহার পৌরুষ দর্শনে, তাহাকে মহাবীর বলিয়া জানিতে পারিয়াও তাহাকে কিছুই দিলেন না। এবং মৃগয়ান্তে গৃহে আসিলে, সেই সন্ন্যাসীও রাজার পশ্চাৎ আসিয়া পূর্ব্ববৎ সিংহদ্বারে উপবিষ্ট হইল।

অনন্তর একদা দায়াদবর্গের সহিত রাজার বিবাদ উপস্থিত হইল। রাজা সসৈন্যে তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, সেই সন্ন্যাসী রাজসমক্ষে একাকী অসংখ্যবিপক্ষ সৈন্যের প্রাণসংহার করিল। সেই জন্য রাজা জয়লাভে ভূষিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু তাহাকে কিছুই পুরস্কার দিলেন না। এইরূপে পাঁচ বৎসর অতি কষ্টে অতিবাহিত করিলে, একদা লক্ষদত্ত লব্ধদত্তের প্রতি দয়াবান হইয়া তাহাকে কিছু দিবার অভিলাষ করিলেন, এবং তাহার প্রতি কমলা সদয় হইয়াছেন কি না, তাহা দেখিবার জন্য কৌশলে কিছু দিবার বাসনা করিলেন,এবং একটী লিম্বু মধ্যে রত্ন পুরিয়া লব্ধদত্তকে সর্ব্বসমক্ষে আহ্বান করিলে, সে রাজসমক্ষে উপস্থিত হইয়া উপবিষ্ট হইল। তদনন্তর রাজা লব্ধদত্তকে কিছু আবৃত্তি করিতে আদেশ করিলে, সে এই আর্য্যাটি পাঠ করিল—

পূরয়তি পূর্ণমেষা তরঙ্গিনীসংহতিঃ সমুদ্রমিব।
লক্ষীরধনস্যাপুনঃ লোচনমাগেহপি ন য়াতি॥

যেমন নদীসমূহ সমুদ্রকে পূর্ণ করে, তেমনি কমলাও পূর্ণকেই পরিপূর্ণ করেন, কিন্তু নির্ধন ব্যক্তির লোচন পথেও আসেন না। রাজা শ্লোক শ্রবণে সন্তুষ্ট হইলেন, এবং পুনর্ব্বার পাঠ করাইয়া তাহাকে সেই রত্নপূর্ণ লিম্বু প্রদান করিলেন। সন্ন্যাসী রাজদত্ত লিম্বু পুরস্কার দর্শনে দুঃখিত হইল,এবং তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক চলিয়া গেল। সভাস্থ যাবতীয় লোক ইহার যাথার্থ্য না জানিয়া দুঃখিত-

ভাবে পরস্পর এই বলিতে লাগিল যে, রাজা যাহার প্রতি তুষ্ট হন, তাহার দারিদ্র নষ্ট হয়। কিন্তু এই হতভাগ্য সন্ন্যাসীর অদৃষ্টে তাহা ঘটিল না। অতএব হতভাগ্যদিগের নিকট কল্পবৃক্ষ ও পলাশবৃক্ষ হয়।

অনন্তর সন্ন্যাসী, রাজদর্শনার্থ আগত রাজবন্দী নামা এক ভিক্ষুকে বস্ত্র-বিনিময় দ্বারা সেই রাজদত্ত মাতুলুঙ্গটি দান করিল। সে রাজসমীপে গমন করিয়া, তাহা রাজাকে উপহার দিল। রাজা বুঝিয়াও লিম্বুক প্রাপ্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে সন্ন্যাসীর নাম করিল। রাজা তৎশ্রবণে বিস্মিত হইয়া অদ্যাপি এই কার্পটিকের পাপক্ষয় হয় নাই। এই বলিয়া ভিক্ষুদত্ত সেই লিম্বুটি গ্রহণ পূর্ব্বক স্নানাদি করিতে গাত্রোত্থান করিলেন।

পর দিবস প্রাতঃকলে সভাস্থ হইয়া রাজা পুনর্ব্বার সেই সন্ন্যাসীকে ডাকিয়া পার্শ্বে বসাইলেন, এবং সেই শ্লোকটি পাঠ করাইয়া পুনর্ব্বার সেই লেবুটি প্রদান করিলেন। সন্ন্যাসীও তাহা গ্রহণ করিয়া বহির্গত হইলে, রাজার এইরূপ বৃথা অনুগ্রহ দর্শনে পারিষদ্বর্গ অসন্তুষ্ট হইল। অনন্তর রাজ-দর্শনার্থ আগত এক বিষয়ীকে বস্ত্রযুগল বিনিময়ে সেই লিম্বুকটি প্রদান করিল। পরে সেও অন্যান্য দ্রব্যের সহিত রাজাকে উপহার দিল। রাজা দর্শনমাত্র প্রাপ্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং তাহার নিকট শুনিলেন, যে সে রাজদ্বারস্থ সন্ন্যাসীর নিকট পাইয়াছে।

রাজা তৎশ্রবণে দুঃখিত হইলেন, এবং তাহার প্রতি অদ্যাপি লক্ষ্মীর বৈমুখ্য চিন্তা করত গাত্রোত্থান করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর দুর্ভাগ্য সন্ন্যাসী সেই বস্ত্রযুগলের একখণ্ড আপণে বিক্রয় কবিয়া আহারাদি করিল, দ্বিতীয় খণ্ড ছিঁড়িয়া পরিধেয় বস্ত্র করিল। তৃতীয় দিবসে রাজা পুন-র্ব্বার সন্ন্যাসীকে আহ্বান করিয়া সেই রত্নপূর্ণ মাতুলুঙ্গটি তাহাকে প্রদান করিলে, সভাস্থ লোক পূর্ব্ববৎ বিষণ্ণ হইল। সন্ন্যাসী রাজসভা হইতে বহির্গত হইয়া সেই বীজপূরকটি রাজার বারবিলাসিনীকে প্রদান করিল। বারবনিতা তুষ্ট হইয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ স্বর্ণ পারিতোষিক দিলে সন্ন্যাসী পারিতোষিক লাভে সন্তুষ্ট ও সুখী হইল।

অনন্তর সেই বারাঙ্গনা রাজার নিকট গমন করিয়া সেই রমণীয় ফলটি রাজাকে উপহার দিলে, রাজা গ্রহণ করিলেন, এবং বুঝিয়াও প্রাপ্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, গণিকা কহিল, সন্ন্যাসীর নিকট পাইয়াছে। রাজা সন্ন্যাসীর প্রতি কমলার নিতান্ত বৈমুখ্য চিন্তা করত গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্নানাদি করিতে গেলেন।

চতুর্থ দিবসে, রাজা সভাষদগণ পরিপূর্ণ সভায় উপবিষ্ট হইয়া সেই সন্ন্যাসীকে আহ্বানপূর্ব্বক সেই ফলটি যেমন তাহার হস্তে প্রদান করিলেন, অমনি পতিত হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল,এবং তাহার অভ্যন্তর হইতে রাজরক্ষিত রত্নবহির্গত হইল। এতদ্দর্শনে রাজসভাস্থসমস্ত লোক বিস্মিত হইয়া কহিল,মহারাজ! আমরা এতদিন ইহার যাথার্থ্য না জানিয়া মহারাজের বৃথা অনুগ্রহ বিবেচনা করত ভ্রম প্রমাদে পতিত হইয়াছিলাম। যাহাহউক মহারাজের অনুগ্রহ এইরূপই বটে।

তখন রাজ বলিলেন, লক্ষ্মী কত দিনে এই পাপিষ্ঠকে দর্শন প্রদান করেন, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য আমি উক্তরূপ কৌশল করিয়াছিলাম। দেখিলাম তিন দিনের পর আজ উহার প্রতি সানুকূল হইয়া তাহাকে দর্শন দিয়াছেন। বোধ হয় এত দিনে উহার পাপক্ষয় হইল। এই বলিয়া নরপতি লক্ষদত্ত সন্ন্যাসীকে অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া সামন্ততুল্য ধনশালী করিয়া দিলেন। এতদ্দর্শনে সভাস্থ যাবতীয় লোক, ধন্য ধন্য বলিয়া রাজার প্রশংসা করিতে লাগিল। তদনন্তর রাজা গাত্রোত্থান করিলে, সন্ন্যাসী লব্ধদত্ত কৃতার্থ হইয়া স্বীয় আবাসে গমন করিল।

যুবরাজ! পাপক্ষয় না হইলে প্রভুরাও ভৃত্যের প্রতি প্রসন্ন হন না। দুরদৃষ্ট সত্বে সহস্র কষ্ট স্বীকার করিলেও প্রভুর প্রসাদ লাভ করা যায় না। অতএব বোধ হইতেছে, সেইরূপ এই সন্ন্যাসীরও পাপক্ষয় অদ্যাপি হয় নাই, নচেৎ প্রভু অবশ্যই ইহার প্রতি প্রসন্ন হইতেন।

যুবরাজ নরবাহনদত্ত গোমুখের মুখে সন্ন্যাসীর কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করিলেন, এবং সেই সন্ন্যাসীকে আহ্বানপূর্ব্বক তাহাকে

অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান কবিয়া দ্বিতীয় রাজা করিয়া দিলেন। পাঠক! কৃতজ্ঞ এবং সৎস্বভাব সম্পন্ন প্রভুর সেবা কদাচ নিষ্ফল হয় না।

একদা দাক্ষিণাত্যবাসী প্রলম্ববাহু নামা এক বীর ব্রাহ্মণ নরবাহনদত্তের দিগন্তব্যাপী যশঃসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক প্রত্যহ এক শত সুবর্ণমুদ্রা বৃত্তি প্রার্থনা করিল। যুবরাজ শ্রবণমাত্র প্রলম্ববাহুর এই প্রার্থনা তদ্দণ্ডে পূরণ করিলে, গোমুখ তাঁহার প্রশংসা করিয়া এই কথা আরম্ভ করিলেন ——

বিক্রমপুরস্থ বিক্রমতুঙ্গ নরপতির বীরবর নামা এক সেবাসহচর ছিল। তাহার ধর্ম্মবতী পত্নী, বীরবতী কন্যা, এবং সত্ত্বর নামা এক মাত্র পুত্র ছিল। বীরবর রাজার নিকট পাঁচশত দীনার প্রাত্যহিক বেতন প্রার্থনা করিলে, রাজা গুণবান্ তাহাকে তাহাই স্বীকার করিলেন, এবং সেই মুদ্রা, সে নিত্য কিসে ব্যয় করে, তাহা জানিবার জন্য চার নিযুক্ত করিলেন। চর অনুসন্ধান-দ্বারা জানিয়া বলিল, সে ঐ পাঁচশত দীনারের একশত দীনার ভোজনা-দির জন্য স্ত্রীর হস্তে সমর্পণ করে, দুই শত হরিহরাদির পূজার জন্য বস্ত্র মাল্যাদি ক্রয় করে, এবং ব্রাহ্মণ দরিদ্রদিগের অর্থে দুই শত ব্যয় করিয়া স্নানা-হ্নিকাদি সমাপণপূর্ব্বক দিবারাত্রি সিংহদ্বারে উপবিষ্ট থাকে। তৎশ্রবণে রাজা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া চারদিগকে নিষেধ করিয়া দিলেন।

একদা ঘোরতর মেঘ আসিয়া ঝঞ্ঝাবাত বজ্রাঘাতের সহিত মুষলধারায় অন-বরত বৃষ্টি আরম্ভ হইলে পৃথিবী আপ্লাবিত হইল। তজ্জন্য প্রাণিমাত্রে গৃহা-ভ্যন্তরে থাকিয়াও সশঙ্কিত হইল। কিন্তু বীর বীরবর সেই সিংহদ্বারেই নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিল। রাজা বিক্রমতুঙ্গ প্রাসাদ হইতে বীরবরকে একাকী সিংহদ্বারে উপবিষ্ট দেখিয়া তাহার সাহসকে ধন্যবাদপ্রদান করিলেন, এবং বীরবরকে সমধিক উচ্চপদের যোগ্য বলিয়া স্থির করিলেন।

ইত্যবসরে দূর হইতে স্ত্রীলোকের রোদনধ্বনি রাজার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে, রাজা বীরবরকে তাহার অনুসন্ধানার্থ প্রেরণ করিলেন, এবং স্বয়ং খড়্গহস্তে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে আরম্ভ করিলেন। বীরবর সেই সূচীভেদ্য

অন্ধকার ভেদ করিয়া সেই রোদনের অনুসরণকরত এক সরোবরে উপস্থিত হইয়া দেখিল, একটী স্ত্রী, হা নাথ! হা দয়ালো! হা বীর! আমাকে অনাথিনী করিয়া কোথায় যাইবে, এই বলিয়া রোদন করিতেছে। বীরবর ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া রোদনের কারণ জিজ্ঞাস্য করিলে, স্ত্রী কহিল, আমি ত্রিকালজ্ঞ পৃথিবী, ধার্ম্মিক রাজা বিক্রমতুঙ্গ আমার পতি; তৃতীয় দিবসে সেই পতির অবধারিত মৃত্যু হইবে। অতএব তাদৃশ পতি আর আমি কোথায় পাইব, এই জন্য শোক করিতেছি।

এই বলিয়া মেদিনী বিরত হইলে, বীরবর রাজার মৃত্যু নিবারণের উপায় জিজ্ঞাসা করিল। বসুন্ধরা বলিলেন বৎস! চণ্ডিকার নিকট বীরবরের পুত্র সত্ত্বরকে বলিপ্রদান করিলেই রাজা বাঁচিবেন। বীরবর, তথাস্তু বলিয়া বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে চলিয়া গেলে, বসুন্ধরাও অন্তর্হিত হইলেন।

বীরবর একায়েক গৃহে আসিয়া শিশু সত্ত্বরকে জাগাইয়া বসুন্ধরার আদেশ বর্ণন করিলে, সত্ত্বর আহ্লাদসহকারে সম্মত হইল। বীরবর পুত্রের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া সত্ত্বরকে স্কন্ধে, এবং তদীয় ভার্য্যা ধর্ম্মবতী, তনয়া বীরবতীকে পৃষ্ঠে গ্রহণপূর্ব্বক চণ্ডীগৃহে যাত্রা করিল। রাজা বাহিরে থাকিয়া বীরবরের এই সমস্তব্যাপার নিরীক্ষণ করত বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বীরবর চণ্ডীগৃহে উপস্থিত হইয়া সত্ত্বরকে নামাইল, এবং দেবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া এই নিবেদন করিল, দেবি! এই মস্তকোপহার দ্বারা আমাদের রাজা বিক্রমতুঙ্গের প্রাণ রক্ষা হউক, এবং তিনি নিষ্কণ্টকে রাজ্যপালন করুন। এই বলিয়া, এবং ধন্যপুত্র, বলিয়া ধৈর্য্যরাশি সত্ত্বরের হস্তাকর্ষণপূর্ব্বক তাহার শিরশ্ছেদন করিল, এবং রাজার মঙ্গল করুন বলিয়া সেই মস্তক দেবীর সমক্ষে প্রদান করিল।

এই ঘটনার পর এই আকাশবাণী হইল, ধন্য বীরবর, তুমিই ধন্য! তুমি প্রভুর মঙ্গলের জন্য পুত্রের শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক দেবীকে প্রীত করিয়া প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছ; অথবা প্রভুভক্ত ব্যক্তির কি পুত্র, কি আত্মা কিছুতেই স্পৃহা থাকে না। রাজা এই সমস্ত ব্যাপার চাক্ষুস দেখিয়া এবং

শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তদনন্তর বীরবরের বালিকা তনয়া বীরবতী ভ্রাতৃ-বিয়োগে অধীর হইয়া সেই ছিন্ন মস্তক আলিঙ্গন এবং চুম্বনপূর্ব্বক, হা ভ্রাতঃ! বলিয়া চীৎকারপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিল। অনন্তর বীরবরের ভার্য্যা ধর্ম্মবতীএই-রূপে কন্যারও বিনাশ দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে করুণস্বরে বীরবরকে বলিল, নাথ! রাজার তো মঙ্গল হইল, এক্ষণে আমাকে অনুমতি করুন, আমি অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা প্রাণত্যাগ করিব। যখন অজ্ঞান এই বালিকা ভ্রাতৃশোকে প্রাণত্যাগ করিল, তখন আর আমার বাঁচিয়া থাকা কোন প্রকারেই শোভা পায় না। পত্নীর এই কথা শুনিয়া বীরবর কহিল, প্রিয়ে! পুত্র শোকময় এই সংসারে তোমার যে কোন সুখ হইবে না, তাহা যথার্থই বটে, অতএব তুমিও অগ্নি প্রবেশ করিয়া শীতল হও। ক্ষণকাল অপেক্ষা কর আমি তোমার জন্য চিতা প্রস্তুত করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া বীরবর সেই চণ্ডীক্ষেত্রে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া এক চিতা নির্ম্মাণ করিয়া প্রজ্জ্বালিত করিলে ধর্ম্মবতী পতির চরণে প্রণাম করিয়া, আর্য্যপুত্র! জন্মান্তরেও যেন আপনি আমার পতি হয়েন, রাজার মঙ্গল হউক, এই বলিয়া প্রজ্জ্বলিত চিতায় দেহক্ষেপ করিল।

রাজা বিক্রমতুঙ্গ এই লোমহর্ষণ ব্যাপার অবলোকন করিয়া, কিসে বীরবরের নিকট ঋণমুক্ত হইবেন, সেই চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। ধীরচেতা বীরবর এই রূপে স্বামিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া চিন্তা করিল, আমি সর্ব্বস্ব দানদ্বারা স্বামিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া ভর্ত্তৃপিণ্ডের আনৃণ্যলাভ করিলাম, এবং দিব্য বাক্যও শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে একমাত্র জীবনের ভরণপোষণ করিলে আত্মম্ভরিত্ব মাত্র প্রকাশ পাইবে। অতএব স্বীয় জীবনদ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিয়া জীবনের সাফল্য বিধান করি। এই স্থির করিয়া অশেষ প্রকারে চণ্ডিকার স্তব করিয়া যেমন আত্ম শিরশ্ছেদনে উদ্যত হইল, অমনি এই দিব্য বাণী উত্থিত হইল, পুত্র! আত্মশিরশ্ছেদনে নিবৃত্ত হও, তোমার অলৌকিক বীরত্বে আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাই তোমাকে দিব।

এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া বীরবর আত্মশিরচ্ছেদনে বিরত হইয়া কহিল,

দেবি! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই রাজা বিক্রমতুঙ্গকে শতায়ু করিয়া আমার পুত্র কন্যা এবং পত্নীকে জীবিত করুন। তদনন্তর (তথাস্তু) এই দৈব বাণী পুনর্ব্বার উত্থিত হইলে, সকলে অক্ষতশরীরে গাত্রোত্থান করিল। বীরবর কন্যাকে জীবিত দেখিয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল। পরে সপরিবারে দেবীকে প্রণামপূর্ব্বক গৃহে প্রস্থান করিল, এবং সকলকে গৃহে রাখিয়া পুনর্ব্বার যাইয়া সিংহদ্বারে উপবিষ্ট হইল।

এদিকে বিক্রমতুঙ্গও এই সমস্ত ব্যাপার দর্শনে হৃষ্ট ও বিস্মিত হইলেন, এবং অলক্ষিতভাবে যাইয়া রাজপ্রাসাদে আরোহণ করিলেন এবং ক্ষণকাল পরে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, সিংহদ্বারে কে আছে? এতৎ শ্রবণে বীরবর কহিল, প্রভো আমি আছি, মহারাজ! যে স্ত্রীর অনুসন্ধান করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, সে দেবতার ন্যায় একবার দৃষ্ট হইয়া পুনবায় অদৃষ্ট হইল। সর্ব্ববৃত্তান্তদর্শী রাজা বীরবরের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন, এবং একাকী এই চিন্তা করিলেন, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! এতাদৃশ অলৌকিক পুরুষ প্রকৃতি কস্মিন্‌কালে দৃষ্টিগোচব হয় নাই। বীরবর এতাদৃশ প্রশংসনীয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াও এক বার তাহা মুখে ও উল্লেখ করিল না। সাগর, গম্ভীর, বিশাল এবং মহাসত্ত্ব হইলেও বায়ুসঞ্চারে ক্ষুভিত হয়, কিন্তু এই বীরবর কিছুতেই ক্ষুভিত হয় না। এক্ষণে আমি কি করি, যে সপরিবারে জীবন প্রদান করিয়া আমার প্রাণ দান দিয়াছে, তাহার প্রত্যুপকার যে কিসে সাধিত হইবে, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিনা।

এই চিন্তা করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক রাত্রিযাপন করিলেন। প্রভাতমাত্র রাজসভায় উপবিষ্ট হইয়া সর্ব্বসমক্ষে বীরবরকে আহ্বান করিয়া সেই অদ্ভুত রাত্রি বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, তৎশ্রবণে লোকে বীরবরের ভূয়সী প্রসংশা করিতে লাগিল। রাজা সর্ব্বসমক্ষে সপুত্র বীরবরের মস্তকে সম্মানসূচক পট্টবন্ধ প্রদানপূর্ব্বক তাহাকে অগাধ সম্পত্তি প্রদান করিলে, বীরবর দ্বিতীয় রাজা হইয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

গোমুখ এই কথা বর্ণন করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, যুবরাজ! আপনার

সিংহদ্বারোপবিষ্ট এই প্রলম্ববাহুও সেইরূপ সর্ব্বগুণ সম্পন্ন কোন মহাত্মা হইবে, এবং ইহার আকৃতি প্রকৃতি দর্শনেও বোধ হইতেছে,যে একজন সামান্য লোক নহে। নরবাহনদত্ত গোমুখের মুখে এই মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তরঙ্গ।

একদা নরবাহনদত্ত রথারোহণপূর্ব্বক গোমুখের সহিত মৃগয়া যাত্রা করিলে, সন্ন্যাসী প্রলম্ববাহুও তাঁহার অগ্রে অগ্রে অশ্বাদি অতিক্রমপূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে ধাবমান হইতে লাগিল। যুবরাজ রথারোহণে বাণদ্বারা সিংহ ব্যাঘ্রাদি বিনাশ করিলে, প্রলম্ববাহু পাদচারে অসিমাত্রহস্তে সেই সকলকে বিনষ্ট করিতে লাগিল। যুবরাজ প্রলম্ববাহুর অসাধারণ সৌর্য্য দর্শনে বিস্মিত হইলেন। পরে মৃগয়া জন্য পরিশ্রমে অতিশয় তৃষ্ণাকুল হইয়া যুবরাজ জলান্বেষণ করিতে করিতে দূরবর্ত্তী মহাবনে প্রবেশ করিলেন, এবং উৎফুল্ল স্বর্ণ কমলে সুশোভিত এক অপূর্ব্ব সরোবর অবলোকন করিলেন। ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া সকলে সেই সরোবরে স্নান করিয়া জলপান করিলেন।

তদনন্তর যুবরাজ দিব্যাভরণভূষিত চারিটী পুরুষকে পদ্মচয়ন করিতে দেখিয়া তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইলে, তাঁহারা পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবরাজ আপন পরিচয় প্রদান করিলে, তাঁহারা বলিলেন, সাগরমধ্যস্থ নারিকেল দ্বীপে মৈনাক, বৃষভ, চক্র এবং বলাহক নামে যে চারিটী পর্ব্বত আছে, সেই পর্ব্বত চতুষ্টয়ে আমাদের বাস। আমাদিগের একের নাম রূপসিদ্ধি, দ্বিতীয়ের নাম প্রমাণসিদ্ধি, তৃতীয়ের নাম জ্ঞানসিদ্ধি এবং চতুর্থের নাম দেবসিদ্ধি। রূপসিদ্ধি নানারূপধারী, প্রমাণসিদ্ধি বৃহৎ এবং সূক্ষ্ম পরিমাণ সাধনে সমর্থ, জ্ঞানসিদ্ধি কালত্রয়দর্শী এবং দেবসিদ্ধি সর্ব্বদেবতা সিদ্ধ। আমরা শ্বেতদ্বীপস্থ ভগবান বিষ্ণুর ভক্ত এবং তাঁহারই কৃপায় ঐ সকল পর্ব্বতে আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছি। সংপ্রতি তাঁহার আরাধনার্থ পদ্ম

চয়নে আসিয়াছি, এক্ষণে সেই দ্বীপে গমন করিব। যদি আপনার ভগবানকে দর্শন করিতে ইচ্ছা থাকে তবে, আমাদের সহিত আসুন, বিমানমার্গে আপনাকে তথায় লইয়া যাইব। দেবকুমারদিগের এই প্রস্তাবে যুবরাজ সম্মত হইলেন, এবং গোমুখাদিকে সেই সরোবরে অপেক্ষা করিতে আদেশ করিয়া তাঁহাদের সহিত শ্বেত দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। এবং ভগবান বিষ্ণুর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তদীয় ভক্ত নারদ সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব এবং বিদ্যাধরগণ প্রণাম করিতে আসিয়াছেন, যুবরাজ গরুড়াসন ভগবানকে দর্শন করিয়া ভগবানের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান যুবরাজের স্তবে তুষ্ট হইয়া এই বলিয়া নারদকে ইন্দ্রের নিকট যাইতে আদেশ করিলেন। আমি পূর্ব্বে ক্ষীরসাগরসম্ভূত যে কয়েকটী উৎকৃষ্ট অপ্সরা দেবরাজের নিকট ন্যাসস্বরূপ রাখিয়াছি, তুমি সত্বর যাইয়া ইন্দ্রের নিকট হইতে সেই অপ্সরাদিগকে এখানে পাঠাইয়া দিবে। নরবাহনদত্ত! তুমি ভাবি বিদ্যাধর চক্রবর্ত্তী এবং ইহাদের যোগ্য পতি কন্দর্পের অংশজাত বলিয়া তোমাকে ঐ অপ্সরাগুলি প্রদান করিলাম। নরবাহন হরির এইরূপ অনুগ্রহে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

তদনন্তর দেবরাজ হরির আদেশে সেই অপ্সরাগণকে মাতলি দ্বারা প্রেরণ করিয়া, এই বলিয়া দিলেন, যে স্বর্গবণিতাদিগকে শ্বেতদ্বীপস্থ নরবাহনদত্তের হস্তে সমর্পণ করিবে এবং তিনি যে পথে রাজধানী যাইতে ইচ্ছা করেন, সেই পথে পৌঁছিয়া দিয়া আসিবে। মাতলি তাহাই করিলে, যুবরাজ অপ্সরাগণের সহিত রূপসিদ্ধি প্রভৃতির অনুরোধে পুষ্পকে আরোহণপূর্ব্বক নারিকেল দ্বীপে উপস্থিত হইলেন, এবং চারি দিবস তথায় বাস করিলেন। ইত্যবসরে তত্রস্থ পর্ব্বত চতুষ্টয়ে ভ্রমণ করিয়া যাবতীয় দ্রষ্টব্য বস্তু দর্শনপূর্ব্বক পরিশেষে রূপসিদ্ধি প্রভৃতির নিকট বিদায় হইলেন। পরে পুষ্পকে আরোহণপূর্ব্বক সেই সরোবরতটে গোমুখাদির নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং গোমুখাদিকে সত্বর করিয়া যাইতে আদেশ করিয়া, স্বয়ং মাতলির রথে কৌশাম্বী নগরে উপস্থিত হইলেন। পরে সম্মানপুরঃসর মাতলিকে বিদায় দিলেন। অনন্তর স্বর্গবনিতাদিগকে গৃহে

রাখিয়া পিতামাতাকে প্রণাম করিতে গেলে, পিতামাতা পুত্রের আগমনে পরম সন্তুষ্ট হইলেন।

তদনন্তর গোমুখ প্রলম্ববাহুর সহিত কৌশাম্বী নগরে উপস্থিত হইলে, রাজা তৎপ্রমুখাৎ নরবাহনের প্রতি ভগবানের তাদৃশ অনুগ্রহ শ্রবণ করিয়া প্রীত হইলেন, এবং তদুপলক্ষে মহামহোৎসব প্রদান করিলেন। তদনন্তর গোমুখ রাজাকে বন্দনা করাইবার জন্য দেবরূপাদি হরিপ্রদত্ত সুরসুন্দরী চতুষ্টয়কে দাসীগণসহ আনয়ন করিলে, রাজা তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলেন। কৌশাম্বী নগরী অপ্সরসমাগমে স্বর্গপুরী তুল্য হইয়া রক্তপতাকা এবং সিন্দূরদ্বারা সুশোভিত হইল। পরে নরবাহনদত্ত বিরহকৃশা অন্যান্য প্রেয়সীদিগকে সম্ভাষণাদি দ্বারা সংবর্দ্ধনা করিলে, তাঁহারা স্ব স্ব বিরহবেদনা বর্ণন করিয়া সুখী হইলেন। তদনন্তর গোমুখ প্রলম্ববাহুর সেই সেই পরাক্রম বর্ণন করিলেন।

একদা যুবরাজ অলঙ্কারবতীর গৃহে গোমুখাদির সহিত বসিয়া আছেন, এমন সময় তূর্য্যধ্বনি শ্রবণ করিলেন, এবং তূর্য্যধ্বনির কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিলে, হরিশিখ বহির্গমনপূর্ব্বক তদন্ত জানিয়া পুনঃ প্রবেশ করিলেন, এবং বলিলেন, দেব! এই নগরস্থ রুদ্র নামা বণিক সুবর্ণ দ্বীপে বাণিজ্য করিয়া বাণিজ্যান্তে গৃহে আসিতে ছিল। দৈবাৎ যানভঙ্গ হইয়া সর্ব্বস্ব জলনিধির উদরসাৎ হইলে বণিক একাকী বাঁচিয়া আজ ছয় দিবস হইল গৃহে আসিয়াছে। ধনশোকে কয়েক দিন ম্লানভাবে থাকিলে, বিধাতার কৃপায় স্বীয় উদ্যানে প্রচুর ধন প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই সংবাদ তদীয় দায়াদ-গণ মহারাজকে শুনাইলে, সেই বণিক মহারাজের নিকট আসিয়া সমস্ত অর্থ প্রভু চরণে প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হইল। কিন্তু মহারাজ তাহার সম্পত্তি নাশ শ্রবণে দুঃখিত হইয়া উক্ত লব্ধ ধন রুদ্রদত্তকেই ভোগ করিতে আদেশ করিয়াছেন। সেই জন্য উক্ত বণিক রাজচরণে পতিত হইয়া আহ্লাদিতচিত্তে তূর্য্য-ধ্বনি করত গৃহে প্রবেশ করিতেছে।

এতৎ শ্রবণে যুবরাজ পিতার অসামান্য ধার্ম্মিকতার প্রশংসা করত বিস্মিত

হইয়া কহিলেন, কি আশ্চর্য্য? বিধাতা একবার অর্থহরণ করিয়া পুনর্ব্বার যে প্রদান করেন, সে কেবল তাঁহার ক্রীড়াবিলসিত মাত্র। ইহা শুনিয়া গোমুখ বলিলেন বিধাতার এইরূপই গতি।

পূর্ব্বকালে হর্ষনগরে সমুদ্রশূর নামে এক সমৃদ্ধ এবং ধার্ম্মিক বণিক বাস করিত। সে একদা বাণিজ্যার্থে সুবর্ণদ্বীপে গমন করিল; এবং সমুদ্রতটে উপস্থিত হইয়া এক সমুদ্রযানে আরোহণ করিল। পথমধ্যে মেঘ উঠিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইলে, তরঙ্গাঘাতে যান ভগ্ন হইল। সমুদ্রশূর ঝম্পপ্রদানপূর্ব্বক সমুদ্রে পড়িয়া এক মৃতশব আশ্রয় করিল, এবং অনুকূল বায়ুভরে ভাসিয়া গিয়া সুবর্ণদ্বীপের উপকূলে উপস্থিত হইল। সমুদ্রশূর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া শবের পরিধেয় বস্ত্র মধ্যে একগাছি বহুরত্নাঢ্য বহুমূল্য স্বর্ণময় কণ্ঠাভরণ প্রাপ্ত হইয়া সাগর বিনষ্ট নিজ ধনকে তুচ্ছজ্ঞান করত পরমাহ্লাদিত হইল। পরে স্নান করিয়া কলস নগরাভিমুখে যাত্রা করিল। যাইতে যাইতে সম্মুখে এক দেবালয় দেখিয়া তথায় প্রবেশ করিল, এবং তত্রত্য এক বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া ভ্রান্তিবশতঃ নিদ্রিত হইল। নিদ্রাকালে সেই সৌবর্ণ কণ্ঠভূষণটি তাহার হস্তেই ছিল, এবিধায় রাজপুরুষগণ সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তদীয় হস্তে রাজকন্যা চক্রসেনার সেই অপহৃত আভরণ দেখিয়া তাহাকে চোর বলিয়া ধরিল। এবং রাজসমীপে লইয়া গেল। রাজা তাহাকে পীড়ন করিলে, সে যথাঘটিত বৃত্তান্তই বর্ণন করিল, কিন্তু রাজা মিথ্যাজ্ঞানে সেই আভরণ হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক সভ্যগণকে যেমন দেখাইবেন, অমনি আকাশ হইতে এক গৃধ্র পতিত হইয়া সেই হার হরণ করিল। তদ্দর্শনে বণিক রোদনকরত মনে মনে মহাদেবের শরণাগত হইল। কিন্তু রাজা তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া এককালে বধের আজ্ঞা প্রদান করিলে, সহসা এই আকাশবাণী হইল, মহারাজ! উহাকে বিনাশ করিবেন না। এব্যক্তি হর্ষপুরবাসী সমুদ্রশূর নামা বণিক, অতিশয় সচ্চরিত্র, কার্য্যবশতঃ আপনার রাজ্যে আসিয়াছে। ঐ আভরণ রাজকন্যারই বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি উহা অপহরণ করিয়াছিল, সে নগর রক্ষকের ভয়ে রাত্রিযোগে সমুদ্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বাণিজ্য যাত্রাকালে

যানভঙ্গ হওয়াতে এই বণিক সাগরে পতিত হইয়াছিল। দৈবাৎ সেই চৌরের ভাসমান মৃতদেহ প্রাপ্ত হইয়া তাহার আশ্রয়ে সাগরে উত্তরণপূর্ব্বক আপনার রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছে, এবং সেই শবের বস্ত্র মধ্যে উক্ত আভরণ পাইয়াছে। অতএব উহাকে না মারিয়া সম্মানপূর্ব্বক বিদায় দিউন।

এই বলিয়া দৈববাণী বিরত হইলে রাজা বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন, এবং সমুদ্রশূরকে বধমুক্ত করিয়া ভূরি ভূরি অর্থদানের সহিত সম্মানপূর্ব্বক বিদায় দিলেন। সমুদ্রশূর এইরূপে অর্থলাভ করিয়া তদ্দ্বারা বাণিজ্য দ্রব্য ক্রয় করিল, এবং নির্ব্বিঘ্নে সমুদ্র পার হইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। পথ মধ্যে সার্থবাহগণের সহিত মিলিত হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক অটবী মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং তরুমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ক্রমে সকলেই নিদ্রিত হইল, সমুদ্রশূর জাগিয়া রহিল। গভীর রাত্রে সহসা দুর্জ্জয় চৌরগণ পড়িয়া সার্থবাহগণকে হতাহত করিতে আরম্ভ করিলে, সমুদ্রশূর সর্ব্বস্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল, এবং অলক্ষিতভাবে এক বটবৃক্ষে আরোহণ করিল। চৌরসেনা সর্ব্বস্বহরণপূর্ব্বক চলিয়া গেলে, সমুদ্রশূর সেই বৃক্ষেই রাত্রিযাপন করিল। প্রভাত হইলে সেই তরুস্কন্ধস্থ এক কোটরাভ্যন্তরে দেদীপ্যমান এক পক্ষিকুলায় দেখিয়া তাহার নিকট গমনপূর্ব্বক দেখিল, তাহার সেই কণ্ঠভূষণ, যাহা ইতিপূর্ব্বে রাজসভায় রাজার হস্ত হইতে গৃধ্র কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিল। দেখিবামাত্র সমুদ্রশূরের স্মরণ হইল, এবং তাহা গ্রহণপূর্ব্বক বৃক্ষ হইতে নামিয়া সানন্দচিত্তে স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। গৃহে পৌঁছিয়া স্বজনবর্গের সহিত পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিল। দেব! বিধির যে কি অনির্ব্বচনীয় বিলসিত, তাহা সমুদ্রশূরের এই ব্যাপারেই বুঝিয়া লউন। সুকৃতী ব্যক্তি নানা দুঃখ ভোগ করিয়াও পরিণামে সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। গোমুখ এই বলিয়া কথা সমাপন করিলে নরবাহনদত্ত গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্নানাদি করিতে গেলেন।

পরদিবস সকলে উপবিষ্ট হইলে, গোমুখ কহিলেন, প্রভো! হস্তিনাপুরে সমরবাল নামে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন এক রাজা ছিলেন। তদীয় রাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী

কতিপয় দায়াদ নরপতি, একদা একত্র মিলিত হইয়া তাঁহাকে পরাজয়পূর্ব্বক তদীয় রাজ্যগ্রহণের বাসনা করিলেন, এবং গণককে ডাকিয়া প্রয়াণ যোগ্য লগ্ন স্থির করিতে আদেশ করিলেন। গণক গণিয়া কহিল, সংবৎসরের মধ্যে যাত্রিক দিন নাই। যদি আপনারা নিষেধ না শুনিয়া যুদ্ধযাত্রা করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনাদের বিপদ ঘটিবে। এতদ্ভিন্ন সম্পত্তি অধিক হইলেও, তাহা আপনাদের ভোগ হইবে না। এই বলিয়া সেই গণক এই কথাটি আরম্ভ করিল।

কৌতুকপুর নগরে বহুসুবর্ণ নামে রাজার যশোবর্ম্মা নামে এক ক্ষত্রিয় সেবক ছিল। সে রাজার নিকট অর্থ প্রার্থনা করিলেও রাজা কস্মিন্‌কালে তাহাকে কিছুই দান করিতেন না, কেবল সূর্য্যদেবকে দেখাইয়া বলিতেন, আমি তোমাকে অর্থ দিতে চাহি, কিন্তু ভগবান্ সূর্য্যদেব আমাকে দিতে নিষেধ করেন। অতএব আমার দোষ নাই। বারংবার রাজার এইরূপ ওজরে যশোবর্ম্মা চুপ করিয়া থাকিত। একদা সূর্য্যগ্রহণ হওয়াতে রাজা ভূরিদানে প্রবৃত্ত হইলে, যশোবর্ম্মা প্রভুর নিকট যাইয়া এই নিবেদন করিল, প্রভো! যে সূর্য্য আমাকে কিছুই দিতে দেন না, তিনি আজ রাহুগ্রস্ত হইয়াছেন, অতএব এই অবকাশে আমাকে কিঞ্চিৎ প্রদান করুন।' রাজা ভৃত্যের এই কথা শুনিয়া হাস্যপূর্ব্বক তাহাকে বস্ত্র এবং সুবর্ণাদি প্রদান করিলেন, কিছুদিন পরে যশোবর্ম্মার উক্ত রাজদত্ত ধন নিঃশেষিত হইলে, রাজা তাহাকে আর কিছুই দেন না। একদা সহসা স্ত্রীবিয়োগ হইলে, যশোবর্ম্মা অর্থকার্শ্য নিবন্ধন দেহত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বিন্ধ্যবাসিনীর নিকট গমন করিল। এবং দেবীর সমক্ষে অনাহারে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিল। দেবী তাহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে স্বপ্নে এই আদেশ করিলেন 'পুত্র! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব অর্থ * শ্রী এবং ভোগ † শ্রী এই দুয়ের মধ্যে কি প্রার্থনা কর বল।'

---

* যে সম্পত্তি শুদ্ধ সঞ্চয়ের জন্য উপর্জ্জিত হয়। † যে সম্পত্তি কেবল ভোগের জন্য উপার্জ্জিত হয়।

ইহা শুনিয়া যশোবর্ম্মা বলিল, দেবি! আমি আপনার আদিষ্ট উক্ত শ্রীদ্বয়ের বিশেষ ভেদ অবগত নহি। দেবী কহিলেন, তোমার দেশে ভোগবর্ম্মা এবং অর্থবর্ম্মা নামে দুই বণিক্ আছে, তাহাদের সুখ সম্পত্তি দর্শন করিয়া যেটী তোমার অভিমত হইবে, আমার নিকট আসিয়া সেইটি প্রার্থনা করিলে, আমি তোমাকে তাহাই প্রদান করিব।

ইহা শুনিয়া যশোবর্ম্মা জাগরিত হইয়া ব্রতপারণা সমাপনপূর্ব্বক স্বদেশ হর্ষপুরে প্রস্থান করিল, এবং প্রথমে অর্থবর্ম্মার নিকট গমন করিয়া সুবর্ণরত্নপ্রভৃতির ব্যবসায় দ্বারা উপার্জ্জিত বহু সম্পত্তি দর্শনে অর্থশ্রী এই শব্দের তাৎপর্য্য স্থির করিল। অর্থবর্ম্মা যশোবর্ম্মার আতিথ্য বিধানপূর্ব্বক তাহাকে নিমন্ত্রণ করিল, এবং তাহার জন্য ঘৃতপক্ক মাংস ও ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত উত্তমরূপে করিল, কিন্তু নিমন্ত্রিত যশোবর্ম্মা আহারকালে অর্থবর্ম্মার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া ভোজন করিল। অর্থবর্ম্মাও অঞ্জলি মাত্র ঘৃতের সহিত অন্নব্যঞ্জনাদি অল্প পরিমাণে ভোজন করিল। যশোবর্ম্মা অর্থবর্ম্মার এইরূপ অল্পভোজনে বিস্মিত হইয়া তাহার এতাদৃশ অল্পভোজনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে কহিল মহাশয়! আজ আমি আপনার অনুরোধে ঘৃতযুক্ত মাংসব্যঞ্জনাদির সহিত অন্ন ও শক্তু ভোজন করিয়াছি, আমার নিত্য আহার অর্দ্ধছটাক ঘৃত এবং শক্তু থাকে. মন্দাগ্নিতাজন্য ইহার অধিক আমার উদরে জীর্ণ হয় না।

যশোবর্ম্মা এতৎ শ্রবণে মনে মনে অর্থবর্ম্মার এতাদৃশ সম্পত্তির নিন্দা করিতে লাগিল। তদনন্তর অর্থবর্ম্মা তাহার জন্য ক্ষীর আনিলে, যশোবর্ম্মা তাহাও উত্তমরূপে ভক্ষণ করিল, কিন্তু অর্থবর্ম্মা একপলমাত্র ক্ষীর ভক্ষণ করিল। ভোজনান্তে উভয়েই এক শয্যায় শয়ন করিল। অর্দ্ধরাত্রে যশোবর্ম্মা স্বপ্নে দেখিল, দণ্ড হস্তে কতকগুলি লোক প্রবেশ করিয়া অর্থবর্ম্মাকে, রে পাপিষ্ঠ! তুই ঘৃত মাংস পায়সাদি ভোজন করিয়াছিস, এই বলিয়া প্রহার আরম্ভ করিল, এবং যাহা কিছু পক্কান্ন ভোজন করিয়াছিল, তৎসমস্ত তাহার উদর হইতে বহিষ্কৃত করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর যশোবর্ম্মা জাগরিত হইয়া দেখিল, অর্থবর্ম্মা শূলবেদনায় কাতর হইয়া বমন করিতেছে। বমনের